শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত

শ্রীহরিদাস গোস্বামী কর্ত্তৃক
গ্রন্থিত

আয়রে আয়রে পতিত অধম
মাতৃ-পূজা করি অগ্রে।
মায়ের চরণ ধূলির প্রসাদে
পতিত যাইবে স্বর্গে॥
জয় মা জননি! গৌর-ঘরণি!
পতিতের রাজরাণী।
বক্ষে তুলিয়া আদর করিয়া
দাও মা অভয় বাণী॥

গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণ :—গৌরাব্দ ৪২৭, ১৩২০ সাল।

প্রকাশক :
শ্রীরামনিবাস ধাণ্ডারিয়া
আর্য্যাবর্ত্ত প্রকাশন গৃহ
৯৫এ, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু
কলিকাতা-১২
ফোন—৩৪-৭৩২২

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া কুঞ্জ
বুড়া শিবতলা
নবদ্বীপধাম, নদীয়া

২। শ্রীরামনিবাস ধাণ্ডারিয়া
আর্য্যাবর্ত্ত প্রকাশন গৃহ
৯৫এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর:
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র
এলম প্রেস
৬৩, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ-পত্র

গোলোকগত পরমারাধ্য

শ্রীল সীতানাথ গোস্বামী পিতৃদেব

শ্রীকরকমলেষু—

পিতৃদেব !

আপনার পদ-প্রান্তে বসিয়া বাল্যকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ যাহা শিক্ষা করিয়াছিলাম, ভক্তিশাস্ত্রের সার মর্ম্ম যাহা কিছু বুঝিয়াছিলাম, এতদিনে তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা আপনাকে দেখাইতে পারিলাম না, এই বড় দুঃখ। দ্বাবিংশ বৎসরের অধিক হইল আপনি গোলোকধামে গমন করিয়াছেন। কত বিপদ্ আপদ্, কত দুঃখ-জ্বালা, কত শোক-তাপ আপনার অধম ও অকৃতী সন্তানের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, হৃদয় চূর্ণ করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে দুঃখকে সুখ বলিয়া আদর করিয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে শিখিয়াছি। ইহাতে মনে অপার আনন্দ পাইয়াছি। সেই অপূর্ব্ব আনন্দের ফলস্বরূপ এই "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত" গ্রন্থখানি আপনার পবিত্র নামে পিতৃভক্তির স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ উৎসর্গীকৃত হইল।

আপনার শ্রীচরণ-রেণু-প্রার্থী—

অধম ও অকৃতী পুত্র

হরিদাস

শ্রীগৌর ধর্ম্ম-প্রচারার্থে

এবং

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-সেবায় অর্পিত

শ্রীমঙ্গলাচরণ

(গ্রন্থকারের কন্যা শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী-বিরচিত
শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার স্তোত্র)

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীগৌরচন্দ্রায়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্রং

নমামি গৌরাঙ্গপদারবিন্দং, সুবর্ণবর্ণাঙ্গকৃপাবতারং।
স্মরামি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাতিমত্তং, বাঞ্ছামি গৌরাঙ্গকৃপামকরন্দম্ ॥১॥

হে দেব! কারুণ্যসুধাববর্ষিন্! ত্বমেব সঙ্কীর্ত্তনসৃষ্টিকারকঃ।
ত্বমেব বিশ্বস্য ধাতা বিধাতা, ত্বমেব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমৈকদাতা ॥২॥

জীবস্য কৈবল্যদাতা ত্বমেকঃ, পাপস্য তাপস্য হরস্ত্বমেব।
হে গৌর! অনন্তকৃপাসমুদ্রস্ত্বয়া বিনা নাস্তি গতিশ্চ কুত্র ॥৩॥

নমামি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ৈকনাথং, নটন্তং রটন্তং শ্রীকৃষ্ণনাম।
অগাধসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যধাম, শ্রীপাদপদ্মে শরণং ব্রজামঃ ॥৪॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াষ্টকং

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়াং বন্দে গৌর-বক্ষোবিলাসিনীং।
ত্রৈলোক্যমোহিনীং দেবীং নমামি বরবর্ণিনীং ॥১॥
বালাং বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে গৌরাঙ্গসহধর্ম্মিণীং।
সর্ব্বরূপগুণাঢ্যাং চ সনাতনস্য নন্দিনীং ॥২॥
নীলাব্জনয়নাং বন্দে শ্রীগৌরাঙ্কনিবাসিনীং।
সুকেশাং চারুবেশাঞ্চ নীলবস্ত্রাং সুহাসিনীং ॥৩॥
গৌরাঙ্গীং সুন্দরীং মুক্তাহারদ্যোতিতবক্ষসাং।
কম্বুকণ্ঠীং চারুদতীং নমামি গজগামিনীং ॥৪॥
নবদ্বীপময়ীং দেবীং শরচ্চন্দ্রনিভাননাং।
তপ্তজাম্বুনদবর্ণাভাং নমামি করুণাময়ীং ॥৫॥
মৃণালশীতলাং মন্দস্মিতনিত্যযুতাননাং।
কোমলাঙ্গীং বিশালাক্ষীং বন্দে গৌরাঙ্গগেহিনীং ॥৬॥
মহামায়াসুতাং গৌরীং নানালঙ্কারভূষিতাং।
তাং নমামি মহালক্ষ্মীং হ্লাদিনীং শক্তিরূপিণীং ॥৭॥
চিদানন্দময়ীং বিশ্ববন্দিতাং পতিদেবতাং।
জগদ্ধাত্রীং প্রেমদাত্রীং নমামি ভূস্বরূপিণীং ॥৮॥
কৃষ্ণদাসীকৃতমিদং নাম্না বিষ্ণুপ্রিয়াষ্টকং।
শ্রদ্ধয়া পঠতে যো হি প্রেমভক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥৯॥

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রের গ্রন্থকার প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভুর কাছে ভারতীয় বৈষ্ণবগণ চিরঋণী, তিনি তাঁর কর্ম্মময় জীবনের অধিকাংশ সময় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনচরিত্র সম্বন্ধে এমন সব অমূল্য ও লুপ্তপ্রায় সাহিত্য উদ্ঘাটন করিতে ব্যয় করিয়াছেন, যাহা আজ বৈষ্ণব ভক্তগণের প্রাণপ্রিয় অমূল্যধন। সরকারী চাকুরীর পরাধীনতায় ও পদে পদে সাধনায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও কিভাবে তাঁর ইষ্টদেবীর সাধনা ও সেবাতে মনপ্রাণ নিয়োগ করিলেন ও তাঁহার মধুর লেখনী হইতে এমন অনুপম সাহিত্য স্থাপিত হইল, যাহা যুগে যুগে বৈষ্ণবদিগকে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে এবং শুভ্র মন্দাকিনীর করুণা রসে আপ্লুত করিতে থাকিবে—এই পুস্তকই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপর পুস্তকের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে দৈব কৃপায় কোন সাধনসম্পন্ন বৈষ্ণব মহানুভবের স্নেহদানে এই গ্রন্থ পুনরায় বৈষ্ণব-জগতের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিল। আমাদের বিশ্বাস যে এই গ্রন্থ পাঠকের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে।

প্রকাশক

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত প্রকাশ রহস্য

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমকালীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধীয় বহু সাহিত্যের রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ মহাপ্রভুর শক্তিস্বরূপা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে কেবলমাত্র গৌরলীলা ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভুই তাঁহার শুধু বিবাহলীলার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা শ্রীলোচনদাস ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রি শৃঙ্গারলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণদাস মহাশয় স্বরচিত "চৈতন্যচরিতামৃত" শ্রীগ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর মন্ত্রশিষ্য শ্রীঈশাননাগর তাঁহার রচিত "শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ" কাব্যগ্রন্থের একবিংশতি পর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার দৈনন্দিন কার্য্য ও শচীমাতার সেবার বর্ণনা ত্রয়োদশ পয়ারছন্দে করিয়াছেন। দ্বাবিংশপর্ব্বে, শ্রীমৎ মহাপ্রভুর ও শচীমাতার অন্তর্ধাণান্তর, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভজনপ্রণালী ও তাঁহার কঠোর তপস্যার বর্ণনা পঞ্চদশ পয়ারছন্দে করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী অত্যন্ত হৃদয়বিদারক হওয়ায় তিনি আর বর্ণনা করিতে সক্ষম হন নাই।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জনৈক শিষ্য শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর এক শিষ্য ছিলেন, তাহার নাম শ্রীরামশরণ চট্টোরাজ। শ্রীমনোহর দাস এই শ্রীরামশরণ চট্টোরাজের

শিষ্য ছিলেন। আনুমানিক গৌরাব্দ ২১১ বিক্রমাব্দ ১৭৫৩ শকাব্দ ১৬১৮ সালে চৈত্র শুক্লা দশমী দিবসে শ্রীবৃন্দাবনধামে অথবা—নিকটস্থ কোন স্থানে থাকিয়া অনুরাগবল্লী কাব্যগ্রন্থের রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর চরিত্র বর্ণনা করাই এই শ্রীগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। নিজ গুরু শ্রীরামশরণ চট্টোরাজের বিবৃতি অনুসরণ করিয়া তিনি সম্ভবতঃ এই শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্বন্ধীয় বর্ণনা খুবই অস্পষ্ট।

অনুমানিক গৌরাব্দ ২৩১ তথা শকাব্দ ১৬৩৯ সালে শ্রীকুলনগর নিবাসী শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র (গুরুদত্তনাথ প্রেমদাস) রসরাজ উপাসনার একটী অপূর্ব্বগ্রন্থ "শ্রীবংশীশিক্ষা" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই বংশীশিক্ষার ৪র্থ উল্লাসে শ্রীমৎ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত গৃহত্যাগ করিবার পরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিদ্রা হইতে উঠিয়া যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে।

প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রণীত "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনাম স্তোত্র" গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে "বিষ্ণুপ্রিয়া" পাক্ষিক পত্রিকাতে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্বন্ধে প্রায়ই লিখিতেন।

শিশিরবাবুও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিস্তৃত জীবন চরিত্র লিখিতে সক্ষম হন নাই। জর্জ্জর দেহে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রুফ সংশোধন যেদিন সম্পূর্ণ হয়, সেদিনই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

এইরূপ অনুমান হয় যে তিনি নিজের অবশিষ্ট কার্য্যের জন্য শ্রীহরিদাস গোস্বামী প্রভুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বৈষ্ণবোচিত দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া সম্ভবতঃ তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত সাহিত্য

সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। নিম্ন বর্ণিত ঘটনাবলীর দ্বারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিসন্দেহ হওয়া যায়।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার—বঙ্গাব্দ ১৩১৭, ২০শে জানুয়ারী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক·ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত ৪২৭ গৌরাব্দ ১৩১৯-১৩২০ বঙ্গাব্দে·রচিত হইয়াছিল। শ্রীহরিদাস গোস্বামী প্রভু তাহার জব্বলপুর থাকাকালীন সময়ে ডাকবিভাগের ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। সেই সময়েই তিনি এই মহান গ্রন্থের রচনা করেন। এই প্রথম সংস্করণ মুদ্রণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহা বঙ্গাব্দ ১৩২০ সালে লিখিত হইয়াছিল। ইহার দুই বৎসর বাদে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মঙ্গল' কাব্য রচনা হয়। ঐ বৎসরই 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিলাপ গীতি' লঘুকাব্যের রচনা সম্পূর্ণ হয়। ইহার কিছু সময় পরেই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক নামে গদ্য কাব্য প্রকাশিত হয়।

*   *   *

"বসন্ত সাধু" ও "বসন্ত দাদা নামে প্রসিদ্ধ পরম বৈষ্ণব ভক্ত শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দে মহাশয় ঐসময়ে ত্রিপুরা জেলার ত্রিশ গ্রামে বাস করিতেন। যখন মহাত্মা শিশির কুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে নাই, তখন হইতেই ভাব সমাধিতে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তিনি শিশির বাবুকে নিজের ভাবগুরু পর্য্যায়ে সমাসীন করিয়াছিলেন। এক স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী তিনি বিশ্বাস করিতেন যে মহাত্মা শিশির কুমার শ্রীহরিদাস প্রভুর মানব দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ও অতঃপর মহাত্মা শিশির কুমারের অবর্ত্তমানে তিনি হরিদাসজীকে গুরুভাবে অধিষ্ঠিত করেন। শ্রীহরিদাসজীর সঙ্গেও তাঁহার কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় শ্রীহরিদাসজীর রচনাদি পাঠ করিয়া তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হন। প্রত্যক্ষ পরিচয় ও

দেখাশুনা না হইলেও শ্রীবসন্ত সাধু শ্রীহরিদাসজীকে তাঁহার ভূপাল অবস্থান কালে যে প্রথম পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বসন্তসাধু একপত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"তুমি প্রিয়াজির" শক্তিতে চালিত, এই আমি বেশ বুঝি। তুমি প্রিয়াজীর অন্তরঙ্গ দাসী—ইহা না হইলে তুমি তাঁহার মর্ম্মকথা কিভাবে জানিলে ?"

দ্বিতীয় পত্রে তিনি আরও লিখিয়াছিলেন—"আমি একটী মধুর স্বপ্ন দেখিলাম, "প্রভু প্রিয়াজি" শয়নে আছেন, রাত্রির সময়, তুমি আর আমি শয়ন গৃহের গবাক্ষ দ্বারে চুপি চুপি উঁকি দিতেছিলাম। আমাদের স্ত্রীবেশ, তোমার সাড়ী নীলবর্ণ, আর আমার রক্তবর্ণ, আমাদের শরীরে নানাপ্রকার অলঙ্কার, দেখিতে আমরা নবযুবতী। আমি তোমার পিছনে আছি। সেই সময়ে হঠাৎ প্রিয়াজী শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তুমি তাঁহার সঙ্গে যে যে রঙ্গরস আরম্ভ করিয়াছিলে, তাঁহার বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি লজ্জা পাইয়া পলায়ন করিলাম। বল, না, দাদা তুমি কে ?"

* * * *

প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবীর বিবাহ তাঁহার দশম বর্ষকালে হইয়াছিল। সেই সময় গোস্বামী প্রভু ভাগলপুরে ছিলেন। ইহা ৬ই ফাল্গুন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ সাল। বিবাহের চতুর্থ বৎসরে সন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জামাতার স্বর্গবাস হইয়াছিল। কন্যার বিবাহের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার আত্ম কাহিনীতে লিখিয়াছেন যে এই দুঃখপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা যথাস্থানে করিবেন। কিন্তু এই বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় নাই।

সেই সময় তিনি জব্বলপুরে থাকিতেন। কন্যাকে চৌদ্দ বৎসরে পতিহীন দেখিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চতুর্দ্দশ বর্ষ সময়ে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসজনিত বিয়োগ দুঃখের অবস্থা স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। যেমন ব্যাধ কর্তৃক মিথুনরত ক্রৌঞ্চ-যুগলের পুরুষ ক্রৌঞ্চ নিহত হইলে স্ত্রী ক্রৌঞ্চের বিরহ-করুণরবে দ্রবীভূত হইয়া আদি কবি বাল্মিকীর মুখ হইতে অনুষ্টুপ ছন্দে নিম্নলিখিত শ্লোক নিঃসৃত হইয়াছিল—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগম স্বাশ্বতী সমা।
যদ্ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেবমবধো কামমোহিতম॥"

ও করুণরস প্রধান রামায়ণ মহাকাব্যের রচনা হইল। এইরূপেই শ্রীহরিদাস গোস্বামী প্রভুর ব্যথিত হৃদয়ে বিশুদ্ধ করুণরসের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইল। তাঁহার প্রতিটি গ্রন্থ করুণ রসে আপ্লুত ও বৈষ্ণবীয় দৈন্যে প্রভাবিত।

১৯০৫ সালে প্রথম ভাগে সরকারী চাকুরী করিবার সময় তিন মাস ছুটি লইয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগুরুদাসজী গোস্বামীর নিকট মতিহারীতে ছিলেন। সেই সময় তিনি সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের অমিয় নিমাই চরিত পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন যে ঐ সময় ঐ গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার কোনো আনন্দের বিশেষ অনুভূতি হয় নাই। কিন্তু পরে দ্বিতীয়বার পড়িয়া তাঁহার যে অনুভূতি হইয়াছিল উহা পরে লিখিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহার পরে দ্বিজ বলরামদাসজী ঠাকুরের জীবনী উল্লেখ করিয়া ইনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন অপ্রকাশিত বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে উহা যথাসময়ে তাঁহার ধর্ম-

জীবন কাহিনীতে ব্যক্ত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত আত্মকাহিনীতে উহার কিছু পাওয়া যায় নাই। ইহা অনুমিত হয় যে তাঁহার জব্বলপুর থাকাকালীন, সময়ে অমিয় নিমাই চরিত পাঠ করিবার অবসর মিলিয়াছিল ও সেই সময়ই তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এবং ইহাও অনুমান করা যায় তিনি কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হইয়া রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক এই কার্য্য করিয়াছিলেন।

তাহার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত "গৌরগীতিকা" (যাহা তাহার জব্বলপুর নিবাসকালীন সময়ে ৪২৭ গৌরাব্দ বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালে পৌষ পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইয়াছিল) গ্রন্থের সূচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

নিমাই চরিত, পড়িতে পড়িতে,
মত্ত হল মম প্রাণ।
প্রেমের তুফান, উঠিল হৃদযে,
সদা মুখে গৌর গান॥
শয়নে ভোজনে, অফিসের কাজে,
দেখি সে সুন্দর মূর্ত্তি।
হাড় ভাঙা শ্রমে, আয়াস না মানে,
গান গেয়ে কত স্ফূর্ত্তি॥
কান্দি আর লিখি, আখিনীরে ভাসি,
কবে প্রভু পদ পাব।
শিশির ঘোষের নিমাই চরিত,
হল মনে নব ভাব॥

* * * *

সুদূর ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনবাসী স্বনামধন্য রামদাস বাবাজীর শিষ্য তত্রস্থ

কেলনার কোম্পানীর রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র ঘোষাল মহাশয় শ্রীহরিদাসজীর কাছে লিখিত ৯ই কার্ত্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দ তারিখের চিঠিতে বিষ্ণুপ্রিয়া বিলাপ গীতি ও বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত পাঠ করিয়া তাহার ও তাহার ধর্ম্মপত্নীর কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে সেই যে নরহরি ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে "প্রভুর লীলা লিখিবে যে অনেক পরে জন্মিবে সে—আমার বোধ হয় এতদিন পরে তাঁর আশ্বাস বাণী পূর্ণ হইল। বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত আমরা এ পর্য্যন্ত অতি সামান্য মাত্র "অমিয় নিমাই-চরিত" এবং "অনুরাগবল্লী" হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম এখন সেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সমস্ত জীবনী যখন বাহির হইল, সেই জন্য এক এক সময় আমার মনে হয়, আপনিই প্রিয়াজীর কাঞ্চনা সখী ছিলেন তা না হলে তাঁহার এতদূর অন্তরের কথাতো আর কেউ জানিতেন না—আবার মনে হয় আপনি যে শুধু দেবীর অন্তরের কথা জানেন তা তো নয়—আপনি সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গলীলারও সহায় ছিলেন—আপনি আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের গণই হউন আর দেবীর গণই হোন—আপনি যিনিই হন, আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম—তবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে আপনি সাধারণ মানুষ নহেন আপনিও যদি আমাদের মত মানুষ হন তা হলে নিশ্চয় বলবো—

"দেবতার উর্দ্ধে তবে মানবের স্থান"

আপনাকে একবার দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হয়, শুধুমাত্র আপনাকে দেখিতে, আর আপনার শ্রীচরণের ধূলা মস্তকে, এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া জন্মজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে আর কিছু নয়।

* * * *

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-ভজন-নিষ্ঠ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার শ্রীমান

নিত্যগোপাল গোস্বামী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত পাঠ করিয়া শ্রীহরিদাসজীকে লিখিয়াছিলেন—

"তুমি একি করিয়াছ? এই কি তোমার "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত" ? না, না, তুমি ভুলেছ। এ যে ভক্তপ্রাণ কালানল,—ইহা কি পড়া যায়? না,—উহা পড়িলে প্রাণ থাকে? ইহা কখনই তোমার লেখা নহে। আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে জানি,—চিরদিনই তুমি কুসুমোপম কোমল প্রকৃতি। তোমার কুসুম-কোমল হৃদয় হইতে এমন হৃদয়-বিদারক জ্বালাময়ী ভাষার স্ফুরণ কখনই সম্ভবপর নহে। কুসুমে বজ্র,—সলিলে দাহিকা শক্তি,—ভক্তে ক্ষমাহীনতা,—যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বলিব,—এই বিষ্ণুপ্রিয়া চরিতও তোমার লেখা। এই শ্রীগ্রন্থখানি ভক্তের জন্য নহে,—ভক্ত ইহা কখনই পড়িতে পারিবেন না,—পড়িলে তাহার প্রাণ থাকিবে না। তোমার গ্রন্থের বিশেষত্ব, লেখার ভাষা ও ভাব সমন্বয় গুণে, লিখিত বিষয়ের ছত্রে ছত্রে, বর্ণে বর্ণে, কি এক অদ্ভুত উন্মাদিনী শক্তির সমাবেশ হইয়াছে,—যাহা পাঠ বা শ্রবণ মাত্রেই পাষাণ প্রাণও বিগলিত হয়। তোমার দ্বারা যাহা অসম্ভব—তাহাও সম্ভব হইয়াছে। যিনি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারেন, তিনিই উহার কর্ত্তা,—তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। তোমাকে Hypnotise অর্থাৎ অজ্ঞান করাইয়া এই কার্য্য করাইয়াছেন। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমার সজ্ঞান অবস্থায় লেখা হইলে,—তুমি কখনই বাঁচিতে না,—তোমার কোমল প্রাণটুকু পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। যাহা হউক আমার মত পাষণ্ডীর পাষাণ হৃদয় দ্রব করিবার ঔষধই সৃষ্টি হইয়াছে বটে।"

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন মহোদয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—

"হে দেব, আপনার শ্রীমূর্ত্তি তো খুবই সুন্দর কিন্তু হৃদয় এত কঠোর কেন? কবিদের এই স্বভাব যে তাহারা স্ত্রীদিগকে কষ্ট দিতে ভালবাসেন। প্রমাণস্বরূপ এই যে—আদি কবি বাল্মিকী সীতাদেবীকে, ব্যাসদেব দ্রৌপদী ও উত্তরাকে কতই না কষ্ট দিয়াছিলেন। শুধু আমাদের দেশেই এইরূপ নহে, পাশ্চাত্য দেশের কবিদেরও এইরূপ স্বভাব। সেক্স্‌পিয়ার জুলিয়েটকে আর ইহার পূর্ব্বে হোমার হেলেনকে দুঃখ দিয়াছিলেন। আপনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে কতই না কষ্ট দিয়াছেন।

"আমি তো আপনার সম্পূর্ণ গ্রন্থ পড়িতে পারি নাই, অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছে। আপনার কুসুম কোমল হৃদয়ে এরূপ হৃদয়-বিদারক ভাব আনিতে পারে না। নিশ্চয়ই ইহা তাঁহার আপন জন নিঠুর মহাপ্রভুর কাজ। তিনিই আপনার দ্বারা এইরূপ গ্রন্থ লিখাইয়াছেন। তিনি যে আপনার জ্ঞান হরণ করিয়া নিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত। আপনার সূক্ষ্মদেহ ঐ সময় সেখানে ছিল না। আপনার লিখনশৈলকে ধন্যবাদ। ইহা রবীন্দ্রবাবুর লেখনকলাকেও হার মানাইয়াছে।"

উপরোক্ত বর্ণিত ঘটনা হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত প্রকাশ হইবার কারণ অনুমান করা যায় এবং ইহা যে কাহারও মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়াছে তাহাও সম্যক উপলব্ধি হয়। মহাত্মা ও গুরুজন ও বৈষ্ণব

সজ্জনদের নিজ প্রেরিত এইরূপ ক্রীড়াকলাপ খুব কমই হইয়া থাকে। তাঁহার বাণী তাঁহার কার্য্য ও তাহার প্রত্যেক চেষ্টাই ভগবৎ ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত লিখিবার প্রকৃত রহস্য যে ইহাই সর্ব্বপ্রথমে তাহা মানিয়া লওয়া উচিৎ।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ত্রিংশ অধ্যায়

একত্রিংশ অধ্যায়

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রার্থনা

(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর শ্রীপাদপদ্মে)

"চৈতন্য-বল্লভা তুমি জগৎ ঈশ্বরী।
তোমার দাসের দাস হৈতে বাঞ্ছা করি॥"

মাগো! চিরকরুণাময়ি! পতিতোদ্ধারিণি! পতিতপাবনি! তোমার শ্রীচরণরেণুপ্রার্থী হইয়া তোমার দাসানুদাস, তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া নিশিদিন তোমার দুঃখে কাঁদিতেছে;—তোমার কৃপাকণাভিক্ষু হইয়া তোমার অভাগা সন্তান, তোমারই প্রত্যাদেশে তোমার পুণ্য-চরিত-কাহিনী,—তোমার নরজীবনের সুখ-দুঃখ-কাহিনী এক এক করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছে। মাগো! দয়াময়ি! তোমার আদেশে যে দিন হইতে এ জীবাধম তোমার দুঃখপূর্ণ পবিত্র জীবন-কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতে সে প্রতিনিয়ত কান্দিতেছে। সে ক্রন্দনের অন্ত নাই, চক্ষের জল শুকাইতে না শুকাইতে পুনরায় নয়নজলে চক্ষু ভরিয়া উঠে। মাগো! তোমার মলিন বদনখানির প্রতি চাহিতে পারি না, তোমার বিষাদময়ী শ্রীমূর্ত্তিখানি তোমার অভাগা সন্তানের সম্মুখে নিয়ত ঘুরিতেছে। মাগো। তোমার নিকটে কিছু লুকাইব না। তুমি জগন্মাতা, তুমি কলিহত জীবের মা জননী। মাতার নিকট সন্তানের কোন কথাই লুকাইতে নাই। দয়াময়ি! মা আমার! তোমার অযোগ্য অধম সন্তান, যখনই মসী-লেখনী ধারণ করিয়া তোমার পুণ্য-চরিতকথা লিখিতে বসে, তখনই তাহার দুঃখসাগর যেন উথলিয়া উঠে, প্রাণ আকুল

হইয়া কাঁদিয়া উঠে, অলক্ষ্যে নয়নদ্বয়ে জলধারা আসে, চক্ষের জলে কাগজ ভিজিয়া যায়। নয়নের জলে মাগো! তোমার অধম অকৃতী সন্তান তোমার পুণ্যচরিত লিখিতেছে, কারণ ইহা তোমার আদেশ। মাতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, তাহা না হইলে এই কঠিন কার্য্যে সে কখনই হস্তক্ষেপ করিত না। মাগো! ইচ্ছাময়ি! তুমি কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া যাহা করাইতেছ, তোমার অধম সন্তান তাহাই করিতেছে।

"আজ্ঞা বলবান তাঁর না পারি ঠেলিতে।
লিখিব লিখাবে যাহা বসি মোর চিতে॥"

মাগো! তোমার দুঃখপূর্ণ জীবন-কাহিনী মহাজনগণ লিখিয়া যান নাই, তাহার কারণ, ইহাতে বড় দুঃখ। যিনি লিখেন তাঁহার নিজের দুঃখ, যাঁহারা পড়িবেন বা শুনিবেন তাঁহাদের সকলের দুঃখ, জীবের মনে দুঃখ দেওয়া বড় গর্হিত কর্ম্ম—বড় পাপ। তাই বোধ হয় মহাজনগণ এই কঠিন ও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। মাগো! তোমার অধম সন্তান মহাপাতকী। সে আজীবন জন্মজন্মার্জ্জিত দুঃখরাশিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে—বিষম দুঃখের তাড়নায় সর্ব্বদাই হাহাকার করিতেছে, কত শত লোককে জ্বালাইতেছে। আবার জননীর দুঃখকাহিনী লিখিয়া কত লক্ষ কোটী জীবের হৃদয়ে দারুণ আঘাত দিতে বসিয়াছে। তবে ভরসা, ইহা তোমার আদেশ। কলির জীবের হৃদয় বড় কঠিন, সামান্ত দুঃখে তাহা দ্রব হইবে না, সেই জন্যই বুঝি মা! তোমার এই আদেশ। কলির জীবের কঠিন হৃদয় দ্রব করাইবার জন্যই প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ এবং কাঙ্গালবেশ-ধারণ। যখন প্রভুর সন্ন্যাসকাহিনী মহাজনগণ লিখিয়া গিয়াছেন, তখন মা! তোমার দুঃখকাহিনী লিখিতে আর বাধা কি? প্রভুর কাঙ্গাল বেশ দর্শন করিয়া, তাঁহার সন্ন্যাস-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, কলির জীবের কঠিন হৃদয় দ্রব হইয়া তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আকৃষ্ট হইয়া-

ছিল। কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্যই প্রভুর এই কাঙ্গালবেশ-ধারণ এবং সেই শুভ উদ্দেশ্যেই মাগো! তোমার ভিখারিণীর বেশ। কলির জীব বড়ই নিঠুর,—তাহাদের হৃদয় বড়ই কঠিন, তাই প্রভুকে এত কষ্ট দিল, আমার রাজরাণী মাকে ভিখারিণী সাজাইল। ধিক্ কলির জীবের জীবনে।

মাগো! প্রভুর সন্ন্যাস-কাহিনী মহাজনগণের মতে অতি পুণ্য-কথা। তাহা শ্রবণ করিলে জীবের ভববন্ধন মুক্ত হয়।

"শুন শুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস।
সে কথা শুনিলে কর্ম্ম-বন্ধ যায় নাশ॥" চৈঃ ভাঃ।

মাগো! তোমার পুণ্যচরিত-কথা, তোমার কঠোর ভজনকথা, শ্রবণ করিলেও কলির জীবের ভববন্ধন নাশ হইবে। মাগো! তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া যাহার নয়ন হইতে একবিন্দুও অশ্রুজল পতিত হইবে, তাহার সর্ব্বপাপ বিধৌত হইবে,—তাহার হৃদয় নির্ম্মল হইবে, সে গৌরপ্রেম-লাভে অধিকারী হইবে। তাহার লীলা-অনুভবের শক্তি হইবে। এ কথা মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥" প্রেঃ বিঃ

মাগো! তোমার লীলাকথায় যেখানে যাহা অভাব ছিল, তুমি তাহা কৃপা করিয়া আপনা-আপনি পূর্ণ করিয়া দিতেছ, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। মাগো! তোমার শেষ জীবনের কাহিনী কোথাও পাইলাম না বলিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন ও কাতর ছিলাম। তোমার সঙ্গোপন-কাহিনী ও প্রভুর অপ্রকটকাহিনী একই রূপ,—সমসূত্রে গাঁথা। এ কাহিনী কোন গ্রন্থে নাই, কোন মহাজন এই অপূর্ব্ব পুণ্য-কাহিনীর আভাস পর্য্যন্তও দিয়া যান নাই। কিন্তু মাগো! তোমার কৃপাবলে

তোমার ভ্রাতৃবংশধর ভক্তপ্রবর, শ্রীমান্ নৃত্যগোপাল গোস্বামী, তোমার অধম সন্তানকে এই অতি গুহ্য-বিষয়ের সন্ধান দিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। মাগো! তুমিই তাঁহাকে দিয়া তোমার সঙ্গোপন-কাহিনী এত দিন পরে জগতে প্রকাশ করিলে।

দয়াময়ি! ক্ষেমঙ্করি! কলিকলুষনাশিনি! হতভাগ্য কলির জীবের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর। ঐ দেখ তাহারা আকুলপ্রাণে সমস্বরে তাহাদের চিরমঙ্গলময়ী জগজ্জননী মাকে ডাকিতেছে—

জয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জয়।
জয় শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের জয়॥
জয় শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার জয়!!!

মাগো! তোমার লীল-সমুদ্র অগাধ, অনন্ত। তোমার নিতান্ত অকৃতী সন্তান তাহার এক বিন্দুও স্পর্শ করিতে পারিল না।

"আমি শোধিবার তরে দুঃসাহস কৈনু।
লীলা-সিন্ধুর এক বিন্দু ছুঁইতে নারিনু॥"

অঃ প্রঃ

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত

প্রথম অধ্যায়

দেবীর জন্ম ও বাল্য-লীলা।

"সনাতন গৃহ আলোকিত ক'রে।
মহামায়া গর্ব্ভে কে জনমিল রে॥
গোলোক ছাড়িয়া এসেছে গৌরাঙ্গ।
তাই বুঝি লক্ষ্মী আসিলেন সঙ্গ॥"

গ্রন্থকার।

নবদ্বীপনিবাসী শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র পাশ্চাত্যশ্রেণীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতৃদেবের নাম দুর্গাদাস মিশ্র। মিশ্র-বংশের আদিম নিবাস মিথিলায় ছিল। তদ্বংশীয় নবদ্বীপ-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ গোস্বামিভাগবতরত্ন-মহাশয় তদীয় শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব দীপিকা গ্রন্থে নিজের বংশ-পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

সর্ব্বেষাং পূর্ব্বমস্মাকং মিথিলায়াং নিবাসতঃ।
মিশ্রোপাধি যজুর্ব্বেদঃ শ্রেণী তু বৈদিকী মতা॥

ইহাতেই বুঝা যায় মিশ্র-বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ মিথিলা প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া নবদ্বীপে বাস করেন। সনাতন মিশ্রকে লোকে রাজপণ্ডিত

বলিত। নবদ্বীপের তাৎকালিক লোকের মধ্যে তিনি একজন বর্দ্ধিষ্ঠ লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম কালীদাস। কালীদাস অতি অল্প বয়সে পরলোকগত হন। তাঁহার বিধবা পত্নী বিধুমুখীকে সনাতন মিশ্রের পত্নী মহামায়া দেবী নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। দেবর-পত্নী হইলেও মহামায়া-দেবীর নিকট বিধুমুখী কন্যাসদৃশা ছিলেন। সনাতন মিশ্রের জননী এখনও বর্ত্তমান। তাঁহার নাম বিজয়া দেবী। তিনি এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন। সুতরাং মহামায়া দেবীই গৃহকর্ত্রী। সনাতন মিশ্র একজন বিষ্ণু-ভক্ত পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে—

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্।
দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম॥
অকৈতব পরম উদার বিষ্ণু-ভক্ত।
অতিথি-সেবন উপকারে অনুরক্ত॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাবংশজাত।
পদবী রাজপণ্ডিত সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
ব্যবহারে হন ভাগ্যবন্ত একজন।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পালন॥

এই মহাপুরুষের ঔরসে এবং তদীয় ভাগ্যবতী পত্নী মহামায়া দেবীর গর্ভে ভুবন আলোকিত করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম পবিত্র করেন। শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গসুন্দর যখন অষ্টম বর্ষ বয়স্ক শিশু, নবীন কিশোর রূপে নবদ্বীপবাসীর মন হরণ করিতেছেন, বালগোপাল বেশে গঙ্গাতীরে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়া বাল-চাপল্য লীলায় সকলকে উন্মত্ত করিয়া বাল্য-লীলা-রসে নবদ্বীপধাম ভাসাইতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে শ্রীপাদ

সনাতন মিশ্র ঠাকুরের গৃহ আলোকিত করিয়া পরম রূপ-লাবণ্যময়ী, সর্ব্ব-শান্তিময়ী, প্রেম-ভক্তি-প্রদায়িনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভুবনে আবির্ভূতা হইয়া নবদ্বীপবাসীর প্রাণে আর এক অভিনব সুখের তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়া সকলকে আনন্দসাগরে ভাসাইতেছিলেন। শ্রীশ্রী-নিমাইচাঁদ যখন অষ্টমবর্ষীয় বালক, তখন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্ম হয়। আনুমানিক ১৪১৫ কিম্বা ১৪১৬ শকে এই শুভ দিন নবদ্বীপ-বাসীর ভাগ্যে উদয় হয়। ধন্য শ্রীধাম-নবদ্বীপ! তোমার তুল্যা সৌভাগ্যবতী পুরী ত্রি-জগতে আর দেখি না। তুমি ধরাধামে বৈকুণ্ঠ-ধাম। শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী-স্বরূপা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং শ্রীশ্রীনারায়ণ-স্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর উভয়েই তোমাকে অনুগৃহীতা করিয়া সমগ্র জগতে তোমার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। তুমি শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের জন্মভূমি! শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলাক্ষেত্র! তোমার নাম লইলে সকল পাতক দূর হয়; অন্তর পবিত্র হয়। জয় শ্রীধাম নবদ্বীপের জয়! জয় শ্রীশ্রী-গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়!!

এই নবজাত বালিকাটীর রূপের কথা আর কি লিখিব? সনাতন-গৃহিণীর সূতিকা গৃহে যেন একটী প্রস্ফুটিত পদ্ম শোভা পাইতেছে। নর-শিশুর ত এমন রূপ কেহ কখন দেখে নাই। এ যে একটি বিদ্যুল্লতা! একখানি তড়িৎপ্রতিমা। তাই শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখ বাণা সোনা।
ঝল মল করে যেন তড়িত প্রতিমা॥

এই ভুবন-মোহিনী-রূপিণী তড়িৎ প্রতিমাখানি কোলে করিয়া মহামায়া দেবী অনিমিষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। সদ্য প্রসূতা বালিকাটীর প্রতি অঙ্গের শোভায়, সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত অঙ্গ-প্রভায় জননীর মন প্রাণ একেবারে হরণ করিয়াছে। নিদারুণ প্রসবযন্ত্রণা

তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়া বালিকাটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন মিশ্র ঠাকুরকে একবার ডাকিয়া এই রূপ-মাধুরী দেখাই, এ কনক-প্রতিমাখানি একা দেখিয়া আমার সুখ হইতেছে না। এমন সময়ে মৃদু-পাদ-বিক্ষেপে শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র প্রসব-গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যেন জগজ্জননীর কোলে জগদ্ধাত্রী দেবী বিরাজমানা। রূপের ছটায় প্রসব-গৃহ আলোকিত করিয়াছে, অঙ্গ-জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ ঝলমল করিতেছে। প্রসব-গৃহ যেন দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে। সৌগন্ধিতে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ। মিশ্র ঠাকুর বিস্ময়ে ও আনন্দে নিস্পন্দ হইয়া এক দৃষ্টে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শ্রীমূর্ত্তিখানি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দরদরিত ধারায় তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে পুলকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। গৃহিণীর সহিত আর তিনি কথা কহিতে পারিতেছেন না। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া আছেন। এমন সময়ে আকাশ হইতে কে যেন বলিয়া দিল, "মিশ্র! তুমি ইহাকে চিনিতে পারিতেছ না? ইনি তোমার আরাধ্য-দেবতা শ্রীবিষ্ণুর অঙ্কস্থিতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। জগন্নাথ গৃহে নারায়ণের আবির্ভাব হইয়াছে, আজ তোমার গৃহে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হইল।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া সনাতন মিশ্রের চমক ভাঙ্গিল। বুঝিলেন—এ কথার বিন্দুমাত্রও মিথ্যা নহে। এত রূপ ত মানুষে সম্ভবে না? এ দেবীমূর্ত্তি কখনই এ মরজগতের নহে। গৃহিণীকে সকল কথা অতি গোপনে বলিলেন এবং সেইদিন হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে বালিকারূপী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। দিন দিন বালিকাটী শুক্লপক্ষের শশী-কলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যে একবার বালিকাটীকে দেখে সে আর ভুলিতে পারে না। জন্ম দিবসে একে একে কত লোক আসিয়া যে এই স্বর্ণ-প্রতিমাখানি দেখিয়া জীবন সার্থক করিল

তাহার গণনা করা যায় না। যে একবার এই বালিকাটিকে দেখিল, সে আর ভুলিতে পারিল না। জন্ম-দিবসেই লোক-মুখে সমগ্র নবদ্বীপে সদ্য-প্রসূতা বালিকাটীর অনিন্দিত রূপরাশি যেন ছড়াইয়া পড়িল। যে শুনিল সেই দেখিতে আসিল। সনাতন মিশ্র সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্তা লক্ষ্মীরূপা কন্যা-রত্নটী পাইয়া গৃহে আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। বাদ্যকরের বাদ্য-ধ্বনিতে মিশ্র-গৃহ পূর্ণ হইল। মঙ্গল বাদ্য-নিনাদে অনেক বালক বালিকা আসিয়া মিশ্র-গৃহে সমবেত হইল। তন্মধ্যে আমাদের সেই চিরপরিচিত অষ্টমবর্ষীয় শিশু নিমাইচাঁদ যে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। গ্রন্থকার রচিত এই অধ্যায়ের প্রথমে উদ্ধৃত পদের শেষাংশ এখানে সন্নিবেশিত হইল। অধম লেখকের অক্ষম লেখনী দ্বারা দেবী যাহা লিখাইয়াছেন তাহাই প্রকাশিত হইল। আশা করি কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণ এ বিষয়টীর শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহিবেন না।

বালিকা রূপেতে উজলি ভুবন।
জনমিল আসি গৃহে সনাতন॥
চৌদিকে ছুটিল সুরভি সুন্দব।
চমকিল শচী মিশ্র পুরন্দর॥
নিমাই চাঁদের সুন্দব বদনে।
দেখা দিল হাসি পেয়ে হারাধনে॥
আট বরষেব শিশু গৌবাঙ্গ।
তখনি জানিল প্রিয়া পরসঙ্গ॥
পথে পথে খেলে ছুটা ছুটী করি।
দৌড়িল সে দিকে হরি-ধ্বনি শুনি॥
বাজিছে বাজনা সনাতন গৃহে।
সঙ্গিগণে বলে চলহে চলহে॥

কি কৌতুক তথা দেখিব সকলে।
আগেতে নিমাই চলে কুতূহলে॥
সনাতন গৃহে প্রিয়ারে দেখিয়া।
চিনিল নিমাই সেই বিষ্ণুপ্রিয়া॥
নয়নে নয়নে মিলিল যখন।
দু'জনে দোঁহারে চিনিল তখন॥
পাইয়া প্রিয়ারে প্রেমে মাতোয়ারা।
নাচে আঙ্গিনায় নদীয়ার গোরা॥
জন কত লোক বুঝিল সে ভাব।
সনাতন গৃহে লক্ষ্মী আবির্ভাব॥
তাহারা হইল পূর্ণ অভিলাষ।
ভণে হরিদাস পাইয়া আভাস॥

বালিকাটী প্রতিবেশীবর্গের প্রাণস্বরূপা হইল। একদণ্ড তাহাকে না দেখিলে তাহাদের আর যেন দিন যায় না, আহার নিদ্রা হয় না। সকল কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তাহারা আসিয়া দিনের মধ্যে কতবার যে এই মন-প্রাণ-হারী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী প্রেমময়ী বালিকাটীকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিয়া আদর করিয়া যায়, তাহা বল যায় না। বালিকাটীর বয়ক্রম এখন অষ্টমাস। আধ আধ কথা কহিতে মাত্র শিখিয়াছে। শিশুর মুখের অমিয়া-মাখা আধ আধ মধুর বুলি শুনিয়া পিতা-মাতা ও প্রতিবেশীবর্গের মনে আর আনন্দ ধরে না। সে মধুর স্বর যেন তাহা-দের কর্ণকুহরে অমৃতের ধারা ঢালিয়া দেয়। বাড়ীতে যে আসে সেই অনিমেষ নয়নে সুবর্ণ-প্রতিমা বালিকাটীর মুখপানে চাহিয়া দেখে। সেই ঢল ঢল চঞ্চল অনিন্দিত রূপরাশি দেখিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারে না। সনাতন-গৃহিণীর তাহা ভাল লাগে না। দুষ্ট লোকের চোখ

-লাগিবার ভয়ে তিনি কন্যাটীকে কখন কখন গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখেন। কতক্ষণ লুকাইয়া রাখিবেন ? রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছে, এমন অসামান্য রূপরাশি কেহ কখনও দেখে নাই, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী ভুবনে অবতীর্ণা হইয়াছেন, এ সংবাদ নবদ্বীপের প্রতি গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়াছে। এ পাড়া ও পাড়া হইতে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ আসিয়া বালিকাটীকে দেখিয়া যায়। যে একবার দেখে, সে আবার দেখিতে না আসিয়া থাকিতে পারে না, তাই আবার আসে। আরও লোক সঙ্গে করিয়া আসে। এইরূপে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহ জন-সমাগমে সর্ব্বদা জমজমা থাকে। মিশ্র ঠাকুর ও মিশ্র-গৃহিণী সকলকেই অতি মিষ্ট-বাক্যে এবং যথোচিত সম্মান সহকারে আপ্যায়িত করেন। এইটী মিশ্র-দম্পতির প্রথমা কন্যা। সনাতন মিশ্র কন্যাটীর শুভ অন্নপ্রাশন কর্ম্ম মহা সমারোহে সুসম্পন্ন করিলেন। যে সকল লোকের ভাগ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীস্বরূপা বালিকাটীর মুখচন্দ্রমা দর্শন লাভ ঘটে নাই, এই সুযোগে তাহাদের ভাগ্যে বিদ্যুল্লতা সদৃশী ভবিষ্য শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘরণীর অপরূপ রূপরাশির দর্শন লাভ ঘটিল। তাহারা আপনাদের ধন্য মনে করিল। সে সৌন্দর্য্যময়ী কনকপ্রতিমাখানি আর ভুলিতে পারিল না। বিষ্ণুভক্ত পরমবৈষ্ণব শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র ঠাকুর বড় সাধ করিয়া কন্যার নাম করণ করিলেন "বিষ্ণুপ্রিয়া"। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া যে শ্রীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী হইবেন, এই তাহার সূত্র-পাত হইল।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ জন্মের পর দেখিতে দেখিতে সাত আট বৎসর অতীত হইয়াছে। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া এখন আর শিশুপ্রকৃতি নহেন। নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তিনি পিতৃ-গৃহে অন্যান্য বালিকাদিগের সহিত বাল্য-খেলা করেন। জননীর সঙ্গে নিত্য গঙ্গাস্নানে

আসেন। বালিকার স্বভাব অতীব নম্র এবং ধীর। মুখখানি তুলিয়া কাহারও সহিত কথা কহিতে জানেন না। ঢল ঢল লাবণ্যময় সর্ব্ব অঙ্গের শোভায় পিতৃ-গৃহ আলোকিত করিয়া মহালক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। বদনচন্দ্রখানি যেন বিশ্ব-প্রেমে ভরা। দয়া, মায়া, স্নেহ ও ভালবাসাতে বালিকার হৃদয়খানি যেন পূর্ণ। দীন দুঃখী পতিত অধমের প্রতি মা-জননীর অপার দয়া, অসীম ভালবাসা। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাদের মা-লক্ষ্মী। রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহে কিছুরই অভাব নাই। মা লক্ষ্মী অকাতরে দুই হস্তে দীনদরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করেন। মা আমার যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! যে যাহা চায়, মার কাছে সে তাহাই পায়। দীন দুঃখীর মা আমার বিষ্ণুপ্রিয়া। নবদ্বীপের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া কৃতার্থ হয়। সর্ব্ব জীবই যেন তাঁহার প্রতিপাল্য সন্তান। এত দয়া, এত মায়া ত কেহ কখনও দেখে নাই। দয়াময়ী মার দয়ার অন্ত নাই। অষ্টমবর্ষের বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া সকলের স্নেহময়ী, দয়াময়ী মা হইয়া বসিয়াছেন। মা জগজ্জননি! মা করুণাময়ি! ধন্য তোমার করুণা! ধন্য মা তোমার দয়া! কৃপাময়ি! কৃপা করিয়া করুণ নয়নে একটীবার এ অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে চাও মা! জন্ম-জন্মান্তরের তুমি আমার মা! তুমি মা! কৃপা না করিলে বাবা শ্রীশচীনন্দনের কৃপালাভ সুকঠিন। মা! তোমার কৃপা-ভিখারী হইয়া আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। অধম পাতকীর উপর তোমার মা! বড় দয়া, তাই তোমার শ্রীচরণ-কমলের রেণু প্রার্থী হইয়া তোমার নিকট গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়াছি। দয়াময়ি মা! দয়া কর! একবার কৃপা করিয়া এ পতিত অধম দাসকে কেশে ধরিয়া সংসার নরককুণ্ড হইতে উঠাইয়া লও মা! তুমি যখন নরশিশুরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সকলের নয়ন-রঞ্জন করিয়াছিলে, তখন এ নরাধমের জন্ম হইল

না কেন? একবার নয়ন ভরিয়া ঐ অনিন্দিত রূপরাশি দর্শন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতাম, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিয়া ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণ শীতল করিতাম। তাই এখন সক্ষোভে গাইতেছি আর কাঁদিতেছি :—

তখন না হইল জন্ম, এবে দেহ কিবা কর্ম—
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার।

বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার গঙ্গাদেবীর প্রতি অতি শিশুকাল হইতেই অচলা ভক্তি। প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান করেন। পিতা মাতার প্রতি বালিকার প্রগাঢ় ভক্তি। বিষ্ণুপ্রিয়া এই বালিকা বয়স হইতেই বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ। শ্রীল শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়া গিয়াছেন—

শিশু হইতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি বহি নাহি আন॥

বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া জননীর সঙ্গে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে গমন করেন। গঙ্গার ঘাটের সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার পরম লাবণ্যময়ী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীমূর্ত্তিখানি সন্দর্শন করিয়া একদৃষ্টে মুখের পানে চাহিয়া থাকেন। তাঁহারা বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার অনিন্দিত চন্দ্রবদন নিরীক্ষণে অপার আনন্দ অনুভব করেন। বালিকাটী কিন্তু সর্ব্বদাই নতমুখী, কেহ তাঁহার মুখপানে তাকাইলেই যেন লজ্জায় জড়সড়। মাতার অঞ্চল ধরিয়া, ধীরে ধীরে পশ্চাতে পশ্চাতে মৃদু-পাদবিক্ষেপে বালিকা গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। গঙ্গার ঘাটে বা পথে এইরূপে কত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে। কিন্তু বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দেখিলেই স্থির হইয়া পথিমধ্যে দাঁড়ান। আর যেন অন্যমনস্ক হন। অতি নম্রভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন, তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করেন। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতার পরিচিতা। প্রায় প্রত্যহই

গঙ্গার ঘাটে বা পথে তাঁহার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতার সাক্ষাৎ হয়। পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছেন কি, এই স্ত্রীলোকটী কে? ইনি আমাদের নিমাইচাঁদের মাতা, জগন্নাথ মিশ্র-গৃহিণী—শ্রীশচীদেবী। শচীদেবীও বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিলেই মনে বড় সুখ পান, তাঁহার সেই অতি সুন্দর প্রফুল্ল কমল সদৃশ বদনখানি ধরিয়া সোহাগ আদর করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতার সহিত শচী দেবীর অনেক কথা হয়, বালিকা মন দিয়া সে সকল শ্রবণ করেন। শচী দেবীর মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। মনের বাসনা মনেই আছে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন:

শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
সেই কন্যা পুত্র যোগ্যা বুঝিলেন মনে॥

এইরূপে প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মিলন হয়। যখনই দেখা হয় তখনই বিষ্ণুপ্রিয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে নম্রভাবে শচী দেবীকে প্রণাম করেন। শচী দেবীও বালিকার চিবুক ধারণ করিয়া মুখ চুম্বন করেন এবং প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে:—

আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন আপনে॥
আইও করেন মহা প্রীতে আশীর্ব্বাদ।
যোগ্য পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ॥
গঙ্গাস্নানে মনে মনে করেন কামনা।
এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা॥

গ্রন্থকার রচিত গঙ্গার ঘাটে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্মিলন বিষয়ক একটী পদ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল:—

মাতার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া যান।
সুরধুনী তীরে করিবারে স্নান॥

শচীদেবী সনে	পথেতে মিলন।
মাঝে মাঝে হয়	মধু সম্ভাষণ ॥
যখনি দেখেন	শচীদেবী তাঁরে।
কোলেতে তুলিয়া	লয়েন আদরে ॥
বালিকাও তাঁরে	সম্ভ্রমে প্রণমে।
মুখ পানে চেয়ে	দাঁড়ায়ে সরমে ॥
কি এক স্নেহের	ভালবাসা ডোরে।
বালিকা বাঁধিল	প্রভুর মায়েরে ॥
মন নাহি সরে	ছাড়িয়া যাইতে।
ভুলে যান্ শচী	নাইতে খাইতে ॥
মাতার সহিত	স্নানের সময়।
পথেতে দাঁড়ায়ে	কত কথা হয় ॥
কত শত লোক	গঙ্গাস্নানে আসে।
বালিকাটী দেখে	সুখ-নীরে ভাসে ॥
শচীদেবী কহে	যোগ্য পতি হবে।
লক্ষ্মী মেয়ে তুমি	চির সুখী ভবে ॥
মনে ভাবে শচী	ঘর আলো করা।
এ মেয়েটি যদি	পাই আমি ধরা ॥
নিমা'য়ের সনে	বিভা দিয়ে এর।
ঘরে লয়ে যাই	মাধুরী ভবের ॥
ভনে হরিদাস	পূরিবে সে আশা।
বিষ্ণুপ্রিয়া চাহে	প্রভু ভালবাসা ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুভ পরিণয়ের সূচনা।

"শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
সেই কন্যা পুত্র যোগ্যা বুঝিলেন মনে॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রথমা ঘরণী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী অপ্রকট হইলে শচীদেবীর গৃহ শূন্য হইয়াছে। তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগে না। ঘর কন্নায় মন বসে না। কবে আবার নিমাইচাঁদের দুই হাত এক করিয়া দিবেন, এই চিন্তাতেই শচীদেবী সর্ব্বদা অস্থির। পুত্রের বয়ক্রম অল্প, তাহাতে অভিভাবকশূন্য, তাহাতে আবাব সংসারে আসক্তিশূন্য। শীঘ্র পুনরায় বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ না করিলে পুত্রটী পাছে সংসার-বিবাগী হইয়া যায়, এই ভয়ে শচীদেবী নিমাইচাঁদের দুটি হাত এক করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া পর্য্যন্ত শচীদেবীর মন বড় অস্থির হইয়াছে। কি উপায়ে এই স্বর্ণ-প্রতিমাখানি গৃহে আনিবেন, কে তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবে, কাহার সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন, এই চিন্তায় তিনি সর্ব্বদা কাতর। অন্য কথা, অন্য বিষয় তাঁহার মনে স্থান পায় না। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া দশম হইতে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিমাইচাঁদের বয়ক্রম তখন অনধিক বিংশ বৎসর। যেমন সর্ব্বগুণের গুণমণি, পণ্ডিতশিরোমণি, অপরূপ রূপরাশি সম্পন্ন, তরুণবয়স্ক নবীন যুবক বর, তেমনই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী, পরম লাবণ্যময়ী

পরমাসুন্দরী কৈশোর-বয়স্কা কন্যা। শচীমাতা মনে মনে ভাবেন, এ যুগল মিলন বড় সুন্দর হইবে, বড় সুখের হইবে। বর কন্যাকে বেশ সাজিবে। কবে যে এই শুভদিন আসিবে, এই শুভ মিলন সংঘটন হইবে, কবে যে এই যুগল-রূপ-মাধুরী সন্দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিব, এই চিন্তায় শচীদেবী দিবারাত্রি কাতরা থাকেন। সনাতন মিশ্র রাজপণ্ডিত, তিনি বড়লোক। নিমাই আমার গরীবের ছেলে, তাহার মাতা অতি দুঃখিনী। দুঃখিনীর ছেলেকে রাজপণ্ডিত কন্যাদান কেন করিবেন? তাহাতে আবার নিমাইচাঁদ দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র; পাগলের মত পথে পথে নাচিয়া বেড়ায়; এত বড় ছেলে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া দিনরাত্রি জলে পড়িয়া থাকে; ধুলি মাখিয়া বালকের মত রঙ্গ করে। এ পাগল পুত্রকে সনাতন মিশ্র কন্যাদান কেন করিবেন? এই চিন্তাতে শচীদেবী বড়ই চঞ্চল হইতেন। মনের কথা এ পর্য্যন্ত কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলেন নাই। আবার বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার মন প্রাণ একেবারে হরণ করিয়াছে। শচীদেবী যখনই গঙ্গাস্নানে যান, তখনই সেই চিত্তহারিণী পরমাসুন্দরী বালিকাটির সহিত সাক্ষাৎ হয়; শুধু দেখা নহে, ঘাটে পথে তাঁহাকে দেখিলেই বালিকাটি অতি সম্ভ্রমের সহিত নম্রভাবে প্রণাম করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়, যেন কতকালের পরিচিতা, যেন ঘরের মেয়ে। শত শত বালিকা গঙ্গার ঘাটে স্নানে আসিয়াছে, কৈ আর ত কেহ এমন করিয়া নিকটে আসে না? এমন করিয়া মন হরণ করিতে পারে না? এই বালিকাটির শচীদেবীর উপর এই প্রগাঢ় ভক্তি কেন? এ চিন্তায় শচীমাতার প্রাণে বড় সুখ হয়, মনে আনন্দ হয়, কিছু আশারও সঞ্চার হয়।

এদিকে শচীদেবীর মনের অবস্থা এইরূপ। ওদিকে শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র কন্যাটী বড় হইতেছে দেখিয়া শুভ-বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রান্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণের সংখ্যা তৎকালে নবদ্বীপে অতি

অল্পই ছিল। কাজেই সুপাত্র পাওয়া বড়ই দুষ্কর। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না, ইহা ভাবিয়া মিশ্র্ ঠাকুর ও মিশ্র-গৃহিণী দিবানিশি চিন্তিত। কন্যাটী বড়, একমাত্র পুত্র যাদব কনিষ্ঠ। কন্যাটী মিশ্র-দম্পতির প্রাণ। পুত্রাপেক্ষা কন্যাটীকে তাঁহারা অধিক ভালবাসেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে কি করিয়া সুপাত্রে দান করিয়া মান সম্ভ্রম বজায় করিবেন, কুলশীল রক্ষা করিবেন, তাই ভাবিয়া মিশ্র-দম্পতি আকুল হইয়াছেন। একদা স্ত্রী-পুরুষ নির্জ্জনে বসিয়া কথা কহিতেছেন :—

মিশ্র। তাইত! বিষ্ণুপ্রিয়া একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, আর ত তাহাকে অবিবাহিত রাখা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে। সমগ্র নবদ্বীপ খুঁজিয়া ত বিষ্ণুপ্রিয়ার উপযুক্ত পাত্র দেখি না। কেবল একমাত্র নিমাই পণ্ডিত ভিন্ন আর কোন সুপাত্র নাই। আহা! আমার ভাগ্যে কি এমন পাত্র জুটিবে? আমার মা লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার উপযুক্ত পাত্র বটে। কি রূপে গুণে, কি কুলে শীলে, সকল বিষয়েই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রটি আমার বিষ্ণুপ্রিয়ার উপযুক্ত পাত্র।

মিশ্র-গৃহিণী। এই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। নিমাই পণ্ডিতের মাতার সহিত গঙ্গার ঘাটে আমার প্রত্যহই দেখা হয়। তিনি আমার বিষ্ণুপ্রিয়াকে বড় স্নেহ করেন। দেখিলেই তাহার মুখখানি ধরিয়া সোহাগ করেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়াও, জানি না, কেন, বৃদ্ধাকে দেখিলে মনে বড় আনন্দ পায়। দুই জনের মধ্যে যেন কোন একটা বিশেষ প্রীতির বন্ধন আছে বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে কি উপায়ে, কাহার দ্বারা এই শুভ প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়, তাহা ঠিক করিতে হইবে। হউক নিমাই পণ্ডিত দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র, আমি বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই পণ্ডিতের হাতে দিতে পারিলে কৃতার্থ মনে করিব। তিনি মহাপণ্ডিত, জগৎমান্য। আমার কন্যাটীকে কি তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন?

মিশ্র। আমার বিবেচনায় কথায় কথায় অগ্রে তুমিই এই শুভ প্রস্তাবটী জগন্নাথ-গৃহিণী শচীদেবীর নিকট উত্থাপন কর। আর বিলম্ব করিও না। শুনিয়াছি নিমাই পণ্ডিত বড় মাতৃ-ভক্ত। মাতার মত কিছুতেই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। কল্যই গঙ্গাতীরে স্নানের সময়ে এ শুভ প্রস্তাবটী তুমি নিজেই করিবে। তাহাতে কোন দোষ হইবে না।

মিশ্র-গৃহিণী। যদি শচীদেবী প্রত্যাখ্যান করেন ?

মিশ্র। তাহাতে ক্ষতি কি ? উপযুক্তা অনূঢ়া কন্যা যাহার ঘরে, তাহার আর মানাপমানের ভয় করিলে চলে না। একবার শচীদেবীর মনের ভাবটী জানিতে পারিলেই আমি কাশীনাথ ঘটকের দ্বারা সমস্ত ঠিক করিয়া লইব।

মিশ্র-গৃহিণী। আচ্ছা তাই হইবে।

শ্রীভগবানের কৃপায় মিশ্র-গৃহিণীর আর অযাচিত হইয়া শচীদেবীর নিকট এ শুভ প্রস্তাব করিতে হইল না। শচীদেবী পুত্রের বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। পাছে সনাতন মিশ্রের কন্যাটী হাতছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে তিনি নিজেই অগ্রে কাশীনাথ ঘটককে ডাকাইয়া শুভ বিবাহের ঘটকালির ভার তাহার হাতে দিলেন,যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে :—

দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে বাপ শুন এক বাণী ॥
রাজ-পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে তবে করু কন্যাদান ॥

কাশীনাথ পণ্ডিত শচী দেবীর প্রতিবেশী। অতি শান্ত স্বভাব। বিবাহে ঘটকালি করা তাঁহার ব্যবসা। শচীদেবী তাঁহাকে আপনার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, বাবা বলিয়া সম্বোধন করেন। শচীদেবীর মনের ভাব অবগত হইয়া তিনি বলিলেন "মা! ইহার জন্য ভাবনা কি ? এ শুভ

কার্য্যের ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যেমন করিয়া পারি, সনাতন মিশ্রের কন্যাটী আপনার গৃহে আনিয়া দিব।" শচীদেবী বড় সুখী হইলেন এবং কাশীনাথ পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা! দেখ যেন এ শুভ কর্ম্মটী সুসম্পন্ন হয়। তোমার উপর সকল ভার রহিল। তুমি এখনই যাও, রাজপণ্ডিতের দুটী-হাত ধরিয়া আমার নাম করিয়া বলিবে, আমার নিমাই-চাঁদকে তাঁহার বজায় করিতেই হইবে।"

কাশীনাথ পণ্ডিত শ্রীদুর্গা হরি স্মরণ করিয়া অবিলম্বে রাজপণ্ডিত শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রের বাসভবনে আসিয়া শচীদেবীর শুভ প্রস্তাবটী তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন।

কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে।
দুর্গা কৃষ্ণ বলি রাজপণ্ডিত ভবনে॥
কাশীনাথে দেখি রাজপণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি দিলেন সম্ভ্রমে॥
পরম গৌরবে বিধি করে যথোচিত।
কি কার্য্যে আইলা জিজ্ঞাসিলেন পণ্ডিত॥
কাশীনাথ বলেন আছয়ে এক কথা।
চিত্তে লয় যদি তবে করহ সর্ব্বথা॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাহান উচিত পত্নী এই মহাসতী॥
যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত।
সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত॥—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত

কাশীনাথ পণ্ডিতের মুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সনাতন মিশ্র যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। পূর্ব্ব রাত্রির স্ত্রী-পুরুষের কথোপ-কথন মনে পড়িল। মনে মনে শ্রীবিষ্ণুর নাম স্মরণ করিয়া অভীষ্ট দেবতাকে কোটী কোটী প্রণাম করিলেন। কাশীনাথ পণ্ডিতকে বলিলেন "পণ্ডিত! তুমি আজ আমার মনের কথাটী বলিয়াছ। এত দিন আমি সাহস করিয়া এ কথাটী কাহারও নিকট বলিতে পারি নাই। আমার পরম সৌভাগ্য শচী দেবী আপনিই আমার মনের কথা জানিতে পারিয়া আপনার দ্বারা এই শুভ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন।
আপন অন্তর কহি শুন মহাজন॥
এই মোর মনো-কথা রজনী দিবস।
প্রকট বদনে কহি নাহিক সাহস॥
আজি শুভ দিন পরসন্ন ভেল বিধি।
জামাতা হইবে গোরাচাঁদ গুণনিধি॥
আপনার ভাগ্য-তত্ত্ব জানিলাম তবে।
আপনে যে শচী দেবী আজ্ঞা কৈল যবে॥ চৈঃ মঃ।

কাশীনাথ পণ্ডিতের অনুমতি লইয়া সনাতন মিশ্র বাড়ীর ভিতর গৃহিণীকে একবার এই শুভ সংবাদটী দিতে চলিলেন। মতামত জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন ছিল না। পূর্ব্ব হইতেই সকল স্থির ছিল, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। মিশ্র-গৃহিণী এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে অধীরা হইলেন। নানা দেবদেবীর নিকট অনেক মিনতি করিতে লাগিলেন, যেন এই শুভ কর্ম্ম শীঘ্র সুসম্পন্ন হয়। মিশ্র ঠাকুরকে হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ভগবান্ এতদিনে আমার মনের সাধ পুরাইবেন বলিয়া বোধ হইতেছে। এত দিনে ভগবান্ আমার বিষ্ণুপ্রিয়ার উপযুক্ত

বর মিলাইয়া দিলেন। আহা! এমন সৌভাগ্য কি আমার হবে? তুমি এখনই যাইয়া ঘটক ঠাকুরকে ভাল করিয়া বিদায় কর। আর যত শীঘ্র হয় এই শুভ কর্ম্ম সম্পাদনের বন্দোবস্ত কর।" মিশ্র ঠাকুর অন্তঃপুর হইতে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া কাশীনাথ পণ্ডিতকে মহানন্দে জানাইলেন—

বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের করে কন্যা দান।
করিব সর্ব্বথা বিপ্র ইথে নাহি আন॥
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ববংশের আমার।
তবে হেন সম্বন্ধ হইবে এ কন্যার॥
চল তুমি তথা গিয়া কহ সর্ব্ব কথা।
আমি পুনঃ দঢ়াইলু করিব সর্ব্বথা॥ চৈঃ ভাঃ।

কাশীনাথ পণ্ডিত এই শুভ সংবাদ শচী দেবীর নিকট অতি সত্বরে জানাইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শচী দেবীর মুখে আজ অনেক দিনের পর হাসির রেখা দেখা দিল। তাঁহার সেই শোকাকুল-বদন-প্রান্তে আনন্দের আলোক দেখা দিল। নয়নদ্বয়ের প্রান্তভাগে দুই ফোঁটা প্রেমাশ্রু পড়িল। কাশীনাথ পণ্ডিতের দুটি হাত ধরিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। শচী দেবী তৎপরে এই শুভ সংবাদ প্রতিবেশী-বর্গকে জানাইলেন। একে একে সকলেই নিমাই পণ্ডিতের শুভ বিবাহের সংবাদ শুনিলেন, শুনিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। শুভ বিবাহের উদ্যোগে সকলেই ব্যস্ত হইল, নিমাই পণ্ডিতের বয়স্যগণের হৃদয় উৎসবানন্দে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার ভাবী জামাতাটী সামান্য মনুষ্য নহেন। বিংশবর্ষ বয়স্ক যুবক—নিমাই পণ্ডিতের প্রকৃত পরিচয় সে সময়ে নবদ্বীপবাসী অনেকেই পাইয়াছিলেন। শুধু তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে যে লোক সকল বিস্মিত হইয়াছিল

তাহা নহে। তিনি যে সাধারণ মনুষ্য নহেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ এবং তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিয়া, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র ইঁহাদিগের মধ্যে একজন। ইহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে ঠাকুর শ্রীল লোচনদাস দিয়া গিয়াছেন—

মোর ভাগ্য সম ভাগ্য কাহার হইব।
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে কন্যা সমর্পিব॥
সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা শিব।
সে চরণে কন্যা দিয়া আমিহ অর্চিব॥

শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র বুঝিয়াছিলেন তাঁহার ভাবী জামাতাটী পরম-ব্রহ্ম সনাতন সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দ। সামান্য মনুষ্য-বোধে লোকে তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিত বলে। সেই জন্যই মিশ্র ঠাকুরের মনে এত ভয়, এত সন্দেহ, পাছে তাঁহার কন্যাটীকে শ্রীভগবান্ অঙ্কলক্ষ্মী করিতে সম্মত না হন। শচী দেবীর আশ্বাস বাক্যে সনাতন মিশ্রের সে সন্দেহ একেবারে দূর হইল না। মন কতকটা শান্ত হইল বটে, কিন্তু ভয় রহিল অবশেষে পাছে শ্রীভগবানের দয়ায় বঞ্চিত হন। এ ভয়ের অবশ্য কারণ ছিল। শ্রীভগবান্‌কে কন্যা সমর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করিব এ আশাটী বড় উচ্চাশা। ভক্তবৎসল বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ ভক্তের সকল কথাই শুনিয়া থাকেন, সকল আশাই পূর্ণ করেন, কিন্তু ভক্তের মনে সম্পূর্ণ ভরসা থাকা সম্ভবপর নহে। ভক্ত ও ভগবানে প্রভু ও দাস সম্পর্ক। এরূপ অবস্থায় ভয় বা সন্দেহ স্বাভাবিক। সনাতন মিশ্রের সন্দেহ অমূলক নহে। শ্রীভগবান্ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া ভক্তকে কৃপা করেন না। তাই শ্রীভগবান্ ভাবী শ্বশুরকেও পরীক্ষা করিতে ছাড়িলেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

হরিষে বিষাদ

এ বোল শুনিয়া নিমাই করিল উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যা বর॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

সনাতন মিশ্র, গণক ঠাকুরকে শুভ বিবাহের দিন স্থির করিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। গণক ঠাকুর মহানন্দে মিশ্র ঠাকুরের গৃহাভিমুখে যাইতেছেন। পথে নিমাই পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ। নিমাই পণ্ডিত তখন ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। গণক ঠাকুর নিমাই পণ্ডিতকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! তোমার শুভ বিবাহের দিন স্থির করিতে যাইতেছি। সনাতন মিশ্রের পরম রূপবতী কন্যার সহিত তোমার শুভ পরিণয় হইবে। বড় সুখের কথা। মিশ্র ঠাকুরের বড় সৌভাগ্য!" এ কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত একেবারে বিস্মিত হইয়া গণক ঠাকুরের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "সে কি কথা? আমার বিবাহ? আমিত কিছুই জানি না? এ বিবাহে আমার মত ত কেহ লয় নাই?" গণক ঠাকুর সবিস্ময়ে কহিলেন, "নবদ্বীপের সমস্ত লোক এ শুভ সংবাদে আনন্দ করিতেছে, আর পণ্ডিত! তুমি কিনা তোমার বিবাহের খবর রাখ না! ঐ যে একটা কথা আছে "যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই", তাই হ'ল তোমার। বড় আশ্চর্য্য কথা! তোমার মাতা ঠাকুরাণী এ বিবাহ স্থির করিয়াছেন। তোমাকে কি তিনি বলেন নাই?"

নিমাই পণ্ডিত, গণক ঠাকুরের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে শুধু একটা "না" বলিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন। গণক ঠাকুরের মনে একটা বিষম খট্‌কা লাগিল। তিনি যথাকালে সনাতন মিশ্রের বাড়ী পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে নিমাই পণ্ডিতের সহিত তাঁহার যে সকল কথা হইয়াছিল, একটু ভণিতার সহিত সে গুলি মিশ্র ঠাকুরকে জানাইলেন। শুনিয়া সনাতন মিশ্র মনে করিলেন নিমাই পণ্ডিত তাঁহার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব সন্দেহ মনে দৃঢ়াঙ্কিত হইল, হৃদয়ে একটা দারুণ আঘাত লাগিল, মনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন। গণক ঠাকুরের কথাগুলি ঠাকুর লোচন দাস শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে লিখিয়াছেন :—

গণক কহিল শুন শুন হে পণ্ডিত।
আসিতে দেখিনু বিশ্বম্ভর আচম্বিত॥
তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন।
কৌতুকে তাহারে আমি বলিনু বচন॥
কালি শুভ অধিবাস হইবে তোমার।
বিবাহ হইবে শুন বচন আমার॥
এ বোল শুনিয়া তেঁহো করিল উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যা বর॥
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল এমন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর আচরণ॥

গণকের কথা শুনিয়া সনাতন মিশ্রের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। অধোবদনে বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গণক ঠাকুর বাহিরের গৃহে বসিয়া রহিলেন।

মিশ্র ঠাকুর সর্ব্ব প্রথমে গৃহিণীকে এই কু-সংবাদটী দিলেন। মিশ্র-গৃহিণী গৃহে আনন্দোৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন, স্বামীর মুখে এই অশুভ সংবাদ পাইয়া একেবারে নিরানন্দ হইলেন। সর্ব্বগোষ্ঠী একে একে এ কথা শুনিলেন। সনাতন মিশ্রের গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলেই নিরানন্দ, সকলের মুখে বিষাদ-চিহ্ন লক্ষিত হইল। রাজপণ্ডিত শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র ঠাকুরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি দুঃখে অপমানে হাহাকার করিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। যথা—শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে :—

গণকের মুখে এত শুনিয়া বচন।
ধৈর্য্য হারাইল পণ্ডিত সনাতন॥
নানা দ্রব্য কৈনু আমি নানা অলঙ্কার।
কাহারে বা দোষ দিব করম আমার॥
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।
অকারণে আদর ছাড়িলা গৌর-হরি॥
হা হা গোরাচান্দ বলি ভূমেতে পড়িলা।
গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধ-সুখ ধন হারাইলা॥
ফুৎকার করিয়া কান্দে বোলে হরি হরি।
তোমা না পাইয়া বিশ্বম্ভর আমি মরি॥

এত বড় রাজপণ্ডিত, এত বড় সম্মানী লোক, সকলের সমক্ষে বালকের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্ত শ্রীভগবানের নিকটে উপেক্ষিত হইয়াছেন, দাস প্রভুর নিকটে অবজ্ঞাত হইয়াছে, মনে বড় দুঃখই হইয়াছে, অভিমানে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। দাস আঁর কি করিবেন? দাসের ক্রন্দন ভিন্ন আর কি সম্বল আছে? শ্রীভগবানের নিকটে ভক্তের কাতর রোদন ভিন্ন আর

কি নিবেদন আছে ? তাই আজ মিশ্র ঠাকুর মনের দুঃখে শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে কাতর কণ্ঠে স্তব করিতেছেন :—

জয় পাণ্ডবের পরিত্রাণ বিশ্বম্ভরে।
রাখিলে ভীষ্মক-বাঞ্ছা বিদর্ভ নগরে ॥
জয় রুক্মিণীর বাঞ্ছা-রক্ষক মুরারি।
আনিলেন অকুমারী যতেক সুন্দরী ॥
তা সভারে করিল বিভা জানি তার মর্ম্ম।
মোব কন্যা বিভা কর তুমি সত্য ধর্ম্ম ॥
মোরে ঘৃণা না করিবে পতিত বলিয়া।
কত কত পতিতেরে লৈয়াছ তারিয়া ॥
জয় বিশ্বম্ভর জগজন-ত্রাণ-দাতা।
জয় সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিধির বিধাতা ॥
মুঞি সে অধমাধম মতি অতি মন্দ।
কভু না পাইল তোর ভজনের গন্ধ ॥

চৈঃ মঃ।

এদিকে মিশ্র-গৃহিণী নিজ মনোদুঃখ সংবরণ করিয়া, স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া, স্বামীর নিকটে বসিয়া নানাবিধ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অতি দুঃখে বা বিপদে যখন পুরুষ কাতর হয়, তখন একমাত্র প্রেমময়ী স্ত্রীই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারেন। পুরুষের নয়ন-জল সহজে বাহির হয় না, আর সহজে দূরীভূতও হয় না। রাজপণ্ডিত মিশ্র ঠাকুর নবদ্বীপের মধ্যে সকলের নিকট সম্মানার্হ। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ইহাতে সনাতন মিশ্রের হৃদয়ে অপমান বোধ হইয়াছে। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহাকে কি বলিবে ? মিশ্র-গৃহিণী ধীরে ধীরে মৃদু বচনে স্বামীকে বুঝাইতেছেন—

কুলজা সলজ্জা কুলবতী পতিব্রতা।
সর্ব্বগুণে শীলে সেই বিষ্ণুর ভকতা॥
স্বামী-দুঃখ দেখিয়া পাইল বড় দুঃখ।
লজ্জা ঘুচাইয়া কহে স্বামীর সম্মুখ॥
আপনে যে বিশ্বম্ভর না করিল কাজ।
তোমারে কি দোষ দিবে নদীয়া-সমাজ॥
আপনে যে না করিলা বিশ্বম্ভর হরি।
তোমার শকতি কিবা করিবারে পারি॥
স্বতন্ত্র পুরুষ সেই সবার ঈশ্বর।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর॥
সে জন কেমনে হইবে তোমার জামাতা।
শান্ত কর মন, স্মর কৃষ্ণের বারতা॥
শকতি সম্ভবে নাহি, দুঃখ অকারণ।
বলিতে ডরাই দুঃখ ঘুচাও এখন॥ চৈঃ মঃ।

গৃহিণীর সান্ত্বনা বাক্যে সনাতন মিশ্রের দুঃখের কিছু উপশম হইল। শ্রীভগবানের উপেক্ষা বা অনাদর কেবল তাঁহার ভক্তের পরীক্ষার জন্য। এটী সেই চক্রীর চক্র, কৌশলীর কৌশল মাত্র। অবোধ জীব তাহা বুঝিতে পারে না, অথবা শ্রীভগবান্ তাহা বুঝিতে দেন না। শ্রীশ্রীনিমাইচাঁদ সনাতন মিশ্র ও তাঁহার গোষ্ঠীবর্গকে আজ যে দুঃখ দিলেন, তাহা তিনি অনাদিকাল হইতে তাঁহার সকল ভক্তগণকেই দিয়াছেন। এটী শ্রীভগবানের দয়া বলিয়া যাঁহারা লইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জিতিয়াছেন। শ্রীভগবান্ কেন এরূপ করেন তাহার একটী সুন্দর কৈফিয়ৎ তিনি রাসের সময় ব্রজবাসিনী গোপীদিগকে দিয়াছিলেন। ব্রজবালাগণ তাঁহার দর্শনে কাতরা হইয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর কপট প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন

করিয়া যখন কুটিলতার দোষারোপ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান্ উত্তরে বলিয়াছিলেন, "সখিগণ! আমার একমাত্র জীবনের ব্রত আমার ভক্তবৃন্দের সুখ বৃদ্ধি করা। আমার প্রতি তাঁহাদের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্যই আমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকি। বিরহে যেমন মিলনের সুখ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ উপেক্ষা ও অনাদরে প্রকৃত প্রণয়ীর হৃদয়ে প্রীতি-ভাজনের প্রীতি বদ্ধমূল হয়।"

সনাতন মিশ্র ও তাঁহার গৃহিণীকে এই স্থানে রাখিয়া কৃপাময় পাঠক-পাঠিকাগণ একবার বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট আসুন। বিষ্ণুপ্রিয়া এখন আর নিতান্ত বালিকা নহেন। তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ। তিনি সকল কথাই শুনিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী মুকুন্দ পণ্ডিত প্রণীত "শ্রীগৌরাঙ্গ-উদয়" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে বালিকা বয়সে বিষ্ণুপ্রিয়া এক দিন সুরধুনী তীরে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে দর্শন করেন আর শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। একথা গোলোকগত প্রভুপাদ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর "বৈষ্ণবাচার" পুস্তকেও লিখিত আছে। এই দৈব কার্য্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বালিকা-হৃদয়ে নবানুরাগের উদয় হয়। তিনি আর বালিকা রহিলেন না। চতুর্দ্দিকে গৌরময় দেখিতে লাগিলেন। বালিকা যুবতী-ভাবাক্রান্ত হইয়া গৌরগত-প্রাণা হইলেন। হৃদয়ে সেই সুবর্ণ-বর্ণ শ্রীগৌর-মূর্ত্তিখানি দৃঢ়াঙ্কিত করিলেন। সেই সুরধুনী তীরে স্বপ্ন-দৃষ্টবৎ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যুবকটী বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার সমগ্র হৃদয়খানি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তিনি বালিকার এত প্রিয় হইয়াছেন যে, তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি কেহই তত প্রিয় নহেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, এই নবানুরাগের ফলে আরও লজ্জাশীলা হইয়াছেন। ব্রীড়া কুঞ্চিত-বদন-প্রান্তে নবানুরাগের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। বালিকার বিশেষ দুঃখ এই যে, এ সকল কথা কাহারও নিকটে খুলিয়া বলিতে পারেন না।

বলা দূরে থাকুক তাঁহার এই গুপ্ত প্রেম ও মনের কথা অন্য কেহ পাছে শুনিতে পায়, এই ভয়ে বালিকা সর্ব্বদা সশঙ্কিত ও ত্রস্ত। সাধারণতঃ বালিকাদিগের মনে এরূপ নবানুরাগের সৃজন হইলে তাহারা এ সম্বন্ধে কাহারও নিকট কিছু বলে না, কিন্তু অভীষ্ট প্রিয়জনের সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা সমুদয় অতি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করে। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াও তাহাই করেন। সেই জন্য পূর্ব্বে লিখিয়াছি তিনি সকল কথাই শুনিয়াছেন। তাঁহার হৃদিদেবতা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সহিত তাঁহার শুভ বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া বালিকা আনন্দসাগরে ভাসিতেছিলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গ সে আনন্দের পরিচয় দিতেছিল। এমন সময়ে এই নিদারুণ সংবাদটী শুনিলেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার এ বিবাহে সম্মতি নাই। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়-তরীখানি দুঃখ-তরঙ্গে একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, সকল আশা ভরসা চলিয়া গেল, কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না, পাপ লজ্জা গেল না, বালিকা প্রাণেব জ্বালা প্রাণের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিলেন। মনে বড় ভয়, পাছে গুপ্ত-কথাটী কেহ জানিতে পারে। কবি বৈষ্ণবদাস বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার তৎকালিক মনের অবস্থা নিম্নলিখিত পদটীতে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

হায়! হায়! বিষ্ণুপ্রিয়া কি যাতনা সহে রে।
একাকী একাকী কেন ঝুরে?
এক দিকে চেয়ে থাকে পলক না ফেলি রে,
কি জানি হৃদয়ে ভাবে কারে?
সুন্দর বদন-শোভা কেমন হয়েছে রে,
ক্ষণে শুভ্র ক্ষণে রক্তাকার।
অবশ অবশ অঙ্গ কখন নেহারি রে,
কভু বা চঞ্চল আর বার॥

আপন অঙ্গের ভার সহিতে না পারি রে,
শুয়ে থাকে বিছানা উপর।
ক্ষণেক বিছানা ত্যজি উঠিয়া সে ধায় রে,
আপন সঙ্গিনী বরাবর॥
বালিকার দশা ভাবি শ্রীবৈষ্ণব দাস রে,
বড়ই যাতনা পেল মনে।
একটী কল্পনা তার হৃদয়ে জাগিছে রে,
শুন কাণে বলি সাবধানে॥
পীড়ার ওছিলা করি আপন শয্যায় গো,
শুইয়া ভাবহ নিজ জনে।
এরূপ করিলে তুমি কাঁদিতে পারিবে গো,
পীড়ার যাতনা করি ভানে॥

সরলা বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অবস্থা। একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া আপন মনে ঝুরিতেছেন। হৃদয়ের, এ ব্যথা বলিবার লোক নাই। এ বিষম ব্যাধির চিকিৎসক একমাত্র অভীষ্ট প্রিয়জন। এ ব্যাধি কাহাকেও বলিবার নহে। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিপদের সীমা নাই।

"অকথন ব্যাধি কহিতে নারে।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥"

শয়ন গৃহের গবাক্ষে বসিয়া বালিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া একাকিনী কি ভাবিতে-ছিলেন, নয়নদ্বয় দিয়া দুই এক ফোঁটা জল পড়িতেছিল, এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার খুল্লতাত-পত্নী বিধুমুখী নিকটে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "মা বিষ্ণুপ্রিয়া! একাকিনী কেন চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া আছ? তোমার কি হইয়াছে? কে তোমাকে কি বলিয়াছে? চোখে জল কেন মা? বালিকা এ সকল প্রশ্নের উত্তর

কি দিবেন। একাকিনী ছিলেন ভাল। বিধুমুখীর সস্নেহ সম্ভাষণে ও আদর বাক্যে বালিকার দুঃখ-সাগর আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। বিধুমুখী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসেন। বালিকার মুখখানি মলিন দেখিলে তিনি জগৎ অন্ধকারময় দেখেন, চোখে জল দেখিলে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়।

বিধুমুখী সনাতন মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীদাসের বিধবা পত্নী। বয়ক্রম বেশী নয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র মাধব, বিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষা বয়সে ছোট। মাধবের অপেক্ষা তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে অত্যধিক ভালবাসেন ও স্নেহ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া বিধুমুখীর সরল প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে। তিনি আর বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট না যাইয়া, একেবারে মহামায়া দেবীর নিকট যাইয়া সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। গণক ঠাকুরের মুখে নিমাই পণ্ডিতের এ বিবাহে অমত শুনিয়া মিশ্র-গোষ্ঠী সকলেই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। বিধুমুখীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া মহামায়া দেবীর বুঝিতে আর কিছু বাকি থাকিল না; কিন্তু খুলিয়া কিছু বলিলেন না, মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া বিধুমুখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি আজ প্রাতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বকিয়াছিলাম, তাহাতেই বোধহয় তাহার অভিমান হইয়াছে। তুমি তাহাকে এখানে লইয়া এস।" সরলা বিধুমুখী চিরকালই সরলস্বভাবা, তিনি যাহা শুনিলেন তাহাই বিশ্বাস করিলেন, এবং পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন বালিকা প্রকৃতিস্থা হইয়াছে; আর সে ভাব নাই, চোখে জল নাই, মুখে হাসি দেখা দিয়াছে। নিমাই পণ্ডিতের এ শুভ বিবাহে মত হইয়াছে, গণক ঠাকুরের সহিত ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, এ সমাচার মিশ্র-গৃহে তৎক্ষণাৎ পৌঁছিয়াছে।

বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার কর্ণে তাহা গিয়াছে। তাই তাঁহার মুখে আবার হাসি দেখা দিয়াছে। বিধুমুখী কিন্তু এ শুভ সংবাদটী পূর্ব্বে পান নাই। তাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে টানিয়া লইয়া মহামায়া দেবীর নিকট চলিলেন। বিষ্ণু-প্রিয়া লজ্জায় একেবারে জড়সড়, কিছুতেই যাইবেন না। বিধুমুখীও কিছুতেই ছাড়িবেন না। কারণ মহামায়া দেবীর আদেশ বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া এস। দুই জনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মহামায়া দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া ব্রীড়া-কুঞ্চিত নয়নে সস্নেহে জননীর মুখের পানে চাহিলেন, অমনি মহামায়া দেবী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন এবং বিধুমুখীকে তখন সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি আহ্লাদে গদ গদ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ চুম্বন করিলেন। মিশ্র-গৃহে আবার আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার সকল দুঃখ দূর হইল।

ভক্তের কাতর ক্রন্দন শ্রীভগবানের কানে গেল। আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? শ্রীনিমাইচাঁদ, গণক ঠাকুরের সহিত রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি এ বিবাহের কিছুই জানেন না। এই কথায় যে এত কাণ্ড হইবে তাহা তিনি জানিতেন; জানিয়া শুনিয়াই তিনি এ রহস্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্তের আকুল ক্রন্দনে তিনি ব্যাকুল হইলেন। একজন প্রিয় বয়স্য দ্বারা নিমাই পণ্ডিত শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন এ বিবাহে তাঁহার অমত নাই, তাঁহার জননী যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা অন্যথা হইতে পারে না। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

তবে ত সকল কথা শুনি বিশ্বম্ভর।
কেনে হেন দিলা দুঃখ ভাবিলা অন্তর॥
আমার ভকত দোঁহে দুঃখ পায় চিতে।
কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে হাসিতে॥

প্রিয় একজন ছিল বয়স্তের মাঝে।
নিভৃতে কহিল তারে যত মনে আছে ॥
কোন কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘরে।
আমি নাহি জানি হেন কহিও উত্তরে ॥
কৌতুক রভসে আমি গণকেরে বৈল।
না বুঝিয়া কার্য্য কেনে অবহেলা কৈল ॥
কার্য্য অবহেলা তাহে নাহিক অধিক।
তা সভার চিত্তে দুঃখ এ নহে উচিত ॥
মায়ে যে কহিল তাহে আছে কোন কথা।
তাহার উপরে কেবা করয়ে অন্যথা ॥
মিছা কার্য্য ক্ষতি, মিছা দুঃখ পাও চিতে।
করহ বিচার কার্য্য যে হয় উচিতে ॥
এতেক শিখায়ে প্রভু ব্রাহ্মণ পাঠাইল।
সনাতন পণ্ডিতেরে সকল কহিল ॥

প্রভু হে! এত ছলনা, এত চাতুরীও তুমি জান। তোমার পরীক্ষার সীমা নাই। বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিষা কাহাকেও তুমি নিজজন কর না। তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড় দুষ্কর। প্রভু হে! তুমি সময়ে সময়ে বড় কঠিন পরীক্ষা কর। সংসারী জীবকে বিষম সমস্যায় ফেলিয়া রহস্য দেখ। এটী তোমার স্বভাব। আমরা দুঃখটা একেবারেই চাই না। সেই দুঃখটাই তুমি আমাদিগকে দিবার জন্য বড় ব্যস্ত। দুঃখ না হইলে সুখ হয় না, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ, দুঃখই সুখের মাধুর্য্য সম্পাদন করে, এ কথা ধ্রুব সত্য; কিন্তু আমরা অধম জীব তাহা একেবারেই বুঝি না বা বুঝিবার চেষ্টাও করি না। এ ভ্রমটী জীবের হৃদয়ে তুমিই দিয়াছ। তাই তাহারা এই দুঃখের জন্য তোমাকেই দোষ দেয়; তোমার

নিকটেই দুঃখনাশের জন্য কাঁদে। দুঃখের পরিণাম সুখ এবং সুখের পরিণাম সচ্চিদানন্দ লাভ। ইহাতেই বুঝিতে হইবে দুঃখই জীবের পরম উপকারী, অতএব শ্রীভগবান্‌-প্রাপ্তির প্রধান সহায়। দুঃখই সুখের মূলীভূত কারণ। দুঃখ না থাকিলে সুখের প্রকাশই হইত না। এই যে সনাতন মিশ্রের গোষ্ঠী-সুদ্ধ লোক দুঃখার্ণবে ভাসিয়াছিলেন, সামান্য একটী রহস্য বাক্যে মিশ্র-পরিবারের দুঃখের অবধি ছিল না, সুখের সংসারে একটা যেন বিষাদের ছায়া পতিত হইয়া সকলকে ম্লান করিয়াছিল, আনন্দপূর্ণ সংসারে একটা বিষম দুঃখের হাহাকার রোল উঠিয়া সকলকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, এ দুঃখের পরিণাম ফল কি হইল? সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তি। এই শ্রীভগবানের চিরন্তন নিয়ম, এই তাঁহার লীলা। এ লীলার মর্ম্ম যে বুঝিয়াছে, এই দুঃখের নিগূঢ় রহস্য যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, তাঁহাকে আর দুঃখজনিত মনঃকষ্ট পাইয়া ও অশান্তিতে ব্যস্ত হইয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হয় না; তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই শান্তি বিরাজিত; সে সদানন্দ। আর যে দুঃখের নাম শুনিলেই চমকিয়া উঠে, দুঃখে পতিত হইলে শ্রীভগবানের নাম ভুলিয়া যায়, বিপদ হইলে শ্রীভগবানের কার্য্যে কটাক্ষ করে, তাহার হৃদয় অশান্তিতে পূর্ণ হয়, সে সর্ব্বদাই নিরানন্দ, সে কেবল হায় হায় করিয়া দিনপাত করে।

চতুর্থ অধ্যায়

শুভ বিবাহের উদ্যোগ ও অধিবাস।

জয় জয় ধ্বনি চৌদিকে শুনি
গৌরাঙ্গচাঁদের বিবাহ রে।
কুলবধূ মেলি জয় হুলাহুলি
আনন্দে মঙ্গল গাহি রে॥
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

আবার সনাতন মিশ্রের গৃহে আনন্দের উৎস উঠিল। আবার পুরবাসী জন শুভ বিবাহোৎসবে মাতিয়া উঠিল। আবার সকলের মুখে হাসি দেখা দিল। মহাসমারোহে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ-বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। গণক ঠাকুর আসিয়া শুভ দিন ও শুভ লগ্ন স্থির করিয়া দিলেন।

তবেত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে।
আনন্দে করয়ে শুভ দিন শুভক্ষণে॥ চৈঃ মঃ।

এদিকে নিমাই পণ্ডিত নিজের বিবাহের দিন নিজেই স্থির করিলেন। জননীর অনুরোধে একবার গণক ঠাকুরকে ডাকাইয়া শুভ দিন ও শুভ লগ্ন স্থির করিলেন।

এথা প্রভু বিশ্বম্ভর ঐছন জানিয়া।
শুভ দিন করে ঘরে গণক আনিয়া॥

চর্চ্চিয়া করিল দিন সময় বিচিত্র।
শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র ॥ চৈঃ মঃ।

সনাতন মিশ্রের গৃহে বিবাহের ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। শচী দেবীর গৃহেও আনন্দ উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আজি শ্রীনিমাইচাঁদের অধিবাস। শচী দেবীর মনে আনন্দ ধরিতেছে না। বড় সাধের, বড় আদরের সোনার পুতলী নিমাইচাঁদকে সকলে মিলিয়া নানা সাজে সাজাইতেছেন, আর নদীয়াবাসীরা সেই অপরূপ রূপরাশি অনিমিষ নয়নে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। তাঁহাদিগের আজি বড় সৌভাগ্য। তাঁহাদের ভাগ্যে সাক্ষাৎ নরনারায়ণের শুভ বিবাহ দর্শন লাভ ঘটিবে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাই লিখিয়া গিয়াছেন :—

যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি মাত্র দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাত।
তেঁহ তাঁর নাম দয়াময় দীননাথ ॥

নবদ্বীপবাসীর চরণে কোটী কোটী নমস্কার। তাঁহাদিগের ভাগ্যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শুভ বিবাহ দর্শন লাভ ঘটিয়াছে। ধন্য তাঁহাদিগের সুকৃতি! ধন্য তাঁহাদিগের নর-জন্ম!

নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যার ॥ চৈঃ ভাঃ।

নিমাই পণ্ডিতের বিবাহে নবদ্বীপ সুদ্ধ লোক মাতিয়াছে। চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি উঠিয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছে। নবদ্বীপে সেই সময়ে একজন বড়লোক কায়স্থ বাস করিতেন। তাঁহার নাম বুদ্ধিমন্ত খাঁন। সংস্কৃত "বল্লাল-চরিত" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট এই বুদ্ধিমন্ত খাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁহার

উক্ত পুস্তকে বুদ্ধিমন্ত খাঁনকে নদীয়ার রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে প্রকৃত পক্ষে একজন বড় জমিদার ও ধনী লোক ছিলেন, নিমাই পণ্ডিতের শুভ বিবাহের ভার গ্রহণ করাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধিমন্ত খাঁন নিমাই পণ্ডিতের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। শ্রীনিমাইচাঁদের শুভ বিবাহের কথা শুনিয়াই তিনি বলিলেন—এ বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করিবেন। ইহা শুনিয়া মুকুন্দ সঞ্জয় নামক তাঁহার একজন ধনী ব্রাহ্মণ বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—তিনিও এই শুভ কর্ম্মের ব্যয়ভার কিছু বহন করিবেন। ফলতঃ উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন নিমাই পণ্ডিতের এই বিবাহে খুব জাঁকজমক করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত এ বিবাহ হইবে না। রাজকুমারের বিবাহের মত মহাসমারোহে ইহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ।
সভেই হইলা অতি পরানন্দ মন॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বোলে শুন সখা ভাই।
তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই॥
বুদ্ধিমন্ত খাঁন বোলে শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিঞা মত কিছু এ বিবাহে নাই॥
এ বিবাহে পণ্ডিতেরে করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥ চৈঃ ভাঃ।

আজ শ্রীনিমাইচাঁদের অধিবাস। শচী দেবীর গৃহে লোকে লোকারণ্য। কুল-ললনাগণ বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া শ্রীনিমাইচাঁদকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। চারিদিকে যেন আনন্দের উৎস ছুটিয়াছে। শচী দেবী

সকলকেই সুমিষ্ট কথায় আদর আপ্যায়িত করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ দেবপূজা ও বেদপাঠ করিতেছেন। তৈল, হরিদ্রা, সিন্দুর, খদি, কদলক, তাম্বুল ও সন্দেশ লইয়া আয়স্ত্রীগণ শ্রীনিমাইচাঁদের শুভ অধিবাস কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলেন। প্রভুব অধিবাসের এই সুন্দর চিত্রটী শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল হইতে উদ্ধৃত হইল।

অধিবাস কালে সাধু ব্রাহ্মণ সজ্জন।
মিলিয়া করিল প্রভুর শুভ প্রয়োজন॥
আনন্দিতা শচী দেবী আইহ-সুহ লঞা।
পুত্র মহোৎসব করে নানা দ্রব্য দিয়া॥
তৈল হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দুর।
খদি কদলক আর সন্দেশ তাম্বুল॥
আনন্দে মঙ্গল গায় যত আইহগণ।
প্রভু অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ॥
ধূপ দীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে।
স্বস্তি-বাচন পূর্ব্ব দেব-পূজা করে॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভ শঙ্খ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে পটহি মৃদঙ্গ॥
চৌদিকে কুলবধূ দেয় জয় জয়।
প্রভু অধিবাস হৈল উত্তম সময়॥
গন্ধ চন্দন মাল্যে পূজিল ব্রাহ্মণ।
কর্পূর তাম্বুল আর ভুরি বিভূষণ॥

প্রভুর শুভ বিবাহের অধিবাসের আয়োজনে নবদ্বীপ শুদ্ধ লোক ব্যস্ত। বড় বড় চন্দ্রাতপ আনাইয়া শচী দেবীর আঙ্গিনায় এবং বহির্বাটিতে টাঙ্গান হইয়াছে। কদলীবৃক্ষশ্রেণী গৃহের সম্মুখে সারি সারি রোপণ করা

হইয়াছে। গৃহের চতুর্দ্দিকে আলিপনায় সুশোভিত করা হইয়াছে। গঙ্গাজলপূর্ণ ঘটে, আম্রশাখায়, ধূপ দীপ ধান্য প্রভৃতি যত কিছু মঙ্গল দ্রব্য আছে তৎসমুদয়ে গৃহ-প্রাঙ্গণ সুশোভিত হইয়াছে। মৃদঙ্গ, সানাই, জয়ঢাক, করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য ধ্বনিতে শচী দেবীর গৃহ পূর্ণ। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এবং অপরাপর সকল লোকেই এই শুভ কর্ম্মে নিমন্ত্রিত হইযাছেন। সকলকেই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে—

"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে।"

অপরাহ্ণ কাল আসিল। দলে দলে লোক আসিয়া শচী দেবীর গৃহ প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করিল। প্রভুর অধিবাস দর্শন করিতে নবদ্বীপ সুদ্ধ লোক আসিয়া উপস্থিত। মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ভাটগণ সুললিত কণ্ঠে রায়বার পাঠ করিতে লাগিল। পতিব্রতা স্ত্রী সকল মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাহার মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-কুলমণি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আসিয়া আসনোপরি উপবেশন করিলেন। চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ মণ্ডলী করিয়া বসিলেন। সকলেরই চিত্তে আজ অতুল আনন্দ। মাল্য, চন্দন, তাম্বুল বিতরণ আরম্ভ হইল। সকলেরই গলদেশে মালা পরাইয়া দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ চন্দনে ভূষিত করা হইল। প্রত্যেক লোককে এক এক বাটা ভরিয়া তাম্বুল দেওয়া হইল। কত যে ব্রাহ্মণ আসিতেছেন এবং মাল্য চন্দন ও তাম্বুল লইয়া যাইতেছেন তাহা গণনা করিয়া উঠা যায় না, কারণ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। ইহাদিগের মধ্যে অনেক লোভী ব্রাহ্মণ একবার মাল্য চন্দন ও তাম্বুল লইয়া তুষ্ট না হইয়া আবার আসিয়া লইতেছে, এইরূপ বারে বারে করিতেছে।

তুথি মধ্যে লোভিষ্ট অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুন আর কাচ কাচে॥

আর বাব আসি মহা লোকের গহলে।
চন্দন গুবাক মালা নিঞা নিঞা চলে॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যস্থলে বসিয়া সকলি দেখিতেছেন। লোভী ব্রাহ্মণবর্গের কার্য্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আজ্ঞা দিলেন "সকলকেই তিন তিন বার করিয়া মাল্য ও তাম্বুল দান করা হউক। কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা ব্যয় কর।" প্রভুর এ আদেশ প্রচারেব উদ্দেশ্য লোভী বিপ্রদিগকে যদি কেহ কিছু বলে, তাহা নিবারণ করা। প্রভু বিপ্রপ্রিয়, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে তাহার সম্মুখে কেহ কোন কথা বলিবে, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। দয়াময় প্রভুর এমনি দয়া, লোভী ও পাপীর প্রতিও প্রভুর কৃপার অভাব নাই।

সভাই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥
সভারে তাম্বুল মালা দেহ তিন বার।
চিন্তা নাই ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥
একবার নিঞা যে যে লেই আর বার।
এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার॥
পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে॥
বিপ্রপ্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
তিনবার দেবে পূর্ণ হইব সর্ব্বথা॥ চৈঃ ভাঃ।

সকলেই তিন তিন বার মাল্য চন্দন ও গুবাক পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল, আর কেহ শঠতা করিল না। এইরূপে মাল্য চন্দন ও তাম্বুলের ছড়াছড়ি হইল। মানুষে ত পাইলই, ভূমিতে যে কত মাল্য, কত চন্দন, কত গুবাক পড়িল তাহার সীমা নাই। ভূমিতে যাহা

পড়িল, তাহাতেই সাধারণ লোকের পাঁচ সাতটা বিবাহের অধিবাস কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া যায়। সকলেই বলিতে লাগিলেন "এই নবদ্বীপে কত কত ধনীর পুত্র কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এমন অকাতরে মাল্য চন্দন ও গুবাক দান ত কখনও দেখি নাই।

মনুষ্য পাইল যত সে থাকুক দূরে।
পৃথ্বীতে পড়িল যত দিতে মনুষ্যেরে॥
সেহ যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়ে।
তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়ে॥
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সভে বোলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥
লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে॥ চৈঃ ভাঃ।

এইরূপে মহা সমারোহে প্রভুর শুভ অধিবাস কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তখন সনাতন পণ্ডিত আত্মীয় কুটুম্বের সহিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া বাদ্যকর সঙ্গে শুভ অধিবাসের সামগ্রী লইয়া শচী দেবীর গৃহে শুভাগমন করিলেন এবং ভাবী জামাতার শুভ অধিবাস কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া কন্যার শুভ অধিবাস কর্ম্মের আয়োজন করিলেন।

তবে রাজপণ্ডিত আনন্দ চিত্ত হৈয়া।
আইলেন অধিবাস সামগ্রী লইয়া॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য নৃত্য গীত মহারঙ্গে॥
বেদবিধি পূর্ব্বকে পরম হর্ষ মনে।
ঈশ্বরের গন্ধস্পর্শ কৈলা শুভ ক্ষণে॥ চৈঃ ভাঃ।

সনাতন মিশ্র নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ অধিবাস কর্ম্ম যথাবিধি সুসম্পন্ন করিলেন। মিশ্র-গৃহেও আজ মহা-আনন্দোৎসব। প্রতিবেশিনী কুলবধূগণ সকলে একত্রিত হইয়াছেন। বাদ্যধ্বনিতে গৃহ পূর্ণ। মঙ্গল গীতে সককেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছেন। নানাবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া স্বর্ণ-প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া কুল-ললনামণ্ডলী মধ্যে নত-মুখে বসিয়া আছেন। গৃহ-প্রাঙ্গণ যেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীরূপা বালিকার অপরূপ রূপ-রাশির সৌন্দর্য্যে মুখরিত হইয়াছে। এখানেও ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করিতেছেন,—শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিতে মিশ্র-গৃহ পূর্ণ। কুল-ললনাদিগের মঙ্গলসূচক হুলু ধ্বনিতে কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে। ধান্য দূর্ব্বা দিয়া যথারীতি সকলেই বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছেন। মহামায়া দেবী সকলকে আদর আপ্যায়িত করিয়া পরিতুষ্ট করিতেছেন। দেব-পূজা ও পিতৃ-পূজা করিয়া সনাতন মিশ্র ঠাকুর যথারীতি কন্যার শুভ অধিবাস কর্ম্ম সুসম্পন্ন কবিলেন।

আপনে আপনে কন্যা অধিবাস করে।
ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন অলঙ্কারে॥
দেব-পূজা পিতৃ-পূজা করে যথাবিধি।
অধিবাস কালে জয় জয় নিরবধি॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভ শঙ্খ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ॥ চৈঃ মঃ।

এইরূপে মহাসমারোহের সহিত বর কন্যা উভয়েরই শুভ অধিবাস কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রীনিমাইচাঁদের শুভ বিবাহের উৎসবে নদীয়াবাসী নরনারী বালকবালিকা, সকলেই আনন্দে দিবারাত্রি উন্মত্ত। সমগ্র নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা এই শুভ বিবাহোৎসবে মহানন্দে যোগদান

করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। শচী দেবীর প্রাণে আনন্দের উৎস উঠিয়াছে। তিনি সকল দুঃখ, সকল জ্বালা ভুলিয়া আজ পুত্রের বিবাহের আনন্দোৎসবে মাতিয়াছেন। অনেক দিনের পরিপোষিত প্রাণের আশা আজ তাঁহার পূর্ণ হইল। শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীরূপা বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধুরূপে পাইবার আশায় শচী দেবীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আনন্দ কোলাহলে এবং শুভ-বিবাহের উৎসবে কোথা দিয়া যে অধিবাসের রাত্রি পোহাইল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

পঞ্চম অধ্যায়

শুভ গাত্রহরিদ্রা ও বরসজ্জা

"গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
যিনি বেশে অঙ্গছটা আলো করে দেশ"

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

প্রাতে শ্রীনিমাইচাঁদ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাণ ভরিয়া গঙ্গা-স্নান করিলেন। গঙ্গাতীরে বসিয়া মনের সাধে বিষ্ণুপূজা করিলেন। গৃহে আসিয়া যথাবিধি নান্দীমুখ শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি করিতে বসিলেন।

তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গাস্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
তবে শেষে সর্ব্ব আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দীমুখ কর্ম্মাদি করিতে॥ চৈঃ ভাঃ।

যথাকালে নান্দীমুখ কার্য্য শেষ হইলে প্রভুর শুভ গাত্র-হরিদ্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। শচী দেবী প্রতিবেশিনীগণ সঙ্গে লইয়া জল সওয়া লোকাচার করিতে বাহির হইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে বাদ্য চলিয়াছে। বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া কুল-ললনাগণ হুলুধ্বনি দিতে দিতে চলিলেন। সর্ব্ব প্রথমে শচী দেবী গঙ্গা দেবীর পূজা করিতে চলিলেন। তাহার পর ষষ্ঠীপূজা করিলেন। পরে একে একে আত্মীয় স্বজনের

বাটীতে গমন করিয়া শুভ বিবাহের জল সওয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া নিজ গৃহে ফিরিলেন। তাহার পরে প্রতিবেশিনী কুলস্ত্রীগণকে তৈল, হরিদ্রা, খই, কলা, তাম্বুল, সিন্দুর দিয়া বরণ করিলেন। এত তৈল দান করিলেন যে, তাহাতে প্রত্যেকে স্নান করিতে পারেন।

তবে আই পতিব্রতাগণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহারঙ্গে॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম হর্ষ মনে।
তবে বাদ্য বাজনে গেলেন ষষ্ঠী স্থানে॥
ষষ্ঠী পূজি তবে বন্ধু-মন্দিরে মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইল নিজ ঘরে॥
তবে খই, কলা, তৈল, তাম্বুল, সিন্দুরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥
ঈশ্বর প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সভারে দেন বার পাঁচ সাত॥
তৈল স্নান করিলেন সর্ব্ব নারীগণে।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে মনে॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর শুভ বিবাহের জল সওয়ার বর্ণনাটী ঠাকুর লোচন দাস বড়ই সুন্দর ও মধুর ভাষায় লিখিয়াছেন। পাঠক পাঠিকাগণের রস-বোধার্থে তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। নদীয়া নাগরীগণের আজ আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা মনের সাধে সাজিয়াছেন, সারি সারি সকলে নদীয়ার পথে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে বাদ্যকরগণ মধুর বাদ্যে সর্ব্বজনের মন হরণ করিতেছে। নদীয়াবাসীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। নয়ন ভরিয়া এ মধুর দৃশ্য দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতেছে। সকলেই যেন সুখের-সাগরে ভাসিতেছে।

(নদীয়া-নাগরীর উক্তি ।)

পাট শাড়ী পর নেতের কাঁচুলী
কানড় ছান্দে বান্ধ খোঁপা ।
মুকুতা গাঁথিয়া সোনায়ে বান্ধিয়া
পিঠে ফেল রাঙ্গা থোপা ॥
ধনি ধনি ধনি নদীয়া নগরী
আনন্দ-সাগর নিতি ।
গৌরাঙ্গচান্দের বিভা দেখি গিয়া
গাব সুমঙ্গল গীতি ॥ ধ্রু ॥
কেহ ত কাপড় পাট শাড়ী পরে
কানে গন্ধরাজ চাঁপা ।
গজেন্দ্র গমনে চলিতে না জানে
মৃগী দিঠে চাহে বাঁকা ॥
অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন নয়ান
চঞ্চল তারক জোর ।
গোরারূপ-পঙ্কে পঙ্কিল আলসে
অবলা চলিল ভোর ॥
নগরে নগরে যতেক নাগরী
ধাওল ধ্বনি শুনিয়া ।
চিকুরে চিরুনী চলিলা তরুণী
চীর না সম্বরে তুলিয়া ॥
নারী পুরুখ ধায় এক মুখ
কেহ কাহো নাহি মানে ।

ঠেলা ঠেলি পথে ধায় উন্ মতে
দেখিতে গৌর বয়ানে ॥
নবীন যুবতী ছাড়ি সতী মতি
পতি-কুল বন্ধু-জন।
বসন ভূষণ না সম্বরে যেন
সতত উন্মত্ত হেন ॥
থীর বিজুরী যেমন এমন
গমন মরাল বধূ।
কেহ সারি সারি করে কর ধরি
যেমন শারদ বিধু ॥

শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় শচী দেবীর গৃহে কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। কোথা হইতে যে এত দ্রব্যাদি আসিয়া তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইল, আর কে যে এ সকল সংগ্রহ করিতেছে, তাহা নিমাই পণ্ডিত ত খবরই রাখেন না, শচীদেবী পর্য্যন্তও জানেন না। দীয়তাং ভোজ্যতাং অনবরত চলিতেছে, তবুও দ্রব্যাদির অভাব নাই।

সনাতন মিশ্রের গৃহেতেও কিছুরই অভাব নাই।

শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে ॥ চৈঃ ভাঃ।

যেন লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার। এ যে লক্ষ্মীনারায়ণের শুভ বিবাহ। প্রাকৃত লোকের গৃহে এরূপ সম্ভবে না।

সেহ যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়ে।
তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়ে ॥ চৈঃ ভাঃ।

সনাতন মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহে লক্ষ্মীনারায়ণের আবির্ভাব হইয়াছে। সেখানে কি কিছুর অভাব হইতে পারে ?

শচীদেবী নিমাইচাঁদের গাত্রে শুভ হরিদ্রা দিবার আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। বস্ত্রালঙ্কারাবৃতা আয়স্ত্রীগণ নিমাইচাঁদকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন যেন চাঁদের হাট বসিয়াছে। সেই চাঁদের হাটের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-বিধুর অনাবৃত শ্রীঅঙ্গ ছটায় শচীদেবীর আঙ্গিনার আজ কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে। নিমাইচাঁদ পিঁড়ার উপর উপবেশন করিয়া আছেন। পিঁড়া খানি অপূর্ব্ব আলিপনায় সুশোভিত। সম্মুখে তৈল-হরিদ্রার বাটী। পরম সৌভাগ্যবতী আয়স্ত্রীগণ নিমাইচাঁদের শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন। নারায়ণের অঙ্গরাগ হইতেছে। প্রভুর মস্তক অবনত। মনে লজ্জার উদ্রেক হইয়াছে। শ্রীমুখের ভাবটী অতি মধুর। যে দেখিতেছে সেই মজিতেছে। সে সুন্দর সলাজ বদনচন্দ্র হইতে নয়ন আর উঠাইতে পারিতেছে না। কোন বিশেষ ভাগ্যবতী শ্রীপদ দু'খানি ধৌত করিয়া তাহাতে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া দিতেছেন। তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ইহাতে অনেকের মনে হিংসা হইতেছে। কেহবা ঈর্ষাতে রোষপরবশ হইয়া শ্রীপদসেবারতা রমণীকে সরাইয়া দিয়া শ্রীপ্রভুর চরণযুগল ধারণ করিয়া তৈল হরিদ্রা মাখাইতে বসিলেন। যিনি এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তিনি ক্ষুব্ধা হইয়া পশ্চাৎ হটিলেন। মনে মনে প্রগল্ভা রমণীকে শত শত গালি পাড়িলেন। মুখেও বলিতে ছাড়িলেন না। উত্তম উত্তরও পাইলেন। রমণী বলিলেন, "হ্যালা! তোর ত আকাঙ্ক্ষা বড় কম নয়! একাই তুই ঐ শিববিরিঞ্চি-বন্দিত পদসেবা করিবি? অত ভাগ্যি তোর হবে কেন লা?" কেহবা নিমাইচাঁদের কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেছেন। সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণ চাঁচর কেশ-দামে হাত দিয়া নিজের কেশদামের অল্পতা ও বিশৃঙ্খলতা মনে করিয়া লজ্জা পাইতেছেন। কয়েকটী রমণী একত্র হইয়া তৈল, আমলকী ও হরিদ্রা নিমাইচাঁদের সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া দিতেছেন। যে সকল পরম সৌভাগ্যবতী রমণীগণ নিমাইচাঁদের শ্রীঅঙ্গের স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন,

তাঁহাদিগের প্রতি অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া নর্ত্তন করিতেছে। সে আনন্দে কাম-গন্ধ নাই। সে সুখ কাম-গন্ধ শূন্য। নিমাইচাঁদের মত অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবকের এইরূপ অঙ্গসেবা করিতে যাইলে, সাধারণ যুবতীবৃন্দের মন বিচলিত হইবার কথা। কিন্তু শ্রীভগবান্ নরদেহ ধারণ করিলেও মায়িক রূপধারী সামান্য পুরুষ নহেন। তাঁহার অঙ্গস্পর্শে যে সকল পরম সৌভাগ্যবতী কুল ললনাগণ বিমল আনন্দ সুখ অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদিগের মন নির্ম্মল হইয়াছে, চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে। নিমাইচাঁদকে দর্শন করিয়া যাঁহারা তাঁহার অপরূপ রূপরাশিতে মুগ্ধা হইয়াছেন, তাঁহাদের মনের মলিনতাও সেই সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হইয়াছে। এটী শ্রীভগবানের মহান শক্তির কার্য্য। এই শক্তি সাধারণ মনুষ্যের নাই বলিয়া রমণীদিগের পুরুষসঙ্গ নিষিদ্ধ।

নদীয়া-নাগরীদিগের এই আনন্দ উৎসবের বিবরণটী শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নাপিতে নাপিত-ক্রিয়া করিল তখন।
অঙ্গ উদ্বর্ত্তন করে কুলবধূগণ॥
গন্ধ আমলকী দেই তৈল হরিদ্রা।
শ্রীঅঙ্গ পরশে কেহ সুখে গেল নিদ্রা॥
কেহ পাদ সম্মার্জ্জনা করে হরষিতা।
বেকত বদনে কারো লজ্জা রহে কোথা॥
নয়নে ঝরয়ে পুন হরিষের নীর।
অঙ্গের বাতাসে কার কাঁপয়ে শরীর॥
উন্মত্ত নারীগণ করে অভিষেক।
পুরুষের মনঃকথা করে পরতেখ্॥

অঙ্গ ঠেলি পড়ে কেহো গঙ্গাজল ঢালে।
জয় জয় হুলাহুলি সুমঙ্গল রোলে॥

কুল-ললনাগণ ঠেলাঠেলি করিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে গঙ্গাজল ঢালিয়া দিতে-ছেন, আর সেই বৃন্দাবিপিনের ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের জল-কেলির কথা মনে পড়িতেছে। নিমাইচাঁদ সলাজ নয়নে মধ্যে মধ্যে এক একবার নদীয়া-নাগরীদিগের প্রতি সপ্রেম-বিলোল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। সে চকিত দৃষ্টি যাহার নয়ন পথে পতিত হইতেছে, সে আর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না, তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে সে সলাজ-বিলোল-দৃষ্টি যেন বিঁধিয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটিল না। কারণ নিমাইচাঁদ বড় লাজুক, বদনখানি বিনত করিয়া বসিয়া আছেন। কদাচিৎ কখনও একবার তাঁহার শুভদৃষ্টি কোন কোন সৌভাগ্যবতীর উপর পতিত হইতেছে।

এইরূপে নিমাই চাঁদের শুভ গাত্র-হরিদ্রা মহা আনন্দে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শচীদেবী শুভ তৈল-হরিদ্রা ব্রাহ্মণ দ্বারা সনাতন মিশ্রের গৃহে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানেও মহা সমারোহে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ গাত্র-হরিদ্রা শুভ-লগ্নে সুসম্পন্ন হইল। সেখানেও আয়ত্রীগণ মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদী তৈল হরিদ্রা মাখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রূপরাশি যেন উছলিয়া পড়িল, কাঁচা সোনার মত বর্ণটী যেন আরও ফুটিয়া বাহির হইল।

গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
বিনিবেশে অঙ্গ-ছটায় আলো করে দেশ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখ বান সোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িত প্রতিমা॥ চৈঃ মঃ।

শচীদেবীর গৃহে ও সনাতন মিশ্রের গৃহে শুভ গাত্র-হরিদ্রার দিন নবদ্বীপ সুদ্ধ লোক মহা সমাদরে ভোজন করিল। এমন মহাভোজ কেহ কখনও দেখে নাই। কোথা হইতে এত দ্রব্য-সম্ভার আসিল, কে তাহা সংগ্রহ করিল, কে এত দ্রব্যাদি রন্ধন করিল, এত পরিবেষ্টা কোথা হইতে আসিল, নিমাই পণ্ডিত বা তাঁহার জননী কেহ কিছুরই খবরই রাখেন না। অথচ সকল কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রীভগবানের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সকল দ্রব্যই অফুরাণ হইল। অতঃপর ভোজ্য ও বস্ত্র নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে বিতরিত হইল। এই শুভ দান-কর্ম্ম শ্রীনিমাই পণ্ডিতের অভিমতে ও তাঁহার সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত হইল।

সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করি শ্রীগৌরসুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর ॥
তবে সব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হইয়া ॥
যে যেমন পাত্র যার যোগ্য যেন দান।
সেই মতে করিলেন সভার সম্মান ॥ চৈঃ ভাঃ।

সেই দিন অপরাহ্নে নিমাই পণ্ডিতকে সকলে মিলিয়া বর সজ্জায় সাজাইতে লাগিলেন। যাহাতে বর সজ্জার কোনরূপ ত্রুটি না হয়, সে দিকে সকলেরই লক্ষ্য। নিমাই পণ্ডিত পুনরায় স্নান করিলেন। নর-সুন্দর আসিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিয়া দিল।

বিবাহ উচিত প্রভু করে পুন স্নান।
নাপিতে নাপিত-ক্রিয়া করিলা তখন ॥ চৈঃ মঃ।

নিমাই পণ্ডিতের বয়স্যগণ তাঁহাকে কিরূপ সাজাইলেন শ্রবণ করুন।

চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ ॥

অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন ॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর।
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর ॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে ॥
ধান দূর্ব্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভা-মঞ্জরী দর্পণ ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল দুই শ্রুতি-মূলে সাজে।
নবরত্ন হার বান্ধিলেক বাহু মাঝে ॥ চৈঃ ভাঃ।

ঠাকুর লোচন দাসের নিমাই পণ্ডিতের এই বর-সজ্জার বর্ণনাটি অতীব সুন্দর। সেটি পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
অঙ্গের সুবেশ করে যতেক জুয়ায় ॥
দিব্যরত্ন অলঙ্কার বক্রপ্রান্ত বাস।
মহ মহ করে গোরা অঙ্গের বাতাস ॥
সহজে শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ আর দিব্যগন্ধ।
চন্দন-চন্দ্রক ভালে শ্রীমুখচন্দ্র ॥
নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি ॥
অতি সুকোমল রাঙ্গা অধর-বন্ধুক।
শ্রবণে শোভয়ে গণ্ড কুসুম-কন্দুক ॥
অঙ্গদ-কঙ্কণ করে চরণে নূপুর।
দেখিয়া নাগরী হিয়া করে দুরদুর ॥

কুঙ্কুম-চন্দনে লিপ্ত গৌর-কলেবর।
সুন্দর মস্তকে শোভে সোলার টোপর ॥
সুবর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
হেরি লোক নিজ দেহ না হয় স্বতন্ত্র ॥
বেড়িলা গৌরাঙ্গে যত নাগরীর গণ।
শশধর বেড়ি যেন তাহার শোভন ॥
মদে মত্ত মদনে হইলা সব নারী।
লজ্জা ভয় ত্যজিয়া রহিলা মুখ হেরি ॥

এ দিকে বুদ্ধিমন্ত খান অনেক লোক জন সঙ্গে করিয়া নিমাই পণ্ডিতের দ্বারে আসিয়া বর-সজ্জার উদ্যোগে ব্যস্ত। দিব্য সাজে সজ্জিত চতুর্দ্দোল আসিয়া শচীদেবীর দ্বারদেশে লাগিল। নানাবিধ বাদ্য ও গীতে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ হইল। সকলেরই মুখে জয়ধ্বনি। তখনও এক প্রহর বেলা আছে। নিমাই পণ্ডিতের বয়স্যগণ স্থির করিলেন এক প্রহর বেলা থাকিতে তাঁহাকে বর-সজ্জায় সজ্জিত করাইয়া সমগ্র নবদ্বীপ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ঠিক গোধূলি লগ্নে কন্যা-গৃহে গমন করিবেন।

প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়।
সভেই বোলেন শুভ করহ বিজয় ॥
প্রহরেক সর্ব্ব নবদ্বীপ বেড়াইয়া।
কন্যা-ঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া ॥ চৈঃ ভাঃ।

তাহাই হইল। নিমাইচাঁদ জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। শচী দেবী প্রেমাশ্রুলোচনে আনন্দে গদ গদ হইয়া, ধান দূর্ব্বা দিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নিমাইচাঁদ ব্রাহ্মণবর্গকে প্রণাম ও নমস্কার করিয়া শুভ লগ্নে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিলেন। কুল-ললনাগণ হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। সকলের মুখে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি।
বিপ্রগণে নমস্করি বহু মান্য করি॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্ব্ব দিকে উঠিল মঙ্গল জয় জয়॥
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভ-ধ্বনি বই কোন দিগে নাহি আর॥ চৈঃ ভাঃ।

বুদ্ধিমন্ত খাঁর পদাতিক দল নিমাইচাঁদের চতুর্দ্দোল ঘিরিয়া চলিল। প্রায় নবদ্বীপ শুদ্ধ লোক সঙ্গে চলিয়াছে। পথ-পার্শ্বে দুই ধারের বাতায়ন-পথে, গৃহের উপরে, কুল-কামিনীগণ মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি দিতেছেন, আর নিমাইচাঁদের বরসজ্জা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতেছেন। প্রভুর শুভ বিবাহের বরকর্ত্তা তাঁহার মেসো মহাশয় চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয়া কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। নবদ্বীপে শচী দেবীর একমাত্র আত্মীয় এবং প্রভুর অভিভাবক চন্দ্রশেখর আচার্য্য। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাটী প্রভুর বাটীর নিকট—এক পাড়ায়। প্রভু পিতৃহীন হইলে চন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রভুর পিতৃস্থানীয় হইয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেন। প্রভুর বিবাহে চন্দ্রশেখর আচার্য্য বরকর্ত্তা হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বরযাত্রা ও শুভবিবাহ।

"নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যার॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

সেই মহান্ লোকমণ্ডলী সর্ব্বপ্রথমেই সুরধুনী তীরাভিমুখে বরের চতুর্দ্দোলের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নানাবর্ণে চিত্রিত পতাকা হস্তে, সহস্র সহস্র দীপাবলী লইয়া, নানাবিধ বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে, সেই জনসঙ্ঘ— ভাগীরথী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে বিদূষক, নর্ত্তক, লক্ষ লক্ষ বালক, নানাবিধ রঙ্গ করিতে করিতে মহা-কৌতুকে সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া চলিয়াছে। নিমাইপণ্ডিত গঙ্গার ঘাট বড় ভাল বাসিতেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিতেন। তাই এই শুভবিবাহ দিবসেও সেখান যাইয়া সদলবলে আমোদ-প্রমোদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর শুভ বিবাহের এই বর্ণনাটী অতি সুন্দররূপে চিত্রিত আছে।

প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গাতীরে।
পূর্ণচন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে॥
সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥

নানাবর্ণে পতাকা চলিল তাব কাছে।
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাচে ॥
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায ॥
জয়ঢাক বীরঢাক মৃদঙ্গ কাহাল।
পটহ্ দগড শঙ্খ বংশী করতাল ॥
বরগাঁ শিঙ্গা পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত।
কে লিখিবে বাদ্যভাণ্ড বাজি যায় কত ॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডেব ভিতবে।
বঙ্গে নাচি যায দেখি হাসেন ঈশ্বরে ॥
সে মহা-কৌতুকে দেখি শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান সভে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায ॥
প্রথমে আসিয়া গঙ্গাতীবে কথোক্ষণ।
কবিলেন নৃত-গীত আনন্দ-বাজন ॥

অতঃপর সকলে মিলিয়া গঙ্গাদেবীব উপব পুষ্প-বৃষ্টি কবিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সকলে ভক্তিভবে প্রণাম কবিয়া নবদ্বীপে প্রদক্ষিণ করিতে বহির্গত হইলেন।

তবে পুষ্প-বৃষ্টি কবি গঙ্গা নমস্কবি।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপপু   চৈঃ ভাঃ।

যে এ বিবাহের সাজ সজ্জা দেখিতেছে, সেই বলিতেছে, "অনেক বড় বড় বিবাহ দেখিয়াছি, এমন জাঁক জমকেব বিবাহ ত কোন কালে দেখি নাই। রাজপুত্রের বিবাহেও ত এমন ধুম ধাম, এমন জাঁক হয় না।" সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলের উপর বর-সাজে সজ্জিত নিমাইপণ্ডিতের মনোমোহন অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া কুল-ললনাগণ বলিতেছেন, "আহা! এমন

রূপের মানুষ ত কখনও দেখি নাই। যদি কন্যা দিতে হয়, এমনি সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন বরেই দিতে হয়। সনাতন মিশ্রের ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন, তাই এমন সুপাত্র মিলিয়াছে।"

বড় বড় বিভা দেখিয়াছি লোকে বলে।
এমত সমৃদ্ধ নাহি দেখি কোন কালে॥
এই মত স্ত্রী পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে সব সুকৃতী নদীয়া॥
সভে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেই সব বিপ্র সবে বিমরিষ করে॥
হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে।
আপনার ভাগ্য নাহি হইবে কেমতে॥ চৈঃ ভাঃ।

এইরূপে সমগ্র নবদ্বীপ নগরী পরিভ্রমণ করিয়া নিমাইপণ্ডিত সদল-বলে গোধূলি লগ্নে, সনাতন মিশ্রের গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও মহা ধুমধাম। আলোকমালায় গৃহদ্বার ও প্রাঙ্গণ পরিশোভিত। নানাবিধ বাদ্য বাজিতেছে। গৃহ-প্রাঙ্গণ ও দ্বারদেশ লোকে লোকারণ্য। বর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে জয় জয়ধ্বনি উঠিল। পুরনারীদিগের হুলুধ্বনিতে মিশ্র-গৃহ পূর্ণ হইল। রাজ-পণ্ডিত সনাতন মিশ্র স্বজন সঙ্গে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দোলের নিকট জামাতাকে অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হইলেন। অতি সম্ভ্রমের সহিত শ্রীনিমাইচাঁদকে কোলে করিয়া চতুর্দ্দোল হইতে উঠাইয়া লইলেন।

গোধূলি সময় আসি প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজপণ্ডিতের মন্দিরেতে॥
মহা জয় জয়কার লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে॥

পরম সম্ভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হইতে কোলে করি বসাইলা নিয়া॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর শ্রীঅঙ্গ পরশে সনাতন মিশ্রের দেহ পবিত্র হইল, সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হইল, নয়নদ্বয় দিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হইল, তাঁহার জীবন সার্থক হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন শুভক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম হইয়াছিল। জন্মদিবসের কথা স্বপ্নবৎ তৎক্ষণাৎ মনে একবার উদিত হইল। কিন্তু মায়ার এমনি কৌশল তখনি আবার সব ভুলিয়া গিয়া বিবাহের আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিলেন।

গৃহ-প্রাঙ্গণস্থিত সুবৃহৎ চন্দ্রাতপতলে সুসজ্জিত বরাসনে নিমাইপণ্ডিত উপবেশন করিলেন। বিস্তৃত সভা-মণ্ডপের ঠিক মধ্যস্থলে উচ্চবেদীর উপরে বরাসন। পত্র, পুষ্প ও আলোকমালায় সভামণ্ডপ সুশোভিত। বিচিত্র কারুকার্য্য-সমন্বিত পতাকাবলী, পত্রপুষ্পে সজ্জিত সভা-মণ্ডপের স্তম্ভাবলীতে সুন্দর শোভা পাইতেছে। যখন নিমাইপণ্ডিত উচ্চ বরাসনে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে বরযাত্রিগণ ঘিরিয়া বসিলেন, তখন সভা-মণ্ডপ যেন আর এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। শ্রীনিমাইচাঁদের অপরূপ রূপরাশির ছটায় সভার চতুর্দ্দিকে যেন শত বিজলীর আভা ছুটিল। সভাস্থ সকলেরই দৃষ্টি শ্রীনিমাইচাঁদের উপর। লক্ষ লক্ষ নর-নারীর দৃষ্টি একজনের উপর পতিত হইয়াছে। সকলেই অনিমিষ চক্ষে এই বিবাহবেশে সজ্জিত শ্রীনিমাইচাঁদের অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া হৃদয় মন তৃপ্ত করিতেছেন। নিমাইপণ্ডিত চঞ্চল হইলেও এ সময়ে অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। ইহাতে তাঁহার মনে সুখ হইতেছে না। যেন চুরীর দায়ে ধরা পড়িয়াছেন। সে ত ঠিক। রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহে যাইয়া তাঁহার পরম রূপবতী কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মন প্রাণ হরণ করিতে উদ্যত, কাজেই এই অবলা

সরলা বালিকার মন প্রাণ হরণের দায়ে যেন আমাদের নবীন নাগরটী ধরা পড়িয়াছেন। মনচোর তাই গম্ভীর ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তাহা না হইলে, এতক্ষণ তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া সভা-মণ্ডপে লম্ফ ঝম্প প্রদান করিয়া, হস্ত পদ চালনায় এবং বাক্‌পটুতায় স্বপ্রকৃতির পরিচয় দিয়া, সভাস্থ সকলের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়া, অন্যরূপ আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। মনচোরের সাজা এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র দুঃখ বা কষ্ট নাই।

সনাতন পণ্ডিত প্রচুর দান-সামগ্রীতে বিবাহ-সভা সুসজ্জিত করিয়াছেন। অনেক অর্থব্যয় করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছেন। সকলে দেখিতেছেন এ বিবাহ একটী বিরাট্ ব্যাপার। কেহ কখনও বিবাহের এরূপ উদ্যোগ দেখেন নাই।

কিছুক্ষণ পরে সনাতন মিশ্র পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা যথাবিধি জামাতাকে বরণ করিলেন।

পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী বস্ত্র অলঙ্কার।
যথাবিধি দিয়া কৈল বরণ ব্যাভার॥

চৈঃ ভাঃ।

চতুর্দ্দিকে খই ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পুরনারীদিগের শুভ হুলুধ্বনিতে এবং মঙ্গলসূচক শঙ্খনাদে গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূরিত হইল। আয়স্ত্রীগণ সঙ্গে মিশ্রগৃহিণী জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। তখন নিমাইপণ্ডিত ধরাসন হইতে উঠিয়া গৃহপ্রাঙ্গণের একপ্রান্তে আবরণ-যুক্ত ছাল্‌নাতলাতে দাঁড়াইয়া আছেন। চতুর্দ্দিকে বয়স্যগণ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্ত্রী-আচারের সময় হইয়াছে।

তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, গৌরচন্দ্রে থুইল লৈয়া,
দাণ্ডাইলা ছোড়লা ভিতরে।

সর্ব্বজনে হরিবোলে, শত শত দীপ জ্বলে,
তাহে জিনি গোরা-কলেবরে ॥
উলসিত সর্ব্বজন, হুলাহুলি ঘনে ঘন,
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
এয়োগণ মেলি করি, সভে পাটসাড়ী পরি,
প্রদক্ষিণ করিবারে সাজে ॥
নির্ম্মঞ্চন সজ্জ করে, আইহগণ আগুসরে,
আগুসরে কন্যার জননী।
ভূমিতে না পড়ে পা, উলসিত সর্ব্ব গা,
দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি ॥ চৈঃ মঃ।

মিশ্র-গৃহিণী শ্রীনিমাইচাঁদের মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দিয়া শুভ-আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠা কুলস্ত্রীগণও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঘৃতের সপ্ত প্রদীপে মিশ্র-গৃহিণী জামাতাকে বরণ করিলেন। পুনরায় খই, কড়ি ও পুষ্পবৃষ্টি হইল। ঘন ঘন হুলুধ্বনিতে ও শঙ্খনাদে আবার গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল।

ধান্যদূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিয়া সপ্ত ঘৃতের প্রদীপে ॥
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার।
এই মত যত কিছু করি লোকাচার ॥ চৈঃ ভাঃ।

এক্ষণে সনাতন মিশ্র কন্যা আনিবার আদেশ দিলেন। গৃহাভ্যন্তরে সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা, নববালা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সলাজবদনে উপবেশন করিয়া আছেন। মনে মনে বড় আনন্দ অনুভব করিতেছেন; কতক্ষণে প্রাণবল্লভের চন্দ্রবদন দর্শনলাভ হইবে, তাই ভাবিতেছেন। সমবয়স্কা সখীগণ উপহাস করিতেছেন, কেহ বা

ব্যগ্রতা সহকারে বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে টানিয়া বর দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুতেই যাইবেন না। কোন প্রৌঢ়া রমণী ইহা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সখীকে ধমক দিয়া বলিতেছেন, "হ্যাঁলা! কি করিতেছিস্! বব কি আগে দেখিতে আছে? শুভক্ষণে শুভলগ্নে বরের সহিত শুভদর্শন করিতে হয়। সময় হইলে আপনিই উহাকে লইয়া যাইবে।" বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া সেই শুভক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সমাচার আসিল, কন্যার শুভ-দর্শনেব সময হইয়াছে, সনাতন মিশ্র কন্যা আনিতে আদেশ দিয়াছেন।

তবে সেই সনাতন, মিশ্র দ্বিজবতন,
কন্যা আনিবাবে আজ্ঞা দিল।
রত্ন সিংহাসনে বসি ত্রৈলোক্যরূপসী,
অঙ্গ ছটায় বিজুরী পড়িল॥ চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বস্ত্রালঙ্কাবে ভূষিতা বিচিত্র কারুকার্য্য-সমন্বিত একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন। সেই আসন সমেত ধবিয়া তাঁহাকে সভামণ্ডপের এক পার্শ্বে আনয়ন করা হইল।

তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া আনিলেন আসনে ধরিয়া॥
চৈঃ ভাঃ।

সভাস্থ সকলে তৎকালে শ্রীমতীকে কিরূপ দেখিতেছেন, তাহা ঠাকুর লোচনদাস অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গ জিনি লাখবান সোণা।
ঝলমল করে যেন তড়িত-প্রতিমা॥
ফণধর জিনি বেণী মুনি-মন মোহে।
কপালে সিন্দুর সে তুলনা দিব কাহে॥

ভুরুঅঙ্গ অনঙ্গ সারঙ্গ মনোহর।
শুক-ওষ্ঠ জিনি নাসা পরম সুন্দর॥
কুরঙ্গ-নয়ন জিনি নয়ন-যুগল।
গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর॥
অধব বান্ধুলী জিনি অনুপাম শোভা।
দশন মোতিম জিনি ঝলমল আভা॥
কম্বু কণ্ঠ জিনিযা জগত মনোহারী।
সিংহগ্রীব জিনিযা সুন্দব গীমধারী॥
বাহুযুগ কনক মৃণাল শোভা জিনি।
করতল বাতাপদ্ম জিনি অনুমানি॥
অঙ্গুলী চম্পক-কলি জিনি মনোহর।
নখচন্দ্র জিনি শোভা অতি ঝলমল॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া পদ গড়িলা বিধাতা।
ডগমগ করে পদতল-পদ্ম রাতা॥
নখচন্দ্র পাঁতি জিনি অকলঙ্ক-চাঁদে।
তাহার কিরণে আঁখি পাইল জন্ম-আঁধে॥
গন্ধচন্দন মাল্যে করাইলা বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গছটা আলো করে দেশ॥
ত্রৈলোক্য-মোহিনী কন্যা রূপেতে পার্ব্বতী।
অঙ্গেব ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি॥

বস্ত্রালঙ্কাব-ভূষিতা অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী প্রেমময়ী নববালা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অপরূপ রূপলাবণ্য সন্দর্শনে সভাস্থ সকলেই যেন একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন যেমন বর তেমনি কন্যা। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ ঠিক মিলিয়াছে। কেহ

বলিতেছেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের সম্মিলন হইযাছে, কেহ বলিতেছেন শ্রীশ্রীহর-পার্ব্বতী একত্রে মিলিত হইয়াছেন। সকলেই শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার অনিন্দিত রূপরাশির প্রশংসা করিতেছেন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল রূপ-সাগর হইতে কেহই আর নয়নদ্বয় উঠাইতে পারিতেছেন না। যুগল রূপমাধুরীর মহাসমুদ্রে তাঁহারা তখন ডুবিযাছেন।

অধম গ্রন্থকারের রচিত শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিযার যুগল মিলনের একটী পদ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

(যুগল মিলন।)

প্রেম অবতার গৌর আমার
প্রেমময়ী বিষ্ণুপ্রিযা।
মিলিয়াছে ভাল মূরতি যুগল
মাখামাখি সুধা দিযা॥
যুগল মিলন প্রেম আবাহন
পীরিতের ছড়াছড়ি।
কৃপানিধি গোরা প্রেম-রসে গড়া
তনুখানি মনোহারী॥
প্রেমময়ী দেবী পীরিতের ছবি
আঁকা যেন তুলি দিয়া।
অমিয়ার খনি হৃদয়ের মণি
আছে যেন জড়াইয়া॥
তরল তরঙ্গে চলিয়াছে রঙ্গে
প্রেম-ধারা অবিরত।
মিলিয়া মিশিয়া চলে উছলিয়া
লহরী লীলার মত॥

বিশ্ব-বিধাতা জগতের মাতা
মিলিয়াছে এক সঙ্গে।
ভাবনা কি আর ? পাপী দুরাচার
হাস খেল সব বঙ্গে॥

পিতা দিবে কোল, বল হরিবোল,
মায়ে দিবে চুমো মুখে।
কি ভয় তোদের ? মর জগতের
ভুলে যাও শোক দুখে॥

জগত-জননী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি
পতিতের পিতা গোরা।
পাতকী তরাতে এসেছে ধরাতে
আয় সবে আয তোরা॥

সঙ্গে লযে যাস্ পাপী হরিদাস
পতিত-পাবনী পাশে।
বলিস তোদেব নদের চাঁদেবে
পদবজ দিতে দাসে॥

শ্রীনিমাইচাঁদ ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চারিচক্ষেব প্রথম শুভ-মিলন দৃশ্যটি ভাষায বর্ণনার বস্তু নহে। এই অতীব সুমধুর মনোরম স্বর্গীয় দৃশ্যটি ভাষায় বর্ণনাব অতীত। এই শুভদৃষ্টি দর্শন যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিযাছে, তাঁহাবা ধন্য! তাঁহাদের চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত। শ্রীভগবান্ এক দণ্ডের মধ্যে যে লীলা প্রকাশ কবিলেন, শত শত বর্ষেও তাহার বর্ণনা কবিবার শক্তি কাহারও নাই। তাই ঠাকুব শ্রীবৃন্দাবন দাস মনের দুঃখে লিখিযা গিয়াছেন।

দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে হেন আছে ॥

ঠাকুর শ্রীলোচন দাস ভাবে গদ গদ হইয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার এই মধুময় প্রথম শুভ-মিলনের দৃশ্যটী অতীব সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রভুর নিকটে আনি জগ-মনমোহিনী
বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী নামা।
তেরছ নয়ান বঙ্ক, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ
মন্দ মন্দ হাসি অনুপমা ॥
প্রভু প্রদক্ষিণ করি সাতবার চৌদিকে ঘেরি
করযোড়ে করে নমস্কার।
অন্তঃপট ঘুচাইল চারিচক্ষে দেখা হৈল
দোঁহে করে কুসুম-বিহার ॥
উঠিল আনন্দ বোল সভে বোলে হরিবোল
ছামুনি নাড়িল কন্যা বর।
সবে বোলে ধনি ধনি যেন চান্দ-রোহিণী
কেহ বোলে পার্ব্বতী-হর ॥

আসনে উপবিষ্টা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে কন্যাপক্ষীয় দুই জন উত্তোলন করিয়া শ্রীনিমাইচাঁদের চতুর্দ্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইলেন। এই সময়ে চারিদিকে শুভ-বাদ্যধ্বনি উঠিল। শত শত শুভ শঙ্খধ্বনিতে গৃহপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইল। পুরনারীগণ মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। সপ্তবার প্রদক্ষিণ শেষ হইলে শ্রীনিমাইচাঁদের সম্মুখে অবগুণ্ঠনবতী নব-বালাকে উচ্চ করিয়া ধরা হইল, যাহাতে এই শুভ দর্শনকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এক্ষণে "বর বড় কি কনে বড়" এ প্রবাদের সফলতা সাধন করিবার জন্য বর ও কন্যাপক্ষীয় উভয় দলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উচ্চ করি বর কন্যা তোলে হর্ষ মনে।
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে॥　চৈঃ ভাঃ।

এ উদ্যমে কোন্ পক্ষ জিতিল তাহা শাস্ত্রকারগণ লিখেন নাই। বোধ হয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর গণই জিতিয়াছিলেন। তাহার কারণ প্রভু ভূমিতলে পিঁড়ার উপর দণ্ডায়মান, দেবী উচ্চে দুই জন বলিষ্ঠ আত্মীয় হস্তে পিঁড়ায় উপবিষ্টা। চারি হস্তে ঊর্দ্ধে উত্থিতা হইলে প্রভু অপেক্ষা তাঁহার বড় হইবারই কথা। তবে আমার প্রভুটীর ত সাধারণ মনুষ্যের মত আকার ছিল না। সেই জন্য কিছু সন্দেহ হয়। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া বৃথা তর্কের প্রয়োজন নাই। পাঠকপাঠিকাগণের উপর এই মীমাংসার ভার রহিল।

এক্ষণে শুভ দর্শনের কাল আসিয়াছে। বহুমূল্য পট্টবস্ত্রে বর ও কন্যার শিরোদেশে ঘিরিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে শুভ-দৃষ্টির সময়ে অন্য লোকের কু-নজর না পড়ে। আবার বাদ্য বাজিয়া উঠিল, আবার শঙ্খনাদে দিগন্ত পূর্ণ হইল, আবার হুলুধ্বনিতে গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূরিত হইল। এই বার শুভ কাল উপস্থিত। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার চারি-চক্ষের শুভ মিলন হইল; নব-বালার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল; নবীন নাগরশেখর নটবর শ্রীনিমাইচাঁদের চন্দ্রবদনেও হাসি দেখা দিল। শ্রীমতী করযোড়ে পতি-দেবতাকে প্রণাম করিলেন। আড় নয়নে প্রাণবল্লভের মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীনিমাইচাঁদের হাসিতে শ্রীমতী বুঝিলেন তাঁহার প্রাণবল্লভের তিনি মনোমত হইয়াছেন। শ্রীমতীর সলাজ দৃষ্টি ও ঈষৎ হাসিতে প্রকাশ হইতেছে যেন দেবী বলিতেছেন "আমি তোমারি"। এই শুভদৃষ্টির সুখ আর বেশীক্ষণ রহিল না। মাল্য পরিবর্ত্তনের সময় আসিল। চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অগ্রে শ্রীমতী প্রভুর শ্রীচরণে মাল্য সমর্পণ করিলেন। প্রভু সেই মাল্য তুলিয়া শ্রীমতীর

গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তখন আর একগাছি মাল্য লইয়া শ্রীমতী প্রভুর শ্রীকণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর উভয়ে উভয়ের প্রতি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে দেবদেবীগণ এই আনন্দোৎসব দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারাও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রথম শুভদৃষ্টি ও মিলন অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃপাময় পাঠক! হৃদয় মাঝে এই মধুময় সুন্দর দৃশ্যটী একবার অঙ্কিত করিয়া লউন। ইহাতে ব্রজের নিগূঢ় রসাস্বাদনের সুখ অনুভব করিবেন; ব্রজলীলারসে হৃদয় আপ্লুত হইবে; ব্রজরস ও নবদ্বীপ রসে যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্তগণে।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে॥
তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার॥
তবে পুষ্প ফেলা-ফেলি লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে॥
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষে করে জয়ধ্বনি।
আনন্দে আসিয়া অবতরিলা আপনি॥
আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥

তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প ফেলা ফেলি।
করিতে লাগিলা দুই মহা-কুতূহলী॥
ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিত রূপে।
পুষ্প-বৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে॥
আনন্দে বিবাদে লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে।
উচ্চ করি বর-কন্যা তোলে হর্ষ-মনে॥
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি হাসি প্রভুরে বোলয়ে সর্ব্বজনে॥
ঈষৎ হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি সর্ব্ব-লোক ভাসে পরমানন্দ সুখে॥ চৈঃ ভাঃ

মহানন্দে ও পরম কৌতুকে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শুভ-দর্শন ও অন্যান্য লোকাচার কর্ম্ম সকল সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এক্ষণে শুভলগ্নে সনাতন মিশ্র কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিলেন। বর ও কন্যা দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। বহুমূল্য দান-সামগ্রীতে বিবাহ-সভা পরিপূর্ণ! দাস, দাসী, ধেনু, ভূমি, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি সকলি সুসজ্জিত রহিয়াছে। যথাবিধি পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী দিয়া সঙ্কল্প করিয়া সনাতন মিশ্র কন্যা-সম্প্রদান করিলেন। শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি কামনা করিয়া সনাতন মিশ্র শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শ্রীশ্রীনিমাইচাঁদের শ্রীকর-কমলে অর্পণ করিলেন।

তবে রাজপণ্ডিত পরম হর্ষ মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা সম্প্রদানে॥
পাদ্য-অর্ঘ্য আচমনী যথাবিধি মতে।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সঙ্কল্প করিতে॥
বিষ্ণু-প্রীতি কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীকরে সমর্পিলেন দুহিতা॥

তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস ॥ চৈঃ ভাঃ।

বিবাহান্তে যথাবিধি হোম কর্ম্মাদি, বেদাচার, আর যাহা কিছু লোকাচার ক্রিয়া ছিল সে সকলি সুসম্পন্ন হইল। অতঃপর মিশ্র-গৃহিণী আসিয়া পরম সমাদরের সহিত বরকন্যাকে গৃহে তুলিলেন। আবার মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, আবার পুরনারীগণ হুলুধ্বনি করিতে করিতে বরকন্যার মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আবার শঙ্খ-দুন্দুভি-নিনাদে গৃহপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইল। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এক্ষণে শ্রীগৌরপ্রিয়া হইলেন; সনাতনমিশ্রের কন্যা আমাদের প্রাণগৌরের ঘরণী হইলেন। তাঁহার বাসস্থান হইল শ্রীগৌরাঙ্গের বক্ষস্থল। যাঁহার শ্রীপাদপ্রান্তে একবিন্দু স্থান পাইলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহার হৃদয় হইল শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বাস-স্থান। শ্রীগৌরবক্ষবিলাসিনীর জয়! শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জয়! মাগো! অকৃতী অধম সন্তানকে কৃপা কর। তোমার কৃপা ভিন্ন মা! এ অধম সংসার-কীটের আর গতি নাই। তোমার লীলা-কথা মা! তুমিই লিখাইতেছ, তোমার করুণার সীমা নাই। তোমার শ্রীচরণারবিন্দের ধূলিকণার প্রভাব প্রতি কার্য্যে অনুভব করিতেছি এবং তাহারি আশায় তোমার শ্রীপাদ-মূলে মস্তক পাতিয়া বসিয়া আছি। দাও মা! তোমার অধম ও অকৃতী সন্তানের মস্তকে শ্রীচরণরেণু দিয়া কৃতার্থ কর। তোমার নিকট আর কিছু চাহি না মা! চাহি কেবল শিব-বিরিঞ্চি-বন্দিত ঐ রাঙ্গা পদতলে একটু স্থান! অধম সন্তানের মনোবাঞ্ছা মা! পূর্ণ করিবে না কি? পতিতোদ্ধারিণি! মা! পতিত অধম সন্তানকে চরণে ঠেলিও না!

সপ্তম অধ্যায়

বাসর ঘরে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসরে বসিল গিয়া,
আইহগণ করে অনুমান।
এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা,
পৃথিবীতে কৈল অবধান॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

কন্যা-সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইলে বরকন্যাকে বাসরগৃহে লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গের বামে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার সলাজ মুখখানিতে হাসি ভরা। বালিকার সরল কোমল হৃদয়খানি আজ আনন্দে উচ্ছলিত, উদ্বেলিত। অল্প অবগুণ্ঠনে মুখখানি আবৃত। নানা ছলে এক একবার সেই অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্রখানি দর্শন করিয়া সুখসাগরে ভাসিতেছেন। চোকে চোকে যেন অমৃত পান করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন পূর্ব্বজন্মের কি তপস্যার ফলেই আমার অদৃষ্টে এত সুখ ঘটিল, তাহা জানি না।

ঘোমটা আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
আড় চোখে হেরে পতি-মুখ-ছবি॥
ভাবিছেন মনে কি সুন্দর মুখ।
কি তপেতে বিধি দিল এত সুখ॥—বলরাম দাস

আজ বালিকা প্রাণের বস্তুটী পাইয়াছেন। তাঁহার সাধনাব ধন মিলিয়াছে। যাঁহার জন্য দিনে তিনবাব গঙ্গাস্নান কবিতেন, দেবমূর্ত্তি দেখিলেই ভক্তিভবে প্রণাম করিয়া যাঁহাকে প্রাপ্তির আশায করযোড়ে প্রার্থনা করিতেন, আজ সেই প্রাণেব বস্তুটী, সেই হারাধনটী, তাঁহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান। আবার শুধু দাঁড়াইয়া নাই, তিনি তাঁহাব অঙ্গস্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন। পতিমুখ দর্শনে, পতি-অঙ্গ স্পর্শনে যে কত সুখ, তাহা যাহার পতি আছে সেই জানে। এ অপূর্ব্ব বিমল আনন্দ, এ সুখ-বাশি দেবীর বাখিবার স্থান নাই। সুখেব তবঙ্গে আত্মহাবা হইয়াছেন। তাঁহাব জ্ঞান নাই। পুলকে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইযাছে, নয়নে প্রেমাশ্রু বহিতেছে। কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। এই অবস্থায শ্রীগৌবাঙ্গেব সহিত বাসর ঘরে যাইতেছেন। তাঁহাব চলিবাব শক্তি নাই, তাই প্রাণ-বল্লভের অঙ্গে ভব দিয়া দেবী ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। তাঁহাকে যেন কেহ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এমন সময়ে দেবীর দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে একটি গুরুতর উছট্ লাগিল। উছটের দারুণ আঘাতে দেবীর চৈতন্য হইল, বড় ব্যথা পাইলেন, দেখিলেন অঙ্গুষ্ঠ দিয়া রক্তপাত হইয়াছে। এই দুর্দ্দৈব ঘটনার কারণ দেবীর অন্যমনস্কতা। আনন্দে অধীবা হইযা তিনি চলিতেছেন। তাঁহার বাহ্যদৃষ্টি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। এই গুরুতর আঘাতে দেবীর জ্ঞান হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা অমঙ্গলের কারণ বুঝিতে পারিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলেন। সশঙ্কিতা হইয়া প্রাণ-বল্লভের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। এই উছট্ খাওয়ার বৃত্তান্তটি আর কেহ জানিতে পারিল না। কেবল মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ জানিলেন। প্রিযাকে সশঙ্কিতা ও কাতরা দেখিয়া প্রভু ব্যথিত হইলেন। আর কি কবিলেন শুনুন! আঘাতের ঔষধ দিলেন। সে ঔষধ কেহ কখন পায না। প্রভুর নিজের দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া প্রিয়ার আঘাতপ্রাপ্ত পদাঙ্গুষ্ঠ চাপিয়া ধরি-

লেন। প্রভুর পদরজ মহৌষধে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হইয়া গেল, দেবীর সকল বেদনা দূরীভূত হইল। প্রভুর সাঙ্কেতিক সহানুভূতিতে প্রিয়াজির সকল দুঃখ দূর হইল। অমঙ্গল ও সন্দেহের কারণও দূর হইয়া দেবীর হৃদয়ে আবার পূর্ব্ববৎ আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, আবার তিনি প্রেমানন্দে ভাসিতে ভাসিতে প্রাণবল্লভের সহিত বাসর ঘরে চলিলেন। গোলোকগত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তদীয় শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত শ্রীগ্রন্থে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার তাৎকালিক মনের ভাবটী অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেটী এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

দেবীর মনের ভাবটী এই :—

"হে বর! হে নব পরিচিত। হে আশ্রয়! আমি বিপদাপন্ন, আমাকে আশ্রয় দাও।"

প্রভুর মনের ভাবটী এই :—

"হে দুর্ব্বলে। হে প্রিয়ে! এই ত আমি আছি। ভয় কি?"

বাসর ঘরে যাইতে যাইতে দেবীর এই উছট্ খাওয়ার বৃত্তান্তটী ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে লিখেন নাই। মহাত্মা শিশির-কুমার ঘোষ তাঁহার অমিয়নিমাই-চরিত শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন শ্রীখণ্ডের গোস্বামীগণ বলেন ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট পড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, আর সেই সময়ে এই অতি গোপনীয় ঘটনাটি নিজ গ্রন্থে লিখেন নাই বলিয়া ক্ষোভ-প্রকাশ করিয়া দেবীকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ-কর্ত্তার যে জীবনী লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে পাঠক পাঠিকাগণ দেখিবেন, এ দুর্দ্দৈব ঘটনাটী সত্য এবং ইহা প্রভু ও দেবী ভিন্ন কেহ জানিতেন না। প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট

হইয়াই এ গুহ্য কথাটী ঠাকুর লোচনদাস দেবীর কর্ণ-গোচর করিয়াছিলেন।

"যখন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয় তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জীবিতা "ছিলেন। গ্রন্থ প্রচারে দেবীর অনুমতি প্রয়োজন বলিয়া তাঁহার নিকটে "গ্রন্থ প্রেরিত হইল, গ্রন্থের সঙ্গে লোচন একখানি পত্রও শ্রীমতীকে "প্রদান করিলেন। পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে এইরূপ লিখিত ছিল—"মা, "গ্রন্থে আপনার সম্বন্ধে কতক কতক বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু একটী বিষয় "অতি গুহ্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি নাই, সে জন্য আমি অত্যন্ত মনো-"বেদনা পাইয়াছি। বিবাহ করিয়া প্রভু যখন আপনাকে বাসর ঘরে "লইয়া যান, তখন আপনার পায়ের অঙ্গুলিতে উছোট্ লাগিয়াছিল, "তাহাতে অল্প রক্তপাতও হয়। প্রভু ইহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া "দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরেন এবং আপনার সমস্ত দুঃখ "তখনি দূরীভূত হয়। আবার শুভবিবাহে রাত্রে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত "হওয়ায় আপনি মন-ক্লেশে স্পন্দহীন হইয়া পড়িলেন। প্রভু তখন "আপনাকে অভয় দান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসাইতে ভাসাইতে "বাসর ঘরে লইয়া যান।" এই ঘটনাটী কেবল মাত্র প্রভু ও প্রিয়াজী "জানিতেন। জগতে আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। "লোচনের পত্র পাঠে শ্রীমতী স্তম্ভিতা হইলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন "যে, যখন এই গুহ্য ঘটনা লোচন জানিতে পারিয়াছেন, তখন প্রভু কর্ত্তৃক "আদিষ্ট হইয়াই তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এইরূপে শ্রীমতীর সম্মতি "পাইয়া লোচনের গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে মহাসমাদরে গৃহীত হইল।"

সুসজ্জিত, পত্রপুষ্পে পরিশোভিত, সুগন্ধি পরিপূর্ণ, দিব্যালোকে আলোকিত অতি সুন্দর একটী প্রকোষ্ঠে বরকন্যার রাত্রিবাসের জন্য বাসর-সজ্জা করা হইয়াছে। বহুমূল্য মনোহর ও সুকোমল বিচিত্র কারু-

কার্য্য-খচিত শয্যাসনে বরকন্যা বসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বামে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বসিলেন। যেন বৈকুণ্ঠের শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মিশ্র-গৃহে অবতীর্ণ হইলেন।

বৈকুণ্ঠ হইল রাজ-পণ্ডিত আবাসে। চৈঃ ভাঃ

প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প সদৃশ সুন্দরী কুল-ললনাগণে বাসরঘর পরিপূর্ণ। নদীয়া-নাগরীগণ দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া আজ মনের সাধে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতেছেন। সকলেরই মুখে হাসি। নয়ন ভরিয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলরূপ দর্শন করিয়া সকলেই প্রেমোন্মত্ত। রসিকশেখর শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সকলেই আজ এক শয্যায় বসিয়াছেন, কোন কোন ভাগ্যবতীর অদৃষ্টে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শ-সুখ-লাভও ঘটিতেছে। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সখীরা নববর শ্রীনিমাইচাঁদকে লইয়া নানাবিধ রঙ্গ করিতেছেন। কেহ দেবীকে টানিয়া লইয়া যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্কে বসাইতেছেন, কেহ বা দেবীর মস্তকের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিয়া বেণীবদ্ধ সুন্দর ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশদাম প্রভুকে দেখাইতেছেন, কোন রসিকা-বালা প্রভুর শ্রীমুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "হ্যাগা বর মহাশয়! আমাদের এই সখিটীকে তোমার পছন্দ হইয়াছে ত?" শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর একটু হাসিলেন। সে হাসিতে যেন গৃহে বিজলী ছুটিল। শত শত কুল-ললনাগণের হাসির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের মৃদু হাসিটুকুর তুলনা হইতে পারে না। প্রাণবল্লভের শ্রীমুখের হাসি দেখিয়া দেবীর বিম্বাধরেও হাসি দেখা দিল। উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি একবার চাহিলেন। প্রভুর হাসিতে দেবীর হাসি মিশিল, মিশিয়া মণি-কাঞ্চনের সংযোগ হইল। যে দেখিল সে মজিল, সে আর উঠিতে পারিল না, সেই বাসর-শয্যার শয়ন করিয়া হাসির তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। নবদ্বীপ আজ ব্রজধাম, নদীয়া-নাগরী ব্রজবালা। রসিকশেখর শ্রীশ্যামসুন্দররূপী শ্রীগৌরাঙ্গ-

সুন্দরকে ঘিরিয়া বসিয়া প্রেমোন্মত্ত ভাবে নানারঙ্গ করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের বাসরঘর আজ ব্রজ-লীলাস্থলী শ্রীধাম বৃন্দাবনের রাস-মণ্ডল। ব্রজরস-লোলুপ পাঠক-পাঠিকাগণ একবার হৃদয়ে এই নবদ্বীপ-লীলাটী অঙ্কিত করিয়া লউন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলা-রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। শ্রীশ্রীরাস-লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া হৃদয় নির্ম্মল করুন। নদীয়া নাগরীদিগের মধ্যস্থিত শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-রূপ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করুন।

বাসর ঘরে বরকন্যার রাত্রি-ভোজনের আযোজন করা হইল। মিশ্র গৃহিণী মহামায়া দেবী জামাতাকে মহাসমাদরে নিকটে বসাইয়া ভোজন করাইলেন। শ্রীশ্রীনিমাইচাঁদ উপবাসী ছিলেন, পরম পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিতে লাগিলেন। আহারান্তে পুনরায় বাসর শয্যায় উপবেশন করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে তাঁহার মাতা জামাতার পাতে বসাইয়া ভোজন করাইলেন। দেবী শ্রীগৌর-ভগবানের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। নববধূ ও নববর আবার এক সঙ্গে বাসর-শয্যায় উপবেশন করিলেন।

ভোজন করিয়া সুখ-রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র হইলা কুতুহলে॥ চৈঃ ভাঃ

ঠাকুর লোচন দাস লিখিয়াছেন, বিবাহ রাত্রে বরকন্যা একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন। এই কথাই ঠিক। তাহা না হইলে শ্রীশ্রীরাস-লীলা পূর্ণ হইবে কিরূপে? শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের লীলা-রহস্যের এই প্রথম অঙ্ক। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ লাভ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহাদিগের সৌভাগ্যের সীমা নাই। শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের ভোজনাবশেষ অধরামৃত লাভ নদীয়াবাসীর ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তাই তাঁহাদের এত সম্মান। নদীয়াবাসী ও ব্রজবাসীতে কিছু মাত্র

প্রভেদ নাই। নদীয়াবাসীর চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত। তোমাদের ভাগ্য দেবতারও বাঞ্ছনীয়।

বিবাহ অন্তরে দোঁহে, সনাতন দ্বিজ গৃহে,
এক কালে করিলা ভোজন। চৈঃ মঃ

বাসর ঘরে বিবাহ-রাত্রিতে বরকন্যার একত্র ভোজন লোকাচার-সম্মত, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রীনিমাই পণ্ডিত শাস্ত্র-বেত্তা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য তিনি কেন করিলেন? একথার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি; এ যে রাস-লীলা। এখানে যে ভক্ত ও শ্রীভগবানের অবাধ সংমিশ্রণ। রাস-লীলার নিগূঢ় রহস্য যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার একত্র ভোজনে ব্রজরস অনুভব করিবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি নবদ্বীপ-রস ও ব্রজরসে কিছু মাত্র পার্থক্য নাই। রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদিগকে একথা আর বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

নদীয়া-নাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে বাসর-ঘরে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া ও মন খুলিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে। যাহার মনে যে সাধ ছিল আজ তাহা পূর্ণ করিয়া লইলেন। ঠাকুর শ্রীলোচন দাস নদীয়া-নাগরীর এই প্রমোদ-কাহিনী অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

নানাবিধ জানে কলা, করে করি দিব্য মালা,
তুলি দেই বিশ্বম্ভর গলে।
হিয়ার হাইরাস ফেলে, যে আছিল অন্তরে,
মনঃকথা ঘুচাইল তারে॥
কেহ বোলে গোরা মোর হইয়ে অন্তর চোর,
নাতি জামাই হও তুমি।
ইহার হও ভগ্নিপতি, তোমারে কহয়ে সতী,
কহ কথা সভে শুনি আমি॥

কেহো বোলে দেবর হও, সম্বন্ধে শালাজ কও,
দুহ তত্ত্বে সম্বন্ধ হৈতে পারি।
তোমার প্রেমার বাণী, শুনিতে মধুর ধ্বনি,
কেহো বোলে পাশরিতে নারি॥
কেহো গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,
পরশিতে বাড়ে উন্মাদ।
করি নানা পর-সঙ্গে, লোসি পড়য়ে অঙ্গে,
পুরাইল জনমের সাধ॥
পরম সুন্দরী যত, সভে হৈলা উন্মমত,
বেকত মনের নাহি কথা।
রসের আবেশে হাসে, লোলি পড়ে গোরা পাশে,
গর গর কাম উনমতা॥
কেহ, বাটা ভরি তাম্বুলে, দেই প্রভু-পদ-মূলে,
করে দেই কুসুম অঞ্জলি।
তার মনঃ কথা এই, জন্ম জন্ম প্রভু তুঞি
আত্ম সমর্পয়ে ইহা বলি॥

এইরূপ পরম কৌতুকে এবং বিমল প্রেমানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নানা রঙ্গ-রসে বাসর-লীলা করিলেন। রসিক-শেখর শ্রীগৌর বাসর-ঘরে ভাল মানুষটীর মত বসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। নটবর শ্রীশ্যামসুন্দরের ন্যায় তিনিও রসিক-চূড়ামণি। তাঁহার অফুরন্ত প্রেম-রস-ভাণ্ডার একেবারে খুলিয়া দিয়াছিলেন। যাহার যত শক্তি ছিল, সে ততখানি প্রেম-সুধা আহরণ করিয়া লইল। প্রেমের ভাণ্ডার প্রভু সেদিন অবাধে বিলাইয়াছিলেন। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ সেদিন দুই হস্তে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। মিশ্র-গৃহিণী পরম আনন্দ

সহকারে শ্রীগৌরাঙ্গের বাসর-লীলা দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যের কথা মিশ্র ঠাকুরকে বলিয়া তাঁহাকে সুখ-ভাগী করিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস যথার্থই বলিয়াছেন :—

সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥
নগ্নজিত, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তারা যে হেন হইলা ভাগ্যবন্ত॥
সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠী সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্বে বিষ্ণু-সেবার কারণ॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া এই আনন্দোৎসবে বাসর-গৃহে সমস্ত নিশি জাগিলেন। কাহারও নিদ্রার আবেশও হইল না। কোথা দিয়া যে রাত্রি চলিয়া গেল তাহা কেহ বুঝিতেও পারিলেন না। সুখের রাত্রি প্রভাত হইল।

এই মত রজনী, গোঙাইলা গুণমণি,
আইহগণ ভাগ্যের প্রকাশে। চৈঃ মঃ

অষ্টম অধ্যায়

বর কন্যা বিদায় ও নব বধূর শ্বশুর গৃহে শুভাগমন।

"তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল হইল হিয়া,
মুখ চাহে জনক জননী।
সকরুণ কণ্ঠস্বরে, আত্ম নিবেদন করে,
অনুনয় সবিনয় বাণী॥"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

বিবাহের পর দিবস প্রাতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্বশুর-গৃহে কুশণ্ডিকা কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলেন। সে দিবস প্রভু স্বজন সঙ্গে শ্বশুর গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। মিশ্র-গৃহিণী নানা উপচারে জামাতাকে ভোজন করাইয়া অতুল সুখানুভব করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পতি-দেবতার প্রসাদ পাইলেন। অপরাহ্নে বর-কন্যার বিদায়ের সময়। শুভলগ্ন স্থির করিয়া বিদায়ের উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া উঠিল। নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। নারীগণে হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। বিপ্র-মণ্ডলী নব-পরিণীত বর-কন্যাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত-মণ্ডলী যাত্রা-যোগ্য পুণ্য শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

তবে রাত্রি প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্ব ভুবনের সার॥

অপরাহ্ণে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য নৃত্য গীত হৈতে লাগিল বিশাল ॥
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণে জযকাব লাগিলেন দিতে।
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ লাগিলা করিতে।
যাত্রা যোগ্য শ্লোক সবে লাগিলা পড়িতে ॥
ঢাক, পড়া, সানাঞি, ববগোঁ, কবতাল।
অন্যোন্যে বাদ্য কবি বাজায় বিশাল ॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পিতৃগৃহ ছাড়িয়া স্বামী-গৃহে যাইতেছেন। মনটী চঞ্চল হইষাছে। বালিকা সজল-নেত্রে পিতামাতার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। খুল্লতাত-পত্নী বিধুমুখী দেবীকে বড় ভাল বাসিতেন। বালিকা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিধুমুখী আদব কবিয়া অঞ্চল দিযা দেবীব মুখখানি মুছাইয়া দিলেন। দেবী আবাব পিতামাতাব মুখেব পানে সজলনয়নে ও সস্নেহে চাহিযা রহিলেন। সে করুণ সজল চাহনিব ভাব এই যে, "তোমবা সকলে মিলিয়া আশীর্ব্বাদ কব যেন আমি স্বামা লইযা সুখে ঘব-কন্না করি।" মিশ্রঠাকুর ও মিশ্র-গৃহিণী উভয়েই কাঁদিতেছেন। পিতামাতার চক্ষে জল দেখিয়া দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বালিকাব নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পিতামাতার হস্ত ধরিযা কহিতেছেন যেন শীঘ্র তাঁহাকে শ্বশুব-গৃহ হইতে আনয়ন করা হয়। নব-বিবাহিতা সরলা বালিকার এটী সময়োচিত ভাব। এ ভাবটী বড় মধুর। দেবীর ভ্রাতা বালক যাদব নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। দেবী তাঁহার পদ্ম-হস্ত দ্বারা ভ্রাতার নয়ন-জল মুছাইয়া দিতেছেন। এত গোলেব মধ্যেও ছোট ভাইটীকে কোলে টানিয়া লইতেছেন। বিধুমুখীর পুত্র মাধবও

কাঁদিতেছে। দেবী তাহারও নয়ন-জল মুছাইয়া দিয়া কোলে টানিয়া লইলেন। দাস-দাসী সকলেই কাঁদিতেছে। সকলেই ম্লান-মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সকলের উপরেই দেবীর সকরুণ দৃষ্টি পতিত হইতেছে। জগজ্জননী মা আজ পিত্রালয় হইতে স্বামী-গৃহে যাইতেছেন। পিতৃ-গৃহ নিরানন্দ করিয়া মা জগদম্বা আজ কৈলাসধামে চলিতেছেন। সনাতন মিশ্র ও তাঁহার গৃহিণী সজল-নয়নে জামাতা ও কন্যাকে ধান-দূর্ব্বা দিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবীকে কোলে তুলিয়া মিশ্র ঠাকুর ও মিশ্র-গৃহিণী আদর করিয়া মুখ-চুম্বন করিলেন।

শিরে দেই দূর্ব্বা ধান, করে শুভ কল্যাণ,
চিরজীবী আশীর্ব্বাদ বাণী।
পবিজনে পূজা করে, যার যেই মনে সবে,
জয় জয় হইল শঙ্খধ্বনি ॥ চৈঃ মঃ।

সুসজ্জিত চতুর্দ্দোল দ্বারে দণ্ডায়মান। মিশ্র-গৃহে লোক ধরিতেছে না। শত শত নরনারীর কণ্ঠোচ্চারিত জয় মঙ্গল-নাদে গৃহ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইল। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল হইয়া গুরুজনকে প্রণাম করিলেন। অহো! সনাতন মিশ্র গোষ্ঠীর কি সৌভাগ্য! শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে প্রেম-পাশে বদ্ধ করিলেন। এই শুভ দৃশ্য যে দেখিল, যাহার ভাগ্যে এই শুভ দর্শন লাভ ঘটিল, তাহার জন্ম সার্থক হইল, সে কৃতার্থ হইল। সনাতন মিশ্র ও তাঁহার গৃহিণী আনন্দে গদ গদ হইয়া একদৃষ্টে বর-কন্যার প্রতি চাহিয়া আছেন। প্রেমাশ্রুধারা উভয়ের নয়ন দিয়া দরদরিত পতিত হইতেছে। তখন সনাতন মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কাতর-হৃদয়ে বলিলেন।

সনাতন দ্বিজবর, বোলে হিয়া কাতর,
তোমারে আমি কি বলিতে জানি।

আপনার নিজ গুণে, লৈলে মোর কন্যা দানে,
তোব যোগ্য কি বা দিব আমি ॥
আর নিবেদিয়ে কথা, তুমি মোব জামাতা,
ধন্য আমি আমার আলয়।
ধন্য মোব বিষ্ণুপ্রিয়া, তোব পাদপদ্ম পাঞা,
ইহা বলি গদ গদ হয়।
বাষ্প ছল ছল আঁখি, অরুণ বদন দেখি,
গদ গদ আধ আধ বোলে ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কব লঞা, বিশ্বম্ভর করে দিয়া,
ঢল ঢল নয়নেব জল ॥ চৈঃ মঃ।

বলিতে বলিতে বাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের নয়নদ্বয় ছল ছল করিয়া আসিল, প্রেমানন্দে বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। আব বেশী কিছু বলিতে পাবিলেন না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিষা দেবীব হস্তখানি ধরিয়া প্রভুর হস্তে দিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মনেব আবেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে সনাতন মিশ্র নিজ পুত্র যাদবকে লইযা প্রভুব সম্মুখে হাজির করিলেন। যাদব তখন নিতান্ত বালক। বষঃক্রম ৮।৯ বৎসর মাত্র। মিশ্র ঠাকুর শ্রীগৌবাঙ্গেব শ্রীহস্ত ধারণ করিয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন "বাপ! বিশ্বম্ভব! আমাব এই অযোগ্য পুত্রটী তোমাব হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমাকে ইহাব সম্পূর্ণ ভার লইতে হইবে।" শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া উত্তব করিলেন "আচ্ছা তাহাই হইবে। আপনার পুত্রটীব সকল ভাব আমাব উপর বহিল।"

এই শ্রীপাদ যাদব মিশ্রের বংশীয়েরা এক্ষণে শ্রীধাম নবদ্বীপেব গোস্বামীগণ। শ্রীশ্রীগৌবাঙ্গসুন্দরের কৃপায় ইঁহাদিগের প্রত্যেকের অবস্থা স্বচ্ছল, ইঁহাদিগের পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্রের কখনও অভাব হয় নাই,

হইবেও না। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শ্যালক-বংশ বলিয়া অদ্যাবধি জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই-ষষ্ঠী দিবসে ইঁহারা প্রভুকে ষষ্ঠীবাটা দিয়া থাকেন। শ্যালকের বংশধরদিগের উপর প্রভুর অপার কৃপা। প্রভু শ্বশুরের নিকটে প্রতিশ্রুত বাক্যের যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীপাদ যাদব মিশ্রের বংশধরদিগের কোন কষ্ট নাই, কিছুরই অভাব নাই। ইঁহাদিগের সকল অপরাধ প্রভু মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। এই শ্রীপাদ যাদব মিশ্রের বংশীয় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন মহাশয় তদীয় শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব-দীপিকা গ্রন্থে নিজের বংশ-পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন :—

সর্ব্বেষাং পূর্ব্বমস্মাকং মিথিলায়াং নিবাসতঃ।
মিশ্রোপাধি যজুর্ব্বেদঃ শ্রেণী তু বৈদিকী মতা॥
সূত্রঃ কাত্যায়নঃ সম্যক্ কৌথুমানামিতীরিতঃ।
পাশ্চাত্যবৈদিকাস্তস্মাৎ বিখ্যাতাঃ সর্ব্বথা বয়ং॥
অথ ক্রমেণ শৃণ্বন্তু তেষাং বংশানুকীর্ত্তনং।
ততঃ প্রধান মনুষ্যৈব বক্তব্যং সাম্প্রতং কুলং॥
শ্রীসনাতনমিশ্রস্য বংশং বক্ষ্যে বিধানতঃ।
পবিত্রকীর্ত্তনং ধন্যং যৎশ্রুত্বা নির্ম্মলীভবেৎ॥
পুত্রঃ শ্রীযাদবাচার্য্যঃ কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াস্য চ।
যামুপায়ংস্ত বিধিবৎ শ্রীশচীনন্দনো হরিঃ।
তদ্‌ভ্রাতৃতনয়ঃ শ্রীমন্মাধবাচার্য্য ঈরিতঃ।
তৎসুতাঃ পঞ্চ বিখ্যাতাঃ ষষ্ঠীদাসাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥
তত্র বৈ জগদীশস্তু বিদ্বান্ সর্ব্বযশস্করঃ।
ন্যায়শাস্ত্রার্থকৃৎ যোসৌ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছথ॥
তদ্বংশ্যো রামচরণবিদ্যাবাচস্পতিস্ততঃ।
তদ্‌ভ্রাতৃবংশসম্ভূতঃ শ্রীযুক্তশ্চন্দ্রমোহনঃ॥

লঘীয়স্তৎসুতশ্রীমচ্ছ্রীশভূষণশর্ম্মণা।
গোস্বামিনা প্রণীতং বা এতৎ সংগৃহ্য যত্নতঃ॥

সজল নয়নে সনাতন মিশ্র ও তাঁহার গৃহিণী মহামায়া দেবী কন্যাকে বিদায় দিলেন। পিতা-মাতার চক্ষে জল দেখিয়া দেবী মনে বড় কষ্ট পাইলেন। মনের মত বর পাইয়াছেন, স্বামী-সঙ্গে স্বামী-গৃহে যাইতেছেন, মনের সুখে শ্বশুরঘর করিবেন, সব ভুলিয়া গেলেন। পিতা-মাতার কাতর মুখপানে চাহিয়া বালিকার হৃদয় মথিত হইল। দু'নয়নে দরদরিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। বক্ষ ভাসিয়া গেল। প্রিয়ার নয়নে জল দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গও ব্যথিত হইলেন। কিন্তু প্রভুর ব্যথা কেহ বুঝিল না; প্রভু মান্যবর সকলকে নমস্কার করিয়া দেবীর সহিত চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিলেন।

তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব মান্যগণ।
লক্ষ্মী সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ॥ চৈঃ ভাঃ।

চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িল। বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল। মহানন্দে সকল লোক প্রভুর চতুর্দ্দোলের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কুল-ললনাদিগের শুভ হুলুধ্বনিতে এবং শঙ্খ-দুন্দুভি নিনাদে দিগন্ত প্লাবিত হইল। নদীয়ার পথের চারিধারে লক্ষ লক্ষ নর-নারী একত্রিত হইয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন।

তবে পঁহু শুভক্ষণে চড়িলা মনুষ্যযানে
সর্ব্বজন হৃদয় উল্লাস।
নানাবিধ বাদ্য বাজে শঙ্খ দুন্দুভি বাজে
হরিধ্বনি পরশে আকাশ।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে যার যেবা গুণ আছে
সেইখানে সব পরকাশ।

প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে জয় জয় আনন্দ রোলে
উতরিলা আপন আবাস ॥ চৈঃ মঃ।

নদীয়ার পথে কুল-ললনাগণ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলরূপ দর্শন করিয়া বলিতেছেন, যেন সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ চলিয়াছেন; কেহ বলিতেছেন "এ যে শ্রীহর-পার্ব্বতী চলিয়াছেন"; কাহারও নয়নে শ্রীশ্রীসীতারামের মূর্ত্তি জাগরূক হইতেছে। সকলেই বলিতেছেন "রাজ-পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের প্রগাঢ় বিষ্ণু-ভক্তির ফল ফলিয়াছে। স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুদেব আসিয়া জামাতারূপে তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। মিশ্র-গৃহিণীর একান্ত মনে শ্রীবিষ্ণুসেবার ফলে এই শ্রীশ্রীবিষ্ণুরূপী জামাতা পাইয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নাম যথার্থ সার্থক হইল।"

স্ত্রীগণ দেখিয়া বোলে এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী ॥
কেহ বোলে এই হেন বুঝি হর-গৌরী।
কেহ বোলে হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি ॥
কেহ বোলে এই দুই কামদেব-রতি।
কেহ বোলে ইন্দ্র শচী লয় মোর মতি ॥
কেহ বোলে হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।
এই মত বোলে সর্ব্ব সুকৃতি বণিতা ॥ চৈ ভাঃ।

নানাবিধ বহুমূল্য দান-সামগ্রী, দাস দাসী লইয়া, স্বজন সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নিজ ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; শচীদেবী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রতিবেশিনী আয়স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া পুত্র ও বধূকে হস্ত ধরিয়া গৃহে তুলিলেন। কুলনারীগণের হুলুধ্বনিতে এবং শুভ শঙ্খনাদে শচীদেবীর গৃহ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইল। এখানে বাদ্যকরগণ নানাবিধ শ্রুতিমধুর বাদ্য-নিনাদে উপস্থিত নরনারীর আনন্দ

বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে শুভ জয়ধ্বনি। শচীদেবীর গৃহ-প্রাঙ্গণ মধ্যে মঙ্গলঘট স্থাপিত। আয়ন্ত্রীগণ বরণের ডালা ও সজ্জা লইয়া বর-কন্যাকে শুভ বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন।

শচী উল্লসিত হঞা নির্ম্মচ্ছন সজ্জ লঞা
আইহগণ সংহতি করিয়া।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে সর্ব্বলোকে হরি বোলে
নানা দ্রব্য ফেলায় নিছিয়া॥
সম্মুখে মঙ্গল ঘট রায়-বার পড়ে ভাট
বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কর ধরি শ্রীবিশ্বম্ভর হরি
গৃহে প্রবেশিলা শুভক্ষণে॥ চৈঃ মঃ।

তখন শচীদেবী মহানন্দে উন্মত্ত। প্রেমানন্দে শ্রীশচীদেবীর নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে। মনের আনন্দে গদগদ হইয়া নব বধূকে কোলে তুলিয়া সস্নেহে শত শত বার মুখ চুম্বন করিলেন। শ্রীনিমাইচাঁদের চাঁদমুখখানি ধরিয়া কত আদর করিলেন। তাহাতেও তাঁহার উন্মত্ত প্রাণ তৃপ্তিলাভ করিল না। শচীদেবী আনন্দে আত্মহারা হইয়া নব-বধূ কোলে করিয়া তখন সকলের সম্মুখে প্রাণ ভরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রেমানন্দে গরগর কোলে করি বিশ্বম্ভর
চুম্ব দেই সে চাঁদ বদন।
আনন্দে বিভোর হঞা আইহগণ মাঝে গিয়া
বধূ কোলে শচীর নাচন॥ চৈঃ মঃ।

নব-বধূ কোলে করিয়া শচীদেবীর নৃত্য দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। আনন্দ-উৎসবে মহাপ্রেমের স্রোত চলিয়াছে। সকলেরই নৃত্য করিতে

ইচ্ছা করিতেছে। আনন্দ যখন হৃদয়ে ভরপূর হয়, তখন উছলিয়া উঠে। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। শচীদেবীরও তাহাই হইয়াছে। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে শচীদেবী প্রকৃতিস্থা হইলেন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলে গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। যুগলরূপ-মাধুরীতে চতুর্দ্দিকে যেন বিজলী ছুটিল। উপস্থিত নরনারী-বৃন্দ যুগলরূপ দর্শন করিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। শচীদেবীর গৃহ-প্রাঙ্গণে আজ শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের আবির্ভাব হইয়াছে। গ্রন্থকার-রচিত এই সময়োচিত নিম্নলিখিত পদটী এস্থলে পাঠক পাঠিকাদিগকে প্রীতি-উপহার প্রদত্ত হইল।

গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া, যুগল মুরতি
অপরূপ-রূপ-মাধুরী।
নটবর বেশে প্রেমের আবেশে,
হাসিছে কিশোর কিশোরী।
গৌর-গলে মালা প্রিয়া মনোলোভা
পট্টবস্ত্র পরিধান।
উত্তরীয় দোলে মৃদুল হিল্লোলে
হাসিতেছেন ভগবান্।
ভালেতে তিলক কণ্ঠে মালিকা
চিকনিয়া চাঁচর কেশ।
বামে বিষ্ণুপ্রিয়া কনক প্রতিমা
প্রভুর নাটুয়া বেশ।
চন্দ্রমুখী বালা রূপের মাধুরী
উজল করিয়া ধরণী।
বামেতে দাঁড়ায়ে সলাজ নয়ানে
হাসিছে গৌর-ঘরণী।

অঙ্গ ঢল ঢল নবীনা কিশোরী
পরিধানে পীতাম্বর।
ভূষণে ভূষিতা হসিত বদনে
আলো করিয়াছে ঘর।
গৌর-চরণে ঢুলিছে নুপুর
প্রিয়ার চরণে মল।
অলক্তক রাগে রঞ্জিত শ্রীপাদ
লহরী খেলে ঢল ঢল।

শচীদেবী বর-কন্যাকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া স্বগৃহে যুগলে বসিলেন। আবার চতুর্দ্দিকে মঙ্গল-সূচক হরিধ্বনি উঠিল, আবার পুরনারী-বৃন্দের শুভ হুলুধ্বনিতে শচীদেবীর গৃহ পূর্ণ হইল। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে বসিলেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন পূর্ণ হইল।

গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনি ময় হইল সকল ভুবন॥ চৈঃ ভাঃ।

এক্ষণে ভাট, বাদ্যকর, নট ও ব্রাহ্মণগণের বিদায় আরম্ভ হইল। প্রভু স্বয়ং সকলকেই যথাযোগ্য ধন ও বস্ত্র দান করিয়া পরিতোষ করিলেন।

তবে যত নট ভাট্ ভিক্ষুকগণেরে।
তুষিলেন বস্ত্র-ধন-বচনে সভারে॥
বিপ্রগণ আপ্তগণ সভারে প্রত্যেকে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে॥ চৈঃ ভাঃ।

মহাভাগ্যবান্ বুদ্ধিমন্ত খানকে প্রভু আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি প্রভুর কৃপা পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মনের ভাব "প্রভু! যেন দাসকে ভুলিও না।" প্রভু ঈষৎ

হাসিলেন। সে মধুর হাসির মর্ম্ম "তাও কিহে হয়? তোমাকে কি সহজে ভুলিতে পারি? তুমি যে আমার বিবাহের পাণ্ডা।" বুদ্ধিমন্ত খান কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণতলে পড়িলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার নয়নদ্বয় প্লাবিত হইল।

বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর এই বিবাহে নবদ্বীপবাসীর যে কি আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই শুভ বিবাহ যাহারা দেখিলেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ মুক্ত হইলেন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শুভ বিবাহোৎসবের বর্ণনা কাহিনী যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কিম্বা পাঠ করেন, তিনি শ্রীপ্রভুর সঙ্গে বিহার করেন। ইহা ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের উক্তি।

কি আনন্দ হইল সে অকথ্য কথন।
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন॥
যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাতে।
তেঞি তান্ নাম দয়াময় দীননাথে॥
এ সব ঈশ্বরলীলা যে পড়ে যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র সনে॥ চৈঃ ভাঃ।

নবম অধ্যায়

বিবাহের পর শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

সচন্দ্রিমা রজনী চন্দ্রমুখী বালা।
সুস্বর সঙ্গীতে সই গাব গৌরলীলা॥

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

শচীদেবীর গৃহে আজ মহা আনন্দোৎসব। দলে দলে কুল-কামিনীগণ নববধূ দেখিতে আসিতেছেন। অবগুণ্ঠনবতী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নব নব বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া নিত্য নূতন মনোহর শোভা ধারণ করিয়া সকলের মন হরণ করিতেছেন। সর্ব্বদাই তাঁহার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় অবনত, দৃষ্টি অধোদিকে। শ্রীঅঙ্গের শোভায় শচীদেবীর গৃহ আলোকিত হইয়াছে। সেই অনিন্দিত ব্রীড়াবনত সুন্দর মুখচন্দ্রখানি যে একবার দেখিতেছে, সে আর ভুলিতে পারিতেছে না। দেবীর সর্ব্ব অঙ্গের লাবণ্য ছটায় দশদিক্ মুখরিত। প্রতিবেশিনী সম-বয়স্কা বালিকাদিগের সহিত দেবী দুই একটী কথা বলিতেছেন। সে স্বর যে শুনিতেছে, তাহার কর্ণকুহরে যেন মধুবর্ষণ হইতেছে। বিবাহের পর দেবীর লজ্জা-শীলতা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যচ্ছটা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাভাবিক নম্রতা ও ধীর প্রকৃতির সঙ্গে স্বামী-সঙ্গ-সুখ-জনিত নবোঢ়া বালার লজ্জাশীলতা মিশ্রিত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। দেবী এখন ঘরের বধূ হইয়াছেন,

আর বাপের বাড়ীর মেয়ে নহেন। তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। শচীদেবীর আদরে ও স্নেহে দেবী বাপের বাড়ীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রাণবল্লভকে সর্ব্বদাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন; সময়ে সময়ে চারি-চক্ষুর মিলনও হইতেছে। এই মিলনের সুখে প্রভু ও দেবীর হৃদয়ে সুখের উৎস উঠিতেছে, প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। উভয়েই উভয়ের প্রতি চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। দেবীর হাসির মর্ম্ম "প্রাণ-বল্লভ! হৃদয়-ধন! তোমাকে পাইয়াছি। আমি তোমার। দেখ' যেন ভুলিও না।" প্রভুর হাসির মর্ম্ম "প্রিয়ে! হৃদয়েশ্বরি! তোমা ভিন্ন আমি অন্য কাহাকেও জানি না। আমিও তোমারি"। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার বদনচন্দ্র হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। মধু-মক্ষিকা যেমন মধুচক্র হইতে উঠিতে চাহে না, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ার বদন-সুধা-লোলুপ নয়ন দুটীও শ্রীমতীর মুখচন্দ্র দর্শন-সুখ ছাড়িয়া অন্যদিকে যাইতে চাহিতেছে না। দেবীর পক্ষেও তাহাই। তবে তিনি নবোঢ়া বধূ, তাঁহাকে অনেক সঙ্কোচ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রভু কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া গৃহের মধ্যে শতবার আসিতেছেন। যে গৃহে দেবী বসিয়া আছেন, নানা ছলে সেই গৃহে বারম্বার প্রবেশ করিয়া প্রিয়ার বদনচন্দ্র দর্শন করিয়া আনন্দে ভাসিতেছেন। প্রভু ও প্রিয়াজীর তাৎকালিক অবস্থা বলরাম দাস তাঁহার একটী পদে অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

নবীনা প্রিয়াজি কেবল যৌবন উদয়।
লজ্জায় মুগধ ধনী অধোমুখে রয়॥
চঞ্চল চরণে গৃহ-কোণেতে লুকায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায়॥

প্রভুর শ্রীমুখে আজি হাসি ধরিতেছে না। প্রগাঢ় উৎসাহের সহিত আজ তিনি গৃহ-কার্য্যে মন দিয়াছেন।

আজ প্রভুর গৃহে শত শত নদীয়া-নাগরীর সমাগম হইয়াছে। কারণ আজ রাত্রে প্রভুর ফুল-সজ্জা হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের শয়ন-গৃহ নানাবিধ পত্র পুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছে। প্রভুর শয়নের জন্য দুগ্ধফেননিভ শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রভুকে তাঁহার বয়স্যগণ শত শত ফুলহার উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন। শ্রীমতীর জন্য তাঁহার সখীবৃন্দ ফুলের মালা, ফুলের হার, ফুলের সিঁথি, ফুলের বাজু, ফুলের কঙ্কণ, ফুলের বালা প্রভৃতি রাশিকৃত স্তূপাকার ফুলের ডালি পাঠাইয়াছেন। কাঞ্চনা প্রভৃতি শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা· সখীগণ দেবীকে ফুল-সাজে সাজাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বামে বসাইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌবাঙ্গকেও ফুল-সাজে সাজাইয়াছেন। সুগন্ধ চন্দন, কেশর ও কস্তুরিকা গন্ধে ফুল-শয্যার গৃহ আমোদিত হইয়াছে। ফুল-সাজে সজ্জিত শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলরূপ দেখিয়া নদীয়াবাসী আনন্দে বিহ্বল। সৌভাগ্যবতী নদীয়া-নাগরীবৃন্দ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহিত প্রেমরঙ্গে হাস্য-কৌতুক করিতেছেন। নয়ন ভবিয়া নদীয়াবাসী ফুল-সাজে সজ্জিত শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াব নয়না-নন্দকর অপরূপ যুগলরূপ দেখিয়া মনুষ্যজীবন সার্থক করিতেছেন। গ্রন্থকার রচিত সময়োচিত একটী পদ এখানে উদ্ধৃত হইল।

গৌর হে!

(তুমি) ফুল-সাজে আজি সাজিয়াছ ভাল,
নয়ন ভরিয়া দেখি।
যুগলে বসেছ ফুলসাজে সাজি
(আমি) কি বলে তোমায় ডাকি॥
জগত-জননী বামেতে তোমার
ফুলের মুকুট মাথে।

যুগল মিলন মিলিয়াছে ভাল
মধুর চাঁদনী রাতে ॥
(তুমি) বৃন্দাবন-ধন শচীনন্দন
এ তব রাসের লীলা।
চক্ষু নাহি যার সে দেখে কেবল
ভব-সংসারের খেলা ॥

গ্রন্থকার রচিত নদীয়া-নাগরীর উক্তি আর একটী পদ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

সখি!
(আজি) ফুল-সাজে সাজাইব বিষ্ণুপ্রিয়া-গোরা।
(তাই) এনেছি কুসুম ডালি মন-সাধে মোরা ॥
গলে দে মালতী মালা,
হাতে দে ফুলের বালা,
কানে দে কদম্ব ফুল, মাথে কৃষ্ণচূড়া।
সাজা গো ফুলের সাজে নদীয়ার গোরা ॥

অশোকের কলি গাঁথি করেছি নূপুর।
তাহাতে বান্ধিয়া দিছি চম্পক ঝুমুর ॥
কটিতটে গাঁদা হার,
বাহুতে বকুল তাড়,
পদ্ম পুষ্প পদতলে দাও লো প্রচুর।
সর্ব্ব অঙ্গ ক'র সখি! পুষ্পে ভরপুর ॥

সাজা লো শয়ন-গৃহ পুষ্প থরে থরে।
বসাব তাহার মাঝে শচী দুলালেরে॥
গোলাপ টগর চাঁপা,
তুলি' লই হ'তে খোঁপা,
ছুড়িয়া মারিব সখি! গোরা-দেহ' পরে!
নদীয়া-নাগরে ভজ কুসুমের-শরে॥

শতদল পদ্ম দিযে সাজাব চরণ।
যেখানে যা' সাজে দিব ফুল আভরণ॥
সুগন্ধি চন্দন দিয়া,
ফুল ডালি সাজাইয়া,
গোরার চরণে দিব করিয়া যতন।
পরাণের ধন গোরা পরম রতন॥

শচীদেবীর গৃহে পরদিন মহাসমারোহে পাকস্পর্শের ভোজ হইল। নবদ্বীপ সুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ। প্রচুরপরিমাণে আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন করা হইয়াছে। কোথা হইতে ভারে ভারে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি আসিতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। শচীদেবীর ভাণ্ডার দ্রব্য-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। আত্মীয় কুটম্বগণে শচীদেবীর গৃহ পূর্ণ। কুলস্ত্রীগণ পাকশালায় পাক করিতেছেন। শচীদেবী স্বয়ং পাকশালায় আছেন। শুধু আছেন নয়, তিনিও স্বয়ং পাক করিতেছেন। এই কার্য্যটী তাঁহার বড় প্রিয়। পাক করিতে তিনি বড়ই ভালবাসেন। শ্রীনিমাইচাঁদের বৌভাত। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ অদ্য তাঁহার গৃহে ভোজন করিবেন। শচীদেবীর আর আনন্দের সীমা নাই। শ্রীনিমাইচাঁদ স্বয়ং অতিথি অভ্যাগতে অভ্যর্থনার ভার লইয়াছেন। স্বহস্তে খাদ্যদ্রব্য পরি-

বেশন করিতেছেন। সকল কর্ম্মই অতি সুবন্দোবস্তের সহিত, অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। আত্মীয় কুটুম্বগণ যথাসময়ে ভোজনে বসিলে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া মৃদু পদবিক্ষেপে শ্রীহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জনের থালা লইয়া কয়েকজন বিশিষ্ট আত্মীয়-কুটুম্বের পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া শুভ পাকস্পর্শ লোকালয় সুসম্পন্ন করিলেন। যাঁহাদিগের পাত্রে দেবীর হস্তের অন্ন-ব্যঞ্জন পড়িল, তাঁহারা অমৃত-ভোজন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। সে সৌভাগ্য সকলের হইল না বলিয়া অনেকে দুঃখ পাইলেন।

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শুভ পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। দূব দেশাগত আত্মীয়-স্বজনগণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন কবিলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও সীতাদেবী শ্রীগৌবাঙ্গের শুভ বিবাহে নবদ্বীপে আসিয়া ছিলেন। তাঁহারাও শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্বশুর-গৃহে কয়েক দিবস বাসকালীন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দুই একটী মর্ম্মী সখী হইল। তাহার মধ্যে শ্রীমতী কাঞ্চনা নাম্নী সখীটী দেবীর বড় অনুরক্তা হইলেন। কাঞ্চনা শচীদেবীর কোন প্রতিবেশিনীর কন্যা। জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম দেবীর অনুরূপ। বড় চতুরা। সর্ব্বদাই তাঁহার হাসিমুখ। তাহার ম্লানমুখ কেহ কখনও দেখে নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কাঞ্চনাকে মনের কথা বলিতেন। কাঞ্চনাও দেবীর নিকট কোন কথাই লুকাইত না। নির্জ্জনে বসিয়া দুই সখীতে কত কথা হইত। শ্রীগৌরাঙ্গ কখন কখন লুকাইয়া দুই সখীর কথোপকথন শুনিতেন। শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিতেন। আর সখীরা লজ্জায় সে স্থান হইতে পলাইয়া অন্য স্থানে যাইতেন। শচীদেবী দেখিয়া হাসিতেন, এবং কখনও কখনও শ্রীনিমাইচাঁদকে একটু ধমকাইয়া দিয়া বলিতেন "বাপ নিমাই। তু মি কেন উহাদিগকে বিরক্ত কর। দুটীতে মিশিয়া

বেশ খেলিতেছিল, তুমি কেন উহাদের খেলা ভাঙ্গিয়া দিলে?" প্রভু সে কথার উত্তর না করিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইতেন।

বিবাহে কয়েক দিন পরে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র শচীদেবীর গৃহে আসিয়া কন্যা ও জামাতাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার কালীন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শচীদেবীকে প্রণাম করিতে যাইয়া একটু কাঁদিলেন। এই দৃশ্যটী সাধারণ লোকের চক্ষে অস্বাভাবিক বোধ হইলেও ইহা প্রকৃত ঘটনা। কারণ শচীদেবীর প্রতি শ্রীমতীর পূর্ব্ব হইতেই একটা স্বাভাবিক স্নেহের টান ছিল, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ অবশ্য অবগত আছেন। পুত্রবধূকে বিদায় দিতে শচীদেবী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, শ্রীমতীকে কোলে তুলিয়া শত শত মুখ-চুম্বন করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "মা! তুমি আমার ঘর আঁধার করিয়া চলিলে! অতি শীঘ্রই তোমাকে আবার আনিব। তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" দেবীর মন সুস্থির হইল।

নিমাই পণ্ডিত সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। কয়েক দিন সেখানে শ্বশুরবাড়ীর সুখ উপভোগ করিয়া নিজগৃহে ফিরিলেন। সনাতন মিশ্র পরম সম্ভ্রমের সহিত মহা সমাদরে জামাতার সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রালোচনায় কয়েকদিন অতি সুখে যাপন করিলেন। শ্বশুর জামাতা যখন একত্র বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেন, নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিষ্ণুভক্ত প্রাচীন লোক সকল সেখানে উপস্থিত হইতেন। প্রভুর শ্রীমুখের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে মহানন্দে ভাসিতেন। প্রভু যখন কৃষ্ণ-কথা কহিতেন, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ আনন্দে বিহ্বল হইয়া এক দৃষ্টে প্রভুর বদনচন্দ্র পানে চাহিয়া রহিতেন; সনাতন মিশ্রের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। ওদিকে মিশ্র-গৃহিণী মহামায়া দেবী জামাতার জন্য চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ উপচারে স্বহস্তে পাক করিয়া নিজে সম্মুখে বসিয়া প্রভুকে মনের সাধে

ভোজন করাইতেন। ভোজনে প্রভুর কিছুমাত্র লজ্জা নাই। তিনি পরম সুখে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেন। মিশ্র-গৃহিণী ইহাতে বড় সুখী। অন্তঃপুরেও প্রভু কতক সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বাল্যসখীগণের সহিত কৌতুক ও আমোদ করিতেও ত্রুটি করিতেন না। ইহাতে শ্রীমতীর মনে বড় সুখ হইত। অন্তরাল হইতে মহামায়া দেবী ও বিধুমুখী শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার কৌতুক রহস্য দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিতেন। শ্রীমতী সখীগণের সহিত একত্রে বসিয়া প্রাণ-বল্লভের সহিত নানাবিধ রঙ্গ করিতেন। সে প্রেম-রঙ্গের তরঙ্গ প্রভুর হৃদয়ে ছুটিত। শ্রীমতীর সখীগণ মধ্যে মধ্যে প্রভুর হস্ত ধরিয়া তাঁহা-দিগের মধ্যে বসাইতেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সেই বালসখি-সভায় উজ্জ্বল তারকা-বেষ্টিত চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের ছটায় দিনকর যেন সামান্য প্রদীপের ন্যায় নিষ্প্রভ বোধ হইত। তাঁহার সেই দিব্যলাবণ্যময় সুবলিত তনুখানি যেন কোটী কুসুম-ধনু অপেক্ষাও তেজস্কর, শ্রীঅঙ্গের বিনোদ-ছটায় যেন লক্ষ লক্ষ চাঁদের বিকাশ হইয়াছে!

অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন
তাহে লীলা রসের বিলাস।
কোটী কুসুম ধনু জিনিঞা বিনোদ তনু
তাহে করে প্রেমের বিকাশ।
কামিনী-মোহন-বেশ হেরিতে ভুলিল দেশ
মদন বেদন হেরি পায়।
কি দিব উপমা তার করুণা-বিগ্রহ-সার
হেন রূপ মোর গোরারায়॥ চৈঃ মঃ।

প্রেমানন্দে মনের সুখে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া দিন কয়েক এইরূপে সনা-

তন মিশ্র-গৃহে নিত্য রাসলীলা করিয়া মিশ্র-গৃহ পবিত্র করিলেন। মিশ্র ঠাকুর ও তাঁহার গৃহিণীর মনের সাধ পূর্ণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ স্বভবনে আগমন করিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। শ্বশুরগৃহ হইতে বিদায়কালীন প্রভুর বদনচন্দ্রে বিষাদের ছায়া দেখা দিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চক্ষে জল আসিল, বালিকার হৃদয় মথিত হইল। মিশ্র ঠাকুর ও তাঁহার গৃহিণী জামাতাকে বিদায় দিয়া সে দিন আর গৃহের বাহির হইলেন না, দারুণ মনঃকষ্টে সে দিন কাটাইলেন। শ্রীমতীর সখীবৃন্দ ম্লানমুখী হইযা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ একবার সকরুণ দৃষ্টিতে সকলের প্রতি চাহিয়া নিজ ভবনে চলিয়া আসিলেন। ইহাতে তাঁহারও হৃদয় মথিত হইল। কারণ প্রিয়াকে ছাড়িয়া আসিতে হইল।

দশম অধ্যায়

স্বামী-গৃহে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া

"সর্ব্ব-সুখময় হইল শচীর আবাস।"

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

বিবাহের পর শ্রীনিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এক্ষণে তিনি নবদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক বলিয়া গণ্য। অধ্যাপনাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্র ধরে না। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বয়ঃক্রম তখন বিংশ বর্ষ মাত্র। এই অল্প বয়সে এতদূর প্রতিপত্তি কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও যশ-গৌরবে সমগ্র নবদ্বীপবাসী মুগ্ধ হইয়াছে। এই অল্প বয়সেই তিনি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া সকলের নিকটে পবিচিত। তাঁহাব অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া দূরদেশ হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া তাঁহার টোলে একত্রিত হইয়াছে। সকলেই প্রভুর কৃপা-ভিখারী, সকল ছাত্রই তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী, সকলেরই ইচ্ছা তাঁহার টোলে পাঠ করেন।

কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঁই ঠাঁই॥
প্রতিদিন দশবিশ ব্রাহ্মণকুমার।
আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার॥
পণ্ডিত! আমরা পড়িব তোমা স্থানে।
কিছু জানি হেন কৃপা করিবে আপনে॥ চৈঃ ভাঃ।

কেশব কাশ্মিরী একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। এই সময় তিনি নবদ্বীপ আসিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। ইহাতে নিমাই পণ্ডিতের নাম ও যশ আরও বাড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য ও ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিল যাঁর ঠাঁই।
এত বড় পণ্ডিত আর কোন শুনি নাই॥
এই মতে সর্ব্ব নবদ্বীপে হইল ধ্বনি।
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি॥ চৈঃ ভাঃ।

বিবাহের পর শ্রীনিমাই পণ্ডিত কিছুকাল মনোযোগ দিয়া অধ্যাপনা কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি এক্ষণে নবদ্বীপের মধ্যে পদস্থ লোক। রঘুনাথ আর তিনি তখন নবদ্বীপের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত। যত বড় বড় বিষয়ী লোক পথে শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে দেখিলেই মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করেন। যাহার গৃহে যে কর্ম্ম হউক, শ্রীনিমাই পণ্ডিতের গৃহে অগ্রে ভোজ্য, বস্ত্র, মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দেন।

বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হইতে।
নামিয়া করেন নমস্কার বহু মতে॥
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু ঘরে॥ চৈঃ ভাঃ।

সুতরাং প্রভুর গৃহে কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। শচীদেবী মনের সুখে দিবানিশি দেবসেবা, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বাড়িটি যেন একটী অতিথিশালা। শিষ্য, সেবক, দুঃখী দরিদ্র, আর্ত্ত পীড়িতদিগের জন্য শচীদেবীর গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত, ভাণ্ডার লুটাইয়া দিয়া শচীদেবী তাঁহাদিগের সেবা করেন। প্রভু কিন্তু তাহার কোন সমাচার রাখেন না। এত বড় জগত-বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াও

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের চপলতা ও ঔদ্ধত্য তখনও যায় নাই। গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া শিষ্য ও ছাত্রগণের সহিত সন্তরণ করিয়া দুটী বেলা গঙ্গা পার হন। কিন্তু যখন তিনি টোলে বসিয়া ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করান, তখন বোধ হয় যেন সে নিমাই পণ্ডিতই নহেন। গম্ভীরভাবে বসিয়া ছাত্রবৃন্দকে পড়াইতেছেন, কাহার সাধ্য প্রভুর সহিত চপলতা করে।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পিতৃগৃহে আছেন। শচীদেবী প্রায়ই গঙ্গাস্নানের সময় মিশ্র ঠাকুরের গৃহদ্বার হইয়া যান। এটী গঙ্গার ঘাটের সোজা পথ নহে। তবুও তিনি নিমাইচাঁদের বিবাহের পর হইতেই এই পথ দিয়াই গঙ্গাস্নানে যান। উদ্দেশ্য পুত্রবধূর মুখখানি একবার দেখিয়া যাওয়া। শচীদেবী সে সুন্দর মুখখানি না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। তাই এত পরিশ্রম করিয়াও মিশ্র ঠাকুরের গৃহ-দ্বার দিয়া নিত্য গঙ্গাস্নানে গমন করেন। শ্রীমতীর সহিত দ্বারে দাঁড়াইয়া দুই একটী কথা কহেন। মহামায়া দেবীর সহিত সংসারের কথাবার্ত্তাও হয়। দেবী, শাশুড়ীকে দেখিয়া বড় আনন্দ পান। অতি নম্রভাবে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন। কখনও কখনও শাশুড়ীর অঞ্চল ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া যাইবার জন্য জিদ্ করেন। এইরূপে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিতে শচীদেবীর এক এক দিন অনেক বিলম্ব হইত। গৃহকর্ম্মের ক্ষতি হইত। নিমাইচাঁদের নিকট বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে হইত। একদিন প্রভু জননীকে বলিলেন "মা! নিত্য তুমি তোমার বধূকে দেখিতে কুটুম্ববাড়ী যাও, তাহা ভাল দেখায় না। তোমার বধূকে নিজ-গৃহে আনয়ন কর না কেন?" শচীদেবীও ইহাই চান। পুত্রকে বলিলেন "তাহাই হইবে। একটী ভাল দিন দেখিয়া দেও।" নিমাই পণ্ডিত দ্বিরাগমনের শুভদিন স্থির করিয়া দিলেন। শচীদেবী কাশীনাথ ঘটকের দ্বারা সনাতন মিশ্রকে এ সংবাদ পাঠাইলেন। নিজেও মিশ্র-গৃহিণী মহামায়া দেবীকে এ কথা বলিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এ সংবাদ

শুনিলেন। আনন্দে তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তিনি প্রাণবল্লভের দিগন্ত ব্যাপিত সুযশ ও সম্মানের কথা লোকমুখে শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। কখনও কখনও সনাতন মিশ্র গৃহিণীর নিকট জামাতার অশেষ গুণাবলী, তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য, দিগন্তব্যাপ্ত যশঃসৌরভ, অলৌকিক বিদ্যা বুদ্ধি বর্ণন করিয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া পরিচয় দিতেন। শ্রীমতী সেই সকল কথাগুলি অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। শুনিয়া স্বামী-সোহাগিনী সরলা বালিকার মনে যেন সুখ ধরিত না। সে সুখের কথা কিন্তু অন্য কেহ জানিতে পারিত না।

শচীদেবী শুভদিনে পুত্র-বধূকে নিজ গৃহে আনিলেন। সনাতন মিশ্র বস্ত্র অলঙ্কার, শয্যা, আসন, ভোজনপাত্র প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী দিয়া দাস দাসী সঙ্গে শ্রীমতীকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং যাইয়া শ্রীমতীকে গৃহে আনিলেন। শচীদেবী পুত্র ও পুত্র-বধূ লইয়া মহানন্দে ও পরম সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের উপর হইল শ্রীনিমাই চাঁদের বিবাহ হইয়াছে। শচীদেবী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী প্রেমময়ী পুত্রবধূ লইয়া আনন্দে সংসারসুখে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীমতী শাশুড়ীর সেবা করিতে পারিলে নিজেকে পরম সুখী মনে করেন, কৃতার্থ হন। তিনি শচীদেবীর পাছু পাছু ছায়ার মত সর্ব্বদা থাকেন। এক দণ্ডের জন্যও শাশুড়ীর কাছ ছাড়া হন না। পতি-দেবতার সেবা করিয়া দেবী কৃতার্থ হন। তিনি আর এখন বালিকা নহেন। দেবীর পূর্ণ বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। তিনি এক্ষণে পরমা রূপবতী, পরমা লাবণ্যময়ী—কিশোরীবালা। নব-যৌবনের অঙ্কুর প্রতি অঙ্গে দেখা দিয়াছে। দেবীর শ্রীঅঙ্গে এক্ষণে শৈশব ও যৌবনের দ্বন্দ্ব লাগিয়াছে। তিনি উভয়ের সন্ধিস্থলে বর্ত্তমান। তাঁহার রূপ-মাধুরীর পরিসীমা নাই, প্রতি অঙ্গে লাবণ্যের অবধি নাই। কবি বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন :—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনী দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল॥
চরণ-চঞ্চল, চিত-চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥

এক্ষণে শ্রীমতীর ঠিক এই ভাব। সর্ব্ব অঙ্গ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। প্রতি অঙ্গের শোভায় যেন বিজলী ছুটিতেছে। রূপের আলোকে শচীদেবীর গৃহ আলোকিত হইয়াছে। শ্রীমতীর অপরূপ রূপরাশি যৌবনোদ্গমে যেন উছলিয়া পড়িতেছে। এমন অনিন্দিত রূপরাশি, এমন লাবণ্যময় অঙ্গ-সৌষ্ঠব, এমন দেব-দুর্লভ মাধুরীমাখা সুস্নিগ্ধ অঙ্গ-জ্যোতি, এমন মধুময় কোকিল-কাকলী-বিনিন্দিত সুললিত কণ্ঠস্বর, এমন মরাল-নিন্দিত মৃদু-পাদ-বিক্ষেপ, কেহ কখনও দেখে নাই, শুনে নাই। শচীদেবী এমন ঘর-আলো-করা বড় সাধের পুত্র-বধূটী পাইয়া বড়ই আনন্দে আছেন। তিলার্দ্ধ কালের জন্যও তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে পুত্র-বধূটিকে শচীদেবী গঙ্গাস্নানে লইয়া যান। শ্রীমতীর চক্ষুদ্বয়ের লক্ষ্য শাশুড়ীর শ্রীচরণ ভিন্ন অন্য দিকে নাই। তিনি শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করেন। অঞ্চল ধরিয়া স্নান করেন, আবার অঞ্চল ধরিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। শ্রীমতী, শচীদেবীর অঞ্চলের নিধি। শচীদেবীর গৃহ হইতে শ্রীমতীর পিতৃগৃহ কিছু দূরে। মধ্যে মধ্যে শচীদেবী পুত্র-বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই আবার লইয়া আসেন। কারণ তিনি পুত্র-বধূকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারেন না।

শ্রীনিমাইচাঁদের এক্ষণে অধ্যাপনা ভিন্ন অন্য কাজ নাই। সমস্ত দিবা-ভাগ এবং রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত কেবল শিষ্য ও ছাত্রবর্গকে শিক্ষা দেন। সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করেন। শত শত লোক তাঁহার মুখে মধুময় শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দ লাভ করেন।

অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ।

চৈঃ ভাঃ

আহারের সময় তিনি কেবল গৃহে আসেন। শচীদেবী স্বহস্তে পাক করিয়া নিমাইচাঁদকে পরম পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইয়া বড় সুখ পান। পুত্রের নিকটে বসিয়া আহার করান। শ্রীমতী অন্তরাল হইতে পতি-দেবতার ভোগ দর্শন করেন। মাতা পুত্রে কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে ভোজন করিতে বসিয়া কথায় কথায় জননীকে বলিলেন, তিনি পিতৃকার্য্য করিতে গয়াধামে যাইবেন। শচীদেবী শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। তাঁহার অন্তরে যেন শেল বিঁধিল। চক্ষে জলধারা আসিল। গদগদভাবে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপ নিমাই! তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের তারা। এক দণ্ড তোমাকে না দেখিলে আমি ঘর-সংসার অন্ধকার দেখি। পিতৃকর্ম্ম করিতে তুমি গয়াধামে যাইবে, তোমাকে আমি আর কি বলিব? তবে যখন তুমি গয়াধামে যাইতেছ, তোমার জীবন্ত জননীর নামে একটী পিণ্ড দিয়া আসিও।" শচীদেবী বড় দুঃখেই এই শেষ কথাটী বলিলেন।

প্রবাসে যাইবে তুমি শুন বিশ্বম্ভর।
তুমি না থাকিলে অন্ধকার মোর ঘর॥
আন্ধলের লড়ি তুমি নয়ানের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা॥

পিতৃগণ নিস্তার করিতে যাবে তুমি।
আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি॥
গয়া যদি যাবে বাপ্ শুনরে নিমাই।
মোর নামে এক পিণ্ড দিস্‌রে তথাই॥ চৈঃ মঃ।

প্রভু জননীকে বুঝাইলেন পিতৃ-কার্য্যের জন্য তিনি গয়াধামে যাইতে-ছেন, তাহাতে তাঁহার বাধা দেওয়া উচিত নহে। পুত্র পিতৃপুরুষের পিণ্ডের জন্য প্রয়োজন, তাহা সর্ব্বলোক জানে। শচীদেবীও জানেন। গয়াধাম অতি দূর দেশ। জননীর প্রাণ বুঝে না বলিয়াই দুঃখ করিতে-ছেন। প্রভুর মধুর বচনে সন্তুষ্ট হইয়া শচীদেবী পুত্রকে গয়াধামে যাইতে অগত্যা অনুমতি দিলেন।

জননীর আজ্ঞা লই মহাহর্ষ মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে॥ চৈঃ ভাঃ।

আশ্বিন মাসের পিতৃ-পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধাম যাত্রা করিলেন। শচীদেবী তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যকে নিমাইচাঁদের সঙ্গে দিলেন। কারণ নিমাই ছেলে মানুষ। একা দূরদেশে কি করিয়া যাইবে? চন্দ্রশেখর আচার্য্য ২।৪ জন প্রিয়-শিষ্য সঙ্গে লইলেন। এক্ষণে শীতের প্রারম্ভ। শচীদেবী নিমাইচাঁদের জন্য শীতবস্ত্র দিলেন। নিমাইচাঁদকে বিদায় দিয়া শচীদেবী গৃহ অন্ধকার দেখিলেন। পুত্র-বধূর মুখের পানে তাকাইয়া তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত দিন কাটাইতে লাগিলেন। পুত্রের বিরহে তিনি অতিশয় কাতরা হইয়া পথ নিরীক্ষণে রহিলেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইত না। তন্দ্রা আসিলেই নিমাইচাঁদকে স্বপ্ন দেখিতেন।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীমতীর প্রথম বিরহ

"তুমি পরদেশে যাবে এই বড় দুঃখ।"

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহের অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রভুর গয়াধামে গমন সম্বন্ধে সকল কথাই শুনিলেন। প্রাণবল্লভের সহিত বিচ্ছেদ হইবে এই আশঙ্কায় অধীরা হইলেন। সরলা বালিকার মনটী যেন ভাঙ্গিয়া গেল। দেবীর বাল-হৃদয়ে এই প্রথম বিরহের সূচনা হইল। বালিকা বিরহের জ্বালা কি জানেন? স্বামী লইয়া সুখে ঘরকন্না করিতেছিলেন, বিচ্ছেদ বিরহের কথা একদিনও মনে ভাবেন নাই। মিলনের পরে যে বিরহ বলিয়া একটী বস্তু আছে, দেবীর তাহা বিশ্বাসই ছিল না। প্রাণবল্লভের গয়াধাম গমনের কথা শুনিয়া অবধি সেই মহা আতঙ্ক-জনক বিরহ কথাটী মনে সর্ব্বদাই উদিত হইতে লাগিল। শ্রীমতী মনে মনে ভাবিতেছেন প্রাণবল্লভকে একবার বলিয়া দেখিবেন যাহাতে এখন যাওয়া না হয়। আবার ভাবিতেছেন "না, তাকি হয়? আমি কেমন করিয়া বলিব? মা কিছু বলিতে পারিলেন না, আমি কিছু বলিব না।" গয়াধাম যাইবার কালীন প্রভু শ্রীমতীর নিকট বিদায় লইতে ভুলেন নাই। নির্জ্জনে ডাকিয়া প্রভু প্রিয়াকে কহিলেন "আমি পিতৃকার্য্য করিতে গয়াধামে যাইতেছি। এই শীতের মধ্যেই ফিরিব। তুমি সর্ব্বদা জননীর নিকট থাকিবে এবং তাঁহার

সেবা করিবে।" শ্রীমতী প্রভুর মুখপানে একবার চাহিলেন। কোন কথা বলিতে পারিলেন না। মস্তক অবনত করিয়া পতি দেবতার শ্রীচরণ দুখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অলক্ষিতভাবে শ্রীমতীর নয়নদ্বয় দিয়া ফোটা কয়েক জল পড়িল। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা দেখিতে পাইয়া ব্যথিত হইলেন। প্রিয়াকে বক্ষে ধারণ করিয়া আদর করিলেন। শ্রীগৌরবক্ষ-বিলাসিনী স্বামী-সোহাগে সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। কি সুন্দর যুগল মিলন! কি অপরূপ শোভা। দুঃখের বিষয় এ যুগল মাধুরীর মধুময় সৌন্দর্য্যচ্ছটার অপরূপ দৃশ্য কোন জীবের ভাগ্যে দর্শনলাভ ঘটিল না। কেবল অন্তরীক্ষে দেবগণ এই দিব্য দৃশ্য দেখিলেন, আর আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। গ্রন্থকার প্রাণের আবেগে একদিন লিখিয়াছিলেন :—

মাধুরী মাখা যুগল রূপ
হেরিয়া নয়ন মাতিল গো।
প্রাণ মাতাল সঙ্গীত-সুধা
মরমে মরমে পশিল গো॥ ধ্রু॥
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-মিলন
অতুল রূপের মাধুরী।
যুগল রূপ হেরিয়া নয়নে
ছুটিল আনন্দ-লহরী॥

প্রভু তখন শ্রীমতীকে মধুর বচনে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "প্রাণাধিকে! প্রিয়ে! তোমাকে ছাড়িয়া আমি বেশী দিন বিদেশে থাকিতে পারিব না। আমি শীঘ্রই গৃহে ফিরিব। তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া জননীর সেবা কর।" শ্রীমতী কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। ছল ছল নয়নে প্রাণবল্লভের মুখের পানে চাহিয়া মৃদু মধুর বচনে কহিলেন "হৃদয়েশ্বর! এ দাসী তোমা ভিন্ন কিছু জানে না। কি দোষ পাইয়া এ অধীনীকে ছাড়িয়া চলিলে?" প্রভুর

হৃদয় মথিত হইল। তিনি মনের আবেগে প্রিয়াকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। শ্রীমতী নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রাণবল্লভকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালীন শ্রীমতীর মনের ভাবটী এইরূপ :—

কোথা যাও হে প্রাণ বঁধু মোর
আমায় ছলনা করি।
না দেখিলে মুখ ফাটে মোর বুক
ধৈরয ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হতে এ দেহ সঁপিনু
মনে আন্ নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া ত্যজিলে দাসীরে
বল সেই কথা শুনি॥ পদ-সমুদ্র।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এই স্বামী-বিচ্ছেদ-জনিত প্রথম বিরহ-যন্ত্রণা বড়ই কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল। শ্রীমতী স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। প্রভু-পরিত্যক্ত শয্যায় শয়ন করিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া একটু কাঁদিলেন। সে ক্রন্দন কেহ দেখিতে পাইল না। কারণ শচী-দেবী পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছেন। গৃহে দাসদাসী ভিন্ন আর কেহ নাই। তাহারা নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পরে শয্যা হইতে উঠিয়া একবার ঠাকুরঘরের দিকে চলিলেন। সেখানে গললগ্নী-কৃতবাসা হইয়া গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিলেন। করযোড়ে বিপত্তির মধুসূদন নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন "হে সর্ব্ব-বিপদহারী বিপদ-ভঞ্জন ঠাকুর! আমার প্রাণ-বল্লভ বিদেশে যাইতেছেন। তাঁহার যেন কোন অমঙ্গল না হয়। তিনি যেন সুস্থ শরীরে শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া আসেন।" ধর্ম্মপ্রাণা পতি-পরায়ণা, বালিকার কাতর ক্রন্দনধ্বনি শ্রীভগবানের কর্ণে প্রবেশ করিল। দেবী আশ্বাসিত হইয়া শান্তমনে গৃহদ্বারে উপবেশন

করিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় সখী কাঞ্চনা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সখীকে দেখিয়া শ্রীমতীর হৃদয় পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল, আবার দেবীর নয়নে জলধারা দেখা দিল, তিনি গৃহদ্বার হইতে উঠিয়া যাইয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করিলেন। কাঞ্চনা শ্রীমতী দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী। শ্রীমতীকে নিজ হৃদয়ে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিলেন এবং এক সঙ্গে দুই সখীতে কিছুক্ষণ কান্দিলেন। রোদনে দুঃখের উপশম হয়, নয়ন-জলে অন্তরের বেদনা দূর করে, এ কথা ঠিক। কিছুক্ষণ উভয়ে ক্রন্দন করিয়া আপনা আপনি শান্ত হইলেন। তখন কাঞ্চনা শ্রীমতীকে কহিলেন "সখি! কান্দিও না। তোমার ধর্ম্মপ্রাণ স্বামী ধর্ম্ম-কার্য্য করিতে গিয়াছেন। তুমি তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নী, সহধর্ম্মিণী, তুমি কান্দিলে তাঁহার সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না। চল, আমরা আজ ফুল তুলিয়া সুন্দর মালা গাঁথিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে সাজাইব।" সখীর যুক্তি-পূর্ণ মধুর বচনে শ্রীমতী চক্ষুদ্বয় মুছিলেন, কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইলেন, এবং গৃহকার্য্যে মন দিলেন। যথাকালে শচীদেবী গৃহে ফিরিলেন। নিমাই চাঁদকে বিদায় দিয়া তাঁহার আর গৃহে আসিতে মন চাহিতেছিল না। কেবল পুত্র-বধূটীর জন্য ব্যাকুলিত হইয়া তিনি ছুটিতে ছুটিতে গৃহে ফিরিলেন। শ্রীমতীর কাতর ও ম্লান মুখখানি ধরিয়া কত আদর, কত সোহাগ করিলেন। পুত্র-বিরহ-জনিত মন-দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলেন। শ্রীমতীর মুখপানে চাহিয়া সকল দুঃখ ভুলিলেন। শাশুড়ী পুত্র-বধূতে এক প্রাণ হইয়া দেব-সেবা,অতিথি-সেবা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্যে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। আর উৎকণ্ঠিতচিত্তে উভয়েই নিমাইচাঁদের গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, আর দিন গণিতে লাগিলেন।

প্রভু পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যথাকালে গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহ-দ্বারে আসিয়া যখন "মা" বলিয়া শচীদেবীকে

সম্বোধন করিলেন, তাঁহার কর্ণে যেন সুধার কলস কেহ ঢালিয়া দিল। তিনি দৌড়িয়া আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জননীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। শচীদেবী পুত্রকে কোলে তুলিয়া শত শত মুখচুম্বন করিলেন। প্রেমাশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল।

পুত্র কোলে করি শচী আনন্দিত মনে।
হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দুনয়ানে ॥ চৈঃ মঃ।

প্রভুর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া সনাতন মিশ্রের গোষ্ঠীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অনেক দিনের পর পতিমুখ সন্দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিলেন। তাঁহার সকল দুঃখ দূরে গেল।

লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল ॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমতীর হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। সে তরঙ্গ দেবীর সর্ব্ব অঙ্গ উছলিয়া পড়িল। তিনি যেন সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ সুখে নাহি ওর ॥ চৈঃ মঃ।

আত্মীয় বন্ধু, কুটুম্ব, পরিজন প্রভৃতি সকলেই শ্রীনিমাইচাঁদকে দেখিয়া মহা উল্লাসিত হইলেন। প্রভু যথাযোগ্য সকলকে সম্ভ্রমের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহার বিনয়-নম্র-বচনে সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রভুর মস্তকে হাত দিয়া "চিরজীবী হও" বলিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রাচীনা স্ত্রীলোকগণ প্রভুর সর্ব্ব-অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া মঙ্গল-সূচক মন্ত্র পাঠ করিলেন। কেহ বা প্রভুর বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "গোবিন্দ তোমার মঙ্গল করুন্।"

পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কহে।
সভে তুষ্ট হইলা দেখি প্রভুর বিনয়ে ॥

শিরে হাত দিলা কেহ চিরজীবী করে।
সর্ব্ব-অঙ্গ হাত দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে ॥
কেহ বক্ষে হাত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন্ প্রসাদ ॥ চৈঃ ভাঃ।

সকলেই দেখিতেছেন প্রভুর অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি গয়া-ধামে গমন করিবার পূর্ব্বে একরূপ ছিলেন, আর যখন সেখান হইতে ফিরিলেন তখন ঠিক অন্যরূপ। যেন সে নিমাইচাঁদ নহেন। জননীর সহিত ধীরে ধীরে বিনতবদনে দু'একটী কথা বলিলেন। মুখে সে হাসি নাই, হৃদয়ে সে উৎসাহ নাই, প্রাণে সে আনন্দ নাই। শচীদেবী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন পুত্র দূরদেশে গিযাছিল, নানারূপ দৈহিক ও মানসিক কষ্ট পাইযাছে, পদব্রজে তীর্থ পর্য্যটন করিতে হইযাছে, বাছার শরীর বড কাতর হইয়াছে, তাহাতেই মনে বাছার আনন্দ নাই, মুখে হাসি নাই। জননীর প্রাণ পুত্রের মলিন বদনচন্দ্রখানি দেখিয়া ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। শীঘ্র শীঘ্র স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিলেন। আহারান্তে প্রভু কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া গযাধামের কাহিনী বর্ণনা করিতে বসিলেন।

বিষ্ণুভক্ত গুটী দুই চারিজন লৈয়া।
রহঃ কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া ॥ চৈঃ ভাঃ।

কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে প্রভুর নয়নদ্বয় জলে ভাসিয়া গেল। সর্ব্ব অঙ্গ পুলকে কাঁপিতে লাগিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ কম্প কলেবর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু নিজ গৃহে বসিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, গয়াধামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে কান্দিতেছেন। কৃষ্ণ-প্রেমে প্র র হৃদয়

উন্মত্ত হইয়াছে। তিনি প্রেমে টলমল করিতেছেন। কখন কখন উন্মত্ত ভাবে হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতেছেন।

"প্রেমে টলমল তনু হুঙ্কার গর্জ্জন।"

শচীদেবী ও শ্রীমতী সকলই দেখিতেছেন। প্রাণবল্লভের ঈদৃশ প্রেমোন্মত্ত ভাব শ্রীমতী পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের উদয় হইতেছে। কেন তাঁহার প্রাণবল্লভ এমন করিতেছেন? তাঁহার একি হইল? ধর্ম্মকর্ম্ম, তীর্থদর্শন ত অনেকে করেন; তাঁহাদেব ত এমন হয় না! এই সকল চিন্তায় শ্রীমতীর বাল-হৃদয় মথিত হইতেছে। কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ইহাতে তাঁহার আবও দুঃখ।

শচীদেবীরও পুত্রের এই প্রেমোন্মত্ত ভাব কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তিনি জড়বৎ স্থিরভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রভুর প্রেম-বিকার ও শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার উদ্বেগ

"যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

পুত্রের এই সকল ভাব শচীদেবীর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। অন্যান্য লোকে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ ভাব দেখিয়া কেহ মুগ্ধ, কেহ বিস্ময়াপন্ন হইতেছেন। শ্রীনিমাইচাঁদের সে চঞ্চলতা নাই, সে উদ্ধত স্বভাব নাই, সে বাল-চপলতা নাই, সে ব্যঙ্গ-প্রিয়তা নাই। চন্দ্রবদনখানি কিছু মলিন হইয়াছে, কিন্তু বড় সুন্দর ও কমনীয় বোধ হইতেছে। লোকের সহিত অনর্থক বাক্যালাপ করিতে বড় অনিচ্ছুক। সর্ব্বদাই কি যেন ভাবেন। নয়নদ্বয়ে অনবরত জলধারা পতিত হইতেছে, নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। অধম গ্রন্থকার রচিত নিম্নলিখিত পদটী প্রভুর এই ভাবটীর কথঞ্চিৎ পরিচায়ক বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

পঁহু মোর গৌর-কিশোর।
আজু কি ভাবে বিভোর॥
আঁখি দুটী ঝর ঝর।
কাঁপে অঙ্গ থর থর॥
বিনত আননে চাহে।
দু'নয়নে ধারা বহে॥

বিয়াকুল নিজ জন।
না বুঝল কি সাধন ॥
অধিক উদাস মন।
বহে শ্বাস ঘনে ঘন ॥
কার লাগি কেবা জানে।
কি শেল বা বুকে হানে ॥
কি ভাবে বিভোর গোরা।
পঁহু মোর চিত-চোরা ॥
কেহ না বুঝিতে পারে।
কি মহিমা আখি লোরে ॥
ত্রিভুবন পতি গোরা।
কার প্রেমে জ্ঞানহারা ॥
আচরিছে কিবা যোগ ॥
ছাড়ি গৃহ-সুখ ভোগ।
মু অধম হরিদাস।
কি বুঝিব যোগাভাস ॥

প্রভুর নয়নে জল দেখিয়া শচীদেবী স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিকটে যাইয়া অঞ্চল দিযা পুত্রের মুখখানি মুছাইয়া দিয়া কহিলেন "বাপ নিমাই! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি দুঃখ হইযাছে আমাকে বল।"

বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগি কান্দহ বাপ! দুঃখ তোমার কিসে ॥

চৈঃ ভাঃ।

প্রভু কোনরূপ উত্তর দিলেন না। কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রেমোন্মত্ত ভাবে অস্থির হইয়া উঠিলেন।

যে প্রভু আছিল, অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া বড় ব্যথিত হইলেন। অনেক দিনের পর বিদেশ হইতে স্বামী গৃহে আসিলেন, মন প্রাণ খুলিয়া দুই দণ্ড প্রাণের কথা বলিবেন, তাঁহার প্রাণের কথা শুনিবেন, কত কথা মনে করিয়া রাখিয়াছেন, কত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কিছুই বলা হইল না, কিছুই শোনা হইল না। ইহাতে শ্রীমতীর মনে বড় দুঃখ, প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে। শ্রীমতী তখনও বালিকা। ভিতরের কথা কিছুই জানেন না, বুঝিতেও পারেন না। দেবী মনে মনে ভাবিতেছেন এ কি রোগ হইল ? মুখ ফুটিয়া সরলা বালিকা এক দিন অতি কষ্টে মুখখানি নত করিয়া দুই হস্তে আঙ্গুল খুটিতে খুটিতে শাশুড়ীর নিকট বলিয়া ফেলিলেন, "মাগো! ইঁহার কোন ব্যারাম হইয়াছে। কবিরাজ ডাকাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করুন।" শচীদেবী বালিকা পুত্র-বধূর কথা শুনিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। তখনি মনের ভাব লুকাইয়া শ্রীমতীর চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মি! কিছু ভাবিও না। বাছার সকল রোগ নারায়ণ ভাল করিয়া দিবেন। তুমি অদ্য উত্তম করিয়া পূজার আয়োজন কর। পুরোহিত ঠাকুর স্বস্ত্যয়ন করিবেন।"

পুত্রের চরিত শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে॥ চৈঃ ভাঃ।

শাশুড়ীর আদরে ও সস্নেহ মধুর বচনে শ্রীমতী সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। মনের সাধে সে দিন নারায়ণ পূজার উদ্যোগ করিলেন। দূর্ব্বা, পুষ্প, তুলসী, চন্দনে পূজার থালা সাজাইয়া দিলেন। যথাসময়ে কুল-পুরোহিত আসিয়া গৃহ-দেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের যথারীতি পূজা ও অভিষেক করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নামে মহা স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী

বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীদেবী ঠাকুর ঘরের দ্বারদেশে করযোড়ে উপবেশন করিয়া নারায়ণের নিকট কত কি মানস করিতে লাগিলেন। পূজান্তে শচীদেবী ঠাকুরের চরণামৃত ও প্রসাদ লইয়া নিমাইচাঁদকে দিলেন। পুরোহিত ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তকে শান্তির জল ছিটাইয়া দিলেন। প্রভু সেখানে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। আনমনে কি যেন দেখিতেছেন। অনিমিষ-নয়নে গৃহ-দেবতার প্রতি চাহিয়া আছেন। দুটী নয়ন দিয়া দর-দরিত ধারা বহিতেছে। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি যেন আত্মহারা হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে "হা কৃষ্ণ" বলিয়া এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। স্বস্ত্যয়ন শেষ হইলে সকলে মিলিয়া নারায়ণের চরণে গললগ্নকৃতবাসে প্রণাম করিলেন। পুত্র-দুঃখ-কাতরা, মোহাক্রান্তা শচীদেবী ঠাকুরের নিকটে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন "হে মধুসূদন! হে বিপদভঞ্জন নারায়ণ! হে লক্ষ্মীকান্ত! আমার নিমাইচাঁদের মনটী ভাল করিয়া দাও। বাছার সকল রোগ বালাই দূর করিয়া দিয়া চির জীবী কর।"

স্বামী-সোহাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চাহিলেন "হে বিপত্তির মধুসূদন! হে সর্ব্ববিপদহারি! হে সর্ব্বমঙ্গলময়! আমার প্রাণবল্লভের মতি স্থির করিয়া দাও। আমার প্রাণনাথকে পূর্ব্বের মত করিয়া দাও।"

প্রভু সাষ্টাঙ্গে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিতেছেন "হে দীনবন্ধু! হে রাধাকান্ত! হে কৃষ্ণ! এ দাসকে একটীবার দর্শন দাও। তোমার বিরহজ্বালা আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণ গেল! তুমিই আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। তোমাকে ভিন্ন আমি আর কিছু চাহি না। তুমি আমাকে জন্ম জন্ম অহৈতুকী ভক্তিদান কর।"

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

স্বরচিত উক্ত শ্লোকটী প্রভু কিছু উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিলেন।

সকলেই শুনিলেন। শ্রীমতী কিছু আনমনা হইলেন। শচীদেবীর মনে একটা বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু পূর্ব্বের মত তিনি মনের ভাব লুকাইয়া শ্রীমতীকে ধীরে ধীরে কহিলেন "মা! নারায়ণ সকল মঙ্গল করিবেন। এখন চল ঠাকুরের ভোগের উদ্যোগ করিতে হইবে। পুরোহিত ঠাকুর অদ্য এখানে নারায়ণের প্রসাদ পাইবেন।"

প্রভু ঠাকুরঘরের দ্বারদেশে বসিয়াই রহিলেন। এক দৃষ্টে গৃহ-দেবতার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা আনন্দিত॥ চৈঃ ভাঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জননীর প্রতি প্রভুর উপদেশ

"শুন শুন মাতা কৃষ্ণ-ভক্তির প্রভাব।
সর্ব্ব ভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ ॥"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

শচীদেবীর মনে সুখ নাই, শ্রীমতীর মুখে হাসি নাই, হৃদয়ে আনন্দ নাই। শচীদেবী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, পুত্রের জন্য কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিরানন্দময়ী। তাঁহার সুন্দর বদন প্রান্তে একটা যেন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদাই ম্লান-মুখী। কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না। শ্রীনিমাইচাঁদের প্রেম-বিহ্বলভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। যত দিন যাইতেছে, ততই প্রভুর সংসারে বৈরাগ্যভাবের বিকাশ হইতেছে। কখনও কখনও তিনি মহা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন।

নিরবধি কৃষ্ণাবেশে প্রভুর শরীরে।
মহা বিরক্তের ন্যায় ব্যবহার করে ॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট গয়াধামে মন্ত্র গ্রহণ অবধি শ্রীনিমাইচাঁদের মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হইয়াছে। সেই অবধি প্রভু পাগলের মত হইয়াছেন। শচীদেবী মহা দুঃখেই মধ্যে মধ্যে কহিতেন—

"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হইতে নিমাই আমার পাগল হইল ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে শ্রীনিমাইচাঁদ একেবারে বিহ্বল হইয়াছেন। তিনি আত্মহারা! এত সাধের অধ্যাপনা তিনি এখন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। টোলে যান মাত্র। ছাত্রগণকে আর পড়াইতে পারেন না।

যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যা বসে।
এবে কৃষ্ণ বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর মুখে হরিনাম কৃষ্ণনাম ভিন্ন আর কিছুই আসে না। তিনি চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দেখেন। সর্ব্বদাই সম্মুখে দেখেন—

"কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।" চৈঃ ভাঃ।

পূর্ব্বে প্রভু টোলে বসিয়া পরম গম্ভীরভাবে ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করাইতেন। এক্ষণে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া অস্থিরভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন।

যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু মধ্যে মধ্যে প্রেমে আবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হন। সকলের নিকট যেন কত অপরাধী, অতি দীন হীন ভাবে থাকেন। শচীদেবীর এ সকল কিছুই ভাল লাগে না। নানা জনে নানা কথা কহিতেছে, শচীদেবীর তাহা বিষের মত বোধ হইতেছে। তাঁহার মন বড় অস্থির। পুত্রের সংসার-বৈরাগ্য দর্শনে দারুণ ভীতা হইয়াছেন। নানা দেব-দেবী পূজা করিতেছেন। কত কি মানস করিতেছেন। গৃহদেবতা নারায়ণের নিকট দুটি বেলা মাথা কুটিতেছেন, আর করযোড়ে নিবেদন করিতেছেন :—

স্বামী নিলা কৃষ্ণ, মোর নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ এই দেহ বর।
সুস্থ চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীনিমাইচাঁদ যখন গৃহে আসেন তখন শচীদেবী পুত্র-বধূটীকে সাজাইয়া পুত্রের নিকট আনিয়া সম্মুখে বসান, যাহাতে পুত্রের মন সংসারে আকৃষ্ট হয় তাহাই করেন। প্রভু শ্রীমতীকে যেন দেখিয়াও দেখেন না।

লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু কেবল ক্রন্দন করেন আর অনবরত কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ক শ্লোক আবৃত্তি করেন। আর "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ। কোথায় আমার প্রাণধন? কোথায় যাইলে তোমার দর্শন পাইব?" এই বলিয়া কখনও চীৎকার কখনও হুহুঙ্কার করেন। সেই প্রেমোন্মত্ত বিরাট-শরীর শ্রীনিমাইচাঁদের চীৎকার ও হুহুঙ্কার শ্রবণ করিয়া বালিকা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভয়ে পলায়ন করেন। শচীদেবীও শঙ্কিতা হন। রাত্রিতে প্রভুর নিদ্রা নাই। কখনও উঠেন, কখনও বসেন। তাঁহার হৃদয় যেন একটা মহা উৎকণ্ঠার ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত করিতেছে,—অশান্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বোলে অনুক্ষণ॥
কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয়ে।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণ-রসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রাতে উঠিয়াই প্রভু গঙ্গাস্নানে যান। প্রভুকে দর্শন করিয়া দেবী জাহ্নবী যেন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। তরঙ্গের ছলে সেই ভব-বিরিঞ্চি-বন্দিত রাঙ্গা শ্রীচরণ দুখানি সাদরে ধৌত করিয়া দেন। প্রভু যখন গঙ্গা-বক্ষে অবতরণ করেন, ভাগীরথী দেবী তাঁহার চতুর্দিক ঘিরিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে তরঙ্গ-ভঙ্গী দেখান।

তরঙ্গের ছলে নৃত্য করয়ে জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ সেবি॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জাহ্নুসুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা।

অলক্ষিত ভাবে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে জল ছিটাইয়া দিয়া রঙ্গ করেন। গঙ্গার ঘাটে যত লোক স্নান করিতেছেন, সকলেই এক দৃষ্টে শ্রীগৌরাঙ্গের বদন-চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া তাঁহার রূপসুধা পান করিতেছেন। প্রভু গঙ্গাজলে খেলা করিতেছেন, সমুদ্রের মধ্যে যেন পূর্ণ শশধর শোভা পাইতেছে। পরম সৌভাগ্যশালী নদীয়াবাসিগণ মহানন্দে প্রভুর জলক্রীড়া দেখিতেছেন।

গঙ্গা জলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশধর॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু গঙ্গা-স্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন। যথাবিহিত পূজা আহ্নিক সমাপন করিয়া ভোজনে বসিলেন। জননী ও শ্রীমতীর মনের অবস্থা তিনি সকলি বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি অন্তর্যামী শ্রীভগবান্। তাঁহার অগোচর কিছুই নাই। মায়াময়ের মায়ায় জননী অভিভূতা। সকলেই লীলাময়ের লীলা। কৌশলীর কৌশলজালে সকলেই আচ্ছন্ন। মহা-চক্রীর চক্রে পড়িয়া শচীদেবী ও শ্রীমতী ব্যতিব্যস্ত ও ত্রস্ত। প্রভু ভোজনে বসিয়াছেন। জগন্মাতা শচীদেবী পুত্রের সম্মুখে বসিয়া আছেন। শ্রীমতী গৃহের অন্তরাল হইতে পতি-দেবতার ভোগ দর্শন করিতেছেন।

বিশ্বক্সেনেরে প্রভু করি নিবেদন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ করেন ভোজন॥
সম্মুখে বসিয়া শচী জগতের মাতা।
গৃহের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা॥

পুত্রের মনটী একটু ভাল দেখিয়া শচীদেবী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"বাপ্ নিমাই! আজ কি পুঁথি পড়িলে? কাহার সহিত কোন্দল করিলে?

মায়ে বোলে আজি বাপ্ কি পুঁথি পড়িলা।
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর মনে আজ জননীকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু তত্ত্বকথা বলিবার বাসনা হইয়াছে। জননীর দুঃখ, ঘরণীর মনোবেদনা, সকলি তিনি জানিতে পারিয়াছেন। জীব-দুঃখ নিবারণের জন্যই প্রভুর অবতার। জননী ও ঘরণীর দুঃখ নিবারণের উপায় বলিবার জন্য প্রভু আজ কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। কপিলদেবের ন্যায় তিনি আজ জননীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। শচীদেবীর দুঃখ দূর হইল; মনে সুখ পাইলেন।

কপিলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়।
শুনি সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥ চৈঃ ভাঃ।

জননীর প্রশ্নের প্রভু উত্তর করিলেন—

প্রভু বোলে আজ পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণনাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাণ্ডিত্য পলায়॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব যেমন জননী দেবহূতির নিকট ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই মত শ্রীগৌর-ভগবান্ শচীমাতার নিকট ভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী অন্তরালে বসিয়া মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রভু বক্তা, জননী ও ঘরণী শ্রোতা। প্রভু কহিতেছেন—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্নদৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, ভগবদ্ভক্তির কথা লিখিত না থাকে যদি বিধাতা স্বয়ং আসিয়া বলেন, তাহা হইলেও সেই শাস্ত্র শ্রবণ করা অকর্ত্তব্য। প্রভু হরিভক্তির কথা কহিতে কহিতে উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন—

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥

কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণদাসের প্রভাব কিরূপ, প্রভু তাহা জননীকে অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

শুন শুন মাতা কৃষ্ণ-ভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণের সেবক মাতা কভু নহে নাশ।
কাল চক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ্।
পিতৃদ্রোহী নারকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

ভাগ্যবতী শচীদেবী পুত্রের নিকট কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া শ্রীনিমাইচাঁদকে মধুর বচনে কহিলেন "বাপ নিমাই! আমার সোণার ছেলে! তুমি যেখানে যে উত্তম বস্তুটী পাও, আমাকে আনিয়া আগে দাও। গয়াধাম হইতে তুমি দেব-দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমধন আনিয়াছ। আমার চাহিতে ভয় হইতেছে। যদি করুণা করিয়া অভাগিনী জননীকে কিছু দাও, তবে কৃতার্থ হইব।"

যথা যথা যাও তুমি পাও যেবা ধন।
দেবতা-দুর্ল্লভ বস্তু অমূল্য রতন॥
মায়ের করুণা যদি থাকে তোব চিতে।
দেহ কৃষ্ণ-প্রেমধন ডবাই চাহিতে॥ চৈঃ মঃ।

প্রভু জননীব কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, হৃদয় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মৃদু মন্দ হাসিযা জননীকে কহিলেন—

বৈষ্ণব প্রসাদে প্রেম পাইবে যে তুমি।
নিশ্চয জানিহ কথা কহিলাম আমি॥
বৈষ্ণব গোসাঞি প্রেম দিতে নিতে পারে।
তাহা বিনা প্রেম কেহ দিবারে না পাবে॥ চৈঃ মঃ।

শচীমাতা পুত্রেব আশ্বাস বাণীতে অতিশয হৃষ্টচিত্ত হইলেন। তাঁহাব সর্ব্ব অঙ্গ পুলকে শিহবিয়া উঠিল। নয়নদ্বয় দিযা দব-দরিত প্রেমাশ্রুধাবা নিবন্তব পডিতে লাগিল। হৃদয়েব উল্লাসে "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" বলিযা উচ্চৈঃস্ববে ডাকিতে লাগিলেন। প্রভুব কৃপায তিনি যেন আচম্বিতে জগত-দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি পাইলেন। তাঁহাব সকল দুঃখ দূর হইল। তখন তিনি সকল কথা ভুলিয়া গিযাছেন। পুত্র-বধূ, পুত্রেব সংসাব-বৈবাগ্য এ সকল কিছুই তাঁহাব মনে নাই।

এ বোল শুনিযা শচী অতি হৃষ্টচিত।
তখন পাইল প্রেম-ভক্তি আচম্বিত॥
পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর।
নয়নে গলয়ে অশ্রু ধাবা নিরন্তর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে হৃদয় উল্লাস।
কহয়ে লোচন গোরা প্রথম প্রকাশ॥ চৈঃ মঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরায় জননীকে তত্ত্বকথা শ্রবণ করাইতে লাগিলেন।

শচীদেবীর অন্তঃকরণ প্রেমানন্দে উৎফুল্ল। অতি আগ্রহের সহিত পুত্রের নিকটে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রভু জীবতত্ত্ব ও জীব প্রকৃতি জননীকে বুঝাইতে লাগিলেন—

চিত্ত দিয়া শুন মাতা জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুন পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে অমেধ্য পঙ্কের পবকাশ॥
কটু-অম্ল-লবণ জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার মহা মোহ পায়॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমি-কুলে বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পাবে তপ্ত পঞ্জরেব মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতাব কাজে॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয পুন উৎপত্তি প্রলয॥
শুন শুন মাতা জীবতত্ত্বেব সংস্থান।
সাত মাসে জীবের গর্ভেতে হয জ্ঞান॥
তখন সে স্মঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি কবে কৃষ্ণেরে ছাডিয়া ঘন শ্বাস॥ চৈঃ ভাঃ।

গর্ভস্থ জীবেব আত্মজ্ঞান, পূর্ব্ব-জন্মকৃত নিজ পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ, গর্ভাবস্থায় স্থিতিকালীন জীবের ঈশ্বর-জ্ঞান এবং গর্ভ-যন্ত্রণা নিবাবণের নিমিত্ত কৃষ্ণ-আবাধনা ও স্তব, এই সকল অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি প্রভু উত্তমরূপে জননীকে বুঝাইযা দিলেন। গর্ভস্থ জীব কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের স্তবের কথা শুনিয়া শচীদেবী বিস্মিতা হইলেন। প্রভু পুনরায় কহিতেছেন।

এই মত গর্ভাবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণ স্মৃতির কারণ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন অনিচ্ছায়॥
শুন শুন মাতা-জীব-তত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কন্দে হাসে।
কহিতে না পাবে দুঃখ সাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মাযায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দুঃখ পায়॥
কতো দিনে কালবশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ দুষ্ট সঙ্গ করে।
পুন সেই মত মায়া-পাপে ডুবি মরে॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু জননীকে জীবতত্ত্ব বুঝাইয়া এক্ষণে সাধু-সঙ্গের প্রভাব ও নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছেন। যথা—চৈঃ ভাঃ

এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ, মাতা মুখে বোল হরি॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায়॥

অবশেষে প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া জননীকে অতি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।

ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকেঽপি ন বৈ সেব্যতাং ॥

অর্থাৎ যে স্থানে ভগবান্ বৈকুণ্ঠের কথারূপ অমৃত-প্রস্রবণ নাই, যে স্থানে ভাগবত-কথামৃত কল্লোলিনীর একান্ত আশ্রিত ভগবদ্ভক্ত সাধু-বৃন্দ নাই, আর যে স্থানে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির নৃত্য-গীতাদি মহোৎসবপূর্ণ যজ্ঞ বা অর্চ্চনা নাই, সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোক হইলেও সেই লোকের সেবা করিও না।

শ্রীগৌরাঙ্গ জননীকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীমতীকেও তত্ত্বশিক্ষা দিলেন। শ্রীমতী অন্তরালে বসিয়া একাগ্রচিত্তে স্বামী-মুখ-নিঃসৃত সুধামাখা তত্ত্বকথা শুনিয়া হৃদয়ে বড় আনন্দ পাইলেন। প্রভুর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। এই সকল তত্ত্বকথা জননী ও ঘরণীকে বলিবার জন্য তিনি সুযোগ অনুসন্ধান কবিতেছিলেন। পতি-দেবতাব মুখে মধুময় কৃষ্ণকথা শ্রীমতীর বড ভাল লাগিল। হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া শ্রীমতী প্রাণবল্লভেব বদনচন্দ্রেব প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। কেহ দেখিতে পাইতেছে না। শ্রীমতী দেখিতেছেন, তাঁহার পতি-দেবতার সর্ব্ব-অঙ্গ পবম জ্যোতির্ম্ময। প্রশান্ত মুখমণ্ডলে দিব্য আভা বিকাশিত হইতেছে। সুন্দব নয়নযুগলে দিব্য-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ-রত্নের প্রতি অঙ্গে যেন বিজুলী ছুটিতেছে। তাঁহার অঙ্গ-শোভায় এবং জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। শ্রীমতী মনে মনে ভাবিতেছেন "ইনি কি মানুষ ? এত জ্যোতি, এত শোভা, এত রূপ ত মানুষে সম্ভবে না ! এমন মধুময় সরস বাক্য, এমন মাধুরী-মাখা বচন-বিন্যাস ত সাধারণ মানবে সম্ভবে না ! তবে ইনি কে ?"

"মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগ-জন-লোচন অমিয়া স্বরূপ ॥"

এই ভাবটীই দেবীর মনে আসিতেছে। শ্রীমতী প্রভুর নিকট এই

প্রথম কৃষ্ণ কথা শুনিলেন। প্রভু শ্রীমতীকে এই প্রথম ভক্তি-তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার এই প্রথম ধর্ম্ম-পরিচয়। শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সকলকেই ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। প্রেম-ধর্ম্মরাজ প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে প্রেম-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বুঝাইলেন। জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমতীকে সময়োপযোগী ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন। শচীদেবীর আর তত মনের দুঃখ রহিল না। শ্রীমতীরও মনঃকষ্ট দূর হইল।

প্রভু ভোজনান্তে শয়ন-গৃহে নিদ্রা যাইলেন। শ্রীমতী পদপ্রান্তে বসিয়া প্রভুর পদসেবা করিতে লাগিলেন।

> ভোজন করিয়া সর্ব্ব ভুবনের নাথ।
> যোগ নিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত॥ চৈঃ ভাঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শচীদেবীর স্বপ্ন ও প্রভুর রঙ্গ

তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

প্রভু যখন ভোজনে বসিতেন শচীদেবী সেই সময়ে দুই একটী সংসারের কথা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেন। অন্য সময়ে প্রভুর সহিত জননীর কোন সাংসারিক কথা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীনিমাইচাঁদের মনে আনন্দ হইবে বলিয়া বধূকে দিয়া কখনও কখনও পরিবেশন করাইতেন এবং নিজে শচীদেবী পুত্রের নিকটে বসিয়া ভোজন করাইতেন। অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর সম্মুখে ভয়ে ভয়ে প্রাণবল্লভের ভোজনপাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেন। শ্রীমতীর চরণের মলের ধ্বনিতে প্রভুর হৃদয় কম্পিত হইত। শ্রীমতী সম্মুখে আসিলে প্রভুর ভোজন বন্ধ হইত, তাঁহার হাতের অন্ন ব্যঞ্জন হাতেই থাকিত। প্রভুর এ মধুর ভাবটী কেহ বুঝিতে পারিতেন না। শচীদেবী পুত্রকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিতেন "বাপ্‌ধন। খাইবার সময় কি ভাব? যাহা কিছু ভাবিতে হয় আহারের পর ভাবিও। এখন মন দিয়া খাও।" প্রভু জননীর কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া আহারে মনোনিবেশ করিতেন। পুত্রের মুখে সংসারের কথা শুনিলে শচীদেবীর প্রাণে আর আনন্দ ধরিত না। বিশেষতঃ শ্রীনিমাইচাঁদ যখন বধূ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন,

তখন শচীদেবী আনন্দে গদ গদ হইতেন। এক দিবস প্রভু ভোজনে বসিয়াছেন। শচীদেবী নিকটে বসিয়া আছেন। সেদিন প্রভুর মনটী কিছু প্রফুল্ল আছে। জননীর সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছেন, অন্তরালে উপবিষ্টা অবগুণ্ঠনবতী প্রিয়তমার চন্দ্র-বদনের প্রতি এক একবার বিলোল কটাক্ষপাত করিতেছেন। পুত্রের মুখে হাসি দেখিয়া শচীদেবীর আর আনন্দের অবধি নাই। শচীদেবী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "বাপ নিমাই! গত রাত্রের শেষে আমি একটী অতি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছি। তোমাকে বলিতেছি শুন।"

নিশি অবশেষে মুই দেখিলুঁ স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ এই দুই জন॥
বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হইয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও খাইয়া॥
দুই জনে সান্ধাইলা গোসাঞির ঘরে।
রামকৃষ্ণ লই দোঁহে আইলা বাহিরে॥
তাঁর হাতে কৃষ্ণ, তুই লই বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥
রাম-কৃষ্ণ ঠাকুর বোলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥
নিত্যানন্দ বোলয়ে সে কাল গেল বৈয়া।
যে কালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়া॥
ঘুচিল গোয়ালা, হৈল বিপ্র অধিকার।
আপনা চিনিঞা ছাড় সব উপহার॥

প্রীতে যদি মা ছাড়িবা খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন জন ॥
রাম-কৃষ্ণ বোলে আজি মোর দোষ নাঞি।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি ॥
দোহাই কৃষ্ণের যদি করো আজি আন।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জগর্জ্জ করে রাম ॥
নিত্যানন্দ বোলে তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর ॥
এই মত কলহ করহ চারিজন।
কাড়াকাড়ি করি সব করহ ভোজন ॥
কাহারো হাতের কেহ কাড়ি লই যায়।
কাহারো মুখেতে কেহো মুখ দিয়া খায় ॥
জননী বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
অন্ন দেহ মাতা মোরে ক্ষুধা বড় করে ॥
এতেক বলিতে মুঞি চৈতন্য পাইলুঁ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি তোমারে কহিলুঁ ॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু জননীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত-কাহিনী অতি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। তাঁহার চন্দ্রবদনে একটু ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। সে মধুর হাসির মর্ম্ম শচীদেবী বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভুবন-ভুলান হাসিটুকুর মধ্যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে। কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই সেই দুঃখ। প্রভু হাসিয়া সুমধুর বচনে জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মা! তুমি বেশ সুস্বপ্ন দেখিয়াছ। এই স্বপ্নের কথা কাহারও নিকট বলিও না। তোমার ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত, প্রত্যক্ষ দেবতা। তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ়

হইল। অনেকবার আমি দেখিয়াছি ঠাকুর-ঘরের নৈবেদ্যের সামগ্রী আধা আধি থাকে না। তোমার বধূর উপর আমার সন্দেহ ছিল। এখন দেখিতেছি প্রত্যক্ষ ঠাকুরই নৈবেদ্য খান। তোমার বধূর উপর মিছা সন্দেহ আজ আমার ঘুচিল। লজ্জায় তোমাকে আমি একথা এতদিন বলি নাই।" প্রভু চিরকালই ব্যঙ্গপ্রিয়। তবে গয়াধাম হইতে আসিয়া পর্য্যন্ত তিনি বড় গম্ভীর হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ-কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা কহেন না। কাহারও সহিত রহস্য করেন না। তবে জননীর সম্মুখে প্রিয়াজিকে লইয়া এ রঙ্গ কেন করিলেন? ইহার একটু তাৎপর্য্য আছে। প্রভু অত্যন্ত মাতৃভক্ত। প্রভু জানেন প্রিয়াজিকে লইয়া আদর করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা কহিলে, জননী বড় সুখী হন, মনে অপার আনন্দ অনুভব করেন। ভক্ত-বৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা কেন না পূরণ করিবেন? জননীর সন্তোষের নিমিত্ত তিনি সময়ে সময়ে প্রিয়াজিকে লইয়া গৃহে উপবেশন করিয়া হাস্য কৌতুকাদিতে উভয়ের মন হরণ করিতেন।

যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মী সঙ্গেতে প্রভু থাকয়ে বসিয়া॥ চৈঃ ভাঃ।

এই কারণেই প্রভু আমার জননী ও প্রিয়াজিকে লইয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটু রঙ্গরস করিয়া জননীর মনে সুখ দিলেন। দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শ্রীমতী, শাশুড়ীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত এবং প্রভুর ব্যঙ্গ ও রসিকতা সকলই শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার বড় হাসি পাইল।

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে॥ চৈঃ ভাঃ।

আমার বোধ হয় দেবীর, হাসির সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কিছু লজ্জারও উদ্রেক হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে কিছু অভিমানও হইয়াছিল। এ কথা গ্রন্থে কিছু নাই। শ্রীমতীর হাসির যথেষ্ট কারণ আছে, লজ্জারও কারণ আছে। শাশুড়ীর সমক্ষে প্রভু তাঁহাকে ঠাকুরের নৈবেদ্য চুরি করিয়া খাওয়ার অপবাদ দিলেন, কুলবধূর পক্ষে ইহা একটী বিষম লজ্জার কথা। অভিমান এই জন্য, এই মিথ্যা অপবাদে তাঁহার মনে কষ্ট হইয়াছে। স্বামীর মুখে স্ত্রীর দোষ কীর্ত্তন, বিশেষতঃ গুরুজনের নিকট এবং দেবতার সামগ্রীতে, লোভবিষয়ক কথা লইয়া। ইহাতে শ্রীমতীর অভিমান হইবার বিশেষ কারণ আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীমতীর নিকট প্রভুকে সে রাত্রিতে এ সম্বন্ধে একটা বড় কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় এই অতি সুন্দর মধুর রসপূর্ণ ঘটনাটী শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই।

শচীদেবী পুত্রের মুখে বধূর সম্বন্ধে এই মিথ্যা অপবাদের কথা শুনিয়া কি বলিলেন তাহাও গ্রন্থে নাই। গোলোকগত মহাত্মা শিশিরকুমার লিখিয়াছেন, বোধ হয় শচীদেবী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিয়া থাকিবেন, "ওমা! নিমাই বলিস্ কি? আমার বউমা লক্ষ্মী, তাহার অভাব কিসেব, যে সে চুরি করিয়া খাবে?" ইহাই প্রকৃত কথা! এ উত্তর না দিয়া শচীদেবী চুপ করিয়া থাকিতে পারেন কি?

শচী দেবীকে স্বপ্নে নিত্যানন্দ বলিয়াছেন তাঁহার বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, অন্ন দান কর। প্রভু জননীকে তাই বলিলেন "মা! অদ্য নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ কর, তাঁহাকে উত্তম করিয়া ভোজন করাও, কারণ স্বপ্নে তিনি তোমার নিকট অন্ন-ভিক্ষা চাহিয়াছেন।" পুত্রের কথা শুনিয়া শচীদেবী মহা আনন্দ সহকারে আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীর নিকটে থাকিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগি-

লেন। প্রভু স্বয়ং যাইয়া নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে-কহিলেন :—

আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞিির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা করাইল শিক্ষা॥ চৈঃ ভাঃ।

নিত্যানন্দ, প্রভুব কথা শ্রবণ করিয়া দুই কর্ণে হস্ত দিয়া "বিষ্ণু বিষ্ণু" বলিলেন। উত্তরে প্রভুকে কহিলেন "পাগলেই চঞ্চলতা করে। তুমি আমাকে পাগল মনে করিয়া চঞ্চল বল। তুমি আপনার মত সকলকে দেখ।"

কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ "বিষ্ণু বিষ্ণু" বোলে।
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে॥
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি ভাবহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু শুনিয়া হাসিলেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সে দিবস জননীর নিকট বসিয়া রন্ধনের কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রাণের ভাই নিত্যানন্দকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, একত্রে বসিয়া দুই ভা'য়ে প্রসাদ পাইবেন, ইহাতে প্রভুর মনে বড় আনন্দ। তাই রন্ধন-গৃহে জননীর নিকট বসিয়া আসেন। শ্রীমতী সেই গৃহাভ্যন্তরেই ঘুরিতেছেন, নানা কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীপ্রভুর নয়নদ্বয় অলক্ষিত ভাবে প্রিয়াজির বদনমণ্ডলে পতিত হইতেছে, শ্রীমতীর নয়নদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ-কমলে পতিত রহিয়াছে। কখনও বা চারি চক্ষে মিলন হইতেছে। সে মিলন বড়ই মধুময়, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তবুও তাতেই উভয়ের প্রীতি বর্দ্ধন হইতেছে। শচীদেবী মনের আনন্দে রন্ধন করিতেছেন।

যথাসময়ে নিত্যানন্দ নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর গৃহে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। প্রভুর ভৃত্য ঈশান নিত্যানন্দের শ্রীপাদ ধৌত করিয়া দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া ভোজনে বসাইলেন। শচীদেবী দেখিতেছেন :—

কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এই মত দুই প্রভু করয়ে ভোজন॥ চৈঃ ভাঃ।

শচীদেবী পরিবেশন করিতেছেন, আর দেখিতেছেন দুইজনের অন্ন ত্রিভাগ হইল, আর একটী পঞ্চবর্ষবয়স্ক শিশু,—অতি সুন্দর দিগম্বর— যেন প্রত্যক্ষ আসিয়াছেন, আর দুইজনে—নিমাই নিতাই—হাসিতেছেন। যথা :—

আই পরিবেশন করে পরম সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা, দুইজন হাসে॥
আর বার আসি আই দুইজন দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু যেন পরতেখে॥ চৈঃ ভাঃ।

শচীদেবী দুইজনকে কিরূপ দেখিতেছেন?

কৃষ্ণ শুক্ল বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ, দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শ্রীহল মুষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর কুণ্ডল॥ চৈঃ ভাঃ।

শচীদেবী আরও কি দেখিতেছেন?

আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পারে॥ চৈঃ ভাঃ।

শচীদেবীর পরম সৌভাগ্য। শ্রীশ্রীনারায়ণের বক্ষে বিরাজিতা শ্রীলক্ষ্মী দেবীর দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল? লোকে বলে নিমাই ভগবান্। শচীদেবী তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীস্বরূপিণী তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ভাগ্যের কথা মনে করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হইলেন। দরদরিত নয়ন ধারায় শচীদেবীর বক্ষ ভাসিয়া গেল, পরিধানবস্ত্র ভিজিয়া গেল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া তিনি অঝোর নয়নে রোদন করিতেছেন। সমুদয় গৃহ অন্নময় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন শশব্যস্তে ভোজন হইতে উঠিয়া আচমন করিয়া জননীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

আথে ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু তখন জননীর গাত্রে শ্রীহস্ত বুলাইয়া মধুর বচনে কহিতেছেন—

উঠ উঠ মাতা তুমি স্থির কর চিত।
কেন বা পড়িলে পৃথিবীতে আচম্বিত॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শে শচীদেবীর বাহ্যজ্ঞান হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি কেশ বান্ধিলেন, বসন সৌষ্ঠব করিয়া লইলেন। কিন্তু মুখে কোন কথা নাই, কেবল কান্দিতেছেন, সর্ব্ব অঙ্গ তখনও কাঁপিতেছে, সর্ব্ব শরীর প্রেমে পুলকিত। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন।

বাহ্য পাই আই, আথে ব্যথে কেশ বান্ধে।
না বোলয়ে আই কিছু, গৃহ মধ্যে কান্দে॥
মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কম্প সর্ব্ব গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হইলা, কিছু নাহি ভায়॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান সকল গৃহ পরিষ্কার করিলেন। নিত্যানন্দ গৃহ অন্নময় করিয়াছিলেন। প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। ঈশানের ভাগ্য দেবতার বাঞ্ছনীয়। প্রভু ও প্রভুর গণের সেবাই তাঁহার ভজন ও সাধন। শচীদেবীকে তিনি অনেক দিন হইতে সেবা করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, প্রভু তাঁহাকে বড় ভাল

বাসেন এবং সম্মান করেন। চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে ঈশানের মত মহা ভাগ্যবান্ আর কে আছে ?

ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষে সকল তাহার॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহা ভাগ্যবান্॥ চৈঃ ভাঃ।

এ সকল ঘটনা, শ্রীশ্রীগৌর-ভগবানের ঐশ্বর্য্য বিকাশ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দেখিতে পাইলেন কিনা তাহা গ্রন্থে নাই। কিন্তু প্রভুর মর্ম্মী ভৃত্য ঈশান সকল দেখিতে পাইলেন তাহা গ্রন্থে আছে।

এই মত অনেক কৌতুক প্রতি দিনে।
মর্ম্ম ভৃত্য বই ইহা কেহো নাহি জানে॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমতী সে সময়ে সেই গৃহে উপস্থিত। অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রভুদ্বয়েব ভোগ দর্শন করিতেছিলেন। এত বড একটা কাণ্ড তাঁহার চক্ষে পড়িল না। শ্রীভগবানের লীলা-রহস্য বুঝা ভার। বুঝান তদপেক্ষাও কঠিন। বোধ হয় শ্রীমতীকে ঐশ্বর্য্য-ভাব তখনও দেখাইবার সময় হয় নাই। কারণ তিনি বালিকা, পতি-দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতা জানেন না। এই বালিকা-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ বক্ষে ধারণ করিয়া জননীকে দেখাইলেন। কিন্তু শ্রীমতীকে তাহা জানিতে দিলেন না। ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য পাঠক-পাঠিকাগণ হৃদয়ঙ্গম করুন।

এইরূপে প্রভু মধ্যে মধ্যে জননীকে ঐশ্বর্য্য-ভাব দেখাইয়া ভুলাই-বার চেষ্টা করিতেন। শচীদেবী কিন্তু ঐশ্বর্য্যভাবে ভুলিবার পাত্রী নহেন। তিনি শ্রীনিমাইচাঁদকে নিমাই ভিন্ন অন্য কিছু জানিতেন না। এই সকল অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্যে শচীদেবীর মনে নানা প্রকার উৎকণ্ঠার উদ্রেক হইত। তিনি ইহাতে নিমাইচাঁদের অমঙ্গল সম্ভাবনা বোধে গৃহদেবতার

নিকট যাইয়া গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে নিবেদন করিতেন, "হে ঠাকুর! হে নারায়ণ! আমার নিমাইচাঁদের যেন কোনরূপ অমঙ্গল না হয়। এ সকল কি দেখি? আমার নিমাই বালক, তাহাতে আবার পাগল। তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দাসীর প্রতি সদয় হও।"

ইহাকেই বলে প্রকৃত বাৎসল্য ভাব। ইহাই বাৎসল্য রস। শচী দেবীর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি বাৎসল্য ভাবে, আর যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য ভাবে কোনও পার্থক্য বা বিভিন্নতা নাই। শ্রীভগবানের চির-ন্তনী প্রথা, তিনি তাঁহার ভক্তকে ঐশ্বর্য্যভাবে ভুলাইয়া স্নেহের বন্ধন পাশ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ভক্ত ভুলিবার পাত্র নহেন। শ্রীভগবানেব এ কৌশল তাঁহারা বুঝিতে পারেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া শ্রীভগবান্‌কে তাঁহারা নিজ জন মনে করিয়া তাঁহাকে স্নেহ ও প্রেমপাশে বদ্ধ রাখেন। শচীদেবী শ্রীনিমাইচাঁদকে নিমাই-ই দেখেন। শ্রীগৌবাঙ্গের মহাপ্রকাশ সময়ে শ্রীবাস অঙ্গনে শচীদেবীকে ভক্তগণ লইয়া গিয়াছেন। প্রভুব ইচ্ছাতে সম্মতি ছিল। তাঁহাব আদে-শেই তাঁহাব বৃদ্ধা জননীকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব দেখান হইয়াছিল। তাঁহার জননী তাঁহাব ভক্তদ্বেষী বলিয়া শ্রীশ্রীগৌবভগবান্ জননীর প্রতি কটাক্ষ করিতেও ত্রুটি কবেন নাই। তবুও কিন্তু শচীদেবী শ্রীভগবানেব ঐশ্বর্য্যে ভুলেন নাই। শ্রীভগবানে পুত্র-জ্ঞান রহিত হয় নাই। তাঁহার নিমাই-চাঁদকে শ্রীভগবান্ বলিতে তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি ভাবিতেন ইহাতে তাঁহার বাছাব অমঙ্গল হইবে। শ্রীশ্রীযশোদানন্দন ও শ্রীশ্রীশচী-নন্দন একই।

যশোদা নন্দন যেই,
শচী সুত হইল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।

শ্রীকৃষ্ণলীলার মা যশোদা, শ্রীগৌরলীলার শচীমাতা। ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম জল। চৈঃ ভাঃ।

শ্রীগৌবভগবান্ শচীমাতার গৃহে বাঁধা আছেন। শ্রীকৃষ্ণও মা যশোদার গৃহে বাঁধা ছিলেন। শ্রীভগবান্ কতবার জননীর স্নেহপাশ ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারেন নাই। জননীর স্নেহবন্ধন বাহ্যিক ছেদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে পারেন নাই। তিনি যে ভক্তের সম্পূর্ণ অধীন। একথা তিনি বারম্বার নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন।

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রভুর প্রেমোন্মাদ ও নিত্যানন্দের যুগল রূপ দর্শন

গৌর হে !

যুগল রূপে দাঁড়াও তুমি।
পরাণ ভরে দেখি হে আমি॥
প্রিয়াজিকে লইয়া বামে।
দাঁড়াও দেখি সুঠাম ঠামে॥
বাসনা চিতে নয়ন ভরি।
যুগল রূপ মাধুরী হেরি॥
রাই বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর কানু।
রূপে হার মানে, চন্দ্রভানু॥
বড় দুঃখ পাই নদীয়াধামে।
না দেখি প্রিয়াজি তোমার বামে॥
দেখাও মোরে যুগল রূপ।
ওহে গৌরচন্দ্র নদীয়া-ভূপ॥

গ্রন্থকার।

শচীদেবী পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া এইরূপে কখনও আমোদে, কখনও বিষাদে সংসার করিতেছেন। যখন শ্রীনিমাইচাঁদ জননীর নিকট বসিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে লইয়া সংসারের কথা কহেন, আমোদ-প্রমোদ করেন, তখন শচীদেবীর মনে বড় আনন্দ বোধ হয়। আর যখন প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলিয়া অঝোর নয়নে

রোদন করিতে থাকেন, জননীকে মা যশোদা বলিয়া সম্বোধন করিয়া বালকের মত কখনও হাসেন, কখনও রোদন করেন, আর বলেন "মা, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাই", তখন শচী-দেবী নিতান্ত ব্যাকুল হন, পুত্রের অবস্থা মনে করিয়া বিষাদিতা হন। এইরূপে শচীদেবীর দিন কাটিতেছে।

এক দিবস ভোজনান্তে রাত্রিতে প্রভু শয়ন-গৃহে গমন করিয়াছেন। শয্যার এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া আছেন। শ্রীমতী তাম্বুলের বাটা হস্তে করিয়া গৃহে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রাণবল্লভ অধোবদনে শয্যাব এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। চন্দ্রবদনখানি বড় মলিন, যেন গভীব বিষাদের ছায়া মাখা। করুণা-ভরা উজ্জ্বল নয়ন দুটী জলে টল টল করি-তেছে। প্রভু একটীবাব শ্রীমতীর প্রতি চাহিয়াই পুনর্ব্বার বদন অবনত কবিলেন। শ্রীমতীকে যেন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। প্রাণেব আবেগে কণ্ঠ রোধ হইযা আসিল। নযন-দ্বয়ের প্রবল বারিধাবায় প্রভুব বক্ষ ভাসিয়া গেল, শয্যা ভিজিযা গেল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিযা দেবী প্রাণবল্লভেব এই অবস্থা দেখিযা শঙ্কিতা হইলেন। নিস্পন্দভাবে কিছুক্ষণ প্রাণবল্লভের রোরুদ্যমান বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অপরূপ করুণ দৃশ্যটী বড়ই প্রাণস্পর্শী, বড়ই মাধুরীময়। যদি চিত্রকর হইতাম, শ্রীগৌববিষ্ণুপ্রিয়াব এই চিত্রটী আঁকিয়া পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহাব দিয়া কৃতার্থ হইতাম। যদি কোন ভাগ্যবান্ কৃতী চিত্রকর শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার এই সময়কার চিত্রটী অঙ্কন করিয়া বৈষ্ণব সমাজে উপহার দেন, তাহা হইলে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবেন।

শ্রীমতী, প্রভুর এই ভাব দেখিয়া ভীত ও ব্যস্ত হইয়া শাশুড়ীকে খবর দিতে চলিলেন। তিনি দৌড়িয়া শাশুড়ীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমতীর ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে। তাঁহার প্রাণবল্লভ যুবাপুরুষ, বলবান্ ;—দুর্ব্বলের মত, স্ত্রীলোকের মত, কাঁদেন কেন ? ক্রন্দনটা স্ত্রীলোকদিগেরই একচেটিয়া, শ্রীমতীর এই জ্ঞান ছিল। তবে তাঁহার প্রাণবল্লভের ক্রন্দন তিনি এই বয়সে কয়েকবার দেখিয়াছেন এবং গয়াধাম হইতে আসিয়া পর্য্যন্ত তিনি মধ্যে মধ্যে বড় কাঁদেন, একথাও শুনিয়াছেন। কিন্তু অদ্যকার ক্রন্দনেব মত বিষম ক্রন্দন, প্রাণবল্লভের এরূপ বিষম বিমর্ষভাব, তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তাই শ্রীমতীর মনে বড় ভয় হইয়াছে। স্বামীকে সান্ত্বনা করিতে শ্রীমতীর সাহসে কুলাইয়া উঠিল না। লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাই দেবী একেবারে দৌড়িয়া যাইয়া নিদ্রিতা শাশুড়ীর গৃহদ্বারের কবাটে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন "মা! মা! শীঘ্র উঠ।" শচীদেবী ত্রস্ত হইয়া অর্দ্ধ উলঙ্গিতাবস্থায় পাগলিনীব মত অতি ব্যস্ততা সহকারে শয্যা হইতে উঠিযা দ্বার খুলিয়া পুত্রবধূকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! কি হইয়াছে ? আমার নিমাই ভাল আছে ত ? তাহার ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ?" শ্রীমতী লজ্জাবনত বদনে কহিলেন "না মা! তিনি কেবল কাঁদিতেছেন। একবার এস মা! ঘরে গিয়া দেখ!" শচীদেবী দৌড়িতে দৌড়িতে চলিলেন। শ্রীমতী, শাশুডীব পশ্চাৎ চলিলেন। শচীদেবী পুত্রের গৃহে প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন নিমাইচাঁদ শয্যার এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া নীরবে অধোবদনে অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছেন। নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। জননী যে গৃহের মধ্যে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার লক্ষ্যই নাই। শচীদেবী পুত্রের নিকটে বসিলেন, নিমাইচাঁদের মস্তকে হাত দিয়া অতি কাতরস্বরে কহিলেন,—"বাপ নিমাই! কি হয়েছে ? তুমি কান্দিতেছ কেন ?"

বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ্ তোর দুঃখ কিসে ॥

মায়ের বচন শুনি না দিল উত্তর।
রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিহ্বল॥

চৈঃ ভাঃ।

জননীর কথা প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া, শচীমাতা অধিকতর ব্যগ্রতার সহিত বসনের অঞ্চল দিয়া পুত্রের বদনচন্দ্র মুছাইয়া দিয়া কোলে লইযা বসিলেন। আদর করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। শচীদেবী বুঝিলেন পুত্রটী তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। এ সময়ে তাহাব কর্ণে কৃষ্ণ-কথা ভিন্ন কোন কথাই প্রবেশ করিবে না। তাই শচীদেবী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাপ নিমাই! তুমি দুটী কৃষ্ণ-কথা কহ। তোমার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিলে আমার প্রাণ জুড়াইয়া যায়।" জননীর মুখে তাঁহার প্রাণধন কৃষ্ণের নাম শুনিয়া প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। কৃষ্ণেব নাম শুনিয়াই তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। অতি কষ্টে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া প্রভু কহিলেন "মা! আমার বোদন দেখিয়া তোমরা মনে দুঃখ করিও না। আমার মনে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই নয়নে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। আমি এতক্ষণ বড় আনন্দে ছিলাম। আমি সম্মুখে দেখিতেছিলাম :—

"কৃষ্ণবর্ণ একশিশু মুরলী বাজায়।"

আহা! আমার প্রাণ কৃষ্ণের কি অপরূপ রূপরাশি! সে ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া আমার নয়ন ধাধিঁয়া গেল, আর নয়নে বারিধারা আসিল। এই বলিয়া প্রভু যোড় হস্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ করিলেন :—

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনং।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণং॥
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-বনমালা-বিভূষিতং।
গণ্ডমণ্ডল-সংসর্গি চলৎ কাঞ্চনকুণ্ডলং॥

স্থূলমুক্তা-ফলোদার-হার-দ্যোতিতবক্ষসং।
হেমাঙ্গদ-তুলা-কোটী-কিরীটোজ্জ্বল-বিগ্রহং॥
মন্দমারুত-সংক্ষোভ-কম্পিতাম্বর-সঞ্চয়ং।
রুচিরৌষ্ঠপুটন্যস্তবংশী-মধুর-নিঃস্বনৈঃ।
লসদ্‌গোপালিকাচেতোমোহয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ॥
বল্লবী-বদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রতং।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গ-বীক্ষণৈঃ॥
বেণুবাদ্য-মহোল্লাস-কৃতহুঙ্কার-নিঃস্বনৈঃ।
সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্ গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্॥

প্রভু এইরূপে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শচীদেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন, মহানন্দে সে রাত্রি কৃষ্ণকথায় তিনজনে অতিবাহিত করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সর্ব্ব-অঙ্গে যৌবনের পূর্ণ-বিকাশ হইয়াছে। স্বামী লইয়া শ্রীমতী কেমন সুখে ঘরকন্না করিতেছেন, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ উপরের লিখিত ঘটনায় বেশ অনুভব করিতে পারিতেছেন। স্বামীর সহিত রাত্রি-বাস, শ্রীমতীর ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটিত। কারণ প্রভু নিজ গৃহে, শ্রীবাসাঙ্গনে এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে কীর্ত্তনে সমস্ত নিশি যাপন করিতেন। শ্রীমতীর সহিত প্রভুর রাত্রিযোগে কদাচিৎ সাক্ষাৎ হইত। যদি কখনও হইত, সমস্ত রাত্রি এইরূপ কৃষ্ণকথায় কাটিয়া যাইত। প্রভু কখনও কখনও দিবাভাগে গৃহে শয়ন করিতেন। সেই সময়ে শচীদেবী পুত্র-বধূকে উত্তম করিয়া সাজাইয়া, পানের বাটা হস্তে দিয়া, পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এই সময়ে জননীর সন্তোষের নিমিত্ত প্রভু প্রিয়াজির সহিত একত্র বসিয়া কখন কখনও রসালাপ করিতেন। একদিন অপরাহ্নে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া এইরূপে যুগলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ

বাল্যভাবে বিভোর হইয়া উলঙ্গাবস্থায় প্রভু ও দেবীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন—

একদিন নিজ গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরমসুন্দর॥
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দ না জানায় রাত্রি-দিশে॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥
হেন কালে নিত্যানন্দ আনন্দে বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল॥
বাল্যভাবে দিগম্বর হৈলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ চৈঃ ভাঃ।

নিত্যানন্দ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-রূপ দর্শনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার পরিধানের বসন খসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি উলঙ্গ হইয়া সমস্ত আঙ্গিনায় প্রেমোল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী লজ্জায় অবনতমস্তকে গৃহাভ্যন্তরে লুকাইলেন। প্রভু দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রেমোন্মত্ত, প্রেমানন্দে বিহ্বল। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং উঠিয়া যাইয়া নিজের চাদর নিত্যানন্দকে পরাইয়া দিলেন।

আপনে উঠিয়া প্রভু পরান বসন।
বাহ্য নাহি, হাসে পদ্মাবতীর নন্দন॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর সহিত নিত্যানন্দের তাৎকালিক কথোপকথন বড়ই কৌতুক-

প্রদ। ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ মধুময় ভাষায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

প্রভু বোলে—"নিত্যানন্দ কেনে দিগম্বর"।
নিত্যানন্দ "হয় হয়" করয়ে উত্তর ॥
প্রভু বোলে—'নিত্যানন্দ! পরহ বসন"।
নিত্যানন্দ বোলে—"আজি আমার গমন" ॥
প্রভু বোলে—"নিত্যানন্দ! ইহা কেনে করি"।
নিত্যানন্দ বোলে—"আর খাইতে না পারি" ॥
প্রভু বোলে—"এক এড়ি কহ কেনে আর"।
নিত্যানন্দ বোলে—"আমি গেনু দশবার" ॥
ক্রুদ্ধ হই বোলে প্রভু—"মোর দোষ নাই"।
নিত্যানন্দ বোলে—"প্রভু! এথা নাহি আই" ॥
প্রভু কহে—"কৃপা করি পরহ বসন"।
নিত্যানন্দ বোলে—"আমি করিব ভোজন" ॥

চৈঃ ভাঃ।

নিত্যানন্দ ভাবে বিভোর, প্রেমে উন্মত্ত হইয়া মধুর নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত আঙ্গিনায় বেড়াইতেছেন। এক শুনিতেছেন, আর উত্তর দিতেছেন।

চৈতন্যের ভাবে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
এক শুনে আর কহে হাসিয়া বেড়ায় ॥ চৈঃ ভাঃ।

নিত্যানন্দের চরিত্র দেখিয়া শচীদেবী হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি নিত্যানন্দকে বড় ভালবাসেন। নিত্যানন্দকে দেখিলেই তাঁহার বিশ্বরূপকে মনে পড়িত। তিনি নিত্যানন্দের শরীরে বিশ্বরূপের আবির্ভাব দেখিতেন।

নিত্যানন্দের চরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে ॥ চৈঃ ভাঃ।

নিত্যানন্দ যখন বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নিজ বসন পরিধান করিলেন, তখন শচীদেবী গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া নিত্যানন্দকে আদর করিয়া পাঁচটী উত্তম সন্দেশ খাইতে দিলেন।

বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥ চৈঃ ভাঃ।

আর নিত্যানন্দ কি করিলেন? একটি খাইয়া চারিটি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। শচীদেবী দুঃখে হায় হায় করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দকে বলিলেন "বাপ নিতাই! কেন বাছা! সন্দেশগুলি অনর্থক নষ্ট করিলে? আমার ঘরে আর ত নাই যে তোমাকে খাইতে দিব।" নিত্যানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন "একত্রে আমাকে দিলে কেন? আমাকে আবার সন্দেশ দাও।" শচীদেবী কিছু বিষণ্ন মনে গৃহে চাহিয়া দেখেন যে সেই চারিটী সন্দেশ ঘরে যে স্থানে ছিল অবিকল সেই স্থানেই রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার মনে বড় বিস্ময় বোধ হইল। তিনি পুনর্ব্বার সেই সন্দেশগুলি নিত্যানন্দের হাতে দিয়া কহিলেন, "বাপু! এ সন্দেশ ঘরেব ভিতর কোথা হইতে আসিল? তুমিত উহা বাহিরে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছিলে। আমার ঘরে ত আর সন্দেশ ছিল না।" নিত্যানন্দ পরম-পরিতোষের সহিত শচীদেবী-দত্ত সন্দেশগুলি ভোজন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "যাহা আমি ছড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম, তোমার দুঃখ দেখিয়া, তাহাই আমি কুড়াইয়া আনিয়া তোমার গৃহে রাখিয়াছিলাম। কারণ তোমার গৃহে আর সন্দেশ ছিল না।" নিত্যানন্দের মহিমা বুঝিতে পারিয়া—

আই বোলে—"নিত্যানন্দ কেন মোরে ভাঁড়।
জানিলুঁ ঈশ্বর তুমি মোরে মায়া ছাড় ॥" চৈঃ ভাঃ।

নিত্যানন্দ শচীদেবীর মুখে এই কথা শুনিয়া বালকের মত আইয়ের চরণ ধরিতে যাইলেন, আর শচীদেবী দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন।

বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন ॥ চৈঃ ভাঃ।

নিত্যানন্দ ছাড়িবার পাত্র নহেন। শচীদেবীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতেছেন। সমস্ত আঙ্গিনা দৌড়িয়া শচীদেবী নিত্যানন্দের ভয়ে যখন গৃহে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন নিত্যানন্দ ফিরিলেন। প্রভু আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া সকলি দেখিলেন, দেখিয়া হাসিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও অন্তরালে দাঁড়াইয়া নিত্যানন্দের সকল কার্য্যই দেখিলেন। দেখিয়া শ্রীমতী বদনে বসনাঞ্চল প্রদান করিয়া হাসিলেন। নিত্যানন্দের চরিত্র অদ্ভুত ও অগাধ! সামান্য লোকের বুঝিবার সাধ্য কি? নিত্যানন্দের চরিত্রের যিনি নিন্দা করেন, তাঁহার মুখ দর্শন করিতে নাই, তাঁহার মত পাপী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহাকে দেখি করে পলায়ন ॥ চৈঃ ভাঃ।

তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥

প্রভু স্বয়ং একদিন রাঘব পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন :—

এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সেই করি আমি এই বলিল তোমারে ॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে।
অকপট এই আমি কহিল তোমারে ॥

যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥
মহা যোগেশ্বরে যেহো পাইতে দুর্লভ।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইবা সুলভ ॥

প্রভু আর একদিন ভক্তগণকে সম্বোধন করিযা বলিয়াছেন :—

প্রভু বলে শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ ॥
করিলে ইঁহার পাদোদক রসপান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয় ইথে নাহি আন ॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-রূপ দর্শন করিযা নিত্যানন্দের প্রেমোন্মাদ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন। তাৎকালিক তাঁহার ভাবটী মহাজনগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

"মত্ত সিংহ সম ঘন ঘন গরজন,
চঞ্চল পদনখ-শশিযা।
কটি তটে অরুণ বরণ বর অম্বর,
খেনে খেনে উড়ত পড়ত খসি খসিয়া ॥

নিত্যানন্দকে লইয়া কিছুক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিয়া তাঁহার সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। শচীদেবী ও শ্রীমতী নিজ নিজ গৃহকার্য্যে মন দিলেন। সেদিনকার ঘটনাতে শচীদেবীর মনে নিত্যানন্দ-মহিমা দৃঢ়াঙ্কিত হইল। সময়ে সময়ে পুত্রের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইতেন এবং ভাবিতেন "নিমাই কি মানুষ ?" এক্ষণে আবার নিতাইয়ের কার্য্য-কলাপ দেখিয়াও শচীদেবীর মনে ঠিক সেই সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি নিতাইকে ও নিমাইকে ভিন্ন দেখিতেন না। নিমাইচাঁদ নিজেই সে কথা জননীকে একদিন বলিয়া দিয়াছিলেন।

"যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই।"

নিত্যানন্দও শচীদেবীকে জননীর মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও বলিতেন :—

"তোর পুত্র বটে মুঞি জানিহ সর্ব্বথা।"

শচীদেবী এই প্রকারে দুইটী পুত্র লইয়া মধ্যে মধ্যে আনন্দ করেন। তিনি নিত্যানন্দকে দেখিলে বিশ্বরূপের শোক ভুলিয়া যাইতেন। শচীদেবী দেখিতেন, নিত্যানন্দ নিকটে থাকিলে নিমাইচাঁদ বড় আনন্দে থাকেন, হাস্যকৌতুক করেন। ইহা দেখিয়া শচীদেবীর মনে বড় সুখ হয়। এই জন্য নিত্যানন্দকে তিনি প্রত্যহ তাঁহার গৃহে আসিতে কহিতেন। নিত্যানন্দ শচীদেবীর আদেশ পালন করিতে ত্রুটি করিতেন না। এইরূপে নিমাই ও নিতাইকে লইয়া শচীদেবী এত দুঃখের মধ্যেও সময়ে সময়ে আনন্দ পাইতেন।

এই মতে স্নেহ রসে সভে গর গর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর ॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিত্যানন্দকে দেখিলেই গৃহে লুকাইতেন। নিত্যানন্দের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া শ্রীমতী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে যুগলে দেখিতে নিত্যানন্দের বড় সাধ ছিল। সে সাধ আজ পূর্ণ হইল। তাই তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ সদানন্দ। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলরূপ দর্শনে আজ পূর্ণানন্দ হইলেন। তাঁহার আজ আনন্দের অবধি নাই। তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে নদীয়ার পথে প্রভুর সহিত বাহির হইলেন। নদীয়া শুদ্ধ লোক মহাসংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছে। সকলেই প্রেমে উন্মত্ত। দুই বাহু তুলিয়া দুই ভাই সকলের মধ্যে মধুর নৃত্য করিতেছেন, শ্রীশ্রীগৌরহরির মুখে মধুর হরিনাম ধ্বনিতে সকলের

প্রাণ মাতাইয়া দিতেছে। দুই হস্তে করিয়া দুই ভাই নদীয়ার পথে জনে জনে প্রেম বিলাইতেছেন। কি মধুর কণ্ঠস্বর! কি সুন্দর মনোমোহন নৃত্যভঙ্গী! কি ভুবন-ভুলান রূপরাশি! লক্ষ লক্ষ নর-নারী উন্মত্ত হইয়া দর্শন করিতেছে। অধম গ্রন্থকার রচিত, এই মহাসংকীর্ত্তনে শ্রীগৌর-নিতাই নৃত্য বিষয়ক একটী পদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

দু'বাহু তুলে, তালে তালে, ঐ নেচে চলে, গোরা রায়।
গৌর হরি, বল্‌চে হরি, বদন ভরি, কি শোভা হায়॥
ডাকৃচে সবে, মধুর রবে, নাম কে লবে, আয় রে আয়।
নদের পথে, নিতাই সাথে, হাতে হাতে, প্রেম বিলায়॥
গলায় মালা শচীর বালা, নাচিছে ভালা, নিতাই সনে।
সঙ্গে যত, পারিষদ, উন্মমত, নামের গানে॥
নিমাই নাচে, নিতাই যাচে, সবার কাছে, প্রেমরতন।
প্রেম-ভিখারী, গৌরহরি, কোলে ধরি, চুম্বে বদন॥
ধুলি-ভূষণ রাঙ্গা চরণ, দুটি নয়ন, করুণা ভরা।
বদনচন্দ্র, নয়নানন্দ, প্রেম-কন্দ, নয়নে ধারা॥
ভাসিছে বক্ষ, নাহিক লক্ষ্য, সাধন মুখ্য, সেরূপ হেরে।
রসের সিন্ধু, ধরম বিন্দু, বদন-ইন্দু, রয়েছে ঘিরে॥
নিত্যানন্দ, গৌরচন্দ্র, মন্দ মন্দ, নাচেন সুখে।
শিথিল অঙ্গ, বাজে মৃদঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ, সবার মুখে॥
বাল বৃদ্ধ, যুবতী-বৃন্দ, প্রেম মুগ্ধ, নৃত্য হেরি।
সবাই বলে, শচীর ছেলে, কি খেলা খেলে, বুঝিতে নারি॥
নদীয়া রাজে, ধুলির সাজে, হৃদয়-মাঝে, সবাই পূজে।
যতেক সতী, ছাড়িয়া পতি, নদীয়া-পতি, হরিষে ভজে॥

ভজন শুধু, গৌর বিধু, পরাণ-বঁধু, নদের চাঁদ।
সে রূপ হেরে, যাইতে নারে, গৃহে ফিরে, বিষম ফাঁদ॥
দু'ভাই মিলে, সকল ভুলে, কি খেলা খেলে, চমৎকার।
প্রেমোন্মত্ত, গৌর-নৃত্য, পরম-তত্ত্ব, বুঝান ভার॥
সবাই দেখে, মনের সুখে, এ দাস দুঃখে, ম'রে যে গেল।
কবে ফেরে, আঁধার ঘরে, নয়ন-নীরে, ভাসে কেবল॥

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীমতীর-মানভঞ্জন

"যাও গৌর। তুয়া সনে কিসের পীরিতি।"

বৃন্দাবন দাস।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি শ্রীনিমাইচাঁদ কখনও কখনও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কীর্ত্তন করিতেন। মাসের মধ্যে তিনি অর্দ্ধেক দিনের বেশী গৃহে আসিতেন না। রাত্রিই ভজনের প্রকৃত সময়। তাহা তিনি বৃথা অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন না। প্রভু নিজ মুখে তাঁহার ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন—

প্রভু বোলে—ভাই সব শুন মন্ত্র-সার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সবাকার॥
আজি হতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন মঙ্গল॥
সংকীর্ত্তন করিয়া সকল-গণ-সনে।
ভক্তি-স্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরার্থে সে তোমার সভার ধন-প্রাণ॥ চৈঃ ভাঃ।

যে দিন নিজগৃহে সংকীর্ত্তন হইত, সেই দিন প্রভু গৃহে শয়ন করিতেন। শ্রীনিমাইচাঁদ যে রাত্রিতে আপন গৃহে শয়ন করেন না, ইহাতে

শচীদেবীর বড় দুঃখ। শ্রীমতীও দুঃখিতা। কিন্তু কি করিবেন? পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া শচীদেবী তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না। এক দিন ভোজনকালে শচীদেবী পুত্রকে বলিলেন, "বাপ নিমাই! তুমি আমার গৃহেই কীর্ত্তন করিও। আমি দেখিব, বৌমাও দেখিবেন।" শ্রীগৌরাঙ্গ জননীর কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। সে হাসির মর্ম্ম রসজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিয়া লউন। শ্রীমতী এ সম্বন্ধে প্রাণ-বল্লভকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। মনে মনে বড়ই দুঃখ পাইতেন। শ্রীমতী এক্ষণে বালিকা নহেন। যৌবনোদ্গমে তাঁহার অপরূপ-রূপ-রাশি সর্ব্ব-অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। * স্বামী-সঙ্গ-সুখ-লালসা মনে উদয় হইয়াছে। এক

* শ্রীল শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত কাব্যের পয়ার ছন্দে অনুবাদক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিত শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর এই সময়ের রূপ বর্ণনাটী অতীব মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। গৌরভক্তবৃন্দের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত দেবীর এই অপরূপ রূপ-চিত্রটী এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

কনক দামিনী জিনি অঙ্গের বরণ।
কত কোটি চাঁদ শোভা সুচারু বদন॥
বেণী ভুজঙ্গিনী শোভে নিতম্ব উপরে।
গ্রন্থিত কনক ঝাঁপ বকুলের হারে॥
কুটিল কুণ্ডল যেন ভ্রমরের পাঁতি।
দুই গণ্ড ঝলমল মুকুরের ভাঁতি॥
কর্ণে সাজে মণিময় কর্ণিকা ভূষণ।
নিম্নে দোলে ক্ষুদ্র ঝাঁপা মুকুতা খিচন॥
কর্ণভূষা ভার ভয়ে সুবর্ণ শিকলে।
শলাকা সহিতে বদ্ধ করি শ্রুতিমূলে॥
স্বর্ণসূত্রে সূক্ষ্ম মুক্তা করিয়া রচন।
পদ্মরাগ মণি মাঝে সিঁথার বন্ধন॥

দণ্ড প্রাণ-বল্লভকে না দেখিলে থাকিতে পারে না। তাঁহার প্রাণ-বল্লভ রসিক-শেখর নটবর বেশে হাসিতে হাসিতে যখন তাঁহাকে সোহাগ আদর করিতেন, তাঁহার সহিত একত্রে বসিয়া কৌতুক রঙ্গে মন হরণ করিতেন, তখন স্বামীসোহাগিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর হৃদয় প্রাণ-বল্লভের আদর ও সোহাগে একেবারে গলিয়া যাইত। শ্রীমতী ভাবিতেন তাঁহার প্রতি প্রভুর বড় দয়া, বড় অনুগ্রহ, বড় প্রীতি ও ভালবাসা। তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করিরা প্রভু যে শ্রীমতীর সহিত দু'দণ্ড রসালাপ করিবেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সে আশা করিতেন না। কিন্তু স্ত্রীলোকের মন, তাহাতে যুবতীভাবাক্রান্ত, মধ্যে মধ্যে এ সকল কথা মনে করিয়া শ্রীমতী বড় দুঃখ পাইতেন। কখনও কখনও প্রাণ-বল্লভের প্রতি

কপালে সিন্দুর বিন্দু প্রভাতে অরুণ।
কস্তুরী চিত্রিত তার পাশে সুশোভন॥
মৃগমদ বিন্দু শোভে চিবুক উপরে।
সুরঙ্গ অধরে মৃদু হাস মনোহরে॥
চকিত চাহনি যেন চঞ্চল খঞ্জন।
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি কাঁপয়ে মদন॥
তিল ফুল জিনি নাসা গজমুক্তা দোলে।
গলে চন্দ্রহার তহি মালতীর মালে॥
ছোট বড় ক্রম করি সুবর্ণের হারে।
কণ্ঠদেশে শোভা করিয়াছে থরে থরে॥
কুচযুগ শোভা স্বর্ণ-কলস জিনিয়া।
কনক চম্পক কলি উপরে বেড়িয়া॥
চন্দনের পত্রাবলী তাহাতে লিখন।
গজমতি হারে মণি চতুষ্কি শোভন॥
সুবর্ণ মৃণাল-ভুজযুগের বলন।
শঙ্খমণি কঙ্কনাদি তাহে বিভূষণ॥

অভিমান করিয়া সমস্ত রাত্রি শয্যার উপরে বসিয়া কাটাইতেন। গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিতেন। মনে মনে ভাবিতেন প্রাণ-বল্লভ আসিয়া ডাকিলেও খুলিয়া দিব না। যদিই বা দ্বার খুলিয়া দিই, গৃহের ভিতরে আসিতে দিব না। যদিই বা গৃহের ভিতর আসিতে দিই, শয্যায় স্থান দিব না। যদিই বা শয্যার এক প্রান্তে স্থান দিই, তাঁহার সহিত কথা কহিব না। যদিই বা কথা কহি, কদাচ অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিব না। এইরূপ নানা-প্রকার চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমতীর রাত্রিতে নিদ্রা হইত না, শয্যা কণ্টক বোধ হইত। একবার উঠিতেন, একবার বসিতেন, আর প্রাণ-বল্লভের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। এইরূপে রাত্রি শেষ হইয়া যাইত। কোন কোন দিন বিরক্ত হইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে শ্রীমতী শাশুড়ীর গৃহে যাইয়া শয়ন করিতেন। শচীদেবী কোন দিন জানিতে পারিতেন, কোন দিন পারিতেন না। কারণ শ্রীমতী অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রভুর আগমন

বাজুবন্ধ বলিয়া বন্ধন ভুজমূলে।
তহি বদ্ধ পট্ট আদি স্বর্ণ ঝাঁপা দোলে॥
বাঙ্গা করতলাঙ্গুলি মুদ্রিকা মণ্ডিত।
তর্জ্জনীতে শোভে হেম মুকুরে জড়িত॥
পরিধান শোভে দিব্য পট্ট মেঘাম্বরে।
অঞ্চল নির্ম্মাণ মণি মুকুতা ঝালরে॥
গুরুয়া নিতম্ব আর ক্ষীণ মধ্যদেশে।
কিঙ্কিনী রসনামণি তাহাতে বিলাসে॥
রাতুল চরণ যুগ যাবক মণ্ডিত।
বঙ্করাজ রতন নূপুর বিভূষিত॥
মধুর গমন গতি হংসরাজ জিনি।
চটক গুঞ্জয়ে যেন নূপুরের ধ্বনি॥
নবনীত জিনিয়া কোমল তনুখানি।
হাস পরিহাসে রত দিবস রজনী॥

প্রতীক্ষা করিয়া, তাঁহার দর্শন না পাইয়া তবে শাশুড়ীর গৃহে আসিতেন। তখন শচীদেবী ঘোর নিদ্রাভিভূতা থাকিতেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া বধূকে নিজশয্যায় শয়ান দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন নিমাইচাঁদ কাল গৃহে আসেন নাই। নিদ্রিতা পুত্রবধূকে দেখিয়া শচীদেবী কপালে করাঘাত করিয়া বলিতেন "হা অদৃষ্ট! সোণার পুতলী বউমার দুঃখ আর সহ্য করিতে পারি না। হা বিধাতা! এ অভাগিনীর অদৃষ্টে এত দুঃখও লিখিয়াছ?" শ্রীমতী নিদ্রিতা। শাশুড়ীর এ সকল কথা তিনি কিছুই শুনিতে পাইতেন না।

কীর্ত্তনে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া যখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাতঃকালে গৃহে ফিরিতেন, শ্রীমতী দেখিতেন, প্রাণ-বল্লভের আঁখিদ্বয় রাত্রি জাগরণে রক্ত-বর্ণ, শরীর অলস, বদন মলিন। ইহা দেখিয়া শ্রীমতীর মনে নানা ভাবের উদয় হইত। এই সময়কার শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উক্তি ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের রচিত বিরল প্রচারিত একটী অতি সুন্দর রসময় গীতি এস্থলে রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদিগকে প্রেম-উপহার প্রদত্ত হইল। শ্রীমতী যুবতী, স্বভাব-সুলভ চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া অভিমান-ভরে প্রাণ-বল্লভকে কহিতেছেন :—

ধান-শ্রী।

অলসে অরুণ আঁখি, কহ পঁহু কিনা দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
(তোমার) বদন-সরসি রুহ মলিন যে হইয়াছে,
রজনী করিয়া জাগরণে॥
যাও গৌর! তুয়া সনে কিসের পিরীতি। ধ্রু॥
'এমন সোণার দেহ, পরশ করিল কেহ,
না জানি সে কোন রসবতী॥

নদীয়া নাগরী সনে, রসিক হয়েছ ওহে,
এবে, কি হে পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে গিয়া, মার্জ্জনা করগে হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে ॥

প্রভু প্রিয়াজির সপ্রেম ভৎর্সনা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন— "প্রাণাধিকে! রাগ করিয়া কটু কথা কেন বলিতেছ? আমি হরিনাম সংকীর্ত্তনে নিশি জাগরণ করিয়া অমৃত-সাগরে ভাসিতেছিলাম।"—

গৌরাঙ্গ করুণভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি,
কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি, অমিয় সাগরে ভাসি,
গুণ-গায় বৃন্দাবন দাস ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনামে শ্রীমতীর মান-ভঞ্জন করিলেন। প্রভুর সম্বল হরিনাম। সকল কার্য্যেই প্রভু হরিনামের সাহায্য লইয়াছেন। প্রিয়াজি অভিমান করিয়া কটুভাষ কহিতেছেন, প্রভু হরিনাম দিয়া তাঁহার অভিমান দূর করিলেন, তাঁহার মানভঞ্জন করিলেন। শ্রীমতীর অভিমানের যথেষ্ট কারণ আছে। এ সময়ে সাধারণ পুরুষে রসালাপে ও প্রিয় সম্ভাষণে প্রিয়ার মান-ভঞ্জন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু ভক্তি-রসের অবতারণা করিয়া প্রিয়ার মনে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস উঠাইলেন। শ্রীমতীর অভিমান ও ক্রোধের শান্তি হইল। তাঁহার আর কোন কথা কহিবার ক্ষমতা রহিল না। "হরিনামে জাগি নিশি, অমিয় সাগরে ভাসি" বলিয়া প্রভু যখন মৃদু-মন্দ হাসিতে হাসিতে প্রিয়াজিকে রাত্রি জাগরণের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন, তখন দেবীর অভিমান একেবারে দূর হইয়া গেল। প্রাণ-বল্লভের কাতর ও মলিন বদন-চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইলেন। প্রভুও প্রিয়াজির ভৎর্সনা বেদস্তুতি মনে করিয়া

তাঁহাকে লইয়া রঙ্গ-রসে মগ্ন হইলেন। ভক্তের ক্রোধ, ভক্তের তিরস্কার ভক্তের ভর্ৎসনা শ্রীভগবান্ বড় ভালবাসেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন :—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।*
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমতীর মানভঞ্জন হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া প্রিয়াজিকে কহিলেন "আজি চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে কৃষ্ণযাত্রা হইবে। তুমি শুনিতে যাইবে। আমরা সকলে মিলিয়া যাত্রা করিব; তখন তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না।" শ্রীমতী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমাকে আবার চিনিতে পারিব না? তুমি যে দীর্ঘাকাব পুরুষ! শত সহস্র লোকের মধ্য হইতে তোমাকে চিনিয়া লওয়া যায়। তুমি কি সাজিবে?" প্রভু বলিলেন, "তাহা এখন তোমাকে বলিব না। রাত্রিতে দেখিতে পাইবে।" শ্রীমতী আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। প্রভুর শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তুমি স্ত্রীলোক সাজিলে তোমাকে উত্তম দেখাইবে। তবে তুমি বড় ঢেঙ্গা।" প্রভু ঈষৎ হাসিয়া শ্রীমতীর নিকট বিদায় লইয়া কৃষ্ণযাত্রার উদ্যোগে গৃহের বাহির হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রা। প্রভুর মোহিনীবেশে নৃত্য।

আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

প্রভু সকল ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিলেন চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে যে কৃষ্ণযাত্রা হইবে তাহাতে তিনি লক্ষ্মী সাজিয়া নৃত্য করিবেন।

"প্রকৃতি স্বরূপ নৃত্য হইবে আমার।" চৈঃ ভাঃ।

এ সংবাদে প্রভুর ভক্তবৃন্দ আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। নবদ্বীপে সেই প্রথম কৃষ্ণযাত্রা। বুদ্ধিমন্তখান্ এবং সদাশিব কবিরাজকে ডাকিয়া প্রভু আদেশ দিলেন কৃষ্ণযাত্রার সাজ-সজ্জার সকল উদ্যোগ কর। যাত্রার স্থান চন্দ্রশেখরের বাটী। তিনি প্রভুর মেসো, তাঁহার বাটী প্রভুর বাটীর নিকট। যাত্রার স্থান চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাটীতে নির্দ্দিষ্ট করিবার একটী গুহ্য রহস্য আছে। প্রভুর নিজের বাড়ী তত পরিসর নহে। অন্যান্য মর্ম্মী ভক্তদিগের বাটী প্রভুর বাটী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। প্রিয়াজি চন্দ্রশেখরের বাড়ী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে গমন করেন না। প্রভু শ্রীমতীকে নিজের মোহিনীমূর্ত্তি দেখাইবেন, মনে মনে সংকল্প করিয়াছেন। জননীকেও স অপরূপ-দৃশ্য দর্শনে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা নাই। তাই কৌশলে

চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাটীতে কৃষ্ণযাত্রার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া নিজ অভিলাষ সিদ্ধ করিলেন। যাঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহারা প্রভুর লীলা বুঝিয়া একটু হাসিলেন।

রাত্রিতে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে মহা-সমারোহে কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ হইল। শচীদেবী বধূর সহিত ভগ্নিপতির গৃহে যাত্রা দেখিতে যাইলেন। নদীয়াবাসী অনেক পুরনারী যাত্রা দেখিতে সেখানে একত্রিত হইলেন। প্রভু সাজিলেন শ্রীরাধা, গদাধর ললিতা, নিত্যানন্দ বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ ইত্যাদি। শচীদেবী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত সকলের মধ্যস্থলে বসিয়াছেন। শ্রীমতীর প্রধানা সখী কাঞ্চনা তাঁহার নিকটে বসিয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের স্ত্রী মালিনী, মুরারির স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই সেখানে আছেন। প্রভুর সকল ভক্তবৃন্দ এই কৃষ্ণ-যাত্রায় যোগ দিয়াছেন। গায়ক ও বাদকগণ আসিয়া প্রথমে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে মুকুন্দ সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন ধরিলেন। সমস্ত ভক্ত মুকুন্দের কীর্ত্তনে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহ লোকে লোকারণ্য, আনন্দ কোলাহলে চারিদিক্ পরিপূর্ণ। ঘন ঘন হরিধ্বনিতে দিগন্ত প্লাবিত হইতে লাগিল।

মহা কৃষ্ণ কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হইলা বিহ্বল॥

চৈঃ ভাঃ।

প্রথমেই হরিদাস কোতোয়ালের বেশে রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মস্তকে বৃহৎ এক পাগড়ী, হস্তে যষ্টি, বৃহৎ গুম্ফ, পরিধানে ধটী। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছেন, প্রেমে সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত, প্রেমাশ্রুনীরে বদন ভাসিতেছে। তিনি দণ্ড হস্তে সকলকে সাবধান করিয়া কহিতেছেন :—

আরে আরে ভাই সব। হও সাবধান।
নাচিবে লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥

চৈঃ ভাঃ।

হরিদাসের সাজ দেখিয়া সকলে হাসিয়া আকুল। কেহ কেহ কৌতুক করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তুমি কে? এখানে কেন?" হরিদাস উত্তর করিতেছেন "আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল। বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু এখানে আসিয়াছেন। তিনি অদ্য লক্ষ্মীভাবে নৃত্য করিয়া প্রেম-ভক্তি বিলাইবেন, সকলে সাবধানে প্রেম-ভক্তি লুণ্ঠন কর।" এই কথা বলিয়া হরিদাস দুই গোঁপে চাড়া দিয়া দণ্ডহস্তে রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নারদের বেশে শ্রীবাস পণ্ডিত রঙ্গভূমে আগমন করিলেন। তাঁহার স্কন্ধদেশে বীণা, হস্তে কুশ। সঙ্গে রামাই পণ্ডিত। তাঁহার স্কন্ধে কুশাসন, হস্তে কমণ্ডলু। নারদ রঙ্গ-ভূমের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার বেশ ভূষা ও রূপ দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। রামাই পণ্ডিত সভাস্থলে নারদকে বসিতে আসন দিলেন। নারদ কুশাসনে বসিয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আসিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি? এখানে কি মনে করিয়া আগমন?" নারদ উত্তর করিলেন "আমার নাম নারদ। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। দেখিলাম বৈকুণ্ঠ শূন্য পড়িয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ নাই, লক্ষ্মী নাই, পরিবারবর্গের কেহই নাই। বৈকুণ্ঠ শূন্য দেখিয়া এখানে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। প্রভু অদ্য লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবেন, সেই জন্য এ সভায় আমার প্রবেশ।"

বৈকুণ্ঠে গেলাম কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাম কৃষ্ণ গেল নদীয়া নগরে ॥

শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার।
গৃহিণী গৃহস্থ নাহি, নাহি পবিবার॥
না পারি রহিতে শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাম আপন ঠাকুর স্মঙরিয়া॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥ চৈঃ ভাঃ।

শচীদেবী নারদের রূপে এবং তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ইনিই কি শ্রীবাস পণ্ডিত?" মালিনী হাসিয়া উত্তর করিলেন "ইনিই পণ্ডিত।"

মালিনীরে বোলে আই—ইনিই পণ্ডিত।
মালিনী বোলয়ে—আই অই সুনিশ্চিত॥ চৈঃ ভাঃ।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে গদাধর প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব বেশে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। ললিতা-বেশধারী গদাধরের মনমোহিনী রূপে এবং মন-মুগ্ধকারী নৃত্য-ভঙ্গীতে দর্শক-বৃন্দ আনন্দ বিহ্বল হইলেন। গদাধরের নয়ন-দ্বয়ে প্রেমধারা বহিতেছে। তাঁহার অনুচরবৃন্দ সময়োচিত সুধামাখা কৃষ্ণ সঙ্গীত গাহিতেছেন। আর গদাধর মধুর নৃত্যে সকলের মন হরণ করিতেছেন।

গদাধরের নৃত্য দেখি আছে কোন জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন॥ চৈঃ ভাঃ।

অতঃপর সকলের শেষে যখন প্রভু ভুবনমোহিনী বেশে রমা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বড়াই বুড়ির সঙ্গে রঙ্গ-স্থলে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলে উঠিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। রমণী-বৃন্দ হুলুধ্বনি দিলেন। প্রভু মোহিনী-বেশে সুন্দর সাজিয়াছেন। ঠাকুর লোচনদাস প্রভুর ভুবনমোহিনী বেশ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এখানে কহিয়ে শুন, সাবধানে সর্ব্বজন,
গোপিকা আবেশ বেশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচলি পরে শঙ্খ কঙ্কণ করে,
দুটী আঁখি বসে ডুবু ডুবু॥
পট্ট-বসন পরে, নূপুর চরণ তলে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝা খানি।
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা বা দিব কাহে,
গোপী বেশ ঠাকুর আপনি॥
আলোক অঙ্গের তেজে, বায়ু বহে মলয়জে,
তাহে নব মালতীর মালা।
সুমেরু শেখরে যেন, সুরনদী ধারা হেন,
গৌর অঙ্গে বহে দুই ধারা॥

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও প্রভুকে চিনিতে পারিতেছেন না। তবে তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন প্রভুর দীর্ঘাকার শরীর দেখিয়া চিনিয়া লইবেন। কিন্তু মনোহর বেশ-ভূষাতে ও নানা-বিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রাণবল্লভকে যেন বঙ্গ-ভূমে কিছু খর্ব্বাকৃতি বোধ হইল। শ্রীমতীর মনে সন্দেহ হইতেছে "ইনিই কি আমার প্রাণবল্লভ?" সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন না "ইনিই তিনি।" তবে শ্রীমতী ও অন্যান্য সকলে শুনিয়াছিলেন প্রভু শ্রীরাধিকা সাজিবেন। তাই বড়াই-বুড়ি-রূপী নিত্যানন্দকে সঙ্গে দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন "এই প্রভু।" নিতাই বেশ সুন্দর বড়াই-বুড়ী সাজিয়াছেন। তিনি প্রেমভরে মধ্যদেশ বঙ্ক করিয়া প্রভুর হস্ত ধরিয়া নাচিতেছেন।

আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইএর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেম-রসে ভাসে॥ চৈঃ ভাঃ।

প্রভু মন-মোহিনী মহালক্ষ্মী বেশে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে কখনও বড়াইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "চল বড়াই! বৃন্দাবনে চল।" তখনি আবার উৎকণ্ঠার সহিত আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কৃষ্ণ কি আসিতেছেন?" বড়াই-বেশধারী নিত্যানন্দের হস্ত ধরিয়া শ্রীরাধিকা-বেশধারী শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের ভঙ্গী কি! বদনে হরিনাম, নয়নে অশ্রুধারা, দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতেছেন। সেই মধুর নৃত্যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মন প্রাণ হরণ করিতেছে। অনমিষ নয়নে সকলেই প্রভুর ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিব প্রতি চাহিয়া আছেন। মুকুন্দ গদাধব প্রভৃতি অনুচরবর্গ সময়োচিত গান ধরিয়াছেন। আনন্দের কোলাহলে রঙ্গভূমি পবিপূর্ণ। এমন সময়ে নাচিতে নাচিতে নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা হইল। প্রেমাবেশে তিনি ভূমিতলে পতিত হইলেন।

হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হোই পৃথিবী উপর॥
কোথায় বা গেলা বুড়ি বডায়েব সাজ।
কৃষ্ণরসে বিহ্বল হইলা নাগরাজ॥ চৈ: ভা:।

প্রেমাবেশে নিত্যানন্দের রঙ্গভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন দেখিয়া চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণবগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এ ক্রন্দন কোন দুঃখের জন্য নহে। এ যে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদী ভক্তবৃন্দের আনন্দাশ্রু। প্রেমাশ্রুর দরদবিত ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। কেহ কাহারও গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, কেহ কাহারও চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। কেহ কান্দিতে কান্দিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। এইরূপে সকল ভক্তমণ্ডলীর হুড়াহুড়িতে রঙ্গভূমি মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এমন সময়ে প্রভু নৃত্য করিতে করিতে লক্ষ্মীর আবেশে দেবগৃহে প্রবেশ

করিয়া কি করিলেন তাহা ঠাকুর লোচনদাসের অপূর্ব্ব ভাষায় শ্রবণ করুন।

সকল বৈষ্ণব মাঝে, নাচে মহা নটবাজে,
রসের আবেশে ভাব ধরে।
এই মন কবিতে লখিমী পড়িল চিতে
সেই বেশে গেলা প্রভু ঘরে॥
ঘরে সান্তাইয়া আর্ত্তো দিব্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তো
দেখি দাণ্ডাইলা তার কাছে।
আধ নয়ানে চাহে আধ পদে চলি যায়ে,
বসনে ঢাকিল আঁখি পাছে॥

প্রভু লক্ষ্মীভাবে চতুর্ভুজ নারায়ণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রাণবল্লভের মুখ-পানে চাহিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু দেবতার আসনে বসিয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন।

দেবতা আসনে বসি, কহে লহু লহু হাসি,
দেখিবারে আইলুঁ প্রেম ভক্তি। চৈঃ মঃ।

প্রভুকে দেবাসনে বসিতে দেখিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিলেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীরূপী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে সকলে করযোড়ে ভগবতী ভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ উর্দ্ধবাহু হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে বসিয়া পুর-নারীগণ নীরবে ক্রন্দন করিতেছেন। কেহ তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইতেছে না বটে, কিন্তু সর্ব্বদর্শী প্রভু তাহা দেখিতেছেন। চন্দ্রশেখরের গৃহ আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। সকলেই প্রেমবিহ্বলচিত্তে একদৃষ্টে প্রভুর কার্য্য দেখিতেছেন।

কতক্ষণ পরে মহালক্ষ্মীরূপী প্রভু হরিদাসকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন।

হরিদাস শিশুর ন্যায় প্রভুর কোলে শয়ন করিয়া আছেন। প্রেমানন্দে নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া আছেন। সকল ভক্তবৃন্দ প্রভুকে ঘিরিয়া সেই আনন্দময়ী জগজ্জননী-রূপ দেখিতেছেন। সকলেই তখন প্রেমে আত্মহারা হইয়াছেন, সকলেই আপনাকে অতি শিশু এবং প্রভুকে গর্ভ-ধারিণী জননী মনে করিতেছেন। মাতৃভাব মনে হইতে হইতেই অমনি মাতৃস্তন-দুগ্ধের জন্য লালায়িত হইলেন। হরিদাস নিশ্চেষ্ট, কিন্তু প্রেমাবেশে শিশুভাবাপন্ন হইয়া প্রভুর বক্ষে হস্ত দিয়া মাতৃস্তন অন্বেষণ করিতেছেন। স্তন পাইয়া মহানন্দে পান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও হরি-দাসের মত শিশু-ভাবাপন্ন হইয়া জননীকে ঘিরিয়া বসিলেন। কেহ প্রভুর অঞ্চল ধরিয়া টানেন, কেহ হস্ত পদ ধরিয়া "মা কোলে নে" বলিয়া ক্রন্দন করেন, কেহ বা অন্যকে জননীর কোলে উঠিতে দেখিয়া তাহাকে দূরে টানিয়া ফেলিয়া দিতেছেন, কেহ বা প্রেমভরে জননীর মুখ চুম্বন করিতেছেন। প্রভু তখন একে একে সকলকে পরম আদর করিয়া নিজ স্তন পান করাইলেন।

মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভাবে ধরিয়া।
স্তন পান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥ চৈঃ ভাঃ।

এইরূপে প্রভু জগজ্জননী ভাবে সকল সন্তানকে তুষ্ট করিলেন। সকলের দুঃখ দূর হইল। সকলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রভুর স্তনপান করিতে লাগিলেন।

এদিকে যেখানে শচীদেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বসিয়া আছেন সেখানে এক অভিনব দৃশ্য হইল। সকলে মিলিয়া শচীদেবীর চরণে পড়িতে লাগিলেন। শচীদেবীর মহাবিপদ্ উপস্থিত হইল। তিনি মহা ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া পলায়নে উদ্যত হইলেন।

"সভেই ধরেন শচীদেবীর চরণ॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দূর হইতে ভক্তবৃন্দ সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া লজ্জায় অধোবদনে রহিলেন। শচীদেবী পরমা বৈষ্ণবী। ভক্তগণ তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতেছে, ইহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিতেছেন। কত নিষেধ করিতেছেন, কেহ কিছুতেই শুনিতেছে না। সঙ্গে যুবতী পুত্রবধূ, চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। এত ভিড়ের মধ্য দিয়া পুত্র-বধূকে লইয়া কিরূপে গৃহের বাহির হইবেন, এই চিন্তায় অস্থির হইয়াছেন। এমন সময়ে মালিনীদেবী তাঁহার সাহায্যার্থে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালিনীকে দেখিয়া শচীদেবীর সাহস হইল। মালিনী লোক সকলকে মিষ্টবাক্যে সরাইয়া দিলেন এবং শচীদেবীকে পুনরায় সেখানে বসাইলেন। শ্রীমতীও সুস্থিরা হইয়া শচীদেবী ও মালিনীর মধ্যস্থলে বসিলেন। এদিকে নিশি ভোর হইয়া আসিল। এমন সুখের নিশি ভোর হইল দেখিয়া সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলেন। দুঃখে অনেকে কান্দিতে লাগিলেন।

চমকিত হই সভে চারিদিকে চায়।
পোহাইল নিশি করি কান্দে উভরায়॥ চৈঃ ভাঃ।

শচীদেবী প্রাতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে আসিলেন। শ্রীমতী প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন। প্রাণ-বল্লভের মনমোহিনী স্ত্রীবেশ দেখিয়া শ্রীমতীর মনে বড় সুখ হইয়াছিল। একটু হিংসাও বোধ হয় হইয়াছিল। শচীদেবী প্রভুর মনমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। শ্রীমতী কিন্তু স্থিরভাবে প্রভুর নারী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর তখন মনে হইতেছিল "আমি যদি পুরুষ হইতাম, ইঁহাকে দেখাইতাম নারীর কি করিয়া আদর করিতে হয়। এক তিলার্দ্ধ কালও ইঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতাম না।"

শ্রীমতীর নিকটে তাঁহার মর্ম্মসখী কাঞ্চনা বসিয়া আছেন। উভয়ে গা টিপাটিপি করিতেছেন। সম্মুখে শাশুড়ী, পার্শ্বে মালিনী, কিছু দূরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের স্ত্রী বসিয়া আছেন। সখীর সহিত শ্রীমতীর কোন কথা হইতেছে না। কিন্তু উভয়েই ইঙ্গিতে, চাহনিতে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া মৃদু মধুর হাসিতেছেন। শ্রীমতী হাতখানি কখন কাঞ্চনার গলদেশে দিতেছেন, কখন দুই সখীর হস্ত একত্র করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে মনের ভাব প্রকাশ হইতেছে। ইহার অতিরিক্ত এস্থলে আর কিছু সম্ভব নহে। শ্রীমতী সাধারণতঃ বড় লজ্জাশীলা, তাহাতে আবার তাঁহার প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণযাত্রায় মনমোহিনী নারীবেশে নৃত্য করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার লজ্জা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে শ্রীমতী এক একবার প্রিয় সখী কাঞ্চনার প্রতি সলাজনয়নে চাহিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মনে সুখ হইতেছে, কাঞ্চনাও সুখী। উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। সে হাসি কেহ কেহ এক এক-বার দেখিতে পাইতেছে, অমনি শ্রীমতী জানিতে পারিয়া লজ্জায় চন্দ্রবদন অবনত করিতেছেন।

শ্রীমতী গৃহে আসিয়া সময়মত প্রিয়-সখী কাঞ্চনকে লইয়া গত রাত্রের বিষয় সম্বন্ধে নির্জ্জনে বসিয়া অনেক কথাই কহিলেন। সে সকল কথা কহিতে কহিতে আনন্দে উভয়ে উভয়ের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন। হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া গেল। নাড়ী যেন ছিঁড়িয়া গেল। প্রাণ খুলিয়া প্রিয়সখীর সহিত শ্রীমতী প্রাণবল্লভের কথা কহিয়া বড় আনন্দ পাইলেন।

প্রভুর সহিত শ্রীমতীর সে দিবস সাক্ষাৎ হইল না। প্রভুর সে দিন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দিবারাত্র কীর্ত্তন-রঙ্গে ভক্তবৃন্দের সহিত আনন্দোৎসব করিলেন। শ্রীমতীর সহিত প্রভুর পর দিন সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে উভয়ের

মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসির মর্ম্ম বুঝিবার ক্ষমতা কাহার আছে? তবে শ্রীমতীর হাসির মধ্যে যেন রসভার পরিপূর্ণ। সেই রস-পরিপূর্ণ মধুব হাসিব মর্ম্ম বোধ হয় এই—"তুমি কিন্তু বড নির্ল্লজ্জ।" শ্রীগৌরাঙ্গের কটাক্ষ সমন্বিত মৃদুমধুব হাসির মর্ম্ম বোধ হয় এই—"তোমাকে দেখাইলাম, তোমা অপেক্ষা আরও সুন্দবী আছে।" শ্রীমতীব মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিলেন। প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীমতীও হাসিলেন, কিন্তু উত্তর না কবিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রভুব কথায স্বামী-সোহাগিনী, অভিমানিনী, নব-যুবতীর প্রাণে যেন আঘাত লাগিযাছে। শ্রীমতী একটু গম্ভীরভাবে প্রাণবল্লভেব প্রতি আড়-নযনে চাহিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, "তুমি ভাল দেখিযা বিবাহ কব না কেন? তোমাব মাকে বলিও তিনি যেন তোমাব আব একটী বিবাহ দেন।" প্রভু ইহা শুনিয়া শ্রীমতীকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া সুখী কবিলেন। স্বামী-সোহাগে শ্রীমতী আনন্দে ডগমগ হইয়া প্রভুর চরণতলে বসিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণযাত্রাব পর সাত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখব আচার্য্যের গৃহ কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পবিপূর্ণ ছিল। যে গৃহে প্রভু লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিয়া-ছিলেন এবং জগজ্জননীরূপে ভক্তবৃন্দকে স্তন পান করাইয়াছিলেন, সে স্থানটীতে বিদ্যুতেব ন্যায় অদ্ভুত তেজ ও জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল। কেহ চক্ষু মেলিয়া সে স্থান দর্শন করিতে পারিত না।

নাচিয়া আইলা প্রভু রহিলা ছটাক।
উদয় হইল যেন চান্দ লাখে লাখ॥
অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক।
চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত॥
হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি হেন সাধ।
আঁখি মেলিবাবে নাবে তেজে করে বাধ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রভুর মনে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রার প্রবল বাসনা ও শ্রীমতীর উদ্বেগ

এ ভব সংসার আমি কেমনে তরিব।
সে নন্দ-নন্দন-পদ কোথা গেলে পাব॥

বৃন্দাবন দাস।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ ভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি মনের ভাব আব লুকাইযা রাখিতে পাবিতেছেন না। প্রভু একদিন মুবারি গুপ্তের নিকট বলিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাত্রা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ আর তিনি সহ্য কবিতে পারিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম, তাঁহাব লীলাস্থলী শ্রীধাম বৃন্দাবনের নাম করিলে তাঁহার হৃদয ব্যাকুলিত হয, মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়। শ্রীধাম বৃন্দাবনের নামে প্রভুর নয়নদ্বয দিয়া দবদরিত প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে। তিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া ফুকারিয়া ফুকারিয়া কান্দিতেছেন, আর বলিতেছেন "আহা! কবে আমি বৃন্দাবনে যাইব? কবে আমার ভাগ্যে কালিন্দী যমুনা, গোবর্দ্ধনগিরি তালবন, নিধুবন, ভাণ্ডীরবন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী সকল দর্শন লাভ ঘটিবে? আব আমি যে এখানে থাকিতে পারিতেছি না।"

নারিল নারিল এথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব শ্রীল বৃন্দাবন ভূমি॥

কতি মোর কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন।
কতি মোর বহুলা ভাণ্ডীর গোবর্দ্ধন॥
কতি গেলা আরে মোর ললিতাদি রাধা।
কতি গেলা আরে মোর এ নন্দ যশোদা॥
শ্রীদাম সুদাম মোর রহিলা কোথায়।
ধবলী সাঙলী বলি অনুরাগে ধায়॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ করি করুণা করিয়া।
ফুকরি ফুকরি কান্দে চৌদিকে হেরিয়া॥ চৈঃ মঃ।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া প্রভু এইরূপে বিলাপ করিতেছেন। "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। কিছুতেই চিত্ত সুস্থির হইতেছে না। প্রেমে উন্মত্ত হইয়া প্রভু ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। দুঃখে, খেদে প্রভু স্বীয় উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। নয়নের জলধারায় বক্ষ ভাসিয়া গেল। "হরি হরি" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। মুরারি, প্রভুর তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন।

ইহা বলি ছিণ্ডিল গলার উপবীত।
কৃষ্ণের বিরহে দুঃখ ভেল বিপরীত॥
হরি হরি বলি ডাকে ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
অশ্রুধারা গলে কিছু না কহে বিশেষ॥
পুলকে পূরিত তনু আনন্দ বদন।
দেখিয়া মুরারি কিছু বোলয়ে বচন॥ চৈঃ মঃ।

মুরারি প্রভুকে সম্বোধন করিয়া অতি বিনয় সহকারে বলিতেছেন "প্রভু! তোমার অসাধ্য জগতে কি আছে। তুমি এখানে থাকিতেও পার, এখান হইতে যাইতেও পার। কিন্তু আমার একটা কথা শুনিয়া যাও।

তুমি এখন যদি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন কর, তোমার ভক্তগণের বড ক্ষতি হইবে। কেহ কাহারও কথা শুনিবে না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া পুনর্ব্বার সংসার রৌরবে প্রবেশ করিবে। এত পরিশ্রম করিয়া তুমি যাহা করিলে, সকলই নষ্ট হইবে। একথা আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিলাম।

তুমি যদি এক্ষণে চলিবে দেশান্তর।
তবে আর বচন শুনিবে কেবা কার॥
স্বতন্ত্র করিব করি যেবা মনে লয়।
পুনঃ প্রবেশিবে সভে সংসার আশ্রয়॥
যতেক করিলে নাথ কিছুই নহিল।
নিশ্চয় করিয়া প্রভু! তোমারে কহিল॥ চৈঃ মঃ।

মুরারি গুপ্তের এই সদ্যুক্তিপূর্ণ কাতরোক্তি প্রভু নিঃশব্দে শুনিলেন। মুরারির অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না। মুরারির প্রবোধ বাক্যে প্রভুর শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার প্রস্তাব আপাততঃ কিছু দিনের নিমিত্ত স্থগিত রহিল। নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ আরও কিছুকাল মনের সাধে শ্রীগৌরাঙ্গকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইলেন। ভক্তগণ আরও কিছুদিন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গ-সুখে আনন্দে কালাতিবাহিত করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত আরও দিন কতক সংসার করিবার সুযোগ পাইলেন। শচীদেবীও পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া আরও কিছুদিন ঘরকন্না করিবার অবসর পাইলেন।

এ বোল শুনিয়া প্রভু নিশবদে রহি।
খণ্ডিবারে নারিল মুরারি যত কহি॥
তবে আর কত দিন রহিলা কৌতুকে।
নয়ন ভরিয়া দেখে নদীয়ার লোকে॥

জননীর হৃদয় নয়ন স্নিগ্ধ করি।
বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি॥ চৈঃ মঃ।

প্রভুর শ্রীধাম বৃন্দাবন গমনোদ্যোগের সংবাদটী কিন্তু সকলেই জানিতে পারিলেন, শচীদেবীও শুনিলেন। শ্রীমতীর কর্ণেও এ সংবাদ পৌঁছিল। শচীদেবী শুনিয়া আশঙ্কিতা হইলেন। শ্রীমতী বিষণ্ণা হইলেন। শচীদেবীকে দিয়া ঠাকুর লোচন দাস এই সময়ে এই দুঃখ সঙ্গীতটী গাওয়াইয়াছেন।

কি দোষে ছাড়িয়া যাইবা মায়েরে।
আরে দুঃখিনীর বাছা নিমাঞি রে॥

প্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শনে যাইবেন, তীর্থ পরিভ্রমণ করিবেন, ইহা ত কিছু বেশী নহে। বৃন্দাবনে ত অনেকেই যায়েন। তীর্থস্থান দর্শনে যাইবেন, আবার ফিরিয়া আসিবেন। ইহাতে দুঃখ কি? তবে অদর্শন-জনিত বিরহে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর হৃদয়ে শেল বিঁধিবে। বৃদ্ধা শচীদেবীর পক্ষে সেটী বড় সহজ কথা নহে। তিনি যে নিমাইচাঁদকে এক তিলার্দ্ধ কাল না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। কি করিয়া নিমাইচাঁদের দীর্ঘ বিরহ সহ্য করিবেন। এই ভাবিয়া শচীদেবী বিশেষ চিন্তিতা হইলেন। আরও তাঁহার মনে একটা মহা আশঙ্কা হইল, পাছে পুত্র বাড়ী ফিরিয়া না আসে। পুত্রের মনের ভাব যাহা দেখিতে-ছেন তাহাতে শচীদেবীর মনে এ সন্দেহটী দৃঢ়ীভূত হইল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তাৎকালিক মনের ভাবটী এইরূপ। "প্রাণবল্লভ সুদূর তীর্থ ভ্রমণে যাইতেছেন, অনেক দিন তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। পদব্রজে এতদূর যাইবেন। তাহাতে তাঁহার কতই না কষ্ট হইবে। প্রাণবল্লভকে তিনি না দেখিয়া কেমন করিয়া গৃহে থাকিবেন। সেখানকার সংবাদ তাঁহাকে কে দিবে? শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী। প্রাণবল্লভের কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। পাছে তাঁহার প্রাণবল্লভ বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যান, ফিরিয়া আর না আসেন।” এইরূপ নানাবিধ চিন্তা শ্রীমতীর মনে উঠিতে লাগিল। তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল। দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন করিতে লাগিল। লজ্জাশীলা কুলের কুলবধূ কাহার নিকটেই বা মনের কথা কহেন। দারুণ উৎকণ্ঠায় শ্রীমতী কাতরা হইয়া বসিয়া আছেন। চিত্ত বড়ই চঞ্চল। মনোবেদনা আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতেছে। নয়নদ্বয়ে অবিরল বারিধারা পতিত হইতেছে। এমন সময়ে শ্রীমতীর প্রাণসখী কাঞ্চনা তথায় আসিলেন। কাঞ্চনাকে দেখিয়া শ্রীমতীর মনোদুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। দুঃখের সময়, শোকের সময়, প্রিয়জনকে সম্মুখে দেখিলেই দুঃখ ও শোক যেন উছলিয়া উঠে। শ্রীমতীরও তাহাই হইল। কাঞ্চনা শ্রীমতীর নিকটে বসিলেন। শ্রীমতী কাঞ্চনার হৃদয় মধ্যে বদন লুকাইয়া বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কাঞ্চনা শ্রীমতীর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইবেন এ সংবাদ সকল ভক্তগণই জানিতে পারিয়াছেন। কাঞ্চনাও শুনিয়াছেন। তিনি শ্রীমতীকে নানা কথায়, নানা ছলে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীমতীর কিন্তু নীরব রোদন বন্ধ হইল না। বাসু ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষ রচিত নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন পদটীতে দেবীর তাৎকালিক মনের ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া সখিসঙ্গে কহে ধীরে ধীরে।
আজ কেন প্রাণ মোর সদাই অস্থিরে॥
স্ফুরয়ে দক্ষিণ আঁখি কেন স্ফুরে অঙ্গ।
না জানি বিধি কি করয়ে ছল রঙ্গ॥

আর যত অকুশল স্ফুরয়ে সদাই।
মরমক বেদন শত অবগাই॥
আরে সখি পাছে মোর গৌরাঙ্গ ছাড়িব।
মাধব এমন হইলে অনলে পশিব॥

অনেকক্ষণের পর শ্রীমতী প্রিয়সখী কাঞ্চনার সহিত বাক্যালাপ করিলেন। শ্রীমতী কহিলেন "সখি! আমার কপালে বিধাতা সুখ লিখেন নাই! প্রাণবল্লভের মানসিক অবস্থা তুমিত সকলি জান। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ। লোকে বলিতেছে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শনে যাইতেছেন। সেখানে যাইলে তিনি কি আর ফিরিবেন?" শ্রীমতী আর কথা কহিতে পারিলেন না। অদম্য হৃদয়াবেগ—উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। পুনরায় সখীর হৃদয়ে বদন লুকাইয়া কান্দিতে লাগিলেন। কাঞ্চনা ব্যস্ত হইলেন। কি করিবেন, কি বলিয়া সখীকে বুঝাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। হঠাৎ কাঞ্চনার মনে একটী ভাবের উদয় হইল। সে ভাবটী এই :—প্রিয়সখীর দুঃখ নিবারণের জন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে মিনতি করিয়া কিছু বলিবেন, যদি তাঁহার কথায় প্রভু কর্ণপাত করেন এবং শ্রীমতীর দুঃখের কথা শুনেন। যুবতী নদীয়া নাগরীর পক্ষে এভাবটী অসঙ্গত নহে। মহাজনগণের প্রাচীন পদাবলীতে এ ভাবটী পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে মাধব ঘোষের একটী পদে দেখিতে পাই :—

তছু দুঃখে দুঃখ এক প্রিয় সখী,
গৌর বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া চলিল ধাইয়া
যেমত বাউরি পারা॥
নদীয়া নগরে সুরধুনী তীরে
যেখানে বসিতা পঁহু।

তথাই যাইয়া গদ গদ হিয়া
কি কহয়ে লহু লহু ॥
সে সব প্রলাপ বচন শুনিতে
পাষাণ মেলাঞা যায়।
নীলাচলপুরে যৈছন গৌরে
যাইয়া দেখিতে পায় ॥
আঁখি ঝর ঝর হিয়া গর গর
কহয়ে কান্দিয়া কথা।
মাধব ঘোষের হিয়া বিয়াকুল
শুনিতে মরমে ব্যথা ॥

কাঞ্চনা শ্রীমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সখি! তুমি কান্দ কেন? স্বামী তীর্থ দর্শনে যাইতেছেন, বড় সুখের কথা। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের কত কথা তোমায় বলিবেন। তিনি ফিরিবেন না এ বৃথা আশঙ্কায় তোমার চিত্ত চঞ্চল করিও না। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। তোমাকে ছাড়িয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না। আমি আজ নিজে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একথা বলিব। তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে অন্তরায় হওয়া উচিত নহে।" প্রভুর গয়াধাম গমনকালীন কথা প্রসঙ্গে কাঞ্চনা শ্রীমতীকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী কাঞ্চনার কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। অনেকক্ষণের পর শ্রীমতীর বদনমণ্ডলে এই হাসির রেখা দেখা দিযাছে। তাঁহার প্রিয়সখী কাঞ্চনা তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত কথা কহিবেন, তাঁহার জন্য অনুরোধ উপরোধ করিবেন, এই জন্যই শ্রীমতীর হাসি। আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্রীমতী মৃদু মধুর বচনে উত্তর করিলেন "সখি! পর পুরুষের সহিত কথা কহিতে তোমার লজ্জা করিবে না?" কাঞ্চনা

হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি। তোমাব স্বামী পবম পুরুষ, পর পুরুষ নহেন।"

প্রভুর শ্রীধাম বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ শুনিয়াই শ্রীমতী এত কাতরা, এত অধীরা, এত উতলা হইয়াছেন। শচীদেবীর মনেব অবস্থা আরও শোচনীয। তাঁহার আশঙ্কা পাছে নিমাইচাঁদ বিশ্বরূপের মত সংসার ত্যাগ করিয়া যান। প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার কথা শুনিয়া অবধি শচীদেবীর মনে এই আশঙ্কাটী প্রবল হইয়াছে। এই সময়ে নবদ্বীপে কেশব ভারতী নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। মহা তেজঃসম্পন্ন সন্ন্যাসী মূর্ত্তি কেশব ভারতীকে দর্শন করিয়া প্রভুব প্রেমোন্মত্তভাব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উভযে উভযেব রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীগৌবাঙ্গ মনে মনে ভাবিতেছেন।

তোমার মত বেশ আমি কবে সে ধরিব।
কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশে দেশে যাব॥ চৈঃ মঃ।

প্রভুর সন্ন্যাসের এই সূত্রপাত। তাতেই শ্রীমতী এত কান্দিতেছেন। তাতেই শচীদেবীব মনে এত চিন্তা ও আশঙ্কা।

ঊনবিংশ অধ্যায়

নবদ্বীপে প্রভু ও কেশব ভারতী

তুমি যে জগত গুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুব যোগ্য কেহ কভু নয়॥
শ্রীচৈতন্য-ভাগবান।

নবদ্বীপে কেশব ভারতী আসিযাছেন। প্রভুর সহিত তাঁহাব বিশেষ পরিচয় হইল। প্রভুকে দেখিয়া কেশব ভাবতী মহা সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভু কেশব ভারতীর চবণ বন্দনা কবিলেন। কেশব ভারতীর সন্ন্যাস বেশ দেখিয়া প্রভুর বড়ই আনন্দ হইল। দুটী নয়ন দিযা প্রেমাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। কেশব ভারতী প্রভুর প্রতি অঙ্গ নিবীক্ষণ কবিযা স্বকার্য্য সাধনেব সফলতা বুঝিতে পারিলেন।

আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বম্ভর।
বিশ্বম্ভর দেখি তুষ্ট হৈলা ন্যাসীবব॥
উঠিয়া ঠাকুর কৈল চরণ বন্দন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে দুনয়ন॥
প্রভু অঙ্গ নিবখিয়া সেই ন্যাসী-রাজ;
মহাবুদ্ধি ন্যাসীবর বুঝিলেন কাজ॥ চৈঃ মঃ।

কেশব ভারতী প্রভুর রূপরাশি দর্শন করিয়া একেবারে মোহিত হইযা গেলেন। প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গে দিব্য জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি উম্মত্ত। কেশব ভারতী দেখিতেছেন এটী সাধারণ পুরুষ নহেন।

প্রকাশ্যে তিনি প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপু! তোমাকে দর্শন করিয়া আমি বড় আনন্দ পাইলাম। আমার মনে হইতেছে তুমি সাক্ষাৎ শুকদেব বা প্রহ্লাদ।

"কেশব ভারতী গোসাঞি কহিছে বচন।
তুমি শুক প্রহ্লাদ কি হেন লয় মন॥" চৈঃ মঃ।

কেশব ভারতীর মুখে এই কথা শুনিয়া প্রভু বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। কেশব ভারতী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পুনরায় কহিলেন :—

"তুমি দেব ভগবান্ জানিল নিশ্চয়।
সর্ব্বলোক প্রাণ ইথে নাহিক সংশয়।" চৈঃ মঃ।

প্রভু কেশব ভারতীর কথা শুনিতেছেন আর তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া অবিরল রোদন করিতেছেন। তাঁহার রোদনের নিবৃত্তি নাই। প্রভুর রোদন দেখিয়া কেশব ভারতীর ন্যায় সন্ন্যাসীর চক্ষেও জল আসিল। প্রভুকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়া নানাবিধ আশ্বাসবাক্যে তুষ্ট করিলেন। প্রভুকে প্রথমে শুকদেব ও প্রহ্লাদের সহিত তুলনা করিলেন। পরে তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিলেন। প্রথম দর্শনেই ন্যাসীবর কেশব ভারতী প্রভুকে চিনিতে পারিয়াছেন। প্রভুও তাঁহাকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। কেশব ভারতীর কথার উত্তর প্রভু এখন দিতেছেন—

"তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়।
তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥ চৈঃ মঃ।

প্রভু বড় সুন্দর উত্তরটী দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যখন ভক্তের নিকটে ধরা পড়েন, তখন এইরূপই করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের আত্মগোপন স্বভাবসিদ্ধ। তিনি অপ্রকাশ, ভক্তগণই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রভু কেশব ভারতীর ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছেন, আর বলিতেছেন—

"তোমার মত বেশ আমি কবে যে ধরিব"

কেশব ভারতীকে দর্শন করিয়া অবধি প্রভুর মনে সন্ন্যাস-গ্রহণ-বাসনার উদ্রেক হয়। প্রভুর সহিত কেশব ভারতীর প্রথম দর্শন শ্রীবাসের বাটীতে। সেই স্থানেই প্রভুর সহিত কেশব ভারতীর উপরি উক্ত কথোপকথন হইয়াছিল। সেদিন প্রভুর অনুরোধে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজগৃহে কেশব ভারতীকে ভিক্ষা করাইলেন।

"শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু করিল উত্তর।
সন্ন্যাসী লইয়া তুমি যাও নিজঘর ॥
প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর।
সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর ॥" চৈঃ মঃ।

পরদিবস প্রভু কেশব ভারতীকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন। নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার সহিত প্রভু অনেকক্ষণ ধরিয়া কৃষ্ণকথা কহিলেন। শচী দেবী সন্ন্যাসী দেখিলেই শঙ্কিতা হইতেন। অদ্য সেই সন্ন্যাসী তাঁহার নিজগৃহে। নিমাইচাঁদ আবার নির্জ্জনে সন্ন্যাসীর সহিত কি কথাবার্ত্তা বলিতেছে। বিশ্বরূপের কথা শচীদেবীর মনে পড়িতেছে, আর মনের আগুনে তিনি দগ্ধ হইতেছেন। পুত্র সন্ন্যাসীকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে, শচী দেবী কিছু বলিতে পারিতেছেন না, তাঁহার মনে একটা বিষম উৎকণ্ঠা, বিষম উদ্বেগ হইয়াছে। অতি ব্যগ্র হইয়া শচীদেবী তাঁহার ভগিনীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহিণী শচীদেবীর ভগিনী, এক পাড়ায় বাড়ী, তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; শচী দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে ভগিনীর নিকট সকল কথা বলিলেন। সন্ন্যাসী কেশব ভারতীকে নিমাইচাঁদ বড় আদর করিয়াছেন, তাঁহার সহিত তিনি নির্জ্জনে বসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, ইহাতে শচীদেবীর

মনে আশঙ্কা হইয়াছে, পাছে নিমাইচাঁদ বিশ্বরূপের মত সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। দুই ভগিনীতে বসিয়া এই সম্বন্ধে কথা অনেক আলোচনা হইল। ভগিনী শচীদেবীকে কহিলেন, "দিদি! ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই, তবে বলাও যায় না, আজ কাল নিমাইচাঁদের যেরূপ ভাবগতিক দেখিতেছি, তাহাতে ভরসা কিছু নাই। এ কথা কিন্তু দিদি! তোমার নিমাইকে খুলিয়া জিজ্ঞাসা করা উচিত। সে কখনও মিথ্যা কথা কহিবে না।" দুই ভগিনীতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে নিমাইচাঁদকে তথায় আসিতে দেখিতে পাইলেন। পুত্রের হস্ত ধরিয়া শচী দেবী আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং বলিলেন, "তোমার মাসী তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।" নিমাইচাঁদ জননী ও মাসীকে প্রণাম করিয়া অতি ভালমানুষের মত তাঁহাদিগের নিকটে বসিলেন। প্রভুর মনটী অন্যমনস্ক, কিছু গম্ভীর, কি যেন ভাবিতেছেন। শচী দেবী কহিলেন, "বাপ নিমাই! অদ্য তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, যদি যথার্থ উত্তর দাও ত জিজ্ঞাসা করি।" প্রভু উত্তর দিলেন, "মা! তোমার নিকট আমি ত কখনও কিছু গোপন করি নাই, তবে এ কথা বলিতেছ কেন?" শচীদেবীর ইহা শুনিয়া সাহস হইল। তখন তিনি পুত্রকে কহিলেন, "বাপ নিমাই! তুমি আজ ঐ সন্ন্যাসীকে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া অত কি কথা বলিতেছিলে? তোমার ভাবগতিক দেখিয়া আমি বড় ভয় পাইয়াছি। তুমিও কি আমাকে বিশ্বরূপের মত ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? বাপ! ঠিক করিয়া তুমি আমাকে তোমার মনের ভাব বল।" শ্রীগৌরাঙ্গ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, প্রভুর চন্দ্রবদনখানি অবনত, যেন কত অপরাধী। ধীরে ধীরে জননীকে বলিলেন, "মা! আমি সন্ন্যাসীর সহিত কৃষ্ণকথা কহিতেছিলাম।

তিনি একজন পরম কৃষ্ণভক্ত, তাঁহার সঙ্গলাভে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। মা! তুমি ত জান, আমি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হইয়াছি। তিনি যখন যাহা করাইবেন, আমাকে তখনই তাহা করিতে হইবে। তোমার বিনা অনুমতিতে ও অমতে আমি কোন কার্য্যই করিব না; যদি কৃষ্ণ আমাকে কোথাও যাইতে আজ্ঞা করেন, তোমার অনুমতি ভিন্ন যাইব না।"

নিমাইচাঁদের কথা শুনিয়া শচী দেবী কিছু শান্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একটা খট্‌কা লাগিয়া রহিল। নিমাইচাঁদ তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যদি কোথাও যান, তাঁহার অনুমতি লইয়া যাইবেন, তবে কি নিমাইচাঁদ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন? এই কথা শচী দেবী মনে মনে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। আর দুই চক্ষের জলধারায় বৃদ্ধার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোন! তবে কি নিমাইচাঁদও আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?" ভগিনী উত্তর করিলেন, "দিদি! তুমি ভাবিও না। নিমাই তোমার তেমন ছেলে নহে, সে বড় মাতৃভক্ত, সে তোমাকে কখনই কষ্ট দিবে না। তোমাকে না দেখিলে সে এক দণ্ডও থাকিতে পারে না, যাহাতে তাহার সংসারে মন লাগে, তুমি তাহার চেষ্টা কর, বউমাকে পিত্রালয় হইতে আনয়ন কর।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তখন কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে গিয়াছেন। কেশব ভারতীর আগমন-বৃত্তান্ত তিনি কিছুই অবগত নহেন। শ্বশুর-বাড়ী থাকিলে অবশ্যই কিছু না কিছু এ সকল কথা জানিতে পারিতেন। প্রভুর শ্রীধাম বৃন্দাবন-যাত্রার কথা শুনিয়া অবধি শ্রীমতীর মনে শান্তি নাই। পিত্রালয়ে তিনি সুখে নাই, প্রাণবল্লভের জন্য তিনি সদাই উৎকণ্ঠিতা। মনে মনে ভাবিলেন তিনি শ্বশুর-বাড়ী নিজেই যাইবেন।

বিংশ অধ্যায়

প্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্কল্প ও ভক্তবৃন্দের আর্ত্তনাদ

"তোমারে কহিলুঁ এই আপন-হৃদয়।
গার্হস্থ বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

প্রভু দৃঢ়সংকল্প করিলেন, তিনি আর সংসারে থাকিবেন না, সন্ন্যাসাশ্রম তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। কেশব ভারতীর সহিত গুপ্ত পরামর্শের ফল এই হইল।

"ঘরে যাঞা মনে মনে অনুমান করি।
দঢ়াইলা সন্ন্যাস করিব গৌরহরি॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের নিকটে প্রভু নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। এই অধ্যায়ের উপরি উক্ত পদটী নিত্যানন্দের প্রতি প্রভুর উক্তি। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দকে প্রভু গোপনে ডাকিয়া এই নিদারুণ কথা বলিলেন—

"ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিও মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে॥
যেরূপ করাহ তুমি সেই হই আমি।
এতেক বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥

ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোনক্ষণ।
তুমিত জানহ অবতারের কারণ॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলেন, তাঁহার মুখে বাক্য সরিতেছে না।

"গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ।
বাক্য নাহি স্ফুরে দেহ হইল নিস্পন্দ॥" চৈঃ ভাঃ।

কিছুক্ষণ পরে প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া অতি কাতরস্বরে নিত্যানন্দ কহিতে লাগিলেন—তুমি ইচ্ছাময়। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তোমাকে বিধি কেহ দিতে পারে না, নিষেধও কেহ করিতে পারে না। তুমি বিধি-নিষেধের অতীত, তুমি সর্ব্বলোকপাল, তুমি সর্ব্বলোকনাথ, যাহা ভাল, তাহা তোমার অবিদিত নাই। যে রূপে জগৎ উদ্ধার হইবে, তাহা তুমি উত্তম জান। তোমাহ চরিত্র স্বতন্ত্র, তুমি যাহা করিবে তাহাই নিশ্চিত হইবে। তবে আমার অনুরোধ, তোমার মনের ভাব সকল ভক্তদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তাহার পর তোমার যাহা ইচ্ছা করিও।" প্রভু নিত্যানন্দের কথায় বড় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন।

"নিত্যানন্দবাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥" চৈঃ ভাঃ।

উভয়েই প্রেমে গদগদ। উভয়েরই নয়নে প্রেমাশ্রু। নিত্যানন্দের পরামর্শমতে প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট এই সংবাদ দিতে চলিলেন।

"এই মত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলেন বৈষ্ণবসমাজে গৌরহরি॥" চৈঃ ভাঃ।

নিত্যানন্দ শচী দেবীর কথা মনে করিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। প্রভুর বিহনে আই কি করিয়া জীবনধারণ করিবেন? ইহা ভাবিতে

ভাবিতে নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। শচীদেবীর দুঃখ মনে করিয়া নিভৃতে বসিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন—

"ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কাঁদয়ে সদায়॥"   চৈঃ ভাঃ।

প্রথমে প্রভু মুকুন্দের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, "মুকুন্দ, কিছু কৃষ্ণমঙ্গল গাও"। মুকুন্দ কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে লাগিলেন, প্রভু শুনিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু ভাবসংবরণ করিয়া মুকুন্দকে কহিলেন—

"প্রভু বোলে মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি না রহিব হেথা॥
গারিহস্ত আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখাসূত্র ছাড়িয়া চলিব যে তে ভিত॥"   চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর মুখে এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কি উত্তর দিবেন, বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি প্রভুর একজন মর্ম্মী অন্তরঙ্গ ভক্ত। মুকুন্দ জানেন, প্রভু যাহা বলিবেন, তাহা নিশ্চিতই করিবেন। তাই প্রথমে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া প্রভুকে কহিলেন—

"কাকু করি বোলয়ে মুকুন্দ মহাশয়।
যদি বা প্রভু এমত সে করিবা নিশ্চয়॥
দিন কথো এইরূপে করহ কীর্ত্তনে।
তবে প্রভু করিহ হে যে তোমার মনে॥"   চৈঃ ভাঃ।

প্রভু ইহার উত্তরে মুকুন্দকে কহিলেন, "মুকুন্দ! না, তাহা হইবে না, শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নহে।" তখন প্রভুভক্ত মুকুন্দের বড় রাগ হইল। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-সংবাদে তিনি মর্ম্মান্তিক

কষ্ট পাইয়াছেন, কাজেই তাঁহার মুখে এ সময়ে ভাল কথা আসিতে পারে না। মুকুন্দ প্রভুকে শঠ, খল, কপট, কঠিন-হৃদয় প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া অভিমান ও রাগভরে কহিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"মোরা সব অধম দুরন্ত দুরাচার।
তুমি খল শঠমতি বুঝিব কেভার॥
অচতুরগণ মোরা না বুঝিলুঁ তোরে।
শরণ লইনু তোর ছাড়িয়া সংসারে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলুঁ সারে।
পতিত করিয়া কেন ছাড় মো সভারে॥
পতিতপাবন তুমি শাস্ত্রেতে জানিয়া।
শরণ লইনু সর্ব্ব ধর্ম্মেরে ছাড়িয়া॥
এখন ছাড়িয়া যাহ মো সবারে তুমি।
এ নহে উচিত প্রভু নিবেদিলুঁ আমি॥
খলমতি না বুঝিয়া লইলুঁ শরণ।
বরঞ্চ অন্তর তোর হৃদয় কঠিন॥
বাহিরে কমলরস সুগন্ধি পাইয়া।
অন্তরেহ এই মত ছিল মোর হিয়া॥
এখন জানিল তোর কঠিন অন্তর।
বিষকুম্ভ পয় যেন তাহার উপর॥
কাষ্ঠের মোদক যেন কর্পূর ছাইয়া।
গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া॥"

প্রভু মুকুন্দের কথাগুলি অতি মনোযোগের সহিত শুনিলেন। ভক্তের মুখে ভৎর্সনা ও অভিমানব্যঞ্জক কথাগুলি শ্রবণ করিয়া

শ্রীভগবানের মনে বড় আনন্দ হইল। ভক্ত যদি প্রেমাবেশবশে শ্রীভগবান্‌কে কটু কথা বলে, ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া যদি তাঁহাকে গালি দেয়, মানভরে যদি তাঁহার নানাবিধ লাঞ্ছনা করে, তাহাতে শ্রীভগবানের মন বিচলিত না হইয়া বরং আরও প্রফুল্ল হয়, তিনি ভক্তের গালি খাইয়া বড় সুখ পান। মহর্ষিগণের প্রগাঢ় ভক্তি-যোগসমন্বিত দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনায় শ্রীভগবানের যে তৃপ্তি না হয়, একটী অভিমানী ভক্তের মানভঞ্জনে তাঁহার তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ হয়। কারণ প্রেমিক ভক্ত যাহাই কিছু করেন, তাহা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, প্রেমভাজন শ্রীভগবানের আনন্দ-বর্দ্ধনই প্রেমিক ভক্তের সকল কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাই ভক্তি-তত্ত্বের মূলমন্ত্র, ইহাতে শ্রীভগবানের ভগবত্তা, ইহাই প্রেম-ভক্তির নিগূঢ় রহস্য, ইহারই নাম ভক্তিতত্ত্ব বা ভক্তমহিমা, ইহারই নাম রাধাতন্ত্র। পরম পুরুষ শ্রীভগবান্ ভিন্ন এরূপ নিস্বার্থ প্রেমের সম্মান রক্ষা করিতে অন্য কেহ পারেন না।

মুকুন্দের দুঃখে শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয় গলিয়া গেল। ভক্তের দুঃখে শ্রীভগবান্ কাতর হইলেন। তিনি আর কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র করুণ দৃষ্টিতে মুকুন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। প্রভুর নয়নদ্বয় দিয়া অবিরল ধারা পড়িতেছে। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

"ভক্তের দুঃখ দেখি ভকতবৎসল।
অরুণ করুণ আঁখি করে ছল ছল॥
গদগদ স্বর কথা না বাহির হয়।
সকরুণ দিঠে প্রভু ভক্তপানে চায়॥" চৈঃ মঃ।

প্রভুর অবস্থা দেখিয়া মুকুন্দ মনে বড় দুঃখ পাইলেন। আর কিছু

বলিলেন না, কেবল একটা কথা বলিলেন। মুকুন্দ কহিলেন, "প্রভু! তুমি ত যাইবেই, আর কিছু দিন রহিয়া যাও। তোমার এখানকার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই।" প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ! তাহাই হইবে।" শ্রীভগবান্ ভক্তের কথা শুনিলেন, ভক্তের প্রাণে বড় আনন্দ হইল। মুকুন্দ প্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরের নিকট যাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। প্রভু বলিলেন—

"না রহিব গদাধর আমি গৃহবাসে।
যে তে দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে।
শিখাসূত্র সর্ব্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুণ্ডাইয়া যে তে দিগে চলি যাব॥" চৈঃ ভাঃ।

শিখাসূত্র অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিয়া গদাধরের শিরে যেন বজ্রাঘাত পড়িল, তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। গদাধর প্রভুর প্রধান অন্তরঙ্গ ভক্ত। প্রভুর মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। কিছুক্ষণ পরে মনের আবেগ কিছু শান্ত হইলে প্রভুকে অভিমানভরে ধমকাইয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার সকলি অদ্ভুত কাণ্ড! শিখাসূত্র ত্যাগ করিলেই কি তুমি কৃষ্ণ পাইবে? গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কি বৈষ্ণব হওয়া যায় না? মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেই কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়? তোমার এ মত বেদবিধি সম্মত নহে।" ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে ধমক্ দিতেছেন, শাস্ত্রবিধি দেখাইতেছেন, এ দৃশ্য বড় সুন্দর, শ্রীভগবান্ ইহাই চাহেন। তাই গদাধরের কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিতেছেন, আর শ্রীগৌরগতপ্রাণ গদাধরের মনে বড় রাগ হইতেছে, আর থাকিতে পারিলেন না। তখন ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে মাতৃবধের পাপ উল্লেখ করিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন।

"অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমে ত জননীবধের ভাগী হবে॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁর প্রাণ॥" চৈঃ ভাঃ।

প্রভু কোন উত্তর না করিয়া আবার একটু হাসিলেন। ইহাতে গদাধরের মনে আরও ক্রোধের উদ্রেক হইল, অভিমানে ভক্তহৃদয় পূর্ণ হইল। গদাধরের মুখ রক্তবর্ণ হইল। তিনি প্রভুকে কহিলেন—

"তথাপিহ মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর চলি যাও॥" চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর আজ মনে বড় আনন্দ। গদাধরে ভর্ৎসনা তাঁহার বেদস্তুতি হইতে বড় বোধ হইল। তিনি প্রেমানন্দে গদাধরকে আলিঙ্গন করিলেন, ভক্ত ও শ্রীভগবানের মিলন হইল। গদাধর সকল দুঃখ ভুলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণতলে পতিত হইলেন। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ে মিলিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের পরাজয় হইল। ইহাই তিনি চান।

তাহার পর প্রভু একে একে শ্রীবাস, মুরারি, হরিদাস প্রভৃতি সকল অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকট নিজ-অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ ও গৃহত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়া সকলেই মর্ম্মবেদনায় হাহাকার করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীবাস পণ্ডিতের কাতর মুখখানি দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—

"প্রেম উপার্জ্জনে আমি যাব দেশান্তর।
তো সবারে আনি দিব শুন দ্বিজবর॥
সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশ।
ধন উপার্জ্জন লাগি করে নানা ক্লেশ॥

আনিঞা বান্ধব জনে করয়ে পোষণ।
আমিও ঐছন আনি দিব প্রেমধন ॥" চৈঃ মঃ।

বৃদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিত এ কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে অতিশয় ভালবাসেন, এক তিলার্দ্ধ কাল প্রভুকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না। তিনি কি করিয়া প্রভুকে না দেখিয়া প্রাণে বাঁচিবেন? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অদম্য হৃদয়াবেগ একেবারে উছলিয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। মনের আবেগে প্রভুকে বলিলেন, "তোমাকে না দেখিয়া আমি প্রাণে বাঁচিব না। প্রাণ থাকিলে ত তোমার প্রেমধন ভোগ করিব! যাহারা তোমার বিরহ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে, তুমি তাহাদিগকে প্রেমধন দান করিও, আমার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, করিও, তোমার নিকট এই আমার ভিক্ষা।"

"জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ।
দেহান্তরে করে তার শ্রাদ্ধ তর্পণ ॥
যে জীবে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন।
তোমা না দেখিলে হইবে সভার মরণ ॥" চৈঃ মঃ।

প্রভু ইহার উত্তর আর কি দিবেন? লজ্জায় তিনি বদন অবনত করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু মুরারির মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, মুরারিও কাঁদিতেছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মুরারি প্রভুকে বলিলেন—

"শুন শুন ওহে প্রভু গৌর ভগবান্।
অধম মুরারি বলে কর অবধান ॥
রুইলে অপূর্ব্ব বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া।
বাড়াইলে দিবা নিশি সিঞ্চিয়া কুঁড়িয়া ॥
তিলে তিলে রাখিলে ঢাকিলে বহু যত্নে।
বাঁধিলে তরুর মূল দিয়া নানা রত্নে ॥

ফল ফুল কালে গাছ ফেলাহ কাটিয়া।
মরিব আমরা সব হৃদয় ফাটিয়া॥" চৈঃ মঃ।

মুরারি পাকা কথা কহিলেন। ভক্তিবৃক্ষে ফল ফলিবার সময় হইয়াছে মাত্র, প্রভুই এই বৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছেন, তিনি ইহাকে অতি যত্নে প্রেমবারি-সেচনে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এক্ষণে তিনিই ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছেন। প্রভু মুরারির কথাগুলি অতি আগ্রহের সহিত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার আঁখির জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, ভক্তবৎসল শ্রীগৌর ভগবান্ ভক্তদুঃখে কাতর হইয়া কাঁদিতেছেন, এ দৃশ্য অতি সুন্দর, অতি পবিত্র। কৃপাময় পাঠক! এই মধুময় চিত্রটি চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত করুন। ভক্তের নিকটে শ্রীভগবানের পরাজয় চির কালই। ভক্তের নিকটে শ্রীভগবানের ক্রন্দনে কিছু নূতনত্ব আছে। প্রভুর ক্রন্দনের তাৎপর্য্য আছে, তাহা পরে বলিতেছি।

ভক্ত হরিদাসও সেখানে আছেন; দূরে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতেছেন এবং এক এক বার শ্রীচরণযুগলের প্রতি চাহিতেছেন। হরিদাসের প্রশান্ত বদনমণ্ডলে বিষাদের ঘোর ছায়া পড়িয়াছে। যখন সকলের কথা শেষ হইয়া গেল, তখন হরিদাস আসিয়া প্রভুর চরণ দুখানি ধারণ করিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। মুখে কোন কথা নাই, কেবল ক্রন্দন। "বালানাং রোদনং বলং।" হরিদাসের তাই হইয়াছে। বালকের ন্যায় হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হরিদাসের করুণ রোদনে ও আর্ত্তনাদে ভক্তসকল ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌর ভগবান্ ভক্তের ক্রন্দনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত ধারা বহিয়া বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মনে ইচ্ছা ভক্তগণকে কিছু প্রবোধবাক্য বলিয়া পরিতৃপ্ত করেন, কিন্তু মুখে কথা বাহির হইতেছে না, স্বর বদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

"কহিতে আরম্ভ মাত্র গদগদ স্বর।
অরুণ করুণ আঁখি করে ছল ছল॥
সকরুণ কণ্ঠে আধ আধ বাণী কহে।
সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিশবদে রহে॥" চৈঃ মঃ।

এই অবস্থায় প্রভু সকল ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

"প্রভু বোলে তোমরা আমার নিজ দাস।
তো সবারে কহি শুন আপন বিশ্বাস॥
আমার বিচ্ছেদভয়ে তোমরা কাতর।
মোর কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল কলেবর॥
আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেহ দুখ।
কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়ায়ে অন্তর।
দগধ ইন্দ্রিয় দেহে ভেল মহাজ্বর॥
অগ্নি হেন লাগে মোর সে হেন জননী।
বিষ মাখাইল যেন তো সবার বাণী॥" চৈঃ মঃ।

প্রভুর কথাগুলি ঘোর বৈরাগ্যপূর্ণ, কিছুই তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, তিনি ভাবিতেছেন, আত্মসুখের জন্য তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ-বাসনায় বিরোধী হইয়াছেন। তাঁহার দুঃখে কেহই দুঃখী নহেন, তাঁহার দুঃখের সাথী মিলিল না, তাহার ব্যথার ব্যথী পাইলেন না, এই দুঃখে শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁদিতেছেন। তাঁহার মনে বড়ই অশান্তি হইয়াছে, এতগুলি অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে কেহই তাঁহার ব্যথার ব্যথী নহে, সকলেই আত্মসুখেচ্ছায় বিহ্বল, সকলেই স্বার্থপর, শ্রীভগবানের মনে এ ভাব উদয় হইল কেন? তিনি ত ভক্তবাঞ্ছাকল্প-

তরু, ভক্তবৎসল দয়াল ঠাকুর, শ্রীভগবানের মনে ত এ ভাব আসা উচিত নহে। ইহার তাৎপর্য্য আছে, শ্রীভগবানের এ নরলীলা। এ লীলায় ঐশ্বর্য্যভাব থাকিলে লীলার মধুরত্ব নষ্ট হয়। সাধারণ মনুষ্য এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলে যাহা করিয়া থাকে, শ্রীগৌরাঙ্গও তাহাই করিলেন। তিনি ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া সকল ভক্তবৃন্দের মনোহরণ করিতে অনায়াসে পারিতেন, তাহা তিনি করিলেন না, প্রভুর মুখে দারুণ বৈরাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া সকল ভক্তগণ আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। প্রভু এই নিদারুণ কথাগুলি বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। আরও বলিলেন :—

"ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে।
যথা লাগি পাঙ প্রাণনাথের উদ্দেশে॥" চৈঃ মঃ।

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উন্মত্ত ভাবে সেই মদনমোহন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলে। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তিনি অঙ্গের যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

'ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিলা ছিঁড়িয়া॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আর্ত্তনাদে।
সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কাঁদে॥" চৈঃ মঃ।

সকলে বুঝিলেন, প্রভুর তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করা বা বিধিনিষেধের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ সংকল্প হইতে বিরত করা বিধেয় নহে। প্রভুর উপবীতের উপর যেন প্রথম হইতেই একটা বিরাগভাব। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইলেই তিনি অগ্রে নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শিখাসূত্র ত্যাগ করিবেন বলিয়াই বোধ হয় এরূপ করিতেন।

প্রভু কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইলেন। সকল ভক্তগণকে একত্রে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—

"প্রভু বোলে তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥
তোমা সভার জ্ঞান আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া।
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সবা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥
সর্ব্বকাল তোমরা সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্ম কেন না জানি বা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন-সুখরঙ্গে॥
এই মত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দ রূপ হইব আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥
লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেক তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥" চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া সকল ভক্তগণ সুস্থির হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন এই কথাগুলি বলিলেন, তখন তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডল হইতে দিব্য জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল, সর্ব্ব অঙ্গের আভায় সে স্থান আলোকিত হইতেছিল। সকলেই প্রভুর প্রফুল্ল অথচ জ্যোতির্ম্ময় বদনের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, সকলেই নীরব, নিস্পন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় মধুর বচনে কহিলেন—

"শুন সব জন আমার বচন
সন্দেহ না কর কেহ।
যথা তথা যাই তোমা সবা ঠাঁই
আছিয়ে জানিহ এহো ॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ আরও বলিলেন, "তোমরা কৃষ্ণ ভজন কর, যেখানে কৃষ্ণ-ভজন, যেখানে হরিসংকীর্ত্তন সেখানেই আমি সর্ব্বদা অবস্থিত জানিবে।

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন বৈ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

তখন ভক্তসকল বুঝিলেন, প্রভু ইচ্ছাময় শ্রীভগবান্। নিত্যানন্দ সেই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তুমি ইচ্ছাময়, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও"। প্রভুর সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের বাসনা সর্ব্বপ্রথমে নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন, এবং নিত্যানন্দের নিকট এই উত্তর পাইয়া প্রভু বড় আনন্দ পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সকল ভক্তগণ একত্র হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ দুখানি ধরিয়া কাতরনয়নে শ্রীমুখ পানে চাহিয়া বলিলেন —"প্রভু! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, আমরা অধম ক্ষুদ্র জীব, তোমার কার্য্যের উদ্দেশ্য কি করিয়া বুঝিব? তবে আমাদিগের একটি কথা রাখিও, যখন তুমি যাইবে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইবে। কারণ তোমার বিরহে আমরা প্রাণে বাঁচিব না। দেখ যেন প্রভু! আমাদের প্রাণে বধ করিও না।" প্রভু এ কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং জনে জনে সকলকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে সকলের প্রাণ শীতল হইল।

"এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সভারে।
প্রেম আলিঙ্গন প্রভু পুনঃ পুনঃ করে ॥" চৈঃ মঃ।

এইরূপে সকল ভক্তগণকে প্রবোধ দিয়া এবং তাঁহাদের নিকট

বিদায় লইয়া প্রভু নিজগৃহে গমন করিলেন। শচীদেবী ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

"তবে বিশ্বম্ভর গেলা নিজ ঘর
সভারে বিদায় দিয়া।
সন্ন্যাস-আশয়ে যতেক করয়ে
জননী না জানে ইহা॥" চৈঃ মঃ।

প্রভুর ভক্তবৃন্দ তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের বাসনা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে সে সংকল্প হইতে বিরত করিবার জন্য নানা কথায় তাঁহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই শ্রীমতীর নাম উল্লেখ করেন নাই। অন্ততঃ পক্ষে এ কথা গ্রন্থে দেখিতে পাই না। প্রভু গৃহ ত্যাগ করিলে তাঁহার ভক্তবৃন্দ প্রাণে বাঁচিবেন না, এ কথা বারংবার তাঁহারা প্রভুকে বলিয়াছেন। এক জন ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিয়াছেন, তিনি গৃহ ত্যাগ করিলে মাতৃবধের ভাগী হইবেন। কিন্তু শ্রীমতীর কথা তুলিয়া তাঁহাকে কেহই কিছু বলেন নাই, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়, এটী প্রভুরই লীলা। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে নাই। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের মন্ত্রণাকালেও বোধ হয় স্ত্রীর নাম করিতে নাই, তাই শ্রীমতীর নাম কেহ লয়েন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোর বৈরাগ্যের প্রভাবে বলিয়াছিলেন—

"অগ্নি হেন লাগে মোর সে হেন জননী।" চৈঃ মঃ।

কিন্তু শ্রীমতীর কথা কিছু বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীমতীর দুঃখের কথা তুলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-সংকল্পসভায় উপস্থিত ভগ্নহৃদয় ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে আঘাত দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করা হয় নাই। এ কার্য্যটি উত্তমই হইয়াছিল।

একবিংশ অধ্যায়

প্রভু ও জননী

''বড় সাধ ছিল মনে নদীয়া বসতি।
কাল হইয়া এল মোর কেশব ভারতী ॥"

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা আর গোপন থাকিল না। এই নিদারুণ হৃদয়বিদারক কুসংবাদ সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইল। সকলেই কানা-ঘুষা করিতে লাগিল "এ নিদারুণ সংবাদ যদি প্রভুর বৃদ্ধা জননী শুনেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করা বিষম দায় হইবে। আহা! বৃদ্ধার কি দুর্দ্দৈব বিপদ্ দেখ। ষোল বৎসরের একটী পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছে। আবার এই চব্বিশ বৎসরের যুবা পুত্র, যুবতী ঘরণী ঘরে রাখিয়া, বৃদ্ধা জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।" নবদ্বীপে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলের মুখেই এই কথা। স্ত্রীলোকের মুখে শচীদেবী এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল, তিনি অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে পাগলিনীর মত চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আর যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ওগো! তোমরা শুনিয়াছ কি? আমার নিমাই বিশ্বরূপের মত আমাকে ছাড়িয়া যাইবে।"

"এই মনে অনুমানি জানা জানি কথা।
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচী মাতা ॥

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক উপরে।
অচেতন হৈলা শচী মূৰ্চ্ছিত অন্তরে॥
উন্মত্ত পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিকে।
যারে দেখে তারে পুছে সর্ব্ব নবদ্বীপে॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পিত্রালয়ে ছিলেন। তিনিও লোকমুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলেন। এ সংবাদ ইচ্ছা করিয়া কেহ তাঁহাকে দেয় নাই, কিন্তু বোধ হয় সমগ্র ভক্তমণ্ডলীব সমবেত ইচ্ছাতেই শ্রীমতীর কর্ণে যতশীঘ্র এ সংবাদ যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদিগের শেষ ভরসা যদি শ্রীমতী প্রভুকে এ কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারেন। এই কারণেই শ্রীমতীর কর্ণে এই দুঃসম্বাদ এত শীঘ্র পৌছিয়াছিল। শ্রীমতী অল্প দিন হইল পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গোপনে দাসী দ্বারা শাশুড়ীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, যেন তাঁহাকে শীঘ্র শ্বশুরবাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীমতী তখন কেবলমাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা। কুলের কুলবধু, পিত্রালয়ে আছেন, পিতা মাতার মত হইবে, শ্বশুর-বাড়ীর লোক আনিতে আসিবে, ভাল দিন দেখিতে হইবে; এ সকলের তিনি কিছুরই অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। শাশুড়ীর নিকট হইতে লোক আসিবামাত্র পিতা মাতাকে সকল কথা বলিয়া দাসী সঙ্গে শ্রীমতী পতিগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা শাশুড়ী-ঠাকুরাণী মনঃকষ্টে ম্রিয়মাণা, দুঃখে বিরসবদনা। নয়নে সর্ব্বদা দরদরিত ধারা বহিতেছে, মুখে কথাটী নাই। পুত্রবধূকে কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, অথচ বলিতে পারিলেন না। মনাগুণে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া তিনি হতচেতনা হইয়া পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

"তবে দেবী শচীরাণী কহে মম কাহিনী
হিয়া দুখে বিরস বদন।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুনয়নে ঝরে পানি
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন॥
শুধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম-ব্যথা
লোকমুখে শুনি ঘানা ঘুনা।
ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ পড়িল বিষম বাজ
চেতন হরিল সেই দীনা।" শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

শাশুড়ী ও বধূতে তখন নয়নের জলে ও ইঙ্গিতে সকল কথাই হইল। অর্থাৎ উভয়েই বুঝিলেন, অবিলম্বে উভয়ের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্রাঘাত পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। উভয়ের দুঃখে উভয়েই দুঃখী। সমবেদনার সাথী পাইলে মনোদুঃখের কিছু উপশম হয়, তাহাই শচী দেবীর হইল। শচী দেবী চক্ষুজল মুছিয়া পুত্রবধূকে আদর করিয়া কোলে লইয়া বসিলেন, বসনাঞ্চল দিয়া শ্রীমতীর নয়নজল মুছাইয়া দিলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন, "মা! তুমি কাঁদিও না, তুমি কাঁদিলে আমার নিমাইচাঁদের অমঙ্গল হইবে, নিমাই আমার বড মাতৃভক্ত, সে আমার বড় ভাল ছেলে, সে আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছে, আমাকে না বলিয়া কোন কাজ করিবে না, কোথাও যাইবে না, আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব না, মা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে।" শাশুড়ীর প্রবোধবাক্যে শ্রীমতীর মন কিছু শান্ত হইল। কিন্তু তিনি প্রাণবল্লভের গৃহাগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কারণ, তাঁহার নিকট এ বিষয়ের একটা কিছু আশ্বাসবাণী না পাইলে, শ্রীমতীর চিত্ত শান্ত হইতে চাহিতেছে না। এমন সময়ে প্রভু মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে গৃহে আগমন করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পিতৃগৃহ হইতে আসিয়াছেন, প্রভু তাহা জানিতেন

না। গৃহে আসিয়া গৃহের গৃহলক্ষ্মী দেখিয়া মনে মনে সুখী হইলেন। কৌশলী শ্রীভগবানের এটী কৌশল। কৌশলে তিনি সকল কার্য্যই সাধন করিতে চাহেন। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে কিছুদিন তিনি জননী ও ঘরণীর সহিত ভাল করিয়া সংসার করিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি করিবেন, শ্রীগৌরাঙ্গের এই মনের বাসনা। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌর ভগবান্ সকলি জানেন, তবুও জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "মা! তোমার বধূকে আনিল কে? আমিত কিছুই জানি না, আমাকে ত এ সম্বন্ধে কোন কথাই কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। শচী দেবী উত্তর করিলেন, "বাপ নিমাই! এখন অধিক বেলা হইয়াছে, তুমি আহার কর পরে আমি সকল কথা বলিব, বউ মা আমার আপনিই আসিয়াছেন।" প্রভু জননীর কথা শুনিয়া তখন কিছু বলিলেন না, তাঁহার আর জানিতে কিছু বাকি নাই, তবু মন বুঝিবার জন্য জননীকে এই প্রশ্নটী করিয়াছিলেন। ইহা চক্রীর চক্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভোজনে বসিয়াছেন, শ্রীমতী পরিবেশন করিতেছেন। শচী দেবী নিকটে বসিয়া পুত্রকে আহার করাইতেছেন। এই ভোজনের সময় প্রভুর সহিত জননীর দুই একটী সাংসারিক কথা হয়। অন্য কিন্তু শচী দেবীর বদন মলিন, চক্ষে জলধারা, প্রভু যেন দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে শচী দেবীর বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর। উপর্য্যুপরি শোকে বৃদ্ধার ভগ্নশরীর আরও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি এক্ষণে কুব্জা হইয়াছেন, দুঃখের উপর দুঃখ, শোকের উপর শোক, তাঁহার একমাত্র জীবনসম্বল নয়নের মণি, অন্ধের যষ্টি, আঁধার ঘরের মাণিক, নিমাইচাঁদ, তাঁহাকে এই বৃদ্ধবয়সে ছাড়িয়া যাইবে, এ দুঃখ কি বলিবার? তবু বৃদ্ধার মন বোঝে না, তাই উপযুক্ত পুত্রের নিকট বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। পুত্রের ভোজন শেষ হইলে শচী দেবী নিমাইচাঁদকে সম্বোধন করিয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তবুও বলিলেন, "বাপ নিমাই! তোমার দাদার মত তুমি নাকি তোমার দুঃখিনী জননীকে ছাড়িয়া যাইবে? তুমি জগজ্জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যাইবে! জননী বধ করিয়া তোমার কি ধর্ম্ম হইবে আর লোককে তুমি কি ধর্ম্ম শিখাইবে!!"

"ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ! তোর অবতার!
জননী ছাড়িয়া কোন ধর্ম্ম বা বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমনেতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥" চৈঃ ভাঃ।

প্রভু অধোবদনে জননীর মর্ম্মান্তিক হৃদয়বিদারক কথাগুলি শুনিলেন শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। শ্রীভগবান্ উত্তর করিবার শক্তি হারাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নদ্বয়ে বারিধারা আসিল, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আর উত্তর করিতে না পারিয়া জননীর মুখের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। তখন শচী দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় বলিলেন—

"তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িলুঁ॥" চৈঃ ভাঃ।

প্রভু শুনিতেছেন আর কাঁদিতেছেন, কোন উত্তর করিতে পারিতেছেন না। শচী দেবীর হৃদয় দুঃখে উথলিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার হৃদয়াবেগ অদম্য। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বাপ নিমাই! তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, এক তিলার্দ্ধ কাল তোমাকে না দেখিলে আমি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখি। লোকে বলিতেছে, তুমি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম

গ্রহণ করিবে, এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সাত কন্যার পর অনেক সাধ্য-সাধনায় তোমা ধনে পাইয়াছিলাম, বিধাতার মনে কি আছে জানি না, এ সংসারে আমি অনাথিনী। এ অভাগিনীর এ জগতে তোমা ভিন্ন আর কেহ নাই, তোমার চাঁদবদনখানি দর্শন করিয়া সকল দুঃখ দূর করি। বাপ! তুমি আমার নয়নের তারা, কুলের প্রদীপ। তোমার মত পুত্র পাইয়াছি বলিয়া সমগ্র নবদ্বীপশুদ্ধ লোক আমায় ভাগ্যবতী বলে। বাপ! আমার এ সৌভাগ্য তুমি ঘুচাইও না, তোমার অভাবে আমার সোণার সংসার ছারখারে যাইবে। লোকে এক্ষণে আমার মুখ দেখিলে সৌভাগ্য মনে করে, তুমি চলিয়া যাইলে এ হতভাগিনীকে দেখিয়া লোক বিমুখ হইবে। তোমা হেন পুত্র পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি, তুমি যদি আমার মনে দুঃখ দিয়া চলিয়া যাও, আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব, তুমি আমার সোণার পুতলি, এমন কোমল পায়ে, বাপ! তুমি কি করিয়া পথ হাঁটিবে? কে তোমার তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন দিবে? তুমি আমার ননীর পুতলি, বিষম রৌদ্রতাপে তুমি গলিয়া যাইবে। এ সব কি মায়ে সহিতে পারে? তুমি চলিয়া গেলে আমি বিষ খাইয়া মরিব। তোমার সন্ন্যাসের কথা আমি কানে শুনিতে পারিব না, আমাকে প্রথমে বধ কর, তাহার পর গৃহত্যাগ করিও।"

প্রভু নীরবে অধোবদনে সকল কথাই শুনিলেন। জননীর প্রত্যেক কথা শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল। জননীর শোকাবেগ এখনও থামে নাই; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাইচাঁদকে আবার বলিলেন—"হাঁরে নিমাই! লোকে তোরে ভগবান্ বলে, সর্ব্বজীবে তোর দয়া বলে। কেবল এই চিরদুঃখিনী অভাগিনী জননীর প্রতি তুই এত নিদয় কেন?"

"সর্ব্ব জীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ।
কি জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥" চৈঃ মঃ।

নিজের কথা ছাড়িয়া শচীদেবী এক্ষণে প্রচুর অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের কথা তুলিয়া পুত্রকে বুঝাইতেছেন; কারণ শচীদেবী জানেন, তাঁহার পুত্রটী জননী ও স্ত্রী অপেক্ষা তাঁহার ভক্তবৃন্দকে অত্যধিক ভালবাসেন ও স্নেহ করেন।

"কেমনে ছাড়িবা বাপু নিজ সঙ্গিগণ।
না করিবে তা সভা সহিত সংকীর্ত্তন॥
সে হেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর।
যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার॥
কেমনে বা জীবে তোর নিজ প্রিয় জন।
সভারে মারিয়া তোব সন্ন্যাস করণ॥" চৈঃ মঃ।

শচীদেবী আজ পাগলিনীর মত, মনের আবেগে যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই পুত্রকে বলিতেছেন। প্রভুর অতি প্রিয় ভক্তবৃন্দের কথা তুলিয়া শচীদেবী পুত্রের হস্ত দুইখানি ধরিয়া পুনর্ব্বার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস।
অদ্বৈত আচার্য্য আদি আর হরিদাস॥
মরিবে সকল লোক না দেখিয়ে তোমা।
এসব দেখিয়া বাপু চিত্তে দেহ ক্ষমা॥" চৈঃ মঃ।

প্রভু পূর্ব্ববৎ নীরবে বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে জননীর মুখের দিকে এক একবার চাহিতেছেন, আর চারি চক্ষু এক হইলেই প্রভু মস্তক অবনত করিতেছেন। অতঃপর শচীদেবী বধূর নাম লইয়া বলিলেন—

"আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতীর নাম কর্ণে যাইবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ শিহরিয়া উঠিলেন। তবুও উত্তর করিলেন না দেখিয়া শচীদেবী পুত্রকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ, কিছু তত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন। নীতিশাস্ত্রের দুই একটি নিগূঢ় কথা বলিলেন—

"পিতৃহীন পুত্র তুমি দিলা দুই বিভা।
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা॥
তরুণ বয়স নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
গৃহস্থ আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম্ম॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ যৌবনে প্রবল।
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল॥
মনের নিবৃত্তি কলিযুগে নাহি হয়।
মনের চাঞ্চল্য সন্ন্যাসের ধর্ম্মক্ষয়॥
গৃহী জন মনঃপাপে নাহি হয় বদ্ধ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হয় মনোজয় শুদ্ধ॥" চৈঃ মঃ।

এতক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গ জননীর কথাগুলি নীরবে শুনিতেছিলেন। এক্ষণে জননীর মুখে ধর্ম্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার শ্রবণ করিয়া আর নীরব রহিতে পারিলেন না। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমানে আঘাত লাগিল। প্রভু গম্ভীরভাবে জননীর মুখের পানে চাহিয়া জননীকে ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝাইতে বসিলেন। প্রভুর প্রশান্ত বদনমণ্ডলে দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। নয়নদ্বয় বিস্ফারিত। প্রেমময় করুণ দৃষ্টিতে জননীর মন হরণ করিতেছেন। নয়নে আর ধারা নাই, বদনে আর দুঃখের চিহ্ন নাই। প্রভু মধুর বচনে জননীকে কহিতেছেন—

"কে তুমি তোমার পুত্র কে বা কার বাপ।
মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ ॥
কি নারী পুরুষ কি বা কে বা কার পতি।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি অন্য নাহি গতি !
সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধু জন
সেই হর্ত্তা, সেই কর্ত্তা সেই মাত্র ধন।
তা বিনু সকল মিছা কহিনু এ তত্ত্ব।
তা বিনু সকল মিথ্যা সকল জগত ॥
বিষ্ণুমায়া বন্ধে সবলোক সুযন্ত্রিত।
নিজ মদ-অহঙ্কারে কেবল পীড়িত ॥
নিজ ভাল বলি যেই যেই করে কর্ম্ম।
পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম্ম ॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া।
আপনা না জানে জীব কৃষ্ণ পাসরিয়া ॥
চতুর্দ্দশ লোক মাঝে মানুষের জন্ম।
দুর্লভ করিয়া মানি কহিল এ মর্ম্ম ॥
বিষয় বিপাক ইথি আছয়ে অপার।
ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার ॥
তবহুঁ দুর্লভ জানি মনুষ্য শরীর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হৈয়ে স্থির ॥
শ্রীকৃষ্ণভজন সবে মাত্র এই দেহে।
মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে নেহে ॥
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে হইলে কত হৈত লাভ ॥

সংসারে আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ আরতি করি ভব তরিবারে॥
সেই সে পরম বন্ধু সেই মাতা পিতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর।
চরণে পড়িয়া বোলোঁ বচন কাতর॥
বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি।
তোমার আজ্ঞায় চিত্তে শুদ্ধ হই আমি॥
আমার নিস্তার আর তোর পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ভজ ছাড় পুত্রজ্ঞান॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ প্রেমার কারণে।
দেশ দেশ হৈতে আনি দিব প্রেম ধনে॥
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায় নহে কোন ধর্ম্ম॥
ধন উপার্জ্জন করে আনে বড় দুখ।
ধনই যাউক কিবা আপনি মরুক॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদ্ সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা।
আজ্ঞা দেহ বেদনী মা চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
সকল জনমে সভে পিতা মাতা পায়।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝিবে হিয়ায়॥
মনুষ্যজনমে কৃষ্ণ গুরু সভে জানি।
যেই গুরু নাহি করে পশু পক্ষী মানি॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন গম্ভীর ভাবে জননীর নিকট এই সকল ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব কহিতেছিলেন, বৃদ্ধা শচীদেবী পুত্রের দিব্য জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত বদন-মণ্ডলের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, তাঁহার এই পুত্রটী সাধারণ বস্তু নহেন। শ্রীগৌর ভগবান্ জননীকে দিব্য জ্ঞান দিয়াছেন, তাঁহার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন, শ্রীভগবানে পুত্রবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছে, তখন নিজপুত্রে কৃষ্ণবুদ্ধি হইয়াছে। শচীদেবী তখন দেখিতেছেন, তাঁহার পুত্রটিব পরিধানে পীতাম্বর, হস্তে মুরলী, ত্রিভঙ্গ হইয়া শ্যামসুন্দর, মনোমোহনরূপে বৃন্দাবনে গোপিকাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। শচীদেবী পুত্রের এই আশ্চর্য্য রূপপরিবর্ত্তন দেখিয়া চমকিতা হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলেন, জগতের যে দুর্লভ সামগ্রী শ্রীকৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং পুত্ররূপে আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার মত সৌভাগ্যবতী নারী ত্রিজগতে আর কে আছে? পুত্রটী আর কেহ নহে স্বয়ং ভগবান্। শ্রীভগবান্ ইচ্ছাময়, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পাবেন, তিনি যে আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর বুঝাইতেছেন এটী তাঁহার অপার দয়ার পরিচয় মাত্র।

"সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হইল।
আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল॥
নবমেঘ জিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বর-পীতাম্বর॥
গোপগোপী গোগোপাল সনে বৃন্দাবনে।
দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে॥
দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে।
পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে॥

স্নেহ নাহি ছাড়ে পুন আপন সম্বন্ধ ।
কৃষ্ণ হৈয়া পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ ॥
জগৎদুর্লভ কৃষ্ণ আমার তনয় ।
কারু বশ নহে মোর শক্ত্যে কিবা হয় ॥" চৈঃ মঃ ।

শ্রীগৌর ভগবান্ জননীকে ক্ষণকালের জন্য দিব্য জ্ঞান দিয়া দুস্ত্যাজ্য মায়া দূর করিয়া দিলেন। শচীদেবী দিব্যজ্ঞানে পুনরায় বলিতেছেন। এবার প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া শচীদেবী মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—

এই অনুমানি শচী কহিলা বচন ।
"স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন ॥
মোর ভাগ্যে এত দিন ছিলা মোর বশ ।
এখনে আপন সুখে করগে সন্ন্যাস ॥" চৈঃ মঃ ।

মহাচক্রীর চক্রের ফল ফলিল। কৌশলীর কৌশলে জননী প্রাণসম পুত্রকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। প্রভু জননীর নিকটে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য করিবেন না এবং কোথাও যাইবেন না। ক্ষণকালের জন্য দিব্য জ্ঞান দান করিয়া জননীর নিকট নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। শ্রীগৌর ভগবান্ জননীর দিব্য জ্ঞান হরণ করিলেন। শচীদেবী তৎক্ষণাৎ পুনরায় পুত্রজ্ঞানে নিমাই চাঁদকে দেখিতে লাগিলেন, আর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই বলিয়া ধূলায় পড়িলেন।

"আমি কি বলিতে কি বলিলাম ।
মা হ'য়ে নিমায়ে বিদায় দিলাম ॥" চৈঃ মঃ ।

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে আবার উঠিলেন। সংসার-মায়ায় শচীদেবী এক্ষণে ঘোর অভিভূতা; তাঁহার সোনার সংসারের মায়া ছাড়িয়া পুত্র

চলিয়া যাইবে, ইহা কি তিনি সহ্য করিতে পারেন, তিনি যে জননী। বাৎসল্যরসে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাই নিমাইচাঁদকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন—

"এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাঁয়।
এহেন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায়॥" চৈঃ মঃ।

শচীদেবী ভাবিতেছেন, এই আমার জগৎপূজ্য সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য যুবা পুত্র, এই আমার লক্ষ্মীসমা সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা নবীনা পুত্রবধূ, এই আমার এত সাধের সোণার সংসার। এ সকল অতুল ঐশ্বর্য্য আমার কি পাপে যাইবে? আমি ত শ্রীভগবানের নিকট এমন কোন গুরুতর অপরাধ করি নাই, যাহার জন্য তিনি আমাকে এরূপ কঠোর শাস্তি দিবেন। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা শচীদেবীর নয়নদ্বয় হইতে দরদরিত জলধারা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বৃদ্ধা বালিকার মত রোদন করিতে লাগিলেন। জননীর ক্রন্দনে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যথিত হইয়া অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া মাতৃ-অঙ্গে নিজ অঙ্গ হেলান দিয়া বসিয়া শচী দেবীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "মা! তুমি কাঁদিওনা, তোমাকে ত সকল কথাই বলিয়াছি, আমাকে যে দিন যখন তুমি "অনুরাগে" ডাকিবে, তৎক্ষণাৎ আমি তোমার চরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তোমাকে দেখা দিব।

"যে দিন দেখিতে মোরে চাহ "অনুরাগে"।
সেইক্ষণ তুমি মোর দরশন পাবে॥" চৈঃ মঃ।

প্রভু কহিতেছেন, অনুরাগে ডাকিলে তিনি দর্শন দিবেন। অনুরাগে শ্রীভগবান্‌কে ডাকা বড় কঠিন কথা। তাই প্রভু এই শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। অনুরাগে শ্রীগৌর ভগবান্‌কে ডাকিলে, এখনও তাঁহার

দর্শন লাভ হয়। ডাকার মত ডাকা চাই, অনুরাগের সহিত ডাকা চাই। দৃঢ় অনুরাগের সহিত এখনও যদি কেহ শ্রীগৌর ভগবান্‌কে ডাকেন, প্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা নিত্য, অদ্যাপিও প্রভু সেই লীলা করিয়া থাকেন।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" চৈঃ ভাঃ।

শচীদেবী পুত্রের কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন এবং ক্রন্দন সংবরণ করিলেন—

"এ বোল শুনিয়া শচী সম্বরে ক্রন্দন॥"

প্রভু তখন ধীরে ধীরে জননীকে বলিলেন, আমি তোমার বৃথা পুত্র জন্মিয়াছিলাম, আমা দ্বারা তোমাদের প্রতিপালন হইল না। তোমার বধূ গৃহে কাল হইয়া রহিল। সে জ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপ, তাহাকে যত্ন করিয়া কৃষ্ণনাম শিক্ষা দিও, মা! এই আমার শেষ ভিক্ষা।"

"বৃথা পুত্র তোমার জন্মেছিলাম উদরে। ধ্রু
হ'লো না হ'লো না (আমা হতে) প্রতিপালন তোমারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার জ্বলন্ত আগুনি
গৃহে রৈল সে হয়ে অনাথিনী।
বা যতন করে রেখো তারে
মা জননী গো!
তারে কৃষ্ণনাম দিও শিক্ষে
এই আমার ভিক্ষে
মা জননী গো।" বলরাম দাস।

পুত্রের মুখে বধূর কথা শুনিয়া শচী দেবীর মনের আগুন আবার দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, নিমাইচাঁদের মুখে বধূর কথা অনেক দিন

শুনেন নাই, আজ একেবারে শেষ কথা শুনিলেন। শুনিয়া শচী দেবী করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। প্রভুও সেই রোদনে যোগদান করিলেন, মাতা-পুত্রের নয়ন-জলে পৃথিবী ভাসিয়া গেল। শ্রীগৌরভগবানের নবদ্বীপলীলায় যে কেবল রোদন, তাহা তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন।

"কি পুছসি ভাই নিতাই আমায়। ধ্রু।
ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি॥
নদের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি॥
ব্রজের খেলা ছিল বাঁশীর গান॥
নদের খেলা কেবল হরিনাম।
ব্রজের খেলা বন ভ্রমণ।
নদের খেলা এবার কেবল রোদন॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ জননীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "মা! আমি এখনও কিছুদিন সংসারাশ্রমে থাকিব, তুমি কাঁদিও না। যাইবার সময় তোমাকে বলিয়া যাইব।" শচীদেবী উত্তর করিলেন না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

প্রভু ও শ্রীমতী

বিষম কথা

"শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি ?
লোকমুখে শুনি ইহা বিদরিতে চাহে হিয়া
আগুনেতে প্রবেশিব আমি ।।" শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ।

শ্রীগৌরাঙ্গ শয়ন-গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রা আসিয়াছে কি না, তিনিই জানেন। রাত্রি অধিক হয় নাই, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ গ্রহণান্তর তাম্বুলের বাটা ফুলের মালা, চন্দনের বাটী হস্তে করিয়া দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া স্বামীর শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রাণবল্লভকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া শ্রীমতী তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিলেন। সজল ও কাতর নয়নে প্রাণবল্লভের নয়নানন্দ বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভুকে জাগাইতে সাহস হইতেছে না, কারণ তাঁহাকে এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া সুস্থির ভাবে কখন নিদ্রা যাইতে শ্রীমতী দেখেন নাই। সংকীর্ত্তনরঙ্গে প্রভু সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেন। রাত্রিকালে তাঁহাকে শয়ন-গৃহে পাওয়াই দুষ্কর, তাই শ্রীমতী অনিমেষ নয়নে প্রভুর নিদ্রিত বদনচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রাশি দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নিদ্রা গিয়াছেন, নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; প্রাণবল্লভকে দর্শন করিয়াই শ্রীমতীর পরম সুখী, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইলেই তিনি কৃতার্থ হন। শ্রীমতীর মনে সুখ নাই, তিনি লোকের মুখে শুনিয়াছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ গৃহ ত্যাগ করিবেন। এই নিদারুণ কথা মনে স্মরণ হইবামাত্র শ্রীমতীর কোমল হৃদয়খানি আলোড়িত হইয়া দুটী নয়ন দিয়া দরদরিত জলধারা পড়িতে লাগিল, তিনি একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"চরণকমল পাশে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে
নিহারয়ে কাতর বয়ানে।" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতীর মনে প্রাণবল্লভের পদসেবা করিবার বাসনা বড় বলবতী হইল। মনে ভয়, পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। অতিশয় শঙ্কিত ভাবে ধীরে ধীরে শ্রীমতীর শ্রীহস্ত প্রভুর শ্রীচরণ-কমল স্পর্শ করিল। শ্রীমতী তাঁহাব প্রাণবল্লভের ত্রিলোকবাঞ্ছিত পাদস্পর্শ-সুখে বিহ্বল হইলেন। এ সুখ দেব-দুর্লভ, সহজে কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। শ্রীমতীর বড় ভয়, পাছে প্রভুর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। প্রভু যে অন্তর্য্যামী সে জ্ঞান তখন শ্রীমতীর নাই। রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ সকলই জানিতে পারিতেছেন, মনে মনে ভাবিতেছেন, দেখি আজ কত দূর হয়। এই ভাবিয়াই যেন তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। শ্রীমতী পদসেবা করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, এই ভবারাধ্য শিব-বিরিঞ্চি-বন্দিত শ্রীচরণ দুখানি একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেখি, কেমন সুখ পাই, শুধু রূপ দেখিয়া সুখ হইতেছে না। শ্রীমতীর চিত্তে এই বাসনার উদয় হইবামাত্র প্রাণবল্লভের অভয় রাঙ্গাচরণ দুখানি অতি ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া নিজ-বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া শত শত বার চুম্বন করিতে লাগিলেন।

"হৃদয় উপরে থুঞা বান্ধে ভুজ-লতা দিয়া
প্রিয় প্রাণনাথের চরণ।" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতীর হৃদয়ে তখন প্রেমের অনন্ত উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটিতেছে। নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে, নয়নের জলে বসন ভিজিয়া গেল। কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজল শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমলের উপর পড়িবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ নয়ন মেলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি আনন্দে গদগদ হইলেন, শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। শ্রীমতীকে পরম আদর করিয়া নিজ উরুদেশের উপর বসাইয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, আমি ত তোমার নিকটেই রহিয়াছি, তবে ক্রন্দন কেন?

"দু'নয়ানে ঝরে নীর ভিজিল হিয়ার চীব
চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে উঠে প্রভু আচম্বিতে
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারা॥
মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি কান্দ কি কারণে জানি
কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে চিবুক দক্ষিণ করে
পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥" চৈঃ মঃ।

প্রভুর এই মধুর প্রিয়সম্ভাষণ শুনিয়া শ্রীমতীর হৃদয়ে প্রেমাবেগ আরও অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়নধারা আরও প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। শ্রীমতী মনে মনে ভাবিতেছিলেন, প্রাণবল্লভের মধুমাখা প্রিয় সম্ভাষণের যথোচিত উত্তর দিয়া তাঁহাকে

সুখী করিবেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। অদম্য হৃদয়াবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। প্রাণ গুমরে গুমরে কাঁদিয়া উঠিল, শ্রীমতী প্রভুর চরণ দু'খানি ধরিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

"কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিলে বিদরে হিয়া
কহিলে না কহে কিছু বাণী।
অন্তরে গুমরে প্রাণ দেহে নাহি সন্বিধান
নয়ানে গলয়ে মাত্র পানি॥" চৈঃ মঃ।

প্রভু মহাবিপদে পড়িলেন, তাঁহার চিত্ত বড় অস্থির হইল। পুনঃ পুনঃ তিনি প্রিয়াকে আদর করিয়া মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীমতী কথা কহিতে পারিতেছেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ-অঙ্গের বসনাঞ্চল দিয়া প্রিয়াব নয়ন মুছাইয়া দিলেন। নানাবিধ প্রেম-সম্ভাষণে তাঁহার মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার ফল বিপরীত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ যতই শ্রীমতীকে কোলে বসাইয়া সোহাগ আদর করেন, ততই তাঁহার হৃদয়াবেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ইহাই বিশুদ্ধ প্রেমের স্বাভাবিক নিয়ম। প্রিয়তমের আদরে ও সোহাগে প্রিয়াব অভিমান বাড়িয়াই যায়, মনে মনে বড় সুখানুভব হয়, কিন্তু বাক্যদ্বারা সে সুখ প্রকাশ করা যায় না। শ্রীমতীর ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, তাই বেশী কিছু না বলিয়া প্রিয়াকে কোলে বসাইয়া কেবল নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন। এইরূপ নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। শ্রীমতী মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রাণবল্লভের প্রতি কাতর নয়নে চাহিতেছেন, পুনরায় বদনচন্দ্র অবনত করিয়া কাঁদিতেছেন। প্রভুর হৃদয় ইহাতে মথিত হইতেছে, মন বড় চঞ্চল হইতেছে। উভয়ে উভয়ের

তাৎকালিক প্রেমোন্মাদপূর্ণ মধুর বদনচন্দ্রের কমনীয় ভাব সন্দর্শন করিয়া হৃদয় মন তৃপ্ত করিতেছেন।

"পুন: পুন: পুছে পঁহু সুমতি না দেই তহু
কান্দে মাত্র চরণ ধরিয়া।
প্রভু সর্ব্ব কলা জানে পুছে নানাবিধানে
অঙ্গবাসে বয়ান মুছাঞা ॥
নানা রঙ্গ পরথাব করিয়া বাড়ায় ভাব
যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে ॥" চৈঃ মঃ।

প্রভুর এইরূপ সরস ও সকরুণ প্রেমালাপে পাষাণও গলিত হয়, তবে শ্রীমতীর কুসুম-কোমল হৃদয় গলিত না হইবার কারণ কি? শ্রীমতীর হৃদয় প্রভুর আদর সোহাগে বিগলিত হইয়াছে, স্বামিসোহাগিনী স্বামিসোহাগে আত্মহারা হইয়াছেন। শ্রীগৌর বক্ষবিলাসিনী শ্রীগৌরাঙ্গে বসিয়া কৃতকৃতার্থা হইয়াছেন। তাহা না হইলে এত প্রেমাশ্রু বর্ষণ কেন? কেবলমাত্র অন্তরের আত্যন্তিক সুখে মুখে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। প্রভুর ব্যগ্রতা দেখিয়া প্রাণবল্লভের ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রীমতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

"প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী
কহেঁ কিছু গদগদ স্বরে।" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী আর মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। যে নিদারুণ সংবাদে তাঁহার কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে, লোকমুখে আজ কয়েক দিন হইতে যাহা তিনি শুনিতেছেন, তাহাতে তাঁহার কুসুম-কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বলি বলি করিয়া যে কথা এতক্ষণ বলিতে পারিতেছিলেন না, এত আদর, এত সোহাগে যে বিষম কথা প্রাণ-বল্লভকে বলিবার জন্য মন সতত উৎসুক রহিয়াছে, দেবী তাহা

না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তাই দেবী অন্য বিষয় বা অন্য কথা না তুলিয়া একেবারেই সেই নিদারুণ কথাটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রাণবল্লভকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শুধু জিজ্ঞাসা করা নহে, শ্রীমতী প্রভুকে স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে চাপিয়া ধরিলেন। শ্রীমতী কহিলেন, "এখন তোমার আদর সোহাগ রাখিয়া দিয়া স্পষ্ট করিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া বল দেখি, তোমার সেই ভাইটীর মত তুমিও না কি—" শ্রীমতী আর কথা কহিতে পারিলেন না। সেই বিষম নিদারুণ কথাটী তাঁহার মুখে আসিল না। শ্রীমতীর কোমল হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল, দুঃখে দুটী নয়ন দিয়া নীর-ধারা পড়িতে লাগিল। একদৃষ্টে প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্রের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। বেশী ক্ষণ চাহিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্ষে নয়ন-জলসিক্ত সুন্দর মুখখানি লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীগৌরবক্ষে স্থান পাইয়া মনের সাধে কাঁদিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়াকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীহস্ত দ্বারা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় মুছাইয়া দিলেন। প্রিয়াকে কি বলিয়া বুঝাইবেন, প্রভু তাই ভাবিতেছেন। শ্রীমতী কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া চিত্তস্থির হইলে প্রাণবল্লভকে কহিলেন—

"শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দিয়ে হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি ?
লোক-মুখে শুনি ইহা বিদরিতে চাহে হিয়া
আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥
তো লাগি জীবন ধন রূপ নব যৌবন
বেশ বিলাস ভাবকলা।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে কি কাজ এ ছার জীবে
হিয়া পোড়ে যেন বিষজ্বালা ॥" ঠাঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এ কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। দেবীর মনের ভিতরের বিষম উদ্বেগের কথাটী তাঁহার প্রাণবল্লভকে খুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন, আর লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। একে একে সকল কথাই বলিলেন। বড় দুঃখেই শ্রীমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"আমা হেন ভাগ্যবতী নাহি কোন যুবতী
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।
বড় প্রতি-আশা ছিল দেহ প্রাণ সমর্পিল
এ নব যৌবন দিল হাথ॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহাব প্রাণবল্লভ, যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বক্ষবিলাসিনী, তাঁহার মত সৌভাগ্যবতী রমণী ত্রিজগতে আর কে আছে? শ্রীমতী শ্রীগৌরাঙ্গ-ধনকে পাইয়া মনে বড আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়া সুখে সংসার কবিবেন। সেই সুখে ছাই পড়িবে, এ দুঃখ কি তাঁহার প্রাণে সহ্য হয়? আবার দুঃখেব উপর দুঃখ দেবীর হৃদয়ের ধন, আদরের ধন, যাঁহার শ্রীচরণকমল-স্পর্শ করিতে গেলে তাঁহার মনে ভয় হয়, পাছে আঘাত লাগে, এত সুকোমল চরণযুগলে তিনি কেমন করিয়া পথ হাঁটিবেন? সন্ন্যাসী হইলেই পথ হাঁটিতে হয়, কণ্টকময় অরণ্যে বাস করিতে হয়, পথ হাঁটাব পবিশ্রমে শরীর কাতর হইবে, প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্র শুষ্ক হইয়া যাইবে, মুখচন্দ্র দিয়া ঘর্ম্ম-বিন্দু পড়িবে। এই চিন্তায় শ্রীমতীর মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি অতি করুণস্বরে প্রাণবল্লভকে নিবেদন করিতেছেন—

"ধিক্ রহে মোর দেহ একে নিবেদেঙ তোহে
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে॥
শিরীষ কুসুম যেন সুকোমল চরণ
পরশিতে ডর লাগে হাথে।

ভূমিতে দাঁড়াহ যবে ডরে প্রাণ হালে তবে
সিঞ্চিড়া পড়য়ে সর্ব্ব গায়।
অরণ্য কণ্টক বনে কোথা যাবে কোন স্থানে
কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গাপায়॥
সুধাময় মুখ-ইন্দু তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু
অলপ আয়াসে মাত্র দেখি।
বরিষা বাদল বেলা ক্ষণে বা বিষম খরা
সন্ন্যাস করয়ে মহা-দুখী॥" চৈঃ মঃ।

এ সকল কথা বলিয়াও শ্রীমতীর মনের আবেগ গেল না। এক্ষণে প্রাণবল্লভকে ধর্ম্মভয় দেখাইয়া সঙ্কল্পিত সন্ন্যাস-গ্রহণ-বাসনা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। শ্রীমতীর মনের ভাব এই যে, স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, যাঁহার স্বামীর চরণ ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পুরুষের অধর্ম্ম হয়; বৃদ্ধা অর্দ্ধমৃতা জননীকে যে পুত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তাহার নিশ্চয়ই ধর্ম্মভয় নাই। অনুগত স্বজন, একান্ত ভক্ত অনুচরবর্গকে কান্দাইয়া যে পুরুষ গৃহত্যাগ করে, তাহার হৃদয়ে নিশ্চয়ই দয়া-মায়া নাই, তাই শ্রীমতী প্রভুকে ধর্ম্ম দেখাইয়া বলিলেন :—

"তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁয়।
ধর্ম্মভয় নাহি তোরা শচী বৃদ্ধ আধ মরা
কেমনে ছাড়িবে তেন মায়॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত তেন সব ভকত
শ্রীনিবাস আর হরিদাস।

অদ্বৈত আচার্য্য-আদি ছাড়িয়া কি কার্য্য সাধি
কেনে তুমি করিবে সন্ন্যাস॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতীর বয়ঃক্রম এক্ষণ চতুর্দ্দশ বর্ষমাত্র। তাঁহার বালিকা বুদ্ধিতে এ সকল নিশ্চিতই অধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। তাই তাঁহার প্রাণবল্লভকে ধর্ম্মভয় দেখাইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ-বাসনা হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কারণ শ্রীমতী জানেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ বড়ই ধার্ম্মিক পুরুষ, বড় মাতৃভক্ত, নিজ-জনের প্রতি বড় অনুগত, যদি ধর্ম্ম-হানির ভয়ে গৃহে রহিয়া যান, এই অভিপ্রায়েই বৃদ্ধা জননীর কথা তুলিয়া প্রাণবল্লভকে অধর্ম্মের ভয় দেখাইলেন। শ্রীমতী নিজের কথাও অনেক বলিলেন, তাহাতে তাঁহার মন উঠিল না। আর এক কথা; শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বাল্যকালাবধি শচী দেবীকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। প্রভু গৃহত্যাগ করিলে, বৃদ্ধা শাশুড়ীর দশা কি হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। শোকতাপ-জর্জ্জরিতা বৃদ্ধা শাশুড়ীর কথা মনে হইলে শ্রীমতী নিজের দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন, তাই জননীর কথা তুলিয়া প্রভুকে ধর্ম্মভয় দেখাইলেন। শ্রীমতী আরও জানিতেন, তাঁহার প্রাণবল্লভের অতিপ্রিয় জন-কয়েক অন্তরঙ্গ ভক্ত আছেন, তাঁহা-দিগকে প্রভু বড়ই ভালবাসেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া একদণ্ডও প্রভু থাকিতে পারেন না, সেই জন্য তাঁহাদিগের নাম করিয়া শ্রীমতী তাঁহার প্রাণবল্লভকে দু'কথা শুনাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া শ্রীমতী তাঁহাকে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে লোকনিন্দা ও অপযশের ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন, "নাথ! তুমি যদি তোমার বৃদ্ধা জননী, এবং অনুগত ভক্তজনকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও, লোকে তোমার নিন্দা করিবে; তুমি অপযশ অর্জ্জন করিবে; আমি কি করিয়া সে সকল কথা শুনিব? এ সকল তুমি বিবেচনা করিবে। আমি বালিকা, তোমাকে আর কি বলিব।"

"তুমি প্রভু গুণরাশি জগজনে হেন বাসি
বিপরীত চরিত আশয়।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে শুনিলে মরিব সভে,
আরজিবে অপযশ ময়॥" চৈঃ মঃ।

দেবীর মনে এক্ষণে আর একটী ভাবের উদয় হইল। তিনি প্রাণবল্লভের চরণ দুখানি ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন "প্রাণেশ্বর! হৃদয়বল্লভ! আমাকে লইয়াই তোমার সংসার, এই হতভাগিনীই তোমার জঞ্জাল, আমার জন্যই তুমি সংসার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, আমার জন্যই তুমি বৃদ্ধা জননীকে ছাড়িয়া গৃহত্যাগী হইতেছ, আমিই তোমার ধর্ম্ম-জীবনের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছি, আমার জন্যই তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভজন কীর্ত্তন করিতে পারিতেছ না, অতএব এ হতভাগিনীর মরণই মঙ্গল, এ ছার জীবন আর রাখিব না। আমি বিষ খাইয়া মরিব, তাহা হইলে তুমি সুখে গৃহে বসিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিবে, গৃহত্যাগের প্রয়োজন হইবে না। তোমার সাধনপথের কণ্টক, তোমার ধর্ম্ম-জীবনের শত্রু, এই হতভাগিনীকে বিদায় দাও নাথ।" এই বলিয়া শ্রীমতী প্রভুর চরণদুখানি ধরিয়া মর্ম্মব্যথায় কাতরকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন।

"কি কহিব মুঞি ছার মুঞি তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার পিছনি লঞা মরি যাই বিষ খাঞা
সুখে নিবসহ নিজ ঘরে॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী মনাগুনে দহিতেছেন, আর কান্দিতে কান্দিতে প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া পুনরায় মিনতি করিয়া কহিতেছেন:—

"প্রভু! না যাইহ দেশান্তরে কেহ নাহি এ সংসারে
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।"

শ্রীমতীর প্রাণে আজ বড় বিষম বেদনা, মনে দারুণ ব্যথা, তিনি আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। দেবীর দুটী কমল আঁখি দিয়া অবিরল জল-ধারা পড়িতেছে। প্রাণবল্লভের চরণ ধরিয়া শুধু কাঁদিতেছেন।

"কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরম ব্যথা,
কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ এতক্ষণে শ্রীমতীর মর্ম্মভেদী, হৃদয়বিদারক, বিষাদপূর্ণ বিলাপধ্বনি শুনিতেছিলেন। শ্রীমতীর কাতর হৃদয়ের প্রত্যেক কথা-গুলি প্রভুর হৃদয়ের অন্তস্তলে যেন শেলসম বিঁধিতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরে দারুণ ব্যথা পাইতেছিলেন। প্রভু মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিমুখে আদর করিয়া প্রিয়াকে পুনরায় কোলে তুলিয়া লইলেন। গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী স্বামি-সোহাগিনী পুনরায় প্রাণ-বল্লভের অঙ্কে বসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ-অঙ্গ-বসন দিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রোরুদ্যমান বদনচন্দ্রখানি মুছাইয়া দিলেন। প্রিয়ার চিবুক ধারণ করিয়া পুনরায় কত সোহাগ-আদর করিলেন। সস্নেহে শতবার প্রাণপ্রিয়ার মুখচুম্বন করিলেন। নানাবিধ কৌতুক ও রসরঙ্গে প্রিয়ার মন ভুলাইতে লাগিলেন। স্বামি-সোহাগিনী প্রাণবল্লভের হাস্যময় বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন "ইনি কি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন?" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিমুখে তখন শ্রীমতীকে কহিলেন, "প্রাণাধিকে! প্রিয়তমে! তোমাকে এ কথা কে বলিল যে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া গৃহত্যাগ করিব? তুমি অকারণ মিছা শোক করিতেছ এবং অনর্থক মনঃকষ্ট পাইতেছ। আমি যখন যাহা করিব, তোমাকে না বলিয়া করিব না, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবে, মিছা দুঃখ করিও না।"

"শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী প্রভু মোর গুণমণি
হাসিয়া তুলিয়া লইল কোলে।

বসনে মুছায় মুখ করে নানা কৌতুক
মিছা শোক না করিহ বোলে ॥
আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিঞা
একথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে তোমাকে কহিব তবে
এখনে না মর মহাশোকে ॥
ইহা বলি গৌরহরি অশেষ চুম্বন করি
নানা রস কৌতুক বিথারে।
অনন্ত বিনোদ ক্রীড়া লীলা লাবণ্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে ॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভের সাদর সম্ভাষণে ও প্রেমালিঙ্গনে একেবারে প্রেমানন্দে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইল, কোন দুঃখের কথাই তখন তাঁহার মনে রহিল না। পতি-সঙ্গ-সুখে, রতি-রঙ্গ-রসে বিরহ-বিধুরা নববালা সমস্ত রজনী আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। সে দিনের সুখের রজনী যেন আর শেষ হয় না। প্রভু ও শ্রীমতী উভয়েই আনন্দসাগরে ডুবিয়া আছেন। শ্রীমতী চুমুকে চুমুকে প্রেমানন্দ পান করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন। তাৎকালিক নব দম্পতির অবস্থা কবি জ্ঞানদাসের ভাষায় অতি সুন্দর প্রকাশ পাইবে।

"গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বহু আরতি অনেক ॥"

এরূপ অবস্থায় দুঃখের কথা মনে আসে না, দুঃখময় জগৎ সুখের ভাণ্ডার বলিয়া বোধ হয়। দুঃখ নামক জগতে কোন একটী বস্তু আছে, তখন তাহা মনে উদয় হয় না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মনে কিন্তু এত সুখের মধ্যেও বিষম দুঃখের চিহ্ন দেখা দিল। অকস্মাৎ কোথা

হইতে কাল মেঘ আসিয়া যেন পূর্ণিমার চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল। শ্রীমতী প্রাণবল্লভের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখচন্দ্র মলিন, চক্ষে যেন অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছে, অন্তরে যেন কোন গুহ্যভাব নিহিত রহিয়াছে; যাহা কিছু বলিতেছেন বা করিতেছেন, সকলি বাহ্য ভাব মাত্র। শ্রীমতীর মনে এই ভাবটী উদয় হইবামাত্র তাঁহার হৃদয় যেন কাঁপিয়া উঠিল, সর্ব্ব-অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, নির্ব্বাপিতপ্রায় মনাগুন পুনরায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীমতীর মনে একটা ঘোর সন্দেহ উঠিল, এ সকল প্রভুর চাতুরী মাত্র, তিনি বাহ্যিক প্রেম ও ভালবাসা দেখাইয়া মন ভুলাইতে-ছেন, এই ভাবিয়া শ্রীমতী মনে মনে এক অভিসন্ধি করিলেন। ভাবিলেন, প্রাণবল্লভকে নিজের বুকে হাত দিয়া শপথ করাইয়া লইবেন, সত্য কথা বলাইয়া লইবেন।

"বিনোদ বিলাস রসে, ভৈ গেল রজনী শেষে
পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ায় আগুনি আছে তে কারণে পুন পুছে
প্রিয় প্রাণনাথ মুখ চাঞা॥
প্রভু কর বুকে নিয়া পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
মিছা না বলিহ মোর ডরে।
হেন অনুমান করি যত কহ সে চাতুরী
পলাইবে মোর অগোচরে॥
তুমি নিজবশ প্রভু পরবশ নহ কভু
যে করিবে আপনার সুখে।
সন্ন্যাস করিবে তুমি কি বলিতে পারি আমি
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে॥"

প্রভুর দুইটী হস্ত ধারণ করিয়া বক্ষে রাখিয়া শ্রীমতী অতীব কাতর স্বরে

প্রাণবল্লভকে কহিলেন, "হৃদয়বল্লভ! আমার বোধ হইতেছে, তুমি আমার সহিত চাতুরি করিতেছ। তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হয় তোমার মনের ভাব অন্যরূপ। অবলাকে ভুলাইবার জন্য কেবল বাহ্যিক এত ভালবাসা দেখাইতেছ। নাথ! হৃদয়সর্ব্বস্ব! এই আমার বুকে হাত দিয়া শপথ করিয়া বল দেখি, তুমি কি যথার্থই এ হতভাগিনীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। জীবনসর্ব্বস্ব! এ অভাগিনী তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। তোমার ঐ রাঙ্গাচরণ ভিন্ন তার অন্য গতি নাই। বিনা অপরাধে অবলার গলায় ছুরি দিও না। তুমি প্রভু, আমি দাসী; তুমি পুরুষ, আমি অবলা স্ত্রীলোক; তুমি নিজবশ, আমি পরবশ; তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমার কথা তুমি শুনিবে কেন? তবে আমার মন বুঝিতেছে না বলিয়া তোমাকে এত কথা কহিতেছি। তোমার ভাবগতিক দেখিয়া আমার মনে ঘোর সন্দেহ হইয়াছে, তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে। তোমার ভাবগতিক আমার একটুও ভাল লাগিতেছে না। আমার মাথার দিব্য, সত্য কথা বল, তুমি কি যথার্থই তোমার বুড়া মা ও আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে? দেখ, যেন স্ত্রীবধের ভাগী হইও না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ স্থির ও গম্ভীর ভাবে শ্রীমতীর প্রত্যেক কথাগুলি শুনিলেন আর দেখিলেন, প্রিয়ার নয়নযুগল জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বশরীর থর থর কাঁপিতেছে, বদন শুষ্ক, সুন্দর মুখমণ্ডলে যেন একটা বিষম বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। প্রভু আর তখন নিজের মনের ভাব লুকাইবার চেষ্টা করিলেন না। সেই নিদারুণ শেষ কথা, সেই প্রাণঘাতিনী বাণী "সন্ন্যাস গ্রহণ করিব" প্রিয়ার নিকট বলিবার সময় আসিয়াছে। শাণিত ছুরিকা শ্রীমতীর বক্ষে বিদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত, কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ একটু গম্ভীর হইলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। একটু মৃদুহাসি

হাসিয়া প্রিয়াকে তখন ধর্ম্মতত্ত্ব ও হিতকথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু জননীর নিকটেও শেষ যাহা বলিয়াছিলেন, প্রিয়ার নিকটেও তাহাই বলিতেছেন, তাঁহার সেই একই কথা। প্রভু বলিলেন, "প্রিয়তমে! এ সংসারে সকলি মিথ্যা, সকলি অসার। পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, ভাই, বন্ধু, কেহ কাহারও নহে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্যই জীবের মানব-জন্ম। এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করে, তাহার জন্মই বিফল। মায়ার বন্ধনই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অন্তরায়, তাহা ছিন্ন করিতে হইবে। মান, অভিমান, অহঙ্কার এ সকল একেবারে ত্যাজ্য। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন জন্যই এই দেহ ধারণ। সংসারের মায়ায় পড়িয়া সংসারী জীব শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ভুলিয়া যায়, মায়াব এমনি শক্তি! তাহাতেই জীবের এত দুঃখ, এত দুর্গতি, এই জন্যই তাহারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। যদি সংসাররূপ দাবানল হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, অন্য চিন্তা দূর করিয়া একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর।"

"এ বোল শুনিয়া পঁহু মুচকি হাসিয়া লহু
কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া।
কিছু না করিহ চিতে যে কহিয়ে তোর হিতে
সাবধানে শুন মন দিয়া॥
জগতে যতেক দেখ মিছা করি সব লেখ
মিছা করি করহ গেয়ান।
মিছা পতি সুত নারী পিতা মাতা যত বলি
পরিণামে কে হয়ে কাহার॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি
যত দেখ সব মায়া তার॥

কি নারী পুরুষ দেখ সভারি সে আত্মা এক
মিছা মায়াবন্ধে হয়ে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি আর সব প্রকৃতি
এ কথা না বুঝয়ে কোই॥
রক্ত-রেত-সম্মিলনে জন্ম মূত্র-বিষ্ঠা-স্থানে
ভুমে পড়ে হঞা অগেয়ান॥
বাল যুবা বৃদ্ধ হঞা, নানা দুঃখ কষ্ট পাঞা,
দেহে গেহে করে অভিমান॥
বন্ধু করি যারে পালি, তারা সবে দেয় গালি,
অভিমানে বৃদ্ধ কাল বঞ্চে।
শ্রবণ নয়ান আন্ধে বিষাদ ভাবিয়া কান্দে
তভু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে দেহ ধরি এ সংসারে
মায়াবন্ধে পাসরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা • নিজ প্রভু পাসরিয়া
শেষে মরে নরকযন্ত্রণা॥” চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কর্ণে প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বগুলি প্রবেশ করিল কি না, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার তখনকার মনের ভাব শ্রীগৌরাঙ্গই বুঝিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব কথাগুলি বালিকা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পক্ষে উপযোগী কি না, তাহা প্রভুই জানেন। প্রাণবল্লভের মুখে এইরূপ তত্ত্বকথা শ্রীমতী পূর্ব্বে শুনেন নাই। বিশেষতঃ এই সময়ে এ কথাগুলি দেবীর একেবারেই ভাল লাগিল না। শ্রীমতীর মলিন মুখখানি আরও মলিন হইয়া গেল, প্রভু তাহা দেখিলেন।

আরও দেখিলেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয়ার হৃদয়ে যেন একটা বিষম চিন্তার স্রোত বহিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরায় শ্রীমতীকে বলিতেছেন—

"তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করিহ ইহা
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিলুঁ কথা, দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥" চৈঃ মঃ।

প্রভু গম্ভীরভাবে শ্রীমতীকে কহিলেন, "প্রিয়তমে! তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। মিছা শোক করিবে না, অন্য চিন্তা দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবে।"

শ্রীমতী প্রাণবল্লভের মুখের ভাব দেখিয়া, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, প্রভু তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এখন আর সে পূর্ব্বের ভাব নাই, সে মাখামাখি নাই, সে প্রেম-বিহ্বলতা নাই; তিনি গম্ভীরভাবে উক্ত কথাগুলি শ্রীমতীকে কহিলেন। শ্রীমতী দেখিলেন, তাঁহার প্রেমময় প্রাণবল্লভ উপদেষ্টা গুরুর ন্যায় গম্ভীরভাবে তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। একটু তফাতে থাকিয়া কথা কহিতেছেন। প্রাণবল্লভের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া শ্রীমতীর শুষ্ক হৃদয় আরও শুষ্ক হইয়া গেল, তাঁহার মুখে আর কথা ফুটিল না। তিনি জড়ের ন্যায় স্থিরভাবে প্রাণবল্লভের বদনের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সকলই বুঝিতে পারিলেন, প্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলেন। শ্রীগৌর ভগবান্ ভক্তদুঃখে কাতর হইয়া পুনরায় শ্রীমতীর হস্ত ধারণ করিয়া আদর করিয়া কোলে বসাইলেন। আবার স্বামি-সোহাগিনী গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বামি-সোহাগে গলিয়া গেলেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তদুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, ভক্তদুঃখ মোচনের জন্য তিনি সকলি করিতে

পারেন। ভক্তের কাতরতা, ভক্তের মলিন মুখ দেখিয়া শ্রীগৌর ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রিয়াকে আর যাহা কিছু বলিবার ছিল, বলিতে পারিলেন না, প্রভুর চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল হইয়া আসিল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রিয়াকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া সুখী করিলেন।

"প্রিয়জন আর্ত্তি দেখি, ছল ছল করে আঁখি
কোলে করি করিলা প্রসাদ।" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী প্রাণবল্লভের আদর সোহাগে সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এক্ষণে প্রিয়াকে কোলে করিয়া বসিয়াছেন। স্বামি-সোহাগিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বামীর আদর পাইয়া প্রফুল্ল হইয়াছেন। তাঁহার বদনে একটু হাসিও দেখা দিয়াছে, ইহা দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বড় সুখী হইলেন। পূর্ব্বেকার কোন কথা আর তিনি তুলিলেন না। প্রভু বলিলেন, "প্রিয়তমে! তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? যদি কখনও কোথাও যাই, তোমাকে অবশ্য বলিয়া যাইব। এক্ষণে তোমাকে লইয়া কিছুদিন সুখে সংসার করিব। তোমার মত পত্নী আমি বড় ভাগ্যে পাইয়াছি।" শ্রীমতী প্রাণবল্লভের কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন; মনেব সন্দেহ কিন্তু একেবারে দূর হইল না। "তোমাকে লইয়া কিছুদিন সংসার করিব" এ কথা প্রভু কেন বলিলেন? শ্রীমতীর মনে এই সন্দেহটী উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বিষণ্ণা হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীমতীকে অধিকতর আদর ও সোহাগ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী প্রাণবল্লভকে মনের ভাব না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্রীমতী কহিলেন, "তুমি ওকথা কেন বলিলে? কিছুদিন আমাকে লইয়া সংসার করিবে; এ কেমন কথা? তবে কি তুমি এ দাসীর সহিত ছল করিতেছ? স্পষ্ট করিয়া আমাকে বল, তোমার মনের ভাব কি?"

শ্রীগৌরাঙ্গ এবার বড় বিপদে পড়িলেন। শ্রীভগবান্ ভক্তের সহিত কতক্ষণ ছল করিবেন। এবার ভক্ত ভগবান্‌কে চাপিয়া ধরিয়াছেন, সত্যকথা বলিতেই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ আর কি করিবেন, নিরুপায় হইয়া শ্রীগৌর ভগবান্ প্রিয়াকে কহিলেন, "প্রিয়তমে! তোমার নিকট আমি আর কিছু লুকাইব না। এ জীবনে আমি দুঃখ করিতে আসিয়াছি, দুঃখ আমার জীবনের সঙ্গী। নিজে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিলাম, তবুও জীবে কৃষ্ণনাম লইল না। এখন তুমি ও মা কাঁদিলে জীবের মন দ্রব হয় কি না, তাহা দেখিব। এ জন্যই আমার গৃহত্যাগের সঙ্কল্প। তোমাকে কাঁদাইবার জন্যই আমার গৃহত্যাগ। তোমাদের রোদনে কলির জীবের সর্ব্বপাপ ধৌত হইবে। একা আমার রোদনে হইল না, তাই তোমাদের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। স্বেচ্ছায় এই সাহায্য তোমরা আমাকে দিবে না বলিয়াই গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, আর করিব না। মাকে এ সকল কথা বলিয়াছি, তিনি কলির জীবোদ্ধারের জন্য কাঁদিতে স্বীকার করিয়াছেন, তুমিও করিবে, সে আশা আমি করি। আমি গৃহত্যাগ না করিলে তোমরা কাঁদিবে না, ইহ সংসারের সকল সুখ ছাড়িয়া, তোমার মত সুন্দরী নবীনা পতিপ্রাণা ঘরণী ছাড়িয়া, বৃদ্ধা পুত্রবৎসলা জননীকে ছাড়িয়া, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসীবেশে করঙ্গ কৌপীন ধারণ করিয়া পথে পথে দীনদরিদ্রের ন্যায় জীবের কৃপাভিক্ষা না করিলে, তাহারা হরিনাম লইবে না, জীব-উদ্ধার-কার্য্য সফল হইবে না। যে কার্য্যের জন্য আমার আগমন, সে কার্য্য না করিয়া কি আমি থাকিতে পারি? প্রিয়তমে! এখন তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, আমার শুভকার্য্যে বাধা দিও না। মা অনুমতি দিয়াছেন, তুমিও অনুমতি দাও, বিষ্ণুপ্রিয়া নামের সার্থকতা রক্ষা কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখনিঃসৃত এই নিদারুণ কথা শুনিয়া শ্রীমতী স্তম্ভিতা হইয়া রহিলেন। তাঁহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি প্রভুর পানে চাহিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভু পুনরায় কহিলেন, "বিষ্ণুপ্রিয়ে! কাঁদিও না, শ্রীভগবান্ তোমার মনে বল দিন, তোমার ক্রন্দনে জীব উদ্ধার হইবে। ভুবনমঙ্গল শ্রীভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন। জীবের দুঃখে আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, আমার এই ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা কর।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভের কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ-হৃদি-বিলাসিনী শ্রীগৌর-হৃদয়ে বদন লুকাইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীমতীর উষ্ণ অশ্রুজলে শ্রীগৌরাঙ্গের কুসুমকোমল হৃদয় গলিয়া গেল। তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রবলবেগে বারিধারা পড়িতে লাগিল, উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন। শ্রীমতী অতঃপর কাতরস্বরে প্রভুর চরণ দুটি ধরিয়া কহিলেন—"প্রাণবল্লভ! আমি তোমার দাসী হইয়া তোমার শ্রীচরণ-সেবার অধিকারী হইব না, এ দুঃখ ত আমার মরিলেও যাইবে না। তোমার দাসীত্বই আমার সকল সম্পদ্। কি পাপে আমার এ অধোগতি হইল?"

"মো অতি অধম ছার জনমিল এ সংসার
তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি।
এ হেন সম্পদ্ মোর দাসী হইয়া ছিনু তোর
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি বুঝিতেছ না, তোমার সহিত আমার দৈহিক বাহ্যিক সম্বন্ধ লোপ হইবে। তোমার সহিত আমার অন্য সকল সম্বন্ধই থাকিবে, তুমি আমার অন্তরে সর্ব্বদাই বিরাজ করিবে।

আমিও তোমার অন্তর হইতে কোথাও যাইব না। কেবল লোকশিক্ষার জন্য আমার এই সন্ন্যাস গ্রহণ। তোমার প্রতি আমার যে প্রীতি, তাহা অবিচ্ছিন্ন রহিবে, আমি তোমার নয়নের অন্তরালে যাইলে আমার প্রতি তোমার যে প্রীতি তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে। সেই সুখ, বিরহ-জাত; সেই প্রীতিই যথার্থ প্রীতি। তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহা আমি জানি।"

শ্রীমতী প্রাণবল্লভের কথার অর্থ বুঝিলেন না, বা বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না। তিনি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আবার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগী হইও না, এমনি তীর্থদর্শন উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইতে পার। তুমি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলে লোকে আমাকে নিন্দা করিবে। সতী সাধ্বী কুলললনাগণ আমাকে বলিবে, আমার জন্যই আমার স্বামী বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি কালসাপিনী হইয়া তোমাকে গৃহত্যাগী করিয়াছি। এ নিন্দা, এ অপবাদ আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমার মাথায় হাত দিয়া বল দেখি, আমিই কি তোমার গৃহত্যাগের কারণ?" শ্রীমতার উক্তি শ্রীল বলরামদাসের রচিত একটী সময়োচিত পদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

"আমার বয়সী যে তোমা দেখিল
কত না নিন্দিল মোরে;
সেত অভাগিনী হেন গুণমণি
কেন রবে তার ঘরে॥
যদি রূপ গুণ থাকিত তাহার
পতি কি যৌবন কালে।
কৌপীন পরিয়া কাঙ্গাল হইয়া
গৃহ ছাড়ি বনে চলে॥

নিঠুর রমণী পাপিনী তাপিনী
পতি দেশান্তরি করে।
নিদয় হইয়া চলিছ ফেলিয়া
লোকে গালি পাড়ে মোরে॥
আমি কি তোমায় দিয়াছি বিদায়
সত্য করে বল নাথ।
তোমার লাগিয়া মরেছি পুড়িয়া
তাহে লোক-পরিবাদ॥
তুমি মোর পতি হইয়াছ যতি
একা মোব সর্ব্বনাশ।
প্রিয়ার রোদন তারিবে ভুবন
আর বলরাম দাস॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান্। নরলীলা করিতে নদীয়াধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নরলীলার মত সুন্দর বস্তু জগতে আর নাই। শ্রীভগবানের কৃপা নরলীলায় যেরূপ উপলব্ধি হয়, শ্রীভগবানের দয়া, ভালবাসা, তাঁহার নরলীলায় যেরূপ পরিস্ফুট হয়, তাঁহার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবত্তাতে তাহা হয় না। শ্রীগৌবাঙ্গ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিধিমত বুঝাইতেছেন, তাঁহাব মনে শান্তি দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, নরাকার শ্রীভগবান্ শাস্ত্রতত্ত্ব, যুক্তি, সিদ্ধান্ত সকলের সহায়তা লইয়াও চতুর্দ্দশবয়স্কা বালিকাকে বুঝাইতে পারিলেন না। প্রেমের মধুরতা, প্রেমের বন্ধন, ভালবাসার শৃঙ্খল, যুক্তিসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রতত্ত্বের বিধি-নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নহে। ভালবাসার বস্তু প্রাপ্তির আশায়, প্রিয়তমের বিরহ আশঙ্কায়, নরনারী বিধিনিয়মের দৃঢ়-শৃঙ্খল অবাধে ভাঙ্গিয়া ফেলে, শাস্ত্র উপদেশ, গুরুর আদেশ ও যুক্তিসিদ্ধান্তের কঠোর রজ্জু ছিঁড়িয়া ফেলে।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ-কথা শুনিয়াও শুনিতেছেন না, যাহা ধরিয়াছেন, তাহাই ধরিয়াছেন, প্রাণবল্লভকে গৃহত্যাগী হইতে দিবেন না। স্ত্রীলোকের যাহা যুক্তি, তাহা সকলি দেখাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা কাটাইতে পারিলেন না। স্বামী সন্ন্যাসী হইবে, স্ত্রীলোকের এ দুর্নাম অপেক্ষা মরণ ভাল, স্বামী সন্ন্যাসী হইলে সাধারণ লোকে এই বলিয়াই স্ত্রীকে নিন্দা করিয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা বুঝিলেন এবং একটু চিন্তিতও হইলেন, শ্রীমতীর নিকট পরাজয় স্বীকাব করিলেন। শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট পরাজয় চিরকালই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আছে। এক্ষণে শ্রীগৌর ভগবান্ তাঁহার সেই শেষের সম্বল, ব্রহ্মাস্ত্র ঐশ্বর্য্যের সহায়তা লইতে বাধ্য হইলেন। জননীর নিকটেও তিনি শেষে ইহাই করিয়াছিলেন, শ্রীমতীর নিকটেও তাহাই করিলেন। শ্রীভগবান্ শ্রীমতীর মায়া হরণ করিয়া লইলেন, তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষু দান করিলেন। শ্রীমতী অকস্মাৎ দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর পরিবর্ত্তে সেই গৃহের সেই স্থানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি।

"আপনি ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরল বুক
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ক্ষণকালের জন্য শ্রীভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ মনে করিলেন, তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল। ক্ষণকালের জন্য দেবীর সকল দুঃখ শোক দূর হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার প্রাণবল্লভকে দেখিতে না পাইয়া তিনি পুনরায় বিষণ্ণা হইলেন। চতুর্ভুজ আর তাঁহার ভাল লাগিল না। গৃহের মধ্যে প্রাণবল্লভকে খুঁজিতে

লাগিলেন, দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুলিতা হইয়া গলদেশে বস্ত্র দিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তিধারী শ্রীগৌর ভগবানের চরণ দু'খানি ধারণ করিয়া অতি কাতর স্বরে কহিলেন :—"প্রভু ! তোমার চতুর্ভুজ রূপ সংবরণ কর, তোমার ওরূপ আমার ভাল লাগিতেছে না, আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না, আমি অবলা রমণী, স্বামীই আমার পরম দেবতা, আমি স্বামী ভিন্ন অন্য কিছু জানি না, অন্য কিছু চাহি না। স্বামী আমার কোথায় গেলেন ? তোমার চরণে ধরি, তুমি আমার স্বামীকে আনিয়া দাও।" এই বলিয়া শ্রীমতী প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট পরাজিত হইলেন। তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র বিফল হইল, ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি, নিষ্কাম প্রেম ও প্রীতির নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। শ্রীমতী জিতিলেন, প্রভু হারিয়া নিজ ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিলেন। তখন দেবী দেখিলেন, তাঁহার সেই হৃদয়-রতন প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে সেইরূপে কোলে করিয়া বসিয়া আদর করিতেছেন, চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রাণবল্লভের দেখা পাইয়া শ্রীমতীর দুঃখসাগর পুনরায় উথলিয়া উঠিল, তিনি ফাঁকি দিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, এই কথা শ্রীমতী ভাবিয়া আবার দুঃখ-সাগরে নিমগ্না হইলেন।

গ্রন্থকার-রচিত শ্রীমতীর উক্তি নিম্নলিখিত পদটী এস্থলে পাঠক পাঠিকাগণকে প্রেমোপহার প্রদত্ত হইল।

শ্রীমতীর উক্তি (চতুর্ভুজ মূর্ত্তিধারী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি)

দেব !

কে তুমি হেথা, কহ না কথা, লুকালে কোথা, আমার নাথ।

তিলেক তরে, না হেরি যারে, হয় যে শিরে, বজর পাত ॥

(আমি)

"অবলা নারী, বুঝিতে নারি, পতি না হেরি, পরাণ যায়।

সম্বর তেজ হে চতুর্ভুজ, ধরহ নিজ, মায়িক কায় ॥
চাহি না আমি, জগত পতি, আমার পতি, ফিরায়ে দাও।
মিনতি করি, দু'হাত জুড়ি, ত্বরা করি, চলিয়া যাও ॥
যে হও তুমি, জগত স্বামি, চাহিনা আমি, ওরূপ তব।
সতীর গতি, পরাণ পতি, তাঁহার জ্যোতি নিতুই নব
বালিকা ভেবে, ভুলায়ে যাবে, তাহা না হবে, হে নিখিলেশ।
ওরূপে তব, মুগ্ধ না হব, হে ভব ধব, জানিও বেশ ॥
নহি যোগিনী, মন্ত্র না জানি, সদাভিমানী, পতির বলে।
পতিদেবতা, মন্ত্রদাতা, থাকি পতিতা, চরণতলে ॥
সর্ব্বসিদ্ধি, মোক্ষঋদ্ধি, জ্ঞানবুদ্ধি সকলি তিনি।
জ্ঞান গরিষ্ঠ, তিনিই কৃষ্ণ, ইষ্টনিষ্ঠ, অন্তর-যামী ॥
তুমিই কিহে, ভুলাতে মোহে, আসিলে গেহে, ছলনা করি।
চক্রী তুমি, অবলা আমি, চরণে নমি, ত্রাসে মরি ॥
ছাড় হে ছল, দুর্ব্বলের বল, চরণতল, রাখহ শিরে।
হে নরবর, রূপ সম্বর, স্বরূপ ধর, দেখিহে ফিরে ॥
নাটুয়া বেশে, হেসে হেসে, নিকটে বসে, কহগো কথা।
পরাণ ভরে, সেরূপ হেরে হৃদয়ে ধরে, ঘুচাই ব্যথা ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমতীর কথার উত্তর দিতেছেন। স্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ (শ্রীমতীর প্রতি)—

"পরাণ সখি, তোমারে দেখি, বড়ই সুখী, হলাম আমি।
করি উপেক্ষা, মহান্ ভিক্ষা, সাধন শিক্ষা, শিখালে তুমি ॥
আমার লাগি, বিষ্ণুত্যাগী, বিষম যোগী, তুমি সেজেছ।
প্রেমের ডোরে, কঠিন ক'রে, তুমিই মোরে, দৃঢ় বেঁধেছ ॥
তোমার দ্বারে, তোমার ঘরে, তোমার কোরে, আমার বাস।

বাঁধন ছিঁড়ে,	তোমায় ছেড়ে,	যেতে কি পারে,	তোমার দাস ॥
হওলো স্থিরা,	হে মনোহরা,	আমারি কিরা,	না কর ডর।
সাধ্বী তুমি,	হও সংযমী,	মরত ভূমি,	স্বরগ কর ॥
সাধনে তব,	তবিবে ভব,	বিরহে নব,	সুখ উদয়।
সে সুখবিন্দু	প্রেমের সিন্ধু,	পরাণবন্ধু,	তাহাতে পায়॥
বিরহে সুখী,	সাধনোন্মুখী,	কখনও দুঃখী,	না হয় তারা।
বিরহ অর্থ,	সাধনতত্ত্ব,	বিরহমুক্ত,	লক্ষ্য হারা ॥
হে বিষ্ণুপ্রিয়ে,	সুস্থির হিয়ে,	তোমা ফেলিয়ে,	কোথা না যাব।
বসতি মোর,	হৃদিকন্দর,	এরূপ সুন্দর,	অন্তরে ভাব ॥
বহেপ্রিয়,	মোর অপ্রিয়,	অন্তর অমিয়,	আমারে দিও।
যখনি ডাকিবে,	তখনি পাইবে,	হৃদয়ে বাঁধিবে,	পরাণপ্রিয় ॥”

প্রভু যখন দেখিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যে শ্রীমতী ভুলিলেন না, তখন তিনি ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি মাধুর্য্য দেখাইলেন। প্রিয়াকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া আদর করিয়া করিয়া কহিলেন, “প্রিয়তমে! সাধ্বি! তুমি আমার জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তিধারী শ্রীশ্রীনারায়ণমূর্ত্তিকে উপেক্ষা করিলে, তোমার পতিভক্তি, তোমার পতিপ্রেম দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তোমাকে ছাড়িয়া কি আমি থাকিতে পারি? আমার এ হৃদয়ে তোমার চির-বাসস্থান জানিবে। লোকে জানিবে আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তুমি সর্ব্বদা আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া থাকিবে। যখনই তুমি আমার বিরহে কাতর হইয়া আমাকে স্মরণ করিবে, তখনি আমি তোমাকে দেখা দিব। আমি যেখানেই থাকি, তোমাকে কখনও ভুলিব না। তুমি অনুরাগে ডাকিলেই আমি আসিব, একথা সত্য করিয়া বলিলাম জানিবে।”

"শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া তোমারে কহিল ইহা
যখন যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই থাকিব তোমার ঠাঁই
এই সত্য কহিলাম দঢ় ॥" চৈঃ মঃ।

পতি-গত-প্রাণা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নতমুখী হইয়া ছল ছল নয়নে কহিলেন "প্রাণেশ্বর! হৃদয়কান্ত! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তুমি ইচ্ছাময়, তুমি নিজের সুখের জন্য যাহা করিবে, তাহাতে কে বাধা দিবে? তোমার সুখেই আমার সুখ। এ জনম কান্দিতে আসিয়াছি, কান্দিয়া কাটাইব, তাহাতে যদি তোমার উপকার হয়, অবশ্য করিব। বহু পুণ্যবলে তোমার দাসী হইয়াছিলাম। এ উচ্চ পদ, এসম্পদ্‌টী যেন প্রভু কাড়িয়া লইও না, দুখিনী দাসী বলিয়া শ্রীচরণে স্থান দিও, এই আমার শেষ নিবেদন জানিবে।"

"প্রভু আজ্ঞাবাণী শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণি
স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভু।
নিজ সুখে করে কাজ কে দিবে তাহাতে বাধ
প্রত্যুত্তর না দিলেন তভু ॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী প্রত্যুত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না, আর তাঁহার বলিবার কি আছে? প্রভুর নিকট শেষ ভিক্ষা চাহিয়া লইলেন, শ্রীমতীর তাৎকালিক মনের ভাব গ্রন্থকার-রচিত নিম্নোদ্ধৃত একটী পদাংশে সুব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে দেওয়া গেল।

"শ্রীচরণে দিয়ে স্থান জুড়াও তাপিত প্রাণ
তুমি নাথ প্রাণ-রমণ।
ত্রিজগতে নাহি ঠাঁই তুমি ভিন্ন কেহ নাই
জানি মাত্র তোমার চরণ ॥

চরণে না ঠেলে দিও প্রাণবন্ধু প্রাণপ্রিয়
দয়াময় পতিতপাবন।
জনমের অভিলাষ জীবনের শ্রেষ্ঠ আশ
নাথ! তব চরণবন্দন॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ গাঢ় অনুরাগে শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ-অঙ্কে বসাইয়াছেন। উভয়েরই হৃদয় কাঁপিতেছে, উভয়েরই নয়ন ছল ছল, উভয়েই উভয়ের বদন পানে চাহিয়া আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবিতেছেন, সরলা বালিকা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুলাইতে পারিয়াছেন, একথা ভাবিয়া তাঁহার মনে সুখ হইতেছে না। কারণ সরলা পতিপ্রাণা বালিকাকে ফাঁকি দিয়া তিনি যাইতেছেন; ইহাতে মনে ব্যথা পাইতেছেন। মুখে যাহাই বলুন, প্রভুর অন্তর কাঁদিতেছে, তাহা তাঁহার মুখের ভাবে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। শ্রীমতী ভাবিতেছেন, তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে যে, তিনি স্বামীর শুভকার্য্যে বাধা দিবেন না। এ কথা কেন পোড়া মুখ দিয়া বাহির করিলাম। কি করিতে কি করিলাম; ইহা ত দাসীর কার্য্য নহে। আমার অতুল সম্পদ্ প্রভুর দাসীত্ব, আপনার সুখে আপনি বাদী হইলাম। ধিক্ আমার জীবনে, আমার মরণ হইল না কেন?

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে কম্পিত স্বরে গদগদ ভাবে কহিলেন, "বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার মত সৌভাগ্যবতী রমণী জগতে আর কে আছে? কলি-হত জীবের পরিত্রাণের জন্য তুমি আজ যে উপকার করিলে, তাহা চিরদিন সুবর্ণ অক্ষরে আমার ভক্তহৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত রহিবে। তোমার এ স্বার্থত্যাগ জগতে অতুলনীয়, কলিক্লিষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্য তুমি যে কার্য্য করিলে তাহা কলির জীব চিরকাল মনে স্মরণ রাখিবে। আমি জীবের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছি।

জীবের দুঃখে আমি বিশেষ কাতর হইয়াছি। হৃদয় আমার দুঃখে জর্জ্জরিত, তুমি আমাকে অনুমতি দিয়া দুঃখের অনেক লাঘব করিলে। শ্রীভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন।"

শ্রীমতী আর কোন উত্তর করিলেন না। প্রাণবল্লভের বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া তিনি নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীমতীর অশ্রুজলে প্রভুর বক্ষ ভাসিয়া গেল।

প্রভু শ্রীমতীর মুখ মুছাইয়া দিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি কাঁদিও না, তুমি কাঁদিলে আমি প্রাণে বড় ব্যথা পাই। শুন, এখন আমি কিছুদিন তোমাকে লইয়া সংসার করিব। জননীর নিকট প্রতিশ্রুত আছি, কিছুদিন সংসার করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। পরে যখন যাহা করিব, তোমাদের বলিয়া করিব।"

শ্রীমতী এত দুঃখের মধ্যেও প্রভুর মুখের এই মধুময় আশ্বাসবাণী শুনিয়া কিছু সুখ বোধ করিলেন। সে দিন প্রাণবল্লভের সহিত এ সম্বন্ধে আর কথা না কহিয়া শ্রীমতী মনের দুঃখে নিদ্রাভিভূতা হইলেন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল হইয়া নিদ্রা যাইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রভু সংসারী—শ্রীমতীর শেষ স্বামিসঙ্গ-সুখ, প্রভুর গৃহত্যাগ

"যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকযে বসিয়া॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ শচী দেবীর নিকট প্রতিশ্রুত আছেন তিনি আরও কিছুদিন সংসারে থাকিয়া জননীকে সুখী করিবেন, তাঁহাকে আনন্দ দিবেন। প্রভু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকটেও তাহাই বলিয়াছেন। যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিবেন, ইহা স্থির করিয়া প্রভু এক্ষণে কিছু দিন সংসারে মনো-নিবেশ করিলেন। জননী ও ঘরণীর সন্তোষের জন্য প্রভু সাংসারিক কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি দেখাইতে লাগিলেন।

"আছিল অধিক করি পীরিতি বাঢ়ায়।
মায়ের সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া॥" চৈঃ মঃ।

প্রভু এক্ষণে জননীর নিকট গৃহমধ্যে বসিয়া অনেক সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত অপরাহ্নে গৃহে বসিয়া রসালাপ করেন। গৃহের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

জননীর নিকটে বসিয়া শ্রীমতী সম্বন্ধে দুই চারিটি কথাবার্ত্তা কহেন। ইহাতে শচী দেবীর মনে বড় সুখ হয়, শ্রীমতীও মনে বড় সুখ পান। প্রভুর গৃহে প্রত্যহ ছোট খাট একটী ভোজ হয়। শচী দেবী স্বহস্তে সমস্ত রন্ধন করেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সর্ব্বদা শাশুড়ীর নিকটে থাকিয়া সমস্ত যোগাড় করিয়া দেন। লোকজনকে খাওয়াইতে, দশজনের পাতে প্রসাদ দিতে, শচী দেবীর বড় আনন্দ। এত যে বৃদ্ধা হইয়াছেন, তথাপি রন্ধন করিতে তাঁহার একেবারেই আলস্য নাই। প্রভুর গৃহে কোন দ্রব্যের অভাব নাই। শচী দেবীর গৃহ যেন অক্ষয় ভাণ্ডার। দামোদর পণ্ডিত প্রভুর গৃহের কর্ত্তা। তিনি শচী দেবীর বড় প্রিয়। শচী দেবীর যাহা যখন আবশ্যক হয়, দামোদর পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শ্রীগৌরাঙ্গসেবা দামোদর পণ্ডিতের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম। শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীর কুকুরটী পর্য্যন্ত দামোদর-পণ্ডিতের অতি প্রিয়। প্রভুর গৃহ-কার্য্যের সমস্ত ভারই দামোদর পণ্ডিতের উপর। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে মান্য করিতেন, বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। প্রভু আমার এক্ষণে সংসার-সুখে মত্ত, সে প্রেমোন্মাদ ভাব নাই, সে আকুল রোদন নাই, সে প্রাণ-ভরা বিষাদ নাই, সে অন্যমনস্কতা নাই। তিনি এক্ষণে ঘোরসংসারী। বাজারে যান উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া জননীর হস্তে দেন। শচী দেবীর মনে বড় আনন্দ। পুত্র পুত্র-বধূ লইয়া তিনি পরম আনন্দে সংসার করিতেছেন। তাঁহার সোণার সংসারে কিছুরই অনটন নাই। নিমাইচাঁদকে সংসারী করিবার জন্য শচী দেবী কত দেব-দেবীর নিকট মাথা কুটিয়াছিলেন। শচীদেবী ভাবিতেছেন, এত দিনে নারায়ণ তাঁহার পুত্রকে সুমতি দিয়াছেন, তাহার মতিগতি ফিরাইয়া দিয়াছেন, শচী দেবী পূর্ব্ব বৃত্তান্ত একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের এটী কৌশল। তিনি কৌশলে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহেন, কিন্তু

ভক্তের নিকট মধ্যে মধ্যে ধরা পড়েন। কৌশলীর কৌশল প্রকৃত ভক্তের নিকট সকল সময়ে খাটে না। শচী দেবীর এক্ষণে আর দুঃখ নাই। নিমাইচাঁদকে সংসারী দেখিয়া তিনি পূর্ব্বেকার সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে এই সুখটুকু দিয়াছেন। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, জীবের অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল। সুখ পাইলে দুঃখটা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই, দুঃখ পাইলে সুখের আশাই করি না। যেমন বিপদে পড়িলে আমাদের মনে হয়,যেন এ বিপদ্ হইতে আর উদ্ধার নাই, দুঃখে পড়িলে মনে হয়, যেন এ দুঃখ আর যাইবার নহে তেমনি সুখ পাইলেই আমরা দুঃখেব কথা ভুলিয়া গিয়া যেন সুখ-সাগরে ভাসিতে থাকি, দুঃখ জগতে না থাকিলে সুখের প্রকাশ হইত না, একথা আমরা একেবারে বিস্মৃত হই। শচী দেবী এক্ষণে সুখের সাগরে ভাসিতেছেন, তাই দুঃখের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বেব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি নিমাইচাঁদকে লইয়া মহাসুখে সংসার করিতেছেন। বিশ ত্রিশ প্রকার শাক ও ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া নিমাইচাঁদকে নিত্য ভোজন করান। ভোজনে বসিলেই শ্রীগৌরাঙ্গ জননীব সহিত রঙ্গ করেন। ভোজনের সময় শ্রীমতীকে সম্মুখে দেখিলেই প্রভু জননীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "মা! তোমাব বধূকে তোমার মত রন্ধন করিতে শিখাইয়া দাও, তুমি বৃদ্ধা হইয়াছ, বন্ধন করিতে তোমার কষ্ট হয়। তোমার বধূকে রন্ধন কার্য্যের ভার দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

শচী দেবী পুত্রের কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। পুত্রের মুখে বধূব কথা শুনিলে তাঁহার মনে বড় সুখ হয়। তিনি উত্তর করিলেন, "তোকে কে বলিল বৌমা আমার রন্ধন করিতে জানেন না? বৌমা আমা অপেক্ষা উত্তম রাঁধিতে পারেন। কাল তোকে রাঁধিয়া দিবেন, দেখিস্ কেমন হয়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন "মা, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। তোমার বধূর রন্ধন খাইয়া দেখিয়াছি। তোমার মত পাকা রাঁধুনীর নিকট শিক্ষা পাইয়া তোমার বধূ কিছুই শিখে নাই।" শচী দেবী নিমাই-চাঁদের কথা শেষ হইতে না হইতেই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "সে কি কথা? অমন কথা মুখে আনিস্ নে। বউ মা আমার বেশ রাঁধেন; তোর এক কথা! ছেলে মানুষ এখন যাহা রাঁধেন সোণা হেন মুখ করে খেতে হয়!" শ্রীগৌরাঙ্গ আর বেশী কিছু কথা বলিলেন না। বুঝিলেন, পুত্র-বধূর নিন্দা জননীর ভাল লাগে নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিকটেই ছিলেন, তিনিও একথা শুনিলেন, শুনিয়া একটু হাসিলেন। শাশুড়ীর কথাগুলি শ্রীমতীর বড় ভাল লাগিল। তিনি যে রাঁধিতে অপটু, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কথায় শ্রীমতীর রাগ বা অভিমানের কোন কারণ নাই। প্রাণবল্লভের প্রতি একটী বিলোল কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়া একটু মধুর হাসি হাসিয়া শ্রীমতী অন্তরালে যাইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীমতীর একটু লজ্জা হইয়াছে, তাঁহার হাসির মর্ম্ম বোধ হয় এই, শ্রীগৌরাঙ্গকে হাসিয়া কহিতেছেন "তুমি এতও জান, একটু লজ্জাও করে না!" শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমতীর কটাক্ষের উত্তরে একবার প্রিয়ার বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিলেন, সে চাহনির অর্থ—"কেমন, হয়েছে ত? মার নিকট তোমার বিদ্যা প্রকাশ করিয়া দিয়াছি।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শচী দেবী যে পাককার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ গ্রন্থে আছে। প্রভুর রঙ্গ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তিনি রঙ্গ করিলেন। ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন, দেবী রন্ধনকার্য্যে অপটু ছিলেন।

"বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীরে কহয়ে শচী আই।
বেলাধিক হয় মাগো পাকঘরে যাই॥

আজ্ঞা পাই হরষিতা মনে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শীঘ্র পাক কবিবারে বসিলেন গিয়া ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তবে সমাপি রন্ধনে।
শচীর আদেশে গেলা ভোগের সদনে ॥
উভারিলা ভাত বহু সুবর্ণ থালিতে।
সারি সারি রাখিলেন সিক্ত করি ঘৃতে ॥
ব্যঞ্জনাদি যত কিছু রন্ধন করিলা।
ক্রম করি তাহা সব পাশেতে ধরিলা ॥
পক্কান্নাদি করি আব যতেক আচারে।
নিসকড়ি প্রথম ধড়িল থরে থরে ॥
সুবর্ণভাজনে জল সুবাসিত কবি।
কর্পূর সহিতে ছানি বাখিলেন ধরি ॥
রতন সম্পূট করি উত্তম তাম্বূল।
লবঙ্গ এলাচি আদি যত অনুকূল ॥
তুলসীমঞ্জরী অন্ন উপরি ধরিলা।
শালগ্রামে সমর্পিয়া আচমন দিলা ॥
তবে শচী দেবী বড হরষিত মনে।
গণ সহ পুত্রে বোলাইলেন ভোজনে ॥”

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ জননী ও ঘবণীর সহিত নিত্য নানাবিধ কৌতুক, রঙ্গ ও হাস্তপরিহাসে লীলারঙ্গ করিতেছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া স্বামীর সোহাগ ও আদর ঢোকে ঢোকে পান করিতেছেন। শচী দেবীর মত তিনিও পূর্ব্বেকার সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমময়, প্রেমিক পুরুষ, শ্রীমতীকে প্রেমতরঙ্গে

ভাসাইয়া সকল দুঃখ ভুলাইয়া দিয়াছেন। এই কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি যে প্রাণবল্লভের স্বমুখে একটী নিদারুণ কথা শুনিয়াছিলেন, সেই হৃদয়বিদারক অমঙ্গলের কথা শুনিয়া তিনি একদিন সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন। প্রাণবল্লভকে কত কি না বলিয়াছিলেন, শ্রীমতী সে সকল কথা এক্ষণে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। যেন কিছুই হয় নাই, কিছুই জানেন না। শ্রীগৌর ভগবানের মায়ার এমনি মোহিনী শক্তি! শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এমনি অপূর্ব্ব প্রেম যে, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রেমান্ধ হইয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল একেবারে বিস্মৃত হইলেন। প্রাণবল্লভের উপর তাঁহার কোন প্রকার সন্দেহই রহিল না। শ্রীগৌরাঙ্গ যে তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবেন, একথা শ্রীমতীর মনে একটী বারও স্থান পাইল না। চিরদাম্পত্য-সুখে তিনি দিন যাপন করিবেন; এমনি দিন, এমনি সুখের দিন তাঁহার চিরকাল যাইবে, শ্রীমতী তাই ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সুখের-সাগরে ভাসিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার এইটি গূঢ় রহস্য। যিনি সেই প্রেমময় প্রেমিক পরম পুরুষের প্রেমে একবার পতিত হইয়াছেন, যিনি সেই চিরসুন্দর পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণকমলে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি সেই শ্রীঅদ্বৈতের আনা ধন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ-চিন্তা ভিন্ন জগতে আর যে কিছু উত্তম সুখের বস্তু আছে, তাহা জানেন না। তাঁহার সকল উৎকণ্ঠা, সকল চিন্তা, সকল ভয়, বিপদ্ দূর হইয়া যায়। তিনি গৌরগতপ্রাণ হইয়া সকলই গৌরময় দেখেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অবস্থাও তদ্রূপ। তিনি সকল দুঃখ ভুলিয়া প্রাণবল্লভের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন্। দুইটী প্রাণ একত্রে মিশিয়াছে। শ্রীগৌর-বিষ্ণু-প্রিয়া একত্র হইয়া আনন্দে সংসার করিতেছেন। শ্রীমতীর মন সর্ব্বদাই প্রেমানন্দে উৎফুল্ল। প্রভুর মুখে হাসি ধরে না, পরমানন্দে প্রিয়াজীকে লইয়া সুখে সংসার করিতেছেন। তিনি কিছুরই ধার ধারেন না। কেবল

চান আনন্দ, পরমানন্দ, তাহা শ্রীমতী প্রচুরপরিমাণে তাঁহাকে দিতে-ছেন। আনন্দময় শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দময়ী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত পূর্ণানন্দে বিহার করিতেছেন। শচী দেবীর মনে বড় সুখ। তিনি আনন্দের সাগরে ভাসিয়াছেন। শচী দেবীর সংসারে আনন্দের হাট বসিয়াছে, সেখানে প্রেমানন্দ বিকিকিনি হইতেছে। সেখানে যে যাইতেছে, সেই প্রাণ ভরিয়া প্রেমানন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছে। আনন্দের বাজারে আনন্দ বিনামূল্যে বিক্রয় হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ বিলাইতেছেন, শ্রীমতী বিলাইতেছেন, শচী দেবী বিলাইতেছেন, যে যাইতেছে, সে ধন্য হই-তেছে। শচীদেবীর গৃহ আনন্দনিবাস, আনন্দধাম! জীবের ভাগ্যে এত আনন্দ কখনও ঘটে নাই। এই সুখের তরঙ্গে, এই প্রেমানন্দের তরঙ্গে, নদীয়াবাসী শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণও ভাসিতেছেন। সকলেই মনে করিতেছেন, প্রভুর সংসারত্যাগের সংকল্প অমূলক। তিনি এক্ষণে ঘোর সংসারী, বৈরাগ্যের চিহ্নমাত্রও নাই। এত সুখের সংসার ছাড়িয়া প্রভু কোথাও যাইতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া ভক্তগণ নিশ্চিন্ত আছেন। শচীদেবী এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও নিশ্চিন্ত আছেন।

এই প্রকার সুখে ও আনন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রায় ছয়মাস কাল সংসার করিলেন। মাঘ মাস শেষ হইয়া আসিল, প্রভু দিন গণিতেছিলেন, মাঘ মাসের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ঐ দিবসে প্রভু গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। সেদিন অতি উত্তম দিন।

"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশায় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥" চৈঃ ভাঃ।

গোপনে এই কার্য্য করিবেন স্থির করিয়া প্রভু সে দিন জননীকে কহিলেন "মা, অদ্য উত্তম দিন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব উত্তম করিয়া ভোজন করাও। শচী দেবী মনের আনন্দে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। শ্রীমতী শাশুড়ীর

নিকটে থাকিয়া সকল কার্য্যের উদ্যোগ করিয়া দিলেন। প্রভুর পরম ভক্ত শ্রীধর সেই দিবস একটী লাউ আনিয়া শচী দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া কহিলেন, "মা, আমি বড় দরিদ্র, আমার ঘরের এই লাউটী প্রভুকে রন্ধন করিয়া দিবেন।" শচী দেবী আদর করিয়া শ্রীধরের হাত হইতে লাউটী লইলেন। সে দিবস আর একটী ভক্ত প্রভুর জন্য কিছু উত্তম দুগ্ধ আনিয়া দিলেন। প্রভু সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দেখিলেন, শ্রীধর লাউ ভেট্ দিলেন; দেখিয়া একটু হাসিলেন, মাকে বলিলেন, "অদ্য দুগ্ধ দিয়া লাউ পাক কর, উত্তম হইবে।" প্রভুভক্ত শ্রীধর শুনিয়া বড় সুখী হইলেন।

"এক লাউ হাতে করি সুকৃতি শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর॥
লাউ ভেট দেখি হাসে বৈকুণ্ঠের রায়।
কোথা পাইলা প্রভু জিজ্ঞাসে তাহায়॥
নিজ মনে জানে প্রভু কালি চলিবাও।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাম॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা॥
এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে॥
হেনই সময়ে আর কোন পুণ্যবান্।
দুগ্ধ ভেট আনিয়া দিলেন বিদ্যমান॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে বড় ভাল ভাল।
দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল॥ চৈঃ ভাঃ।

* শচীদেবী পুত্রের অভিপ্রায়ানুযায়ী দুগ্ধলাউ পাক করিয়া পুত্রকে

আহার করাইলেন। সেদিন প্রভুর গৃহে অনেক অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রসাদ পাইলেন। আহারান্তে প্রভু নদীয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। একে একে প্রায় সকল ভক্তের গৃহে প্রভু গমন করিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তাতে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। কেহই বুঝিতে পারিলেন না, প্রভুর এই নবদ্বীপের শেষ সাদর সম্ভাষণ। প্রভু অতঃপর গঙ্গাতীরে যাইয়া মনের সাধে গঙ্গা দেবীকে দর্শন করিলেন। প্রভু যে স্থানে বসিয়া ছাত্রদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন, সেই স্থানে গিয়া বসিলেন। ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন, প্রভু কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, গঙ্গামহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন; সকলেই একদৃষ্টে প্রভুর উজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন। প্রভুর শ্রীমুখ দিয়া যেন অমৃত বর্ষণ হইতেছে। ভক্তবৃন্দ তাহা ঢোকে ঢোকে পান করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেছেন। সেদিন এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রভু গঙ্গাতীরে কাটাইলেন, পরে গৃহে ফিরিলেন, ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে গমন করিবার পূর্ব্বে আর একবার গঙ্গা দেবীকে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিলেন, আর একবার নবদ্বীপ নগরীর প্রতি শেষ দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রভুর নয়নপ্রান্তে নীরধারা দেখা দিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। প্রভু নয়ন ফিরাইয়া লইলেন, মনটী কিন্তু ফিরাইতে পারিলেন না। তখন প্রভুর বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল, কি ভাবিতেছেন, কেহই বুঝিতে পারিল না, জননী ও জন্মভূমির মায়া কাটাইতে হইবে, তরুণী ভার্য্যার গলায় ফাঁসি দিতে হইবে, ভক্তবৃন্দকে প্রাণে বধ করিতে হইবে, এই চিন্তায় বোধ হয় প্রভু কিছু কাতর হইয়াছিলেন। চতুরশিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু মনের ভাব কাহাকেও বুঝিতে দিলেন না। অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকটে বিদায় লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে তাঁহাদিগকে প্রসাদ দিয়া প্রভু সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিলেন। গৃহে আসিয়া জননীর নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ সাংসারিক

কথাবার্ত্তা কহিলেন। যথাসময়ে আহারান্তে শয়নগৃহে যাইলেন, প্রভুর গৃহবাসের আজ শেষ দিন। কিন্তু ইহা এখনও পর্য্যন্ত প্রভুর জননী ও ঘরণী জানেন না। শচী দেবী নিজগৃহে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাম্বুলের বাটা, চন্দন, ফুলের মালা প্রভৃতি হাতে করিয়া সহাস্যবদনে প্রভুর শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মৃদুহাস্য করিয়া পরম আদরে প্রিয়াকে অঙ্কে বসাইলেন।

"শয়নমন্দিরে সুখে শয়ন করিলা।
তাম্বূলস্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা॥
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু আইস আইস বোলে।
পরম পিরিতি করি বসাইলা কোলে॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী প্রভুর অঙ্কে বসিলেন, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকান্ত নারায়ণেব অঙ্কে যেন জগন্মাতা শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী বিরাজমানা। প্রভুর শয়নগৃহের আজ কি অপূর্ব্ব শোভা! অধম জীবের ভাগ্যে এই প্রেমময় প্রেমময়ীর অপরূপ যুগলমিলন দর্শনলাভ দুর্ঘট। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মাতা নারায়ণী দেবী সে রাত্রিতে প্রভুর বাটীতে শয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীল লোচন-দাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থপাঠে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হয়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট প্রভুর শেষ বিদায়, তাঁহাকে স্বহস্তে ভুবনমোহিনীরূপে সাজান, তাঁহার সহিত রসালাপ, তাঁহাকে প্রেমানন্দে শেষ আলিঙ্গন দান, এ সকল কথা শ্রীল বৃন্দাবন দাস নিজগ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কারণ তিনি এ সকল ঘটনা অবগত ছিলেন না। এ সকল ঘটনার সত্যাসত্য বিষয়ে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি তাঁহার জননী নারায়ণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে তাঁহার জননী বলেন, "লোচনের একটি কথাও মিথ্যা নহে এবং তাহাতে কোন প্রকার অত্যুক্তিও নাই,

কারণ ঐ রাত্রিতে নারায়ণীদাসী প্রভুর বাটীতে ছিলেন এবং স্বচক্ষে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলা দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়াছেন। নারায়ণী দেবীর মত সৌভাগ্যশালিনী রমণী জগতে আর কে আছেন? ব্যাস-অবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাসের জননীর এরূপ সৌভাগ্য হইবে না ত, কাহার হইবে? শ্রীল লোচনদাস শ্রীশ্রীগৌরভগবানের মাধুর্য্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীল লোচন দাসের শ্রীগৌরাঙ্গ, নবীন নাগর, প্রেমময়, প্রেমদাতা, প্রাণকান্ত, জীবনধন। শ্রীল বৃন্দাবনদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, ঠাকুরের ঠাকুর, জগতের স্বামী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ালীলা মাধুর্য্যপূর্ণ, ইহার সহিত ঐশ্বর্য্য মিলাইলে লীলার মাধুর্য্যের হানি হয়। শ্রীল লোচনদাসকৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রকটাবস্থায় লিখিত হয়; এ গ্রন্থ দেবী শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হন, এই গ্রন্থ দেবীর অনুমোদিত। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদেশ পাইয়া শ্রীল লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে প্রচার করেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অদ্য প্রাণবল্লভকে মনের সাধে সাজাইতে চাহিলেন। প্রভু সম্মতি দিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি আগে আমাকে সাজাও, পরে আমি তোমাকে স্বহস্তে সাজাইব। দেখি কে কাহাকে কেমন সাজাইতে পারে?" শ্রীমতী হাসিয়া বলিলেন, "পুরুষে আর কি স্ত্রীলোককে সাজাইতে পারে! তোমার ও কথা রাখিয়া দাও।" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া উত্তর করিলেন "তাহা দেখা যাইবে। এক্ষণে তোমার কার্য্য তুমি ত কর।"

শ্রীমতী মনের সাধে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। প্রাণবল্লভের গলদেশে মালতীর মালা পরাইয়া দিলেন। স্বহস্তে প্রভুর সুন্দর তিলক রচনা করিয়া দিলেন, প্রাণবল্লভের

সুন্দর প্রশস্ত ললাটে অলকারঞ্জিত করিয়া দিলেন। সুগন্ধি সরস তাম্বূল খাইতে দিলেন। প্রভুর মস্তকের চাঁচর চিকুররাজি সজ্জিত করিয়া দিলেন। বসনাঞ্চল দিয়া শ্রীচরণ দুইখানি উত্তম করিয়া মুছাইয়া দিলেন। প্রাণবল্লভকে মনের মত সাজাইয়া শ্রীমতীর প্রাণে আর সুখ ধরে না। রসরাজ রসিকশেখর রসসাগরে ভাসিতেছেন, রসবতী রসিকা রাসেশ্বরী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিজঅঙ্কে বসাইয়া কতই আদর সোহাগ করিতেছেন। শ্রীমতীর মনে তখন আর অন্য কোন ভাবনা নাই। তিনি সুখসাগরে সন্তরণ করিতেছেন।

"বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগোর কস্তুরীগন্ধে তিলক রচিল॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বূল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥ চৈঃ মঃ।

এক্ষণে প্রভুর শ্রীমতীকে সাজাইবার পালা। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বহস্তে শ্রীমতীকে সাজাইতে বসিলেন। শ্রীমতী লাজভয়ে কুণ্ঠিতা হইয়া শয্যার এক পার্শ্বে সরিয়া যাইলেন, প্রভু কখনও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহাকে ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। এ মধুর দৃশ্য জীবের ভাগ্যে ঘটে না। দেবদেবীগণ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রভু সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমতীর কবরী বাঁধিয়া দিলেন। কবরীর চতুষ্পার্শ্বে মালতীর মালা পরাইয়া দিলেন। শ্রীমতীর সুন্দরললাটে সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া দিলেন, ললাটফলকে চন্দনের বিন্দু দিয়া উত্তম করিয়া সাজাইলেন। প্রিয়ার কমল নয়নদ্বয়ে অঞ্জনের রেখা টানিয়া দিলেন। স্বহস্তে মনের সাধে প্রিয়াকে বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া দিলেন, ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন।

"তবে মহাপ্রভু সে রসিক-শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥

দীর্ঘকেশ কামের চামর জিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা॥
মেঘবন্ধ হইল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দনবিন্দু আর।
শশিকোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার॥
খঞ্জন নয়নে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম-কামানের গুণ করিলেক॥
অগোর কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্যবস্ত্রে রচিলা কাঁচুলী পরতেখে॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভরিলা তাঁহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহার অপার॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতীর রূপরাশি যেন ফুটিয়া উঠিল। রূপের আলোকে গৃহের দীপ নিষ্প্রভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সাজাইয়াছি বল দেখি? আমার মনের মত আমি সাজাইয়াছি। তুমি নিজে সাজিলে আমার এত সুখ হইত না।" শ্রীমতী সজলনয়নে প্রাণবল্লভের প্রতি একটী বিলোল কটাক্ষবাণ বর্ষণ করিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি পুরুষ, পুরুষের কার্য্য উত্তম জান, এতদিন তাই জানিতাম। এখন দেখিতেছি, তুমি স্ত্রীলোক অপেক্ষাও স্ত্রীলোকের বেশ-বিন্যাসে সিদ্ধহস্ত। তোমার এ গুণটী আছে, আগে জানিলে তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য করাইয়া লইতে পারিতাম। এখন হইতে

তুমিই নিত্য আমার কবরী বন্ধন করিয়া দিও। কাঞ্চনা সখীকে আমি আব কষ্ট দিব না, তোমার কার্য্য তুমিই করিয়া লইবে।"

কাঞ্চনা শ্রীমতীর কবরী বন্ধন করিয়া দিতেন, তাঁহাকে সাজাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট পাঠাইতেন শ্রীমতী তাই এ কথা বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। মনে বড আনন্দ পাইলেন, কিন্তু কল্য আর এ বসবঙ্গ কবিতে পারিবেন না, ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন। প্রিয়াকে তাঁহাব মনেব ভাব বুঝিতে না দিয়া কহিলেন, "সখী কাঞ্চনাব নিকট তোমার এ কথা বলিতে লজ্জা কবিবে না?" শ্রীমতী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সখীব নিকট আবার লজ্জা? তোমার সকল কথাই আমি প্রিয়সখী কাঞ্চনাব নিকট বলি।"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া শ্রীমতীর চিবুক ধাবণ করিয়া সোহাগভবে মুখচুম্বন কবিলেন। উভযে উভয়ের প্রেমালিঙ্গনে অতুল আনন্দ উপভোগ কবিতে লাগিলেন। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার বিদায়কালীন মদন উৎসবের যে অপূর্ব্বলীলা-মাধুরী নিজগ্রন্থে অতি ললিতমবুব ছন্দে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপ নিরীখে বদন।
অধরমাধুবী সাধে কবযে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন কবে।
নব কমলিনী যেন করিবর কোরে॥
নানা রস বিথারয়ে বিনোদ নাগর।
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর॥
সুমেরুর কোলে যেন বিজুরী প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস॥

হৃদয় উপরে থোয় না ছুঁয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে এক মজ্জা॥
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসানে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কালনিদ্রা আসিল। স্বামিসোহাগিনী সরলা অবলা স্বামীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি ঘোরনিদ্রায় অভিভূতা। কালরাত্রির শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলেন। নিদ্রিতা প্রিয়ার ঘুমন্ত ছবিখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন। প্রিয়ায় ঘুমন্ত ছবিখানি বড় সৌন্দর্য্যময়, বড় মধুময়, শ্রীগৌরাঙ্গ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রিয়ার ঘুমন্ত ছবিখানি অনিমেষনয়নে দেখিলেন। অধম গ্রন্থকাররচিত ঘুমন্তছবির একটী সময়োপযোগী কবিতা এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

তার ভাঙ্গায়ো না ঘুম।
প্রাণ ভরে দেখি,
বুকে করি রাখি,
ঘুমন্ত মাধুরীমাখা বদন নিঝুম।
(ওগো) তার ভাঙ্গায়ো না ঘুম॥
আবেশ লাবণ্যময়,
ঘুমন্ত সে আঁখিদ্বয়,
ঘুমন্ত অধরে হাসি,
ঘুমন্ত মাধুরী রাশি,
ঘুমন্ত প্রতিমাখানি ফুটন্ত কুসুম
(ওগো) তার ভাঙ্গায়ো না ঘুম॥

শিথিল কবরী চুল,
দু'টি আঁখি ঢুল ঢুল,
বদনে অমিয়ারাশি,
অধরে ঘুমন্ত হাসি,
মোহন ঘুমন্ত-ছবি অমর প্রতিমা।
মধুর মোহন ভাব সুষমা নবীনা॥
(ওগো) জাগাইও না তায়।
ভাল করে দেখি,
চোখে চোখে রাখি,
ঘুমন্ত বদনখানি ঘুমন্ত হৃদয়।
জাগাইও না তায়॥
সরমের নাহি লেশ,
মোহন শিথিল বেশ,
ঘুমন্ত হৃদয়খানি,
স্ববশ অমিয়াখানি,
ঘুমন্ত প্রেমের ছবি প্রেমের আলয়।
জাগাইও না তায়॥
জাগাইও না তায়।
(ওগো) জাগাইও না তায়।
বুকে বুক রাখি,
মুখে মুখ রাখি,
ভাল করে দেখি তার ঘুমন্ত বদন।
তার ভাঙ্গায়ো না ঘুম॥"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ক্রোড়ে কিরূপভাবে নিদ্রিতা ছিলেন, শ্রবণ করুন।

"নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবামচরণ।
পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণ॥
বক্ষঃস্থলে নিজগণ্ড-উপাধান দিয়া।
বাহির হইলা গোরা দ্বার উদ্‌ঘাটিয়া॥" বঃ শিঃ।

শ্রীমতীর বামচরণখানি নিজ-অঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সেই স্থানে একটি বালিস রাখিলেন। শ্রীমতীর বক্ষঃস্থলে নিজের মাথার বালিসটী ধীরে ধীরে রাখিলেন। পাছে শ্রীমতীর নিদ্রা-ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় চতুরশিরোমণি নিজ-জন-নিঠুর প্রভু আমার এই সকল করিলেন। ধীরে ধীরে গৃহদ্বার খুলিলেন। আর একবার যাইয়া প্রিয়ার ঘুমন্ত ছবিখানি শেষ দর্শন করিয়া লইলেন। প্রিয়ার ঘুমন্ত বদনে একটী নীরব চুম্বন দান করিয়া শয়নগৃহ হইতে বাহির হইলেন। গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া করযোড়ে মনে মনে নিদ্রিতা জননীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। বহির্দ্বার খুলিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া রাত্রিবাস বর্জ্জন করিলেন, জন্মভূমিকে প্রণাম করিলেন। আর এক বার জননীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া করবাদ্য করিতে করিতে দ্রুত গতিতে গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গা দেবীকে প্রণাম করিয়া অগ্রজ বিশ্বরূপকে স্মরণ করিয়া প্রভু গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন।

"বাহিরে আসিয়া প্রভু দাঁড়ায়ে অঙ্গনে।
যথাবিধি রাত্রিবাস করেন বর্জ্জনে॥
তবে করবাদ্য করি বিষ্ণু ভগবানে।
করিলেন পরণাম অষ্টাঙ্গ বিধানে॥
বিষ্ণুরে প্রণাম করি শচীর কুমার।
বাহির হলেন খুলি বাহিরের দ্বার॥

অন্তর্দ্বারে উদ্‌ঘাটন অনাদি রূপেতে।
প্রভুর আছয়ে কহে বেদ পুরাণেতে॥
বাহিরে আসিয়া জন্মভূমিরে মাতায়।
পরণাম করিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥" বঃ শিঃ।

নবদ্বীপচাঁদ নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া চলিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। হে চন্দ্রদেব! তবে তুমি কেন এখনও গগনমণ্ডলে দেখা দিতেছ? কেনই বা আজি তুমি উদয় হইলে? তুমি যদি আজ উদয় না হইতে এই কালরাত্রি ত আসিতে পারিত না। আর কাল রাত্রি না আসিলে নবদ্বীপচন্দ্র এত গোপনে গৃহত্যাগ করিতে পারিতেন না। এক ভূমণ্ডলে দুই চন্দ্রের অবস্থিতি অসম্ভব বলিয়াই কি তুমি ষড়-যন্ত্র করিয়া নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে বিদায় দিলে? তুমি দেবতা, তোমার মনে এত হিংসা-প্রবৃত্তি কেন? নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে বিদায় দিয়া তোমার ঐ চিরসুন্দর ঢল ঢল রূপরাশি অধিকতর সৌন্দর্য্যের সহিত যেন আজ নবদ্বীপগগনে বিকশিত হইয়াছে। এটি কি তোমার ঈর্ষ্যার হাসি। চন্দ্রদেব! তোমার ও-হাসিতে আজ কেহ সুখী নহে। তোমার সুধামাখা হাসি আজ নবদ্বীপবাসীর বিষতুল্য বোধ হইতেছে, তুমি হাস্য সম্বরণ কর, ঈর্ষ্যা ত্যাগ কর, নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপগগন আঁধার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ভূমণ্ডল অন্ধকারময় হউক, জগত-সংসার অন্ধকারে ডুবিয়া যাউক। তোমার যদি বিন্দুমাত্রও লজ্জা, ভয় ও অভিমান থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে আঁধারে ঢাকিয়া দূরে চলিয়া যাও। তোমাকে আজ কেহ চাহে না, নবদ্বীপচন্দ্র বিহনে জীবের হৃদয়ে সুখ নাই। তোমাকে তাহারা চাহে না। তাহারা চির-জীবন অন্ধকার-কূপে পড়িয়া থাকিবে, তবুও তাহারা তোমার ঐ ঈর্ষ্যার হাসি, ঐ ঘৃণার হাসি আর নয়নে দেখিবে না। তুমি আর নবদ্বীপে

উদয় হইও না। নবদ্বীপ চির অন্ধকারে ডুবিয়া থাকুক। নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ আঁধার করিয়া গিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ইহা আলোকিত করিতে পারিবে না। তোমার হাসির আলোকে নবদ্বীপ আলোকিত হইবে না।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সে কিরূপ—

"কিবা দিনমাঝে যেন রবি লুকাইল।"

দিনের মধ্যভাগে যেন অকস্মাৎ সূর্য্যদেব লুকাইলেন। আর চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। সে অন্ধকার দূর করিবার শক্তি চন্দ্রদেবের নাই। নবদ্বীপবাসীর মনের অন্ধকার মনেই রহিল। সে অন্ধকার দূর হইবার নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহরূপ কাল-মেঘে নবদ্বীপবাসীর হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। শ্রীগৌরচন্দ্র-বিয়োগ-দুঃখ-সাগরে নবদ্বীপবাসী হাবুডুবু খাইতে লাগিল। তাহাদিগের দেহ ছাড়িয়া আচম্বিতে প্রাণ যেন চলিয়া গেল।

"দেহ ছাড়ি প্রাণ যেন গেল আচম্বিত।"

শ্রীগৌরবিরহ-পর্ব্বতে সকলকে যেন চাপিয়া মারিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই পর্ব্বত নবদ্বীপবাসীর মস্তকে ঘোর নিনাদে পতিত হইল।

"শোকের পর্ব্বতে যেন সভাকারে চাপে।"

নবদ্বীপবাসীরা **শ্রীগৌর-হারা** হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা

"শচী দেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিল পড়িয়া॥" চৈঃ মঃ।

সেই পিশাচী কালরাত্রির দুইদণ্ড থাকিতে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

"ক্রমে সেই কালরাত্রি লয়োন্মুখা হইলা।
চমকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি জাগিলা॥" বঃ শিঃ।

শয্যায় পতিদেবতাকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীমতী চকিতা হরিণীব ন্যায় তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া এপাশ ওপাশ খুঁজিলেন। অন্ধকার গৃহাভ্যন্তরে কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। শ্রীমতী ভয়ার্ত্তা হইয়া শয্যার চতুর্দ্দিকে হস্ত বুলাইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ শয্যায় নাই। শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন গৃহদ্বার উন্মুক্ত। শ্রীমতী তখন শিরে করাঘাত করিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, "অভাগিনীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

"জাগিয়া দেখেন সতী নাহি প্রাণনাথ।
দ্বার উদ্‌ঘাটন দেখি শিরে হানে হাত॥" বঃ শিঃ।

একবার শ্রীমতীর মনে হইল, যদি তাঁহার প্রাণবল্লভ রহস্য করিয়া

গৃহের কোথাও লুকাইয়া থাকেন। এই ভাবিয়া তিনি গৃহের চতুষ্কোণ অনুসন্ধান করিলেন, পালঙ্কের নিম্নদেশ দেখিলেন। কিন্তু গৃহের কোথাও প্রাণবল্লভকে দেখিতে পাইলেন না। তখন শ্রীমতী দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার তখনকার মনের দুঃখ শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া, পালঙ্কে বসিয়া বুলায়ে হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, শিরে মারে করাঘাত॥
এ মোর প্রভুর, সোণার নূপুর, গলায় সোণার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া, জিতে না পারিব আর॥
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী, জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া, প্রভু গেল পলাইয়া॥"

শ্রীমতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কান্দিতে কান্দিতে দৌড়িয়া গিয়া শাশুড়ীকে ডাকিলেন।

"তবে সতী বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দিতে কান্দিতে।
ডাকিয়া জাগান ঠাকুরাণীকে ত্বরিতে॥"

মা বলিয়া একটিবার ডাকিবামাত্র শচী দেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বধুর এই অসময়ের ডাকে চমকিয়া উঠিয়া আলুথালু বেশে গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। শ্রীমতীকে সাতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! এ সময়ে কেন আমাকে ডাকিলে? আমার নিমাইএর কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? নিমাই কোথায়?" এই বলিতে বলিতে শচী দেবী শ্রীমতীকে ধরিলেন।

"রোদনের সহ শুনি স্ববধুর ভাষ।
জাগিয়া উঠিলা মাতা হইয়া হতাশ॥
দ্বার উদ্ঘাটিয়া মাতা বাহিরে আসিলা।

কি হলো কি হলো বলে বধূরে ধরিলা ॥" বঃ শিঃ।

শ্রীমতী কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "ওগো! তিনি সমস্ত রাত্রি গৃহে ছিলেন। এইমাত্র রাত্রিশেষে আমাদের ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। গৃহের দ্বার খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।"

"শচীর বচন শুনি কন বিষ্ণুপ্রিয়া।
পলায়াছে তব পুত্র মোদের ছাড়িয়া ॥" বঃ শিঃ।

"শয়নমন্দিরে ছিলা মাগো মা সে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বরজ পাড়িয়া।" লোচনদাস।

শচী দেবীর মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িল। কিছুক্ষণেব জন্য তিনি স্তম্ভিতা হইয়া রহিলেন। নিমাইচাঁদের পূর্ব্বকথা সকল অকস্মাৎ তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। কিন্তু মনে বিশ্বাস হইল না। শচী দেবী মনে মনে ভাবিতেছেন, "ইহা কি হইতে পারে? আমাকে না বলিয়া নিমাই আমার চলিয়া যাইবে? নিশ্চয় সে বধূমাতার সহিত কৌতুক করিয়া কোথাও লুকাইযা 'আছে।" এই ভাবিয়া তিনি দ্রুত-গতিতে প্রথমে পুত্রের গৃহে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। কোথাও নিমাইকে দেখিতে না পাইযা আঙ্গিনায় আসিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া হাহাকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

"বধূর মুখেতে এই শুনিয়া উত্তর।
বেগে যাঞা প্রবেশিল তনয়ের ঘর ॥
ঘরে গিয়া দেখে মাতা নাহিক নিমাই।
অমনি অঙ্গনে আসি পড়ে আছড়াই ॥" বঃ শিঃ।

শচী মাতার মনের ভ্রম তখনও দূর হয় নাই। ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে আঙ্গিনা হইতে উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া

সেই শেষরাত্রিতে গৃহেব বাহিব হইলেন। বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রদীপ দ্বারা সমস্ত খুঁজিতে লাগিলেন, আব "নিমাইবে! বাপরে! কোথা গেলি-রে!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তুরিতে জ্বালিযা বাতি, দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাঞা।
বিষ্ণুপ্রিযা বধূসনে পড়িযা বহিরাঙ্গনে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥"

বাজপথে দাঁড়াইযা শাশুড়ী ও পুত্রবধূ প্রদীপহস্তে প্রভুকে খুঁজিতেছেন, এ দৃশ্যটী বড়ই হৃদয়বিদারক ও মর্ম্মভেদী। শচী দেবীর "নিমাই-বে, বাপ-বে!" বলিযা ক্রন্দনে ও আর্ত্তনাদে নদীয়ানগরী প্রকম্পিতা এবং নদীয়াবাসী জাগরিত হইযা উঠিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিযা দেবী শচী দেবীর অঞ্চল ধরিযা কান্দিতেছেন। নয়নধারায় শ্রীমতীব বক্ষ ভাসিযা যাইতেছে। শচী দেবী পাগলিনীপ্রায়, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি পুত্রবধূকে বলিতেছেন, "তুমিও ডাক না?" শ্রীমতী কি বলিয়া প্রাণবল্লভকে ডাকিবেন? তিনি মনে মনে প্রভুকে ডাকিতেছেন, আব অঝোব নয়নে কান্দিতেছেন। শচী দেবীর আর্ত্তনাদে বনের পশুপক্ষিগণও স্থিব থাকিতে পারিতেছে না। তখন কালরাত্রি প্রভাতা প্রায়। শচী দেবীর আকুল ক্রন্দনে পশু পক্ষিগণও কাঁদিয়া উঠিল এবং শচী বিষ্ণুপ্রিয়াব দুঃখে সহানুভূতি, দেখাইল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছলে প্রভাতবায়ু সজোবে বহিতে লাগিল। দুই একটী লোক প্রাতঃস্নান করিতে গঙ্গাতীরে যাইতেছেন। শচী দেবী তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতি কাতরস্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন "ওগো! তোমরা কি আমার নিমাইকে দেখিয়াছ?" একে একে সকলকেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কাহাবও নিকটে পুত্রের

অনুসন্ধান না পাইয়া শচী দেবী গৃহদ্বারে আসিয়া জড়বৎ বসিয়া পড়িলেন। প্রভাত হইল দেখিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া গৃহে টানিয়া লইয়া আসিলেন। গৃহদ্বারে শচী দেবী বসিয়া আছেন, শ্রীমতী তাঁহাকে ধরিয়া আছেন।

"প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড় হইলেন কিছু নাহি স্ফুরে কথা॥" চৈঃ ভাঃ।

প্রত্যহ প্রাতে প্রভুর ভক্তগণ গঙ্গাস্নান করিয়া শচী দেবীর গৃহে আসিয়া প্রভুকে অগ্রে দর্শন করিয়া পরে নিজ নিজ গৃহে যাইতেন। যথা-নিয়মে অদ্যও তাঁহারা একে একে আসিতেছেন। তাঁহারা প্রভুর গৃহ-ত্যাগের নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া হাহাকার করিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, বাসুঘোষ প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন। শচী দেবীকে বহির্দ্বারে দেখিয়া প্রথমেই শ্রীবাস পণ্ডিতের মনে সন্দেহ হইয়াছিল।

"প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
আই কেন রহিয়াছেন বাহির দুয়ার॥" চৈঃ ভাঃ।

প্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশান পুত্র-বিরহ-শোকাতুরা শচী দেবীকে ধরিয়া বসিয়া আছেন। লোকের জনতা দেখিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ঈশান গৃহ-প্রাঙ্গণে রাখিয়া আসিয়াছেন। একাকিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহপ্রাঙ্গণের ধূলায় মরার মত পড়িয়া আছেন।

"বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিল পড়িয়া।" চৈঃ মঃ।

শচী দেবী ভক্তগণকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই বুঝিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন। শচী দেবীকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছেন না। অথচ প্রভুর গৃহ-ত্যাগের বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। ঈশানকে

জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ কিছু জানিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীবাস পণ্ডিত শচী মাতার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! কি হইয়াছে? খুলিয়া বল"। তখন শচী দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিত্যানন্দকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন।

"শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি!
কে বা আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন তন্ত্র
কি বা হইল কিছুই না জানি।
গৃহ মাঝে শুয়েছিনু ভাল মন্দ না জানিনু
কি বা করি গেলরে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাঞা গেল
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥" বাসুঘোষ।

শচী দেবীর মুখে প্রভুর গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া সকল ভক্তগণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল।

"বরজ পড়িল যেন সভার মাথায়।"

সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচী দেবীর নিকটে বসিলেন। ঈশান তখনও শচী দেবীকে ধরিয়া বসিয়া আছেন, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া আঙ্গিনায় পড়িয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নীরবে ক্রন্দন করিতেছেন। মালিনী প্রভৃতি প্রতিবাসিনী রমণীগণ এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া প্রভুর গৃহে আসিয়াছেন।

প্রভুর গৃহত্যাগের সংবাদ এক্ষণে সকলেই শুনিয়াছেন।

"দুয়ের রোদনধ্বনি শুনিয়া সকলে।
ব্যস্ত হয়ে শচীগৃহে দৌড়াদৌড়ি চলে॥
শচীগৃহে যাঞা সবে করেন শ্রবণ।
অলক্ষিতে পলায়েছে শচীর নন্দন॥" বঃ শিঃ।

শচী দেবীকে ঘিরিয়া বসিয়া সকলে কান্দিতেছেন ও প্রবোধ দিতেছেন। কাঞ্চনা আসিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকটে বসিয়া কান্দিতেছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, সকলেই ব্যাকুল হইয়া কান্দিতেছেন। প্রভুর গৃহত্যাগের সংবাদ শুনিয়াই অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়াছেন, আর উঠিবার শক্তি নাই। ভূমিতে পড়িয়া অঙ্গ আছাড়িয়া আছাড়িয়া কান্দিতেছেন। ভক্তগণ ও শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার তাৎকালিক অবস্থা ঠাকুর লোচনদাস এক কথায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"পরিজন পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥"

তাহাদিগের দেহ কেবল ভূতলে পড়িয়া আছে। প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত চলিয়া গিয়াছে। শচীদেবী "নিমাই—রে, বাপ—রে!" বলিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন। তাঁহার হৃদয় যেন জ্বলন্ত অগ্নিতে পুড়িয়া যাইতেছে।

"অবয়ব আছে প্রাণ গেলত ছাড়িয়া।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমিতে লোটাঞা॥
শচী দেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া।
আগুনে পুড়িল যেন ধক্ ধক্ হিয়া॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অবস্থা দেখিয়া শচী দেবী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া পাগলিনীর মত দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিলেন। শ্রীমতীর অবস্থা দেখিয়া শচী দেবী কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

"শচী দেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া।"

শ্রীমতীর তাৎকালিক অবস্থা ঠাকুর লোচনদাসের ভাষায় শ্রবণ করুন—

"বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্বিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে উনমত চিত॥

বসন সম্বরে নাহি না বাঁধয়ে চুলি।
হা কান্দ কান্দনা কান্দে উন্মতি পাগলী॥" চৈঃ মঃ।

গত রাত্রের প্রভু-প্রদত্ত প্রসাদ, অঙ্গের মালা গাছটি শ্রীমতী সযত্নে হৃদযে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাব প্রাণবল্লভ গতরাত্রে তাঁহাকে মনের সাধে সাজাইয়াছিলেন। তাঁহাব চিহ্ন সকল এখনও দেবীর অঙ্গে বর্ত্তমান। প্রভুব শ্রীহস্তেব বেণীবন্ধন এখনও শিথিল হয নাই, প্রভুর শ্রীহস্ত-অঙ্কিত অলকাগুচ্ছ এখনও শ্রীমতীর কপোলদেশে জাজ্বল্যমান। বসিকচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গেব বসকেলিচিহ্ন শ্রীমতীব সর্ব্ব অঙ্গে বিদ্যমান। পুত্রশোকাতুবা শচী দেবীর মত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিনাইয়া বিনাইযা কান্দিতে পাবিতেছেন না। কাবণ তিনি কুলেব বধূ, বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীবৃন্দেব মধ্যে কি করিয়া প্রাণবল্লভের গুণাবলী বিনাইযা বলেন? স্বাভাবিক লজ্জা আসিযা তাঁহাকে বাধা দিতেছে। শ্রীমতী মরমে মরমে মনেব আগুনে দগ্ধ হইতেছেন, আর আর্ত্তনাদ কবিতেছেন।

"প্রভুব অঙ্গেব মালা হৃদয়ে কবিযা।
জ্বালহ আগুনি আমি মরিব পুড়িযা॥
গুণ বিনাইতে নাবে মরয়ে মবমে।
সবে এক বোলে দেবী এই ছিল কবমে॥
অমিয়া অধিক প্রভু তোব যত গুণ।
এখনে সকল সেই ভৈগেল অগুণ॥
বহস্য বিনোদ কথা কহিবাবে নাবে।
হিয়াব পোডনি পোড়ে অতি আর্ত্তস্বরে॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিযা দেবী বাজবাণী ছিলেন, দুই দণ্ড পূর্ব্বে স্বামি-সোহাগিনী সরলা বালা স্বর্গসুখ তুচ্ছ মনে করিয়া প্রাণবল্লভের সঙ্গসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। আজ তিনি একজনের বিহনে পথের কাঙ্গালিনী,

পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার মত দুঃখিনী রমণী আর একটী নাই, তাঁহার সকল সুখ গিয়াছে, একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-বিহনে তিনি পথের ভিখারিণী। শ্রীমতীর দুঃখ বর্ণনাতীত, তাঁহার দুঃখের সীমা নাই। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে স্বামী পাইয়া যেমন সুখে ছিলেন, তাঁহার মত সৌভাগ্যবতী রমণী জগতে আর কেহ আছে বলিয়া তাঁহার বোধই ছিল না, তেমনি আজ তিনি সেই ত্রিজগৎপূজ্য প্রাণবল্লভের অদর্শনজনিত দুঃখসাগরে ভাসিতেছেন। শ্রীমতীর কুসুমকোমল বাল-হৃদয়ে কঠোর আঘাত লাগিয়াছে। বালিকার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। সে দুঃখ কহিবার নহে, তাই শ্রীমতী নীরব কাঁদিতেছেন, আর স্বামি-বিরহাগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। আর বলিতেছেন—

"জ্বালহ আগুনি আমি মরিব পুড়িয়া।"

শচী দেবী পুত্রের শোকে একেবারে অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি নিমাইচাঁদ বিহনে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন। মণিহারা ফণীর ন্যায়, বৃদ্ধা ছট্‌ফট্ করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণের ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেছেন। শূন্য ঘর দ্বার সকল যেন তাঁহাকে হা করিয়া গিলিতে আসিতেছে। আত্মীয় স্বজনের বাক্য যেন তাঁহার বিষবৎ বোধ হইতেছে। তিনি কেবল "নিমাই রে! বাপ রে! কোথা গেলি রে!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। শচী দেবীর সকরুণ বিলাপধ্বনিতে পাষাণও বিগলিত হইতেছে।

"শূন্য হৈল দশদিগ্ অন্ধকারময়।
কেমনে রহিব মুই ঘর ঘোরময়॥
গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘর করণ।
বিষ যেন লাগে ইষ্টকুটুম্ববচন॥
মা বলিয়া আর মোরে না ডাকিবে কেহো।
আমারে নাহিক যম পাসরিল সেহো॥

কিবা দুখ পাই পুত্র ছাড়িল আমারে।
হাপুতি করিয়া পুত্র গেলা কোথাকারে॥
হায়! হায়! নিদারুণ নিমাই হইয়া।
কোন্ দেশে গেলা পুত্র কে দিবে আনিয়া॥
বুক ফাটে তোর বাপ্ সোঙরি মাধুরী।
মা বলিয়া আর না ডাকিব গৌরহরি॥
অনাথিনী করিয়া কোথায় গেলে বাপ্।
মনে ছিল জননীরে দিব আমি তাপ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র ইহাই শিখিলা।
অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা॥
কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড় পলাইয়া গেলা।
ভকত জনার প্রেম কিছু না গণিলা॥" চৈঃ মঃ।

এইরূপে পুত্রবিরহকাতরা শচী দেবী বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করিতেছেন। মালিনী প্রভৃতি রমণীবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কান্দিতেছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মরার মত নিকটে ধূলায় পড়িয়া আছেন, দেহে প্রাণ আছে মাত্র। তখন শ্রীনিত্যানন্দ শচী দেবীর নিকটে আসিয়া বসিলেন, মুখ পানে চাহিতে পারিলেন না, চক্ষের জলে শ্রীনিতাইচাঁদের বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি শচী দেবীকে বুঝাইতে আসিয়া নিজেই অবুঝের মত কান্দিয়া আকুল হইলেন। শচী দেবী শ্রীনিতাইকে দেখিয়া অধিকতর কাতরতার সহিত হাহাকার করিতে লাগিলেন। শ্রীনিতাই কিছু সুস্থির হইয়া শচী মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! আর কান্দিও না, একটু সুস্থির হও! আমরা সকলে মিলিয়া তোমার পুত্রের অনুসন্ধানে যাইতেছি। যেখানে নিমাইকে পাইব, তোমার নিকট ধরিয়া আনিব। মা! তুমি এত উতলা হইও না, তুমি এমন করিয়া

হাহাকার করিলে তোমার বালিকা পুত্রবধূটীর প্রাণ রক্ষা হইবে না। তোমাকে স্ত্রীবধের ভাগী হইতে হইবে।" শচী দেবী শ্রীনিতাইচাঁদের বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদকে দেখিয়া তাঁহার দুঃখসাগর যেন উথলিয়া উঠিল। শ্রীনিতাই বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া বালকের ন্যায় গলদেশ ধারণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। শচী দেবী পাগলিনীর ন্যায় কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "বাপ্ নিতাই! তোকে দেখিয়া আমি বিশ্বরূপকে ভুলিয়াছিলাম, নিমাই আমার তোকে বড় ভাই বলিয়া জানিত। সকল কথা তোকে বলিত, সে কোথায় গিয়াছে অবশ্য তোকে বলিয়া গিয়াছে, তুই বাপ্ সব জানিস্। আমাকে আর বঞ্চনা করিস্‌নে। তোরা সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা করিয়া আমার নিমাইকে কোথায় পাঠাইলি? তাহাকে আনিয়া না দিলে স্ত্রীবধের ভাগী হইবি। শুধু একটি নয় দুইটী। এখন যেখানে মিলে সেখান হইতে আমার হারাধন নিমাইকে আনিয়া দে।"

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে শচী দেবীর শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। শ্রীনিত্যানন্দের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অনেক কষ্টে সকলে মিলিয়া শচীদেবীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের ক্রোড়ে শচী দেবী শায়িতা। তাঁহার বাকশক্তি রুদ্ধ হইয়াছে, কেবল একদৃষ্টে নিত্যানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন। শ্রীনিত্যানন্দ তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর বচনে শচী দেবীকে কহিলেন, "মা! তুমি বুদ্ধিমতী, ধৈর্য্য ধর, উতলা হইও না। আমরা পাঁচজন পাঁচদিকে বাহির হইতেছি। এখনি আমরা রওনা হইব, আর কালবিলম্ব করিতে পারিতেছি না। তোমার নিমাইকে যেখানে পাইব, সেখান হইতে ধরিয়া আনিয়া তোমার হারাধন তোমার কোলে দিব। তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তোমার পুত্রবধূর মুখপানে চাও। তুমি এমন করিলে বালিকার প্রাণরক্ষা দায় হইবে।"

শচী দেবীর তখন বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে, শ্রীনিত্যানন্দের আশ্বাস-বাক্যে চিত্ত স্থির করিয়া বলিলেন, "বাপ নিতাই! যাও, বেলা হইয়াছে। নিমাই-এর ক্ষুধা লাগিয়াছে, কিছু প্রসাদ লইয়া যাও।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আঙ্গিনা হইতে উঠিয়া ঠাকুরঘর হইতে কিছু প্রসাদ আনিয়া শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিলেন, প্রভুর উপর শচী দেবীর বাৎসল্যভাব কতখানি প্রবল। শ্রীগৌরাঙ্গবিহনে শচী দেবী বেশী দিন বাঁচিবেন না, তাহাও বুঝিলেন। শচীদেবী-প্রদত্ত প্রসাদ হাতে লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ কান্দিতে কান্দিতে বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহিরে আসিয়া ভক্ত-বৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া চন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহিত প্রভুর অন্বেষণে সত্বর বাহির হইলেন। শচী দেবী আসিয়া পুনরায় গৃহদ্বারে বসিয়া নিমাইচাঁদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বারে বসিয়া বৃদ্ধা কাতরকণ্ঠে পুত্রের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। গ্রন্থকার-রচিত শচীবিলাপশীর্ষক কবিতাটী এখানে উদ্ধৃত হইল।

(১)

নিমাই! নিমাই! কোথা গেলে বাপ্
দুখিনী জননী ফেলিয়া
(ওগো) চারিদিকে আমি হেরি যে আঁধার
কোথা গেল বাছা চলিয়া॥
পলকে না হেরি বদন যাহার,
ত্রিভুবন দেখি ঘোর অন্ধকার,
কোথা গেল মোর নয়নের মণি,
(আমার) পরাণ যে গেল দহিয়া।
(তোরা) বল্ না আমায় কোথা গেল বাছা
আঁধার করিয়া নদীয়া॥

(২)

এই যে ছিল সে নিদ্রিত শয়ানে
কোথা চলি গেল গোপনে।
(ওগো) কেরে আসি তার ঘুম ভাঙ্গাইল
ল'য়ে গেল কা'র ভবনে॥
(আমি) সারা পথ খুঁজি নদীয়া নগরে,
নিমাই! নিমাই! ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
কেউ বলে না কোথা গেল বাছা,
কি কাজ রাখিয়া জীবনে।
(আমি) মণিহারা ফণী জনম দুখিনী
(আমার) জুড়াবে এ জ্বালা মরণে॥

(৩)

(আমি) চির-অভাগিনী, বহু ভাগ্যবলে
দিয়েছিলা বিধি বাছারে।
(ওগো) কি পাপে হারানু হেন গুণনিধি
কেবা বলে দিবে আমারে।
(আমার) সোণার সংসার হ'ল ছারখার,
অনাথিনী হ'ল বউ মা আমার,
সকল সুখের হ'ল অবসান,
ভেসেছি আমি যে পাথারে।
(ওগো) অকূল সমুদ্র সম্মুখে আমার
কি কাজ এ ছার সংসারে॥

(৪)

কুক্ষণে আসিল কেশব ভারতী
চমকিল প্রাণ দেখিয়া।
কি মন্ত্রণা দিল সোণার বাছারে
ল'য়ে গেল ফাঁদ পাতিয়া॥
(ওগো) যখনই তাঁহারে দেখিলাম দ্বারে,
তখনই পরাণ ডাকিল কাতরে,
চমকিল হৃদি দারুণ তরাসে
ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া।
(ওগো) আমার বাছারে কোথা ল'য়ে গেল
কি কাজ জীবন রাখিয়া॥

(৫)

(বাছা) ক্ষীর-সর-ননি-দুগ্ধে পোষিত
দুখের বারতা জানে না
(তারে) কে দিবে আহার ক্ষুধার সময়
তৃষ্ণায় পানীয় বল না?
কত ব্যথা পাবে কোমল পদেতে,
দগধ হইবে আতপ তাপেতে,
চাঁদ মুখখানি বাছার আমার,
(একথা) স্মরিলে পাই যে বেদনা।
(ওগো) কি হ'ল কি হ'ল কোথা গেল বাছা
করিয়ে আমায় ছলনা॥

(৬)

নিমাই ! নিমাই ! বাপরে আমার
(তোর) এত যদি ছিল মনেতে ।
সংসার-বন্ধনে কেন বদ্ধ হ'লি
আমারে পাগল করিতে ?
(তোর) মাতা পাগলিনী জায়া অনাথিনী
সোণার পুতলী জনম-দুঃখিনী,
(ওরে) দেখে যা' দেখে যা' নিঠুর হৃদয়,
কি শেল বিঁধেছে বুকেতে ।
(ওগো) কোথা গেলে মোর এ জ্বালা জুড়ায়
পাব কি তোমরা বলিতে ?

(৭)

চির-অনাথিনী সোণার পুতলী
বিষ্ণুপ্রিয়া এবে বালিকা ।
কিছু নাহি জানে বাছারে আমাব
(সে যে) নবীন-কুসুম-কলিকা ॥
পারি না দেখিতে মুখখানি তার
হতাশের ছায়া বিষাদ-আগাব,
পাগলিনীপ্রায় থাকে নিবন্তর,
(তাব) আহার মাত্র কণিকা ॥
মুখে নাই বাক্ ঝবে দু'টী আঁখি
(আহা !) কি জ্বালা সহিছে বালিকা ॥

(৮)

(আমি) যে দিকে তাকাই বিষাদের ছায়া
পড়েছে ভুবন ভরিয়া।
লতাপাতা-গায় জীবজন্তু-মুখে
রয়েছে কালিমা ছাইয়া॥
সকলি রয়েছে এক নাই শুধু,
জীবের জীবন জগতের বিধু,
নিমাই আমার জগত-জীবন,
(ওগো) কোথা গেল বাছা চলিয়া।
দুখের পাথারে ডুবায়ে সকলে
আঁধার করিয়া নদীয়া॥

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এক্ষণে গৃহাভ্যন্তরে ভূমিশয্যায় শায়িতা আছেন। নিকটে মর্ম্মসখী কাঞ্চনা বসিয়া আছেন, নয়নজলে দেবীর বুক ভাসিয়া যাইতেছে, বেশভূষা দূরে ফেলিয়াছেন, আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি মুক্তকেশী, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, একখানি মলিন বসনে সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া আছেন। নিরাভরণা বিষাদময়ী দেবীপ্রতিমাখানি ভূমিতলে লুণ্ঠিতা। দেবীর শরীর নিস্পন্দ, জড়বৎ। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটী হতাশের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। পূর্ব্বরাত্রির কথা স্মরণ করিয়া দেবী এক একবার ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। কাঞ্চনা নিকটে বসিয়া আছেন, দেবীর পৃষ্ঠদেশে হাত দিয়া আছেন, মুখে কোন কথা নাই। গৃহ নীরব, মধ্যে মধ্যে দেবীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দই নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তাৎকালিক ভাব লইয়া মাধব ঘোষ একটি সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন, সেটী এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। মাধবঘোষ বাসুঘোষের

ভ্রাতা, স্বচক্ষে দেবীর অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন, পদটি দেবীর প্রধানা সখী কাঞ্চনার উক্তি বলিয়া বোধ হয়।

"গৌরাঙ্গ! ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীনা হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার চরিত যত পূরব পিরিত।
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মুরছিত॥
সে হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে মাধবঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি॥"

মাধব ঘোষের আর একটী পদও এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এটী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কোন সখীর উক্তি।

"অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়া গুণ সোঙরিয়া
মুরছি পড়িল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখিগণ হেরি করে রোদন
তুলা ধরি নাসার উপরে॥
তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়ানিবাসী যত তারা ভেল মুরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি॥
শচী অন্ধ আধমরা দেহে প্রাণ নাহি তাঁরা
তাঁর প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গিগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ
কেমনে ছাড়িলে তার মায়া॥

যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর
শ্বাস রহে দরশন আশে।
হেদে হে রসিকবর চলহ নদীয়াপুর
কহে এ দীন মাধবঘোষে॥"

যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া আঁধার করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিবস হইতে শচী দেবী ও শ্রীমতী উপবাসী। জলবিন্দুও স্পর্শ করেন নাই। সকলে মিলিয়া সাধাসাধি করিয়া কিছুতেই তাঁহাদিগকে জল গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। বৃদ্ধ শ্রীবাসপণ্ডিত সর্ব্বদাই প্রভুর গৃহে আছেন। বাহিরে বসিযা অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত প্রভুর জননী ও ঘরণীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাহাদিগের ভয় পাছে দেবীদ্বয় আত্মহত্যা করেন। মালিনী দেবী বাহিরে আসিয়া মধ্যে মধ্যে শচী দেবী ও শ্রীমতীর শারীরিক অবস্থার সমাচার দিয়া যাইতেছেন। সকলে শুনিলেন, দেবীদ্বয় জলস্পর্শও করেন নাই। বৃদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিত আর স্থির থাকিতে না পারিয়া গৃহাভ্যন্তরে শচী দেবীর নিকট যাইলেন, তাঁহার ইচ্ছা শচী দেবীকে কিছু বুঝাইয়া বলেন। শচী দেবী তাঁহাকে দেখিবামাত্র হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর কিছু না বলিয়া সেস্থান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া আসিলেন। সকলেরই এই একই দশা, প্রবোধ দিবে কে? সে দিন এইরূপে গত হইল। অনেকেই সে দিন উপবাসী রহিলেন। সমস্ত রাত্রি মালিনী দেবী শচী দেবীর নিকটে রহিলেন। বহির্বাটীতে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ রহিলেন। কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসিল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলে সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন। শ্রীমতী ভূমিশয্যা হইতে উঠিলেন না, গাত্রাবরণ খুলিলেন না, জলস্পর্শও করিলেন না। কাঞ্চনা শ্রীমতীর নিকট আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আছেন। এক দণ্ডের জন্যও তিনি প্রিয়-সখীর সঙ্গ ছাড়া হয়েন নাই।

তিন দিবস পরে চন্দ্রশেখর আচার্য্য কাটোয়া হইতে নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের নিদারুণ সংবাদ ভক্তগণের নিকট দিলেন। তিনি শচী দেবীর নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইবেন, তাহা ভাবিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। এই নিদারুণ সংবাদে প্রভুর ভক্তবৃন্দের মধ্যে মহা আর্ত্তনাদ পড়িয়া গেল। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, শ্রীবাস মৃতপ্রায়। শচী দেবীর কর্ণেও এই নিদারুণ সংবাদ গেল। তিনি জড়প্রায় হইযা বহিলেন। তাঁহাব দেহে যেন প্রাণ নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও এ নিদারুণ সংবাদ পাইলেন, তিনি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন। নয়ন-ধারায় শ্রীমতীর বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল একটী একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। শ্রীমতীর সমস্ত অঙ্গ বস্ত্রাবৃত। শচী দেবীর এক পার্শ্বে শ্রীমতী ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।

"তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখব আইলা।
সভাস্থলে কহিলেন প্রভু বনে গেলা॥
শ্রীচন্দ্রশেখর-মুখে শুনি ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
শুনিয়া হইল মাত্র অদ্বৈত মূর্চ্ছিত।
প্রাণশূন্য দেহ যেন পড়িলা ভূমিত॥
শচী দেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম পুতলা যেন আছে দাঁড়াইয়া॥
ভক্তপত্নী সব যত পতিব্রতাগণ।
ভূমেতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥" চৈঃ ভাঃ।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য কান্দিতে কান্দিতে ভগ্নহৃদয়ে অবশেষে শচী দেবীর নিকটে যাইলেন, গৃহদ্বারে যাইয়া তাঁহার পদদ্বয় আর উঠিতে চাহিল

না। শচী দেবী আচার্য্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই পাগলিনীর ন্যায় আলুলায়িত কেশে কান্দিতে কান্দিতে গৃহদ্বারের দিকে ছুটিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য শচী দেবীকে দেখিয়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শচী দেবী কান্দিতে কান্দিতে চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো! তুমি আমার নিমাইকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? তোমাদের কি এই কাজ!

"পুছিতে না পারে কেহ মুখে নাহি রায়ে।
শুনিয়া শচী দেবী আউদর চুলে ধায়ে॥
আচার্য্য বলিয়া ডাকে উন্মতি পাগলী।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গে হইলা উতরোলি॥
আমার নিমাই কোথা থুইয়া আইলে তুমি।
কেমনে মুণ্ডিলা কেশ কোন দেশ ভূমি॥ চৈঃ মঃ।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য কোন কথা কহিতে পারিতেছেন না। মস্তক অবনত করিয়া শচী দেবীর নিকট বসিয়া পড়িলেন। নয়নে দরদরিত ধারা বহিতেছে! শচী দেবী পুনরায় বলিলেন—

"কোন ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণা।
বিশ্বম্ভরে মন্ত্র দিতে না কৈল করুণা॥
সে হেন সুন্দর কেশ লাবণ্য দেখিয়া।
কোন ছার নাপিতের নিদারুণ হিয়া॥
কেমনে পাপিষ্ঠ তেন কেশে দিল খুর।
কেমনে বা জীল সেই দারুণ নিঠুর॥
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মস্তক মুড়াঞা পুত্র কেমন বা হৈল॥" চৈঃ মঃ।

শচী দেবী চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে দেখিয়া যখন এইরূপ সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহের অভ্যন্তরে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই করুণ নীরব ক্রন্দনের রোল চন্দ্রশেখর আচার্য্যের কর্ণে গেল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে সে স্থান হইতে উঠিয়া বাহিরে যাইলেন। তাঁহাব বুকে যেন শেল বিঁধিতে লাগিল। কয়েক জন প্রতিবেশিনী রমণী শ্রীমতীর নিকট গেলেন।

"এতেক বিলাপ যদি শচী দেবী কৈল।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিতে জনকথো গেল॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ ঝুরে॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতীর দুঃখে ও তাঁহার করুণ আর্ত্তনাদে সকলেই কান্দিয়া আকুল হইলেন। সকলের প্রাণ যেন ফাটিয়া গেল। দেবীব শুষ্ক ও বিষণ্ণ বদনের প্রতি কেহ চাহিতে পারিলেন না। এতক্ষণ দেবী নীরবে রোদন করিতেছিলেন। শচী দেবীর কাতর ক্রন্দনে ও করুণ বিলাপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কোমল হৃদয় মথিত হইল। তাঁহাব গৃহ হইতে সকলে চলিয়া আসিলেন। সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য কেহ আর দেখিতে পারিলেন না। কাঞ্চনা কিন্তু এক তিলার্দ্ধও শ্রীমতীর সঙ্গ ছাড়া হন নাই। শ্রীমতীর লজ্জাব বাঁধ এবার ভাঙ্গিয়া গেল। এক্ষণে তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা রমণীগণ শোক তাপ পাইলে এইরূপ ক্রন্দন করিয়া থাকেন। অতিরিক্ত শোকে বালিকাবা ও কুলের কুলবধুগণও এ সময়ে লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজজনের গুণ-রাশি স্মরণ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দিতে থাকেন। শ্রীমতী এতক্ষণ মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

আর থাকিতে পারিলেন না। তাহার কারণ তাঁহার মনে আশা ছিল, প্রভু পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিবেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের মুখে যখন প্রাণবল্লভের সন্ন্যাসগ্রহণের নিদারুণ সংবাদ শুনিলেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শ্রীল লোচনদাস-রচিত দেবীর বিলাপকাহিনী এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠ করিলে মহাপাষণ্ডেরও চক্ষে নীরধারা আসিবে, নয়নজলে তাঁহার সর্ব্বপাপ ধৌত হইয়া অন্তর নির্ম্মল হইবে, তাহার কর্ম্ম-বন্ধন নাশ হইবে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাই লিখিয়াছেন—

"শুন শুন ওরে ভাই ! প্রভুর সন্ন্যাস।
সে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধ যায় নাশ ॥"

পুনশ্চ লিখিয়াছেন—

"মধ্য খণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস গ্রহণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ পাঠ করিয়া কৃপাময় পাঠক ও পাঠিকাগণ প্রাণ ভরিয়া কাঁদুন, এবং স্ব স্ব হৃদয় নির্ম্মল করুন। প্রাণের আবেগে শ্রীমতী সকল কথাই বলিয়াছেন, কিছুই বাকি রাখেন নাই। মধুর রসভজননিষ্ঠ ঠাকুর লোচনদাস শ্রীমতীর মুখ দিয়া তাঁহার প্রাণের সকল কথাগুলিই বাহির করিয়াছেন—

"হাহা প্রাণনাথ ! ছাড়ি গেলে হে নদীয়া।
অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়ায় নিঠুর হইয়া ॥
শ্রীবাসাদি ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনে বিহার।
নয়ন ভরিয়া নৃত্য না দেখিব আর ॥
প্রেমাবেশে গদ গদ বোল শ্রীবদনে।
না শুনিয়া অভাগিনী বাঁচিব কেমনে ॥

কোন দেশে কিরূপে আছহ প্রাণেশ্বর।
স্মরিয়া স্মরিয়া প্রাণ হৈল জর জর॥
হায়রে কঠিন প্রাণ না বেরেহ কেনে।
জ্বালহ আগুনি আমি মরিব এখনে॥
উদ্বেগে দিবস মোর হৈল কোটি যুগ।
না দেখিয়া প্রাণনাথ তোর বিধুমুখ॥
জীবমাত্রে উদ্বেগ না দেয় সাধুজন।
তোর শোকে শচী মাতা ছাড়য়ে জীবন॥
মুঞি অভাগিনী তোমার ভকতি না জানি।
সেই অপরাধে বুঝি হৈলুঁ অনাথিনী॥
চরণ নিকটে প্রভু বসিয়া তোমার।
রূপ হেরি হেরি আমি না জুড়াব আর॥
বদনে তুলিয়া দিতে কর্পূর তাম্বুলে।
দশন মুকুতা পাতি পরশি অঙ্গুলে॥
অরুণ নয়ন-কোণে করুণায় চাঞা।
মধুর মধুর কথা বলিতে হাসিঞা॥
অধর অরুণ আর তাম্বুলের রাগে।
দশন কিরণ মোর হিয়া মাঝে জাগে॥
তাহাতে অমিয়া মাখা শ্রীমুখের হাস।
শ্রবণ নয়ান মোর জীত সেই আশ॥
অমিয়া অধিক প্রভু তোর যত গুণ।
সোঙরিতে এবে সেই ভৈগেল আগুন॥
বিনোদবিলাস রসসুখময় সেজে।
সে সব সোঙরি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ তেজে॥

হায় হায় কিবা দৈব হইল আমারে।
গৌর বিনু আমার সকল আন্ধিয়ারে॥
সে হাস্য লাবণ্য দেহ না দেখিব আর।
না শুনিব বচনচাতুরী সুধাসার॥
অনাথিনী করিয়া কোথারে গেলা তুমি।
সোঙরি তোমার গুণ নির্ব্বেদিযে আমি॥
কোন ভাগ্যবতী সব তোমারে দেখিয়া।
নিন্দিল কতেক মোরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কোন অভাগিনী কোল ছাড়িয়া আইলা।
খণ্ডব্রতী অভাগিনী কেন না মরিলা॥
পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ-নয়নে।
কেমনে ধরিব ইহা তোমা অদর্শনে॥
বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বরনারী।
আমি অভাগিনী প্রাণ এতকাল ধরি॥
মরি মরি গৌরাঙ্গসুন্দর কতি গেলা।
আমি নারী অভাগিনী সহজে অবলা॥
কোন দেশে যাব লাগি পাব কোন্ ঠাঞি।
যাইতে না দিব কেহো মরিব এথাই॥
মায়ে অনাথিনী করি গেলা কোন দেশে।
কেমনে বঞ্চিব তেঁহ তোমার হুতাশে॥
পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে পড়িয়া দেবী করে হায় হায়॥ চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভের বিরহে অতি কাতর হইয়া এই রূপে বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্ব-অঙ্গ থরথরে কাঁপিতেছে, ঘন

ঘন শ্বাস বহিতেছে, সুন্দর বদনখানি শুকাইয়া গিয়াছে; মস্তকের কেশ, পরিধানের বস্ত্র, ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতেছেন; হা নাথ! হা নাথ! হা প্রভু! হা প্রভু! বলিয়া মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছেন। দেবীর ক্রন্দনে সকলেই ব্যথিত, যিনি প্রবোধ দিতে আসিতেছেন, তিনিই কান্দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দেবীর অবস্থা দেখিয়া তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। দেবীর মূর্চ্ছা অপনোদনের একমাত্র উপায়, তাঁহার কর্ণে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম শ্রবণ করান'। সকলে তাহাই করিতেছেন, অমনি দেবীর চেতনা হইতেছে।

"বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুখায় কম্প হয় কলেবর॥
কেশ বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া।
ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গে রহে ত ফুলিয়া॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা চরণ ধেয়ানে।
সম্বেদন পায় ক্ষণে অনেক যতনে॥
প্রভু প্রভু বলি ডাকে ক্ষণে আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে সর্ব্বজন কান্দে॥
প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে তার কাণে।
কথোক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়া পাইলা চেতনে॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতীর একটু চেতনা হইলেই সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "মাগো! তোমাকে প্রবোধ দিবার কিছুই নাই। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি আপনা আপনিই স্থির না হইলে কেহ তোমাকে প্রবোধ দিয়া স্থির করিতে পারিবে না। তোমার স্বামী ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি

যেখানেই থাকুন না কেন, তুমি যখন তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি তোমার নিকট আসিবেন। তোমার প্রাণবল্লভের কার্য্য তোমার কিছুই অবিদিত নাই। এই সকল বুঝিয়া মা! তুমি ধৈর্য্য ধর, আপনাকে আপনি প্রবোধ দাও! তোমাব স্বামী ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র প্রভু! তুমিও মা! ইচ্ছাময়ী লক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীভগবতী! তোমরা উভয়ে উভয়কে উত্তমরূপে জান। আমরা আর কি বলিব।"

"সবজন বোলে হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে স্থির কর হিয়া॥
তোর প্রভু তোর আগে কহিয়াছে কথা।
যথা তথা যাই তোর নিকটে সর্ব্বদা॥
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ হিয়া মাঝ।" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া একবার সকলের প্রতি করুণ নয়নে চাহিলেন। দেখিলেন সেখানে সকলেই আছেন। প্রভুর গোষ্ঠী সকলেই শচী দেবীর গৃহে দিবারাত্রি আছেন। রমণীগণ গৃহাভ্যন্তরে সর্ব্বদা দেবীদ্বয়ের নিকটে বসিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন। পুরুষগণ বহির্বাটীতে বসিয়া প্রভুর জননী ও ঘরণীর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। শ্রীমতী কাঞ্চনার মুখেব প্রতি সকরুণ নেত্রে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "সখি! আমাব প্রাণবল্লভের নাম কর, সকলকে শ্রীগৌবাঙ্গ নাম করিতে বল। তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার নাম করিলেই তিনি আসিবেন। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ডাক, তিনি আসিবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীমতীর নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল, কাঞ্চনাও কান্দিয়া আকুল হইলেন। কাঞ্চনা শ্রীমতীর মনের ভাব সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া প্রভুর নাম করিতে

বসিলেন। শচী দেবী ও শ্রীমতী কান্দিতে কান্দিতে শ্রীগৌরগোবিন্দের নাম লইতে বসিলেন। শচীদেবীর গৃহে একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। এত দুঃখের মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গের নাম লইতে লইতে সকলের মন প্রফুল্ল হইল। শ্রীমতী উঠিয়া বসিয়াছেন। অবগুণ্ঠনের মধ্যে বসিয়া শ্রীপ্রভুর নাম লইতেছেন। বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ সকলেই সেখানে আছেন। সকলেই শ্রীগৌর ভগবানের নাম করিতে বসিলেন।

"তাঁরে ধিক্ দয়াল তাঁহার বড় নাম।
নাম লৈতে তারে পাই এই মুখ্য কাম॥
তার বাক্য আছে পূর্ব্ব মো সভার তরে।
নাম যেই লয় সেই পাইব আমারে॥
এত চিন্তি নাম লৈতে বসিলা সভাই।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই॥
কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী।
নাম লইতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি গতি॥" চৈঃ মঃ।

তিন দিবস হইল শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়াছেন। কাটোয়াতে সেই কাণ্ড করার পর প্রভু রাঢ় প্রদেশে তিন দিবস পর্য্যন্ত দৌড়িয়া দৌড়িয়া বেড়াইতেছেন, তিনি জলস্পর্শও করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে আছেন। প্রভুর সহিত দৌড়াইয়া তাঁহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন প্রভুর কামনা। কিন্তু সে দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কেবল রাঢ় দেশেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ একস্থানে দাঁড়াইলেন। তাঁহার যেন গতি ভঙ্গ হইল। নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের বিশেষতঃ শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার আকুল ক্রন্দনে শ্রীগৌর ভগবানের গতিভঙ্গ হইল। ভক্তের ক্রন্দন শ্রীভগবানের কর্ণে প্রবেশ করিল। শচী দেবীর গৃহে যে শ্রীগৌরাঙ্গ

নামের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কর্ণে ভক্তের আকুল ক্রন্দনের রোল পৌঁছিল। প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে নবদ্বীপবাসী নাম-পাশে বন্ধন করিলেন।

"নামপাশে বাঁন্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ।
দাণ্ডাইলা মহাপ্রভু গতি হৈল ভঙ্গ॥" চৈঃ মঃ।

প্রভু দাঁড়াইলেন। শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ হেলান দিয়া প্রভু ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া শ্রীনিত্যানন্দের মুখ পানে চাহিয়া অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। নবদ্বীপরস তখন প্রভুর মনে পড়িযাছে। ভিখারিণী ঘরণী ও জননীর দশা মনে করিয়া প্রভুর চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। নবীন সন্ন্যাসীর প্রাণ বৃদ্ধা জননী ও অনাথিনী তরুণী ভার্য্যার জন্য কান্দিয়া উঠিয়াছে। ভক্তবৎসল শ্রীগৌর ভগবান্ ভক্ত-দুঃখে কাতর হইয়া প্রাণের আবেগে নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ করিলেন, "তুমি নবদ্বীপে যাও, সেখানে যাইয়া সকলকে বল, আমি শান্তিপুরে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

"নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাঞা রহিলা।
অঝোর নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজি তুমি।
শান্তিপুরে সভারে দেখিয়ে যেন আমি॥" চৈঃ মঃ।

প্রভুর এই আদেশ পাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি একটু হাসিয়া প্রভুর নিকট বিদায় লইলেন। বিদায়কালীন শ্রীনিত্যানন্দকে প্রভু পুনরায় বলিলেন।

নবদ্বীপে যাহ তুমি শুনহ বচন।
নদীয়া নগরে মোর যত বন্ধু জন॥

সভারে কহিও নমো নারায়ণবাণী।
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে উত্তরিব আমি॥
সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে।
একত্র হইব সভে আচার্য্যের ঘরে॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে রাখিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। প্রেমোন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শান্তিপুর হইতে এই উপলক্ষে নবদ্বীপ আগমন বৃত্তান্ত শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। সরল সদানন্দ বাল-স্বভাব প্রভু নিত্যানন্দ-চরিত্রের এই উজ্জ্বল চিত্রটি তদীয় ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না।

"প্রভুর আজ্ঞায় মহানন্দ নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপ চলিলেন পরম আনন্দ॥
প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
মত্তসিংহ প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধিনিষেধের পার বিহার সকল॥
ক্ষণেক কদম্ববৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গমোহন॥
ক্ষণেক দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎসপ্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায়॥
আপনা আপনি সর্ব্ব পথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবে আনন্দসাগরে॥
কখনো বা পথে বসি করেন রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ॥

কখনো হাসেন অতি মহা অট্টহাস।
কখনো বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগ্‌বাস।
কখনো বা স্বানুভবে অনন্ত আবেশে।
সর্পপ্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে॥
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে॥
এই মত গঙ্গামধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপ প্রভুঘাটে মিলিলা আসিয়া॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার কোমল হৃদর বড়ই কাতর হইল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

প্রভুর নিষেধ—'সকলকে আনিবে একজন ছাড়া"

আমা লাগি প্রভু মোর করিল সন্ন্যাস।
ফিরিযা যদ্যপি আইলা অদ্বৈতের বাস॥
স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবতী যুবক।
দেখিতে আনন্দে ধাঞা চলে সব লোক॥
কোন অপরাধ কৈনু মুঞি অভাগিনী।
দেখিতে অধিকার না ধরে পাপিনী॥
প্রভুর রমণী যদি না করিত বিধি।
তথাপি পাইতু দেখা প্রভু গুণনিধি॥ চৈঃ চঃ নাটক।

শ্রীগৌরাঙ্গ এক্ষণে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে বিরাজ করিতেছেন॥ তাঁহার সন্ন্যাসবেশ। প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপের ভক্ত সকলকে শান্তিপুর লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিহনে ভক্তগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে দেখিয়া মর্ম্মাহত ও ব্যথিত হইলেন। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের তাৎকালিক অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

নদীয়া নগরের লোক জীয়ন্তেই মরা।
কাটিলে কুটিলে রক্ত-মাংস নাহি তারা॥

উদরে নাহিক অন্ন টলমল তনু।
সর্ব্ব অন্ধকার তার গোরাচাঁদ বিনু ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ যে দিবস নবদ্বীপে আসিলেন, সেই দিন লইয়া দ্বাদশ দিবস হইল শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রথমেই প্রভুর ভবনে যাইয়া উঠিলেন।

"আপনা সম্বরি নিত্যানন্দ মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয় ॥
আসি দেখে আইর দ্বাদশ উপবাস।
সবে কৃষ্ণ-শক্তি-বলে দেহে আছে শ্বাস ॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিয়াছেন, সকলকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবেন। প্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে আছেন, এ সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইল। সকলে আসিয়া শচী দেবীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ দেখিলেন, শচী দেবীর বাহ্য-জ্ঞান নাই, তিনি কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে ডুবিয়া আছেন। যশোদার ভাবে তিনি পরমবিহ্বলা, নয়নদ্বয় দিয়া অবিশ্রান্ত নয়নধারা পড়িতেছে। যাহাকে দেখেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি মথুরার লোক? আমার রামকৃষ্ণ কেমন আছেন?" ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতেছেন, এইরূপ অবস্থায় শচী দেবীকে শ্রীনিত্যানন্দ যাইয়া প্রণাম করিলেন। শচী দেবী তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "রামকৃষ্ণ এলি" পুনরায় শ্রীনিত্যানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওই বাঁশি বাজিল, আবার বুঝি গোষ্ঠের মধ্যে অক্রূর আসিল?" শচী দেবীর বাহ্য-জ্ঞান নাই দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ কিছু চিন্তিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শচী দেবীর বাহ্য-জ্ঞান হইল। তখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে চিনিতে পারিলেন। "নিতাই! আমার নিমাইকে কোথায় রাখিয়া আসিলি? আমার নিমাই কৈ? আমার নিমাই কৈ?"

এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ অমনি তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। ন্যাসি-শিরোমণি অবধূত নিত্যানন্দের নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল। অনেক কষ্টে শচী দেবীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কোলে শয়ন করিয়া শচী দেবী তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, "বাপ নিতাই! তুই বলিয়াছিলি, আমার নিমাইকে লইয়া আসিবি, কৈ আমার সর্ব্বস্ব-ধন নিমাইচাঁদ কোথায়? কোথায় তাহাকে রাখিয়া আসিলি?" এই বলিতে বলিতে শচী দেবী উন্মাদিনীর মত সজোরে নিজ-বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শচী দেবীর হস্ত দুইখানি ধরিলেন।

"আর্ত্তনাদে ডাকে শচী আরে অবধূত।
কোথা থুঞা আলি মোর নিমাই সোণার পুত॥
ইহা বলি কান্দে শচী বুকে কর হানে।
টলমল করে, নাহি চাহে পথপানে॥" চৈঃ মঃ।

নিত্যানন্দ শচী দেবীর নয়নের জল মুছাইয়া দিয়া অতি ধীরে ধীরে কহিলেন "মা! কান্দিও না, তোমার নিমাইকে শান্তিপুরে আনিয়াছি। সেখানে অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে তিনি কুশলে আছেন। তোমাদের সেখানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন। চল তোমরা সেখানে চল।"

"বলিলেন নিত্যানন্দ চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥
আমারে পাঠাইয়া দিলা তোমা লইবারে॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীনিত্যানন্দ ধরিয়া আনিয়াছেন, এ সংবাদে শচী দেবীর দেহে যেন প্রাণ আসিল। শচী দেবী আবার পুত্রমুখ দর্শন করিবেন

আবার নিমাইএর চাঁদমুখখানি দেখিবেন, হারানিধি ফিরিয়া পাইবেন, এই আশায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। শচী দেবীর শরীরে একটুও বল নাই, দ্বাদশ দিবস উপবাসী আছেন, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হারাধন নিমাইচাঁদকে দেখিবেন, এই আশায় বুক বাঁধিয়া উঠিয়া বসিলেন। এ পর্য্যন্ত শচী দেবীকে কেহ আহার করাইতে পারেন নাই, শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ কহিলেন—

"শীঘ্র গিয়া কর মাতা কৃষ্ণের রন্ধন।
আনন্দিত হউক সকল ভক্তগণ॥
তোমার হস্তের অন্নে সভাকার আশ।
তোমার উপাসে হয় কৃষ্ণ উপবাস॥
তুমি নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহোর একান্ত তাহা খাইবার মন॥"

চৈঃ ভাঃ।

এত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও, এত শোকতাপ জ্বালার ভিতরেও বাল-স্বভাব শ্রীনিত্যানন্দের মধুর বচনে শচী দেবীর মন কিছু শান্ত হইল। শরীর ক্লিষ্ট, অনশনে উত্থান-শক্তি-রহিত, তবুও যেন কোথা হইতে বৃদ্ধার শরীরে তখন বল আসিল। শ্রীনিত্যানন্দের মৃত-সঞ্জীবনী মধুর বচনে শচী দেবীর সকল শারীরিক কষ্ট দূর হইয়া গেল। তখন তিনি রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণকে ভোজন করাইয়া নিজে কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইলেন।

"তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি বিরহ গেলা করিতে রন্ধন॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রতি॥

তবে আই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে আগে দিয়া।
করিলেন ভোজন সভারে সন্তোষিয়া ॥
পরম আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন ॥" চৈঃ ভাঃ।

এক্ষণে সকলে শান্তিপুর যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মালিনী দেবী প্রভৃতি পুরনারীগণও যাইবেন, সকল ভক্তগণই যাইবেন। শচী দেবীর আন্তরিক ইচ্ছা, পুত্রবধূটীকে সঙ্গে লইয়া যান, মনে ভয়, পুত্রের সন্ন্যাসবেশ কিরূপে দেখিবেন, আর তাহা কিরূপেই বা পুত্রবধূকে দেখাইবেন। এরূপ ভাবিতেছেন, আর এক এক বার মনে করিতেছেন, শ্রীমতীকে না লইয়া যাইলেই ভাল হয়। আবার ভাবিতেছেন, "তাও কি হয়? সোণার পুত্তলীকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব? দুঃখিনীর মনের সাধ ত মিটিবে; এ জনমের মত তাহার জীবন-সর্ব্বস্বকে একবার দেখিয়া ত জীবন সার্থক করিবে।" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বাড়ীর সম্মুখে দোলা আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই প্রস্তুত, শচী দেবীকে লইতে আসিয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া শচী দেবীকে কহিলেন, "মা! চল, তোমার নিমাইকে দেখিতে শান্তিপুরে চল, সকলেই প্রস্তুত।" শচী দেবী তখন কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। পতি-বিরহ-বিধুরা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহাভ্যন্তরে ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভের সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, সকলি দেবীর কর্ণগোচর হইয়াছে। সকলে প্রভুকে দর্শন করিতে শান্তিপুরে যাইতেছেন, এ কথাও শ্রীমতী শুনিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে কি আদেশ হয়, তিনি শাশুড়ীর সহিত প্রাণবল্লভকে দেখিতে শান্তিপুরে যাইতে পাইবেন

কি না, তাই অপেক্ষা করিতেছেন। এই চিন্তাতে শ্রীমতী অধীরা হইয়াছেন। শচী দেবী কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহের ভিতর কাঞ্চনার সহিত ধীরে ধীরে কি কথা কহিতেছেন। এই বিষয় লইয়াই দুইজনে পরামর্শ করিতেছেন। শচী দেবী আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সহিত শান্তিপুর যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। যে গৃহে শ্রীমতী আছেন, শচী দেবী সেই গৃহের দিকে বার বার চাহিতেছেন, যদিও তিনি মনের কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, ভাবে সকলেই বুঝিলেন, শচী দেবীর ইচ্ছা, পুত্রবধূটীকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে যান। প্রভুর গৃহ-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য, প্রভুর সকল ভক্ত-গণ এবং নদীয়াবাসী সকলেই একত্রিত হইয়াছেন। শচী দেবীর সঙ্গে সকলেই প্রভুকে দর্শন করিতে শান্তিপুরে যাইবেন। সকল উদ্যোগই হইয়াছে। দোলা প্রভুর গৃহের বহির্দ্বারে উপস্থিত, শ্রীনিত্যানন্দ শচী দেবীকে শীঘ্র শীঘ্র রওনা হইতে অনুরোধ করিতেছেন, মালিনী দেবী প্রভৃতি পুরনারীবৃন্দ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যখন দেখিলেন, সকলেই তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতেছেন, তখন তিনি আর গৃহে স্থির থাকিতে পারিলেন না। মলিনবসন-পরিধানা, রুক্ষকেশী, সর্ব্বাঙ্গ-ধূলিধূসরিতা, দুঃখিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সখী কাঞ্চনার অঙ্গে ভর দিয়া অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিয়া শচী দেবীর অঞ্চল ধরিয়া শত অপরাধিনীর ন্যায় সকলের সমক্ষে আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শচী দেবীর হৃদয়ের অন্তস্তল যেন তুষানলে দগ্ধ হইয়া গেল। সকলেই বুঝিলেন, শ্রীমতীও প্রভু-দর্শনে শান্তিপুর যাইতে প্রস্তুত। শচী দেবীর মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, তিনি চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না; দুইজন স্ত্রীলোক—মালিনী দেবী এবং

তাঁহার ভগিনী চন্দ্রশেখর আচার্য্যের পত্নী শচী দেবীর দুই বাহু ধারণ করিয়া দুই দিকে দাঁড়াইলেন।

"শচী দেবী সম্মুখে দাঁড়াতে নারে থিয়া।
দাঁড়াইলা দু'জনার দু বাহু ধরিয়া॥" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই হৃদয়-বিদারক করুণ-দৃশ্য সকল ভক্ত-মণ্ডলী দেখিতেছেন। দেখিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। সকলেরই নয়নে দরদরিত ধারা বহিতেছে। শচী দেবী একেবারে নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্, কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বড় বিপদে পড়িলেন। প্রভুর গুপ্ত আদেশ এ পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও বলেন নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, স্ত্রীর মুখদর্শন নিষিদ্ধ। শ্রীমতীর শান্তিপুর যাওয়া প্রভুর অভিমত নহে। দেবীকে লইয়া যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। শ্রীনিত্যা-নন্দ আর কাল-বিলম্ব না করিয়া প্রভুর কঠোর আদেশ অন্তরঙ্গ ভক্ত-দিগকে শুনাইয়া কহিলেন "প্রভুর নিষেধ আছে, শ্রীমতীর যাওয়া হইবে না।" প্রভুর এই নিদারুণ ও কঠিন আদেশ শ্রীনিত্যানন্দ শচী দেবী ও শ্রীমতীর নিকট বলিতে সাহস করিলেন না। ভক্তমণ্ডলীকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। শচী দেবী ও শ্রীমতী প্রভুর কঠোর আদেশ শুনিলেন। শচী দেবীর আর্ত্তনাদে সমগ্র ভক্তমণ্ডলী ব্যথিত হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। শ্রীমতী কাঞ্চনার অঙ্গে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, এক্ষণে আঙ্গিনায় বসিয়া পড়িলেন। দেবীর অস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনিতে ভক্তবৃন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার দুঃখে পৃথিবী যেন ফাটিয়া গেল। পশু-পক্ষী-তরুলতাও দেবীর দুঃখে রোদন করিতে লাগিল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু-পক্ষী-তরুলতা এ পাষাণ ঝুরে॥" চৈঃ মঃ।

শচী দেবী তখন বুক বান্ধিযা উঠিলেন। ঘরেব বধূ সর্ব্ব-সমক্ষে বাহিবে পড়িয়া কান্দিতেছেন, এ দৃশ্য শচী দেবীব চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইল। তিনি শ্রীমতীব হস্ত ধারণ কবিষা উঠাইয়া গৃহে লইয়া যাইলেন। ধীরে ধীরে কান্দিতে কান্দিতে পুত্র-বধূব কর্ণে কি বলিলেন, কেহ তাহা শুনিতে পাইল না। শাশুডী বধূতে গলা জড়াইয়া ধবিয়া অনেকক্ষণ কান্দিলেন, দেবী গৃহে বহিলেন। কাঞ্চনা প্রভৃতি কয়েকজন সখী সর্ব্বদা দেবীব সেবা শুশ্রূষা কবিতে লাগিলেন। শচী দেবী ভক্তগণের সহিত শান্তিপুব যাত্রা করিলেন। নদীযা জনশূন্য হইল। সকলেই প্রভু দর্শনে যাইলেন, বালক-বালিকা যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই শচী দেবীর সঙ্গে শান্তিপুরে চলিলেন। বহিলেন কেবল একা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। তিনি ভাবিলেন, তাঁহাকে না দেখিলে যদি তাঁহার প্রাণবল্লভের ধর্ম্মরক্ষা হয়, মনে সুখ হয়, তাহাই হউক, তিনি কেন প্রাণবল্লভের ধর্ম্ম-পথের কণ্টক হইবেন, সুখেব অন্তবায হইবেন? প্রাণবল্লভ যাহাতে সুখ পান, তাঁহার তাহাই কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া শ্রীমতী গৃহে রহিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষের জল গেল না। তিনি ভূমিতলে পড়িয়া আছাড়িয়া আছাড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। তখন যিনি দেবীকে প্রবোধ দিতে আসিলেন, তিনিই কান্দিযা আকুল হইলেন। শ্রীমতীর মুখে কেবল "হায় কি হইল?" এই কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই।

"ভূমিতে পড়িয়া দেবী করে হায় হায়।" চৈঃ মঃ।

বাসুঘোষ দেবীর তাৎকালিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বচিত নিম্নলিখিত পদটি 'বংশী-শিক্ষা' গ্রন্থ হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল। শ্রীমতী কাঁদিতেছে, আর বলিতেছেন "রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া বনবাসী

হইয়াছিলেন, প্রভু কেন তাই করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণও ত গোপবালা-দিগকে ছাড়িয়া মথুরায় যাইয়া রাজা হইয়াও তাঁহাদিগের সংবাদ লইতে উদ্ধবকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতেই গোপীদিগের প্রাণ বাঁচিয়াছিল। প্রভু আমার তাহাও ত করিতে পারিতেন, কেন করিলেন না?" শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উক্তি এই অতি সুন্দর পদটীর রসাস্বাদন করিয়া কৃপাময় পাঠক প্রাণ ভরিয়া একটু কাঁদুন। দেবীর দুঃখে কান্দিতে পারিলেই হৃদয় নির্ম্মল হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি হইবে, একথা ধ্রুব-নিশ্চয়।

"কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
"ওহে নাথ! কি করিলে পাথারে ভাসায়ে গেলে,"
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে অনাথিনী করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকী সাথ
তবে সে কবিলা বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা যবে মধুপুরে গেলা
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজ তত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদ মুখ না দেখিব আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখ-বিলাস।
এদেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব
বাসুর জীবনে নাহি আশ॥"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভকে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিলেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার, তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সকলের আদর্শ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা করিলেন না কেন? শ্রীমতীর মনের ভাব এই, তাঁহার প্রাণবল্লভও শ্রীভগবানের অবতার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের ন্যায় তাঁহারও তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসীর প্রতি কৃপা রাখিয়া একবার স্মরণ করা উচিত ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবতার, তাহার অনেক প্রমাণ আছে, সে কথা এস্থলে আলোচ্য নহে। অন্যান্য অবতারের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে রস-মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভাবের সমাবেশ নাই। ঐশ্বর্য্য-ভাব দেখাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দকে পরিতুষ্ট করেন নাই। তিনি ভক্ত-বৃন্দকে প্রীতিপূর্ণ চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে ভক্তবৃন্দের তাঁহার অদর্শন-জনিত বিরহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে প্রাপ্তির আশা বিশেষ বলবতী হইত। বিরহ না হইলে অনুরাগ বৃদ্ধি হয় না, প্রিয়জন যদি সংবাদ না লয়, তাহা হইলে তাঁহার সংবাদ পাইবার জন্য বা তাহাকে নিজের সংবাদ দিবার জন্য মন বড় ব্যগ্র হয়। প্রিয়জন সংবাদ লয় না, বলিয়া আমিও লইব না, ইহা ধর্ম্ম নহে, এ কার্য্য বড় স্বার্থপর। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সংবাদ লইতেন না, একথা বলিতে পারি না, তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রাণ। শ্রীমতীর অন্তরে বসিয়াই তিনি এই লীলা করিতেছেন। শ্রীমতী বুঝিয়াও তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, এটিও তাঁহার বিচিত্র লীলা। শ্রীভগবানের উপর জীবের ভালবাসা ও প্রীতি বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাঁহার এই কৌশল-জাল-বিস্তার। শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীকে সঙ্গে লইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন, শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে গৃহে রাখিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। লোকশিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগ্যের

পূর্ণ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জীবের অন্তর দ্রব করাইলেন। অধিক মহত্ত্ব কাহার? শ্রীগৌরলীলা-রস-লোলুপ কৃপাময় পাঠকগণ ইহার বিচার করুন।

শ্রীমতী একাকিনী গৃহে রহিলেন। শচী দেবীকে লইয়া সকল ভক্তগণ শান্তিপুর চলিলেন। কাঞ্চনা প্রভৃতি কয়েকটি সমবয়স্কা মর্ম্মী সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া শ্রীমতী দিবারাত্রি গৌর-বিরহ-কথা কহিতেছেন, আর কাঁদিতেছেন। প্রাণ খুলিয়া হৃদয়-বেদনা সখীকে কহিয়া শ্রীমতীর দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম হইতেছে। এই সময়োচিত শ্রীমতীর উক্তি কয়েকটি প্রাচীন পদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহ পাঠক-পাঠিকাগণকে প্রেমোপহার প্রদত্ত হইল। পাঠ করিয়া রসাস্বাদন করিলে অধম গ্রন্থকার কৃতার্থ হইবেন। পদগুলি বড়ই মর্ম্মভেদী, দেবীর প্রাণের কথা পদগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে, পাঠ করিলে না কান্দিয়া থাকা যায় না।

১ নং

"হেদে রে পরাণ নিলজিয়া।
এখনও না গেলি তনু তেজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গ চাঁদে পাবে।
মিছা প্রীতি-আশ আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কান্দি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে পরাণি॥"

২ নং

"কহ সখি! জীবন উপায়।
ছাড়ি গেলা গোরা নটরায়॥
ঝুরি ঝুরি তনু ভেল ক্ষীণ।
এ দুঃখে বঞ্চিব কত দিন॥
যদি যাই সুরধুনী ঘাটে।
কত কি দেখিয়া হিয়া ফাটে॥
আন গিয়ে গোরা গল-মালা।
অনলে পশিব জুড়াইব জ্বালা॥
কহে বাসু না সরে বয়ান।
গোরা বিনে না বাঁচে পরাণ॥"

৩ নং

"সন্নাসী হইয়া গেলা পুন যদি বাহুড়িলা
না আইলা নদীয়া নগরে।
হৃদয়ে হৃদয়ে ধরি নিজ পর এক করি
চাঁদ মুখ দেখিবার তরে॥
হরি। হরি! গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলা। ধ্রু।
সবারে সদয় হৈয়া মুঞি নারীরে বঞ্চিয়া
এ শোক-সাগরে ভাসাইলা।
এ নব-যৌবন কালে মুড়াইয়া চাঁচর চুলে
না জানি সাধিল কোন সিদ্ধি।
কি ছার পুরাণ সে পশুবৎ পণ্ডিত যে,
গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস দিলা বিধি॥

অক্রূর আছিল ভাল রাজা বোলে লৈয়া গেল
রাখিলা সে মথুরা নগরী ।
নিতি লোক আইসে যায় তাহাতে সম্বাদ পায়
ভারতী করিলা দেশান্তরী ॥
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া মরমে বেদনা পাঞা
ধরণীরে মাগয়ে বিদায় ।
বাসুদেব ঘোষ কয় মো সম পামর নাই
হিয়া নাহি বিদরিয়া যায় ॥”

৪ নং

“গৌর-গরবে হাম জনম গোঙায়লুঁ
অব কাহে নিরদয় ভেল ।
পরিজন বচনহি গরলে গরাসল
গেহ দহন সম কেল ।
সজনি অব দিন বিফল হি ভেল ।
সোঙরিতে সো মুখ হৃদয় বিদারত
পাঁজরে বরজক শেল ॥
উঠ বোল করি কত ক্ষিতি মাহা লুণ্ঠত
পবন অনল দহ অঙ্গ ।
কি করব কা দেই সমবাদ পাঠাওব
মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ ॥
বেথিত বেদন জন বোঝায়ত অনুক্ষণ
ধৈরজ ধর হিয়া মাঝ ।
নিরবধি সো গুণ করি অবলম্বন
সাধই আপনক কাজ ॥” মাধব ঘোষ ।

৫ নং

"জনমহি গৌরক পরবে গোঙায়লু
সো কিয়ে এ দুখ সহয়ি।
উরু বিনু শেষ পরশ নাহি জানত
সো তনু অবসহী লুটয়ি॥
বদনমণ্ডল চাঁদ-ঝলমল
সো অতি অপরূপ শোহে।
রাহু-ভয়ে শশী ভূমি পড়িল খসি
ঐছন উপজল মোহে॥
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতিপর লিখই
যৈছন বাউরি পারা।
ঘন ঘন নয়নে নিঝরে বারি ঝরু
যৈছন শাওন ধারা॥
খেনে মুখ গোই পানি অবলম্বই
ঘন ঘন বহয়ে নিশ্বাস।
সেই গৌর হরি পুনহি মিলায়ব
নিয়ড়হি মাধব দাস॥"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভীষণ বিরহদশা দেখিয়া তাঁহার সখীগণ বিশেষ ব্যথিতা হইলেন। তন্মধ্যে শ্রীমতীর শ্রেষ্ঠা অন্তরঙ্গা মর্ম্ম-সখী কাঞ্চনা, দেবীর দুঃখ আর সহিতে না পারিয়া পাগলিনীর ন্যায় গঙ্গাতীরে ছুটিলেন। গঙ্গাতীরে যেখানে বসিয়া প্রভু ভক্তগণের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন, কৃষ্ণ-কথা কহিতেন, কাঞ্চনা সেখানে যাইয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীমতীর দুঃসহ বিরহ-যাতনা ও ভীষণ বিরহদশা স্মরণ করাইয়া সখি কাঞ্চনা শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে নানাবিধ প্রলাপবচন কহিতে

লাগিলেন। কাঞ্চনার দু'টী চক্ষু দিয়া দরদরিত নীরধারা প্রবাহিত হইতেছে। বেশভূষা পাগলিনীর ন্যায়, লোকলজ্জা নাই, সেই গঙ্গাতীরে বসিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। সখীর দুঃখে কাঞ্চনা পাগলিনীর ন্যায় বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার করুণ বিলাপ-ধ্বনি গগন ভেদ করিতেছে। গঙ্গার তরঙ্গরাজি পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া সেই গৌর-বিরহ-কাহিনী শ্রবণ করিতেছে, তীরবাসী পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ব্যাকুলিত। মনুষ্য ত পরের কথা, পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া যাইতেছে।

"তছু দুঃখে দুঃখী এক প্রিয় সখি
গৌর-বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া চলিলে ধাইয়া
যে-মত বাউরি পারা॥
নদীয়া নগরে সুরধুনী-তীরে
যেখানে বসিতা পহুঁ।
তথায় যাইয়া গদগদ হৈয়া
কি কহয়ে লহু লহু॥
সে সব প্রলাপ বচন শুনিতে
পাষাণ মিলাঞা যায়।
নীলাচল পুরে যৈছন গৌড়ে
যাইয়া দেখিতে পায়॥
আঁখি ঝর ঝর হিয়া গর গর
কহয়ে কান্দিয়া কথা।
মাধব ঘোষের হিয়া বিয়াকুল
শুনিতে মরমে ব্যথা॥"

অন্যান্য সখীগণ দেবীর অনুমতিক্রমে গঙ্গাতীর হইতে কাঞ্চনাকে ধরিয়া গৃহে আনিলেন। কাঞ্চনা শ্রীমতীর প্রধানা সখী, শ্রীমতী সকল কথাই তাঁহাকে বলেন। কাঞ্চনাকে দেখিয়া শ্রীমতী স্থির হইলেন। গৌব-বিরহ-দুঃখ সহ্য কবিতে না পারিয়া সখী পাগলিনীর মত হইল, ইহাতে দেবীর মনে বড় দুঃখ হইল, সে দুঃখ আর হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কাঞ্চনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অঝোরনয়নে দেবী কান্দিতে লাগিলেন। অন্যান্য সখীগণ নানা কথা বলিয়া শ্রীমতীকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলে দেবী কহিলেন, "সখি! এ সময়ে অন্য কোন কথা বলিও না, আমার প্রাণবল্লভের কথাই বল, সব কথাই আমার বড় ভাল লাগে, অন্য কথা আমি শুনিব না।" দেবীর উক্তি অধম গ্রন্থকার-রচিত একটি পদ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

(১)

"সজনি! কহলো গৌরকথা।
পরাণ ভরিয়া সে কথা শুনিয়া
জুড়াই মনের ব্যথা।
কহলো সজনি রসময় বাণী
গৌরকথা রসে ভরা।
হিয়া মাঝে মোর বিরাজে গৌর
গোরারূপ মনহরা॥
পরাণ সম্বল গৌর-কথা বল
আন্ কথা শুনিব না।
প্রেমময় গাথা হয় গৌরকথা
সে কথা মোরে বল না॥

পিয়াস মিটিবে আনন্দ ছুটিবে
দগধ হৃদয় মাঝে।
মানস মুগধ গৌর শবদ
পরাণে মধুর বাজে।"

(২)

"সখি! চরণে তোমার ধরি।
গৌরকথা কও পরাণ জুড়াও
গোরার বিরহে মরি।
সকল সময় কথা রসময়
শুনাও আমাব কাণে।
বাঁচাও পরাণে সুধা বরিষণে
জুড়াও তাপিত প্রাণে॥"

(৩)

"সখি! রূপের মাধুরী কহ।
কি বা সে বদন কি বা সে নয়ন
কি বা সুবলিত দেহ।
রূপেব ছটায উছলে হিয়ায়
নবানুরাগ-লহরী।
জগত ভুলিয়া সে রূপ স্মরিয়া
রযেছি জীবন ধবি।
সোণার বরণ গৌর রতন
কিবা সে মোহন হাসি।
রূপের কাহিনী কহলো সজনি
শুনি আমি দিবানিশি॥"

(৪)

"সখি! শুনাও শ্রীগৌর নাম।
পরাণ জুড়ান পরম রতন
মধুসম রস-ধাম।
আখরে আখরে কত মধু ঝরে
গোরা নামে মাখা সুধা।
এ নাম শুনিলে প্রেম যে উথলে
দূর হয় ভব-ক্ষুধা॥

(৫)

সখি! নাহি কহ আন্ কথা।
চরণেতে ধরি ছাড়হ চাতুরী
লয়ে চল গৌর যথা॥
জীবনে আমার গোরা ধন সার
নাহি জানি গোরা ভিন্ন।
গৌর জীবন গৌর পরাণ
নাহিক ভাবনা অন্য॥

(৬)

সখি! জুড়াও মনের ব্যথা।
বিয়াকুল মন করিতে শ্রবণ
মধুমাখা গৌর-কথা।
কহলো সজনি অমিয়ার খনি
রসময় গৌর-লীলা।
যে কথা শ্রবণে জীবের পরাণে
উথলে প্রেমের খেলা॥

রসের সাগর গৌর নাগর
সুধার কলস নাম।
গৌরলীলা-রস সদাই সরস
সর্ব্ব রসের ধাম॥

(৭)

সখি! বাঁচাও পরাণ মোর।
শুনাও মধুর নাম গৌর
দেখাও সে চিত-চোর॥
জনম গোঁয়ানু তবু না পাইনু
সে মন-চোরার মন।
বিরহে তাঁহার জ্বলে অনিবার
হিয়া মোর অনুক্ষণ॥
ভণে হরিদাস কবি অভিলাষ
তোমার চরণ-ধুলি।
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
গোরা যেন নাহি ভুলি॥"

মালিনী, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের পত্নী প্রভৃতি বর্ষীয়সী রমণীগণ প্রায় সকলেই শচী দেবীর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে শান্তিপুরে গিয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট বর্ষীয়সী আত্মীয়া রমণী কেহ নাই বলিলেই হয়। প্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশানের উপর শ্রীমতীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আছে। ঈশান প্রভু-দর্শনে শান্তিপুর যান নাই, প্রভুর গৃহরক্ষার ভার তাঁহার উপর। শচীদেবী গিয়াছেন, তিনি কি করিয়া যান? শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মর্ম্মী সখীদিগের নিকট প্রাণ খুলিয়া হৃদয়বেদনা বলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। সখীগণ সকলেই দেবীর দুঃখে

দুঃখী, এক তিলার্দ্ধের জন্য তাঁহারা শ্রীমতীর সঙ্গ ত্যাগ করেন না, দিবা-রাত্রি শ্রীমতীকে নানাবিধ প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিতেছেন। কিছুতেই তাঁহার মন বুঝিতেছে না, তিনি নিয়ত বোরুদ্যমানা ও ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিতা হইতেছেন, মূর্চ্ছাভঙ্গেই দেবী হাহাকার করিয়া শিরে করাঘাত করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "হা নাথ! দাসীকে দর্শনে বঞ্চিত করিলে কেন? তোমার নিকট তোমার দাসী শত অপরাধ করিলেও সে তোমার দাসী। অবলা স্ত্রীলোককে এত কষ্ট দিয়া তুমি কি সুখ পাইতেছ?" দেবীর ক্রন্দনে সকলেই অস্থির, সকলেই সন্তপ্ত। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রভুর সেই কঠোর আদেশের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীমতী যখন বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। কেহ কিছু বলিলেই শ্রীমতী কাতরকণ্ঠে আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন, "অভাগিনী আমি প্রভুর স্ত্রী হইয়া কেন জন্মগ্রহণ করিলাম। যদি আমি তাঁহার পত্নী না হইতাম, তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইতাম না। তিনি নদীয়া শুদ্ধ লোককে শান্তিপুরে লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছেন; আর নিষেধ কেবল এই হতভাগিনী চিরদুঃখিনী দাসীর পক্ষে। তিনি সকলকে দয়া করিলেন, কেবল বঞ্চিত হইল অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। এই হতভাগিনী তাঁহার নিকট এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে, তিনি তাহাকে শুধু দর্শনের সুখ হইতেও বঞ্চিত করিলেন।" অধম গ্রন্থকার রচিত দেবীর বিলাপপূর্ণ একটি পদ এস্থলে সময়োপযোগী বলিয়া উদ্ধৃত হইল।

"ওহে জগতের নাথ!

জগত তারিতে এসে মোরে ছাড়িলে।

অভাগী পাপিনী বলে দুখে ডারিলে॥

মো সম দুখিনী নাই, তাই হে দিলে না ঠাঁই,
দুখহারী সুশীতল চরণতলে।
জগত তারিতে এলে মোরে ছাড়িলে ॥

এ দুখ কাহারে বলি তা'ত জানিনে।
দিবানিশি জ্বলি তাই হৃদি-দহনে ॥
ত্রিজগত নাথ তুমি, চরণের দাসী আমি,
কি সুখ পাইলে নাথ! ঠেলি চরণে।
এ দুখ কাহারে বলি তা'ত জানিনে ॥

দয়ার সাগর কেন বলে তোমারে।
কি দয়া দেখালে প্রভু বল আমারে ॥
বঞ্চিত দরশনে করিলে দাসীরে কেনে
কি পাপে এমন তাপ দিলে দাসীরে।
(কেন) দয়ার সাগর নাথ! বলে তোমারে ॥

দাসীর কপালে নাথ! এ কি লিখিলে।
পদসেবা অধিকারে কেন বঞ্চিলে ॥
কি সুখে বাঁচিয়া রবে, পতিপদ সেবাভাবে,
তোমার চরণদাসী তা-কি ভাবিলে।
দাসীর কপালে নাথ! এ কি লিখিলে ॥
শান্তিপুরে এসে নাথ! সবে ডাকিলে।
দরশন দিয়ে তুমি কৃপা করিলে ॥
নিত্যানন্দে নিষেধিলে, দুখিনী পাপিনী বলে,
স্থান দিতে অধিনীরে চরণতলে।
শান্তিপুরে এসে নাথ! সবে ডাকিলে ॥

এ দুখ জীবনে মোর কভু যাবে না।
(তুমি) দেশে এসে এ দাসীরে দেখা দিলে না॥
না হতা'ম যদি আমি তোমার রমণী মণি
দরশন দিতে তুমি, এ কি ছলনা।
এ দুঃখ জীবনে মোর কভু যাবে না॥

উচ্চ পদ দিয়ে তুমি নীচে ফেলিলে।
সে কথা ভাবিয়া ভাসি আঁখি-সলিলে॥
কি করি জীবন ধরি, বল বল গৌরহরি,
কি দোষে দাসীরে তুমি পদে ঠেলিলে।
উচ্চ পদ দিয়ে নাথ! নীচে ফেলিলে॥

দেখে যাও গুণমণি হেথা আসিয়া।
রাজরাণী ভিখারিণী সে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
(শুধু) কাঁদাতে রাখিলে তারে, দুখভরা এ সংসারে,
দুঃখ দিলে মনোসাধে হৃদি ভরিয়া।
দেবী দুঃখে কেঁদে মরে হরিদাসিয়া॥

শ্রীমতীর সখীগণ এ কথার উত্তর আর কি দিবেন? সকলে মিলিয়া প্রভুর বজ্রসম কঠিন হৃদয়ের কথা মনে করিয়া দেবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। শ্রীমতীর অশ্রুজলে সখীগণের অশ্রুজল মিশিয়া সকলের বুক ভাসিয়া গেল, গঙ্গা সাগরে মিশিলেন, প্রভুর গৃহ সাগরসঙ্গম হইল। শ্রীমতীর নয়নজলের সহিত নদীয়ার নাগরী-দিগের নয়নজল মিশিয়া মহাতীর্থোদকে পরিণত হইল। এই পবিত্র তীর্থোদকে কলিহত জীবের সর্ব্বপাপ ধৌত করিবার জন্যই প্রভু ইহার সৃজন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নয়ননীরে কলিক্লিষ্ট

জীবের সর্ব্বপাপ ধৌত হইল। কলির পাপী জীবসকল পাপশূন্য হইল। প্রভুর মনোরথ পূর্ণ হইল, শ্রীমতীর নয়নজল কলির জীবের পরম পুরুষার্থ। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার এ রহস্য, এ রস-মাধুর্য্য যিনি বুঝিয়াছেন তিনি আজীবন কান্দিবেন, নয়ননীরে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইবে। ক্রন্দনই কলির ভজন। গৌরভক্তের নয়নজলে কলির জীবের পাপরাশি বিধৌত হইয়া যাইবে, তাই অধম গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন, পাঠক পাঠিকাগণ! গৌরলীলা পাঠ করিয়া খুব কাঁদুন। ইহাতে আপনাদের মন ত নির্ম্মল হইবেই, পরন্তু কলির জীবের মহৎ উপকার করা হইবে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

শান্তিপুর হইতে শচীদেবীর গৃহে প্রত্যাগমন এবং শ্রীমতীর বিষম বিরহ

"আমার দ্বিতীয় কেহো নাহি এ সংসারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া শেলমাত্র রহিল অন্তরে॥"
(শচীদেবীর উক্তি) চৈঃ মঃ।

শচী দেবী তিন দিবস হইল প্রভু-দর্শনে শান্তিপুর গিয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীর আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন, মনে মনে ভাবিতেছেন, "হয় ত পুনর্বার প্রাণবল্লভের দর্শন পাইবেন। শাশুড়ী পুত্রকে ছাড়িয়া কখনই আসিতে পারিবেন না, অবশ্য একবার সঙ্গে করিয়া আনিবেন। গৃহে রাখিতে না পারেন, আমাকে দেখাইতেও ত একবার আনিবেন? শাশুড়ী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই; তাহাতে তাঁহার বড় দুঃখ। জননীর কথা প্রভু এড়াইতে পারিবেন না, তাঁহাকে একবার আসিতেই হইবে। তবে যদি না আসেন, তাহা হইলে এ হতভাগিনী গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবে, না হয় বিষভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিবে।" শ্রীমতী এইরূপ মহা মানসিক উদ্বেগে দিন কাটাইতেছেন। এক একদিন যেন তাঁহার পক্ষে কোটীযুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"উদ্বেগে দিবস মোর হৈল কোটী যুগ।" চৈঃ মঃ।

শ্রীমতীর মনে বড় আশা এবং দৃঢ়বিশ্বাস যে শাশুড়ী তাঁহার গৃহত্যাগী পুত্রটিকে ধরিয়া আনিবেন। একবার দেখা পাইলে আর কি ছাড়িয়া দিতে পারিবেন? শ্রীমতী এই মনের ভাবটি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন, সন্ন্যাসীর স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই। তিনি পুনরায় গৃহে ফিরিবেন, স্ত্রীকে দর্শন দিবেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, এ আশা দুরাশা মাত্র। এ কথা কাহারও নিকট বলিবার নহে, তবে প্রধানা সখী কাঞ্চনার নিকট তিনি কখনও কোন কথা বা বা মনের ভাব গোপন করেন নাই। শ্রীমতী কাঞ্চনাকে অতি গোপনে এই মনের ভাবটি, অন্তরের এই অতি গুহ্য কথাটি বলিলেন। কাঞ্চনা শুনিয়া বুঝিলেন, শ্রীমতীর বিরহ অতীব ভীষণ; গৌরবিরহ-ব্যাধি অতি উৎকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঞ্চনা সখীকে প্রবোধবাক্যে তুষ্ট করিয়া কহিলেন; "সখি! তুমি ঠিক বলিয়াছ। তোমার শাশুড়ী কখনও পুত্রকে ছাড়িয়া আসিতে পারিবেন না, হয় তিনি তোমার প্রাণবল্লভকে লইয়া আসিবেন, না হয় তিনি তাঁহার সঙ্গে যাই-বেন।" সখীর বাক্যে শ্রীমতীর মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে তখন আর এক ভাবেব উদয় হইল, তিনি ভাবিলেন, স্বামী ত গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহার গৃহে ফিরিবার আশা অতি অল্প, আবার ইহার উপর যদি শাশুড়ী পুত্রের সহিত গৃহত্যাগিনী হন, তাহা হইলে তাঁহার মরণ মঙ্গল।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, শচী দেবী শান্তিপুর হইতে একাকী ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে প্রভু আসেন নাই। শ্রীমতী আরও শুনিলেন, তাঁহার শাশুড়ী পুত্রটিকে জনমের মত বিদায় দিয়া আসিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে পুত্রকে গৃহে আনিতে পারিতেন, পুত্রের ধর্ম্মনাশ-ভয়ে তিনি তাহা করেন নাই।

শ্রীমতীর সকল আশা ভরসা একেবারে দূরীভূত হইল, মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, শচী দেবীর দোলা দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে শচীদেবী দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। শ্রীমতীর কর্ণে শাশুড়ীর করুণ রোদনের রোল প্রবেশ করিবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। শচীদেবীব সঙ্গে অনেক কুলনাবীগণ আসিয়াছেন। মালিনী ও চন্দ্রশেখর আচার্য্যেব পত্নীও আসিয়াছেন, তাঁহারা বৃদ্ধা শচীদেবীকে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া গৃহে তুলিলেন। শ্রীমতীর সখীগণ অতি কষ্টে দেবীর মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। শ্রীমতীব চৈতন্যসম্পাদন হইলে শাশুড়ী ও পুত্র-বধূর চাবিচক্ষের মিলন হইল, নয়নেব দরদবিত বাবিধারায় উভয়ের বুক ভাসিয়া গেল। উভযেই বাক্‌শক্তি-বহিত; শচীদেবী শ্রীমতীকে কোলে লইয়া বসিলেন, তিনি মরাব মত শাশুড়ীর কোলে পড়িয়া রহিলেন।

"শচী দেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিযা মরা যেন রহিল পড়িয়া॥" চৈঃ মঃ।

শচীদেবী পুত্রকে স্বচ্ছন্দে বিদায দিয়া আসিয়াছেন। তিনি যদি একটি বার বলিতেন, তোমাকে গৃহে ফিরিতে হইবে, মাতৃভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ জননীর অনুবোধ এড়াইতে পারিতেন না। লোকে বলিতেছে, প্রভু অদ্বৈত-ভবনে সকলের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, "মা যাহা বলিবেন, তাহাই করিব, এমন কি যদি তিনি পুনরায সংসারে প্রবেশ করিতে বলেন, তাহাও করিব।" শচীদেবী পুত্রের ধর্ম্মনাশ হইবে, এই ভয়ে এ কথার উত্তর দিতে পারেন নাই। মৌনী থাকিয়া সম্মতি লক্ষণ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী জগন্নাথ মিশ্রও বিশ্বরূপকে সন্ন্যাসাশ্রম হইতে ফিরাইয়া আনিবার কথা হইলে সকলকে এই কথাই বলিতেন। শচীদেবীর মনে সেই সাধু পুরুষের বাক্য জাগরিত ছিল। তাই তিনি তাঁহার নিমাইচাঁদকে গৃহে

ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া পুত্রের ধর্ম্মনাশের পাপের ভাগী হইলেন না। নবদ্বীপে অবুঝ লোক এই বিষয় লইয়া নানা কথা কহিতেছে। প্রভুর ভক্তগণও কেহ কেহ শচী দেবীর কার্য্যে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুকে নীলাচলে গমন করিতে শচীদেবী আদেশ দিয়াছেন। শচীদেবী যদি তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে বলিতেন, অবশ্যই প্রভু নবদ্বীপে আবার আসিতেন, নদীয়ার চাঁদ নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া নদীয়াবাসীর আঁধার হৃদয় পুনরায় আলোকিত করিতেন। কারণ, ভক্তগণ বিশেষরূপে জানিতেন যে, মাতৃ-আজ্ঞা প্রভু লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। তাই তাঁহারা অতীব দুঃখের সহিত সেই সময়ে শচী মাতাকে বলিয়াছিলেন—

"হেন বাক্য কেন মাতা কহিলে আপনে।
শ্রুতিবাক্য সম ইহা খণ্ডে কোন জনে॥
নীলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে।
দুর্লঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কেন বা কহিলে॥" চন্দ্রোদয়নাটক।

ক্রমে এ কথা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কর্ণে গেল। শ্রীমতী প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। দেবী ভাবিলেন, "একি কখনও হইতে পারে? একি সম্ভব? মা হইয়া পুত্রকে কি কখন কেহ এরূপ ভাবে বিদায় দিতে পারে? এ অসম্ভব কথা। লোকে মিথ্যা একটা জনরব তুলিয়াছে মাত্র।"

শ্রীমতী মনে মনে স্থির করিলেন, শাশুড়ীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না কেন। আবার ভাবিলেন, না তাহা ঠিক নহে। একথা তুলিলে শোকাচ্ছন্না বৃদ্ধা শাশুড়ীর প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিবে, তিনি মনে বিশেষ কষ্ট পাইবেন, এ কথা তাঁহার নিকটে বলা হইবে না। এই প্রকার সাত পাঁচ ভাবিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীকে এ সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। শ্রীমতী বড় বুদ্ধিমতীর কার্য্য করিলেন।

এই যে জননীর সম্মতি লইয়া প্রভু নীলাচলে চলিলেন সকলের সমক্ষে জননীর সম্মান রাখিয়া বলিলেন, তুমি যদি পুনবায় গৃহে ফিরিতে বল, তাহাই করিব, এটি প্রভুর বিচিত্র লীলা। লোকশিক্ষার জন্য জননীর কর্ত্তব্য কি তাহা দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য তিনি গৃহ-ত্যাগী হইয়াছেন, জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস। প্রভুর জননীও একটি জীব। শ্রীভগবানের সংসারে দাসত্ব করিতে জীবের জন্ম। সংসার মায়ার বন্ধন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন জীবের মুখ্য লক্ষ্য। জীব এই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। প্রভু জননীকে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য করিলেন। পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণভজনে বাধা না দিয়া শচী দেবী জননীর উপযুক্ত কার্য্য করিলেন। প্রভুর জননী কি সামান্য নারীর ন্যায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারেন? শ্রীগৌরভগবানের জননী আদর্শ জননীর কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-রস-লোলুপ কৃপাময় পাঠক, পাঠিকাগণ! শচী দেবীর কার্য্যে দোষারোপ করিয়া পাপের ভাগী হইবেন না। শচী দেবী জগন্মাতা, তাঁহার কার্য্যে কটাক্ষ করিলে নিরয়গামী হইতে হইবে।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মনে যে ভাবটি উদয় হইয়াছিল, প্রভুর কোন কোন ভক্তও সেই ভাবটী হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় নাই, মনে হইবামাত্রই তাহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই সময়ে শচী দেবীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শচী দেবী কিন্তু স্থিরসংকল্প হইয়া সর্ব্বসমক্ষে পুত্রকে বিদায় দিলেন। পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইলে পুত্রের ধর্ম্মনাশ হইবে, এ কার্য্য শ্রীভগবানের জননী কি করিয়া করিবেন। শচী দেবীর কার্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু শচী দেবীর সংকল্প

অটল, স্থির। এমন জননী না হইলে তাঁহার গর্ভে শ্রীগৌরভগবান্ জন্ম লইবেন কেন?

শান্তিপুর হইতে বিদায় লইবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ সকলের সমক্ষে বলিয়াছিলেন—

"কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥" চৈঃ মঃ।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম অতুলনীয়। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কৃষ্ণরে! কৃষ্ণরে।" বলিয়া অঝোর নয়নে কান্দিয়া আকুল হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিখারীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছেন। যিনি একটি বার তাঁহার প্রাণেশ্বর হৃদয়-রতন কৃষ্ণের নাম লইয়াছেন, প্রভু তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন দিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। প্রভুর উক্ত বাণী প্রত্যেক গৌরভক্তের কণ্ঠের হার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সুবর্ণ অক্ষরে হৃদয়-ফলকে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এমন দয়াল প্রভুর এমন কৃপাবাণী আর কোথাও শ্রবণ করিতে পাইবেন না। শ্রীশচী দেবী পুত্রের বাক্যে ভরসা করিয়াই তাঁহাকে বিদায় দিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রবধূকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন উপলক্ষ্য করিয়া শচী দেবী পুত্র-ভজন করিতে লাগিলেন। বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া তিনি শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া স্নেহ মমতার চক্ষে দর্শন করিতেছেন। তিনি যখনই কৃষ্ণকে ডাকেন, তখন তাঁহার মুখে পুত্রের নাম আসিয়া পড়ে। "হা নিমাই! নিমাইরে!" এই ডাকেই তিনি শ্রীভগবান্‌কে ডাকেন। আর শ্রীভগবান্ সেই মধুর ডাকেই মহানন্দে তাঁহার নিকট আসিয়া "মা! মা!" বলিয়া মধুর সম্ভাষণে জননীকে পরিতুষ্ট করেন, তাঁহাকে দেখা দেন। সুতরাং শচী দেবীর দুঃখ-সমুদ্রের মধ্যেও কখন

কখন সুখের তরঙ্গ লক্ষিত হয়। নিরানন্দের ভিতরেও আনন্দ অনুভূত হয়। ঘোর নৈরাশ্যের ছায়ার ভিতরেও আশার আলোক দৃষ্ট হয়। এই সুখ টুকু, এই আশা টুকু না থাকিলে শচী দেবী প্রাণে মরিতেন। এত দুঃখেও বৃদ্ধা সুখী, সে সুখ অন্য কেহ বুঝিতে পারেন না, তাহা অন্যের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। তিনি যখনই "বাপ নিমাই" বলিয়া পুত্রকে ডাকেন, শ্রীগৌর ভগবান্ তখনই জননীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হ'ন, মধুর স্বরে তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন। শচী দেবীর মনে আছে নিমাইচাঁদ তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন, "অনুরাগে" তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি আসিবেন। বিরহে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। নিমাইচাঁদ যখন গৃহে ছিলেন, শচী দেবী নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন। এখন নিমাইচাঁদ গৃহে নাই, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কত বিপদ্-আপদ্ তাঁহার মাথার উপর দিয়া যাইতেছে। জননীর মনে একথা উদয় হইলেও প্রাণ শুকাইয়া যায়। পুত্রের বিরহে শচী দেবীর পুত্রের প্রতি অনুরাগ শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। নিমাইচাঁদকে যখন তিনি সৰ্ব্বদা দেখিতে পাইতেন, তখন এত অনুরাগ ছিল না। এক্ষণে পুত্রের অদর্শনে পুত্রের গুণানুকীৰ্ত্তন করিতে করিতে বৃদ্ধা যেন আত্মহারা হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন-তরঙ্গে ডুবিলে জীবের সৰ্ব্বদুঃখ নাশ হয়। শচী দেবী পুত্র-রূপ-গুণ-কীৰ্ত্তন-রস-সুধা-পানে উন্মত্তা হইয়াছেন। দিবানিশি শ্রীগৌর-কথায় প্রাণ শীতল করিতেছেন পুত্র-ভজনই শচী দেবীর শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। এই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধনা, সাধনার ফল অবশ্য ফলিবে। শচী দেবী এক্ষণে কথঞ্চিৎ সুস্থিরা হইয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সঙ্গে করিয়া ঈশানের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান। গৃহদেবতার পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করেন। ঠাকুরের ভোগের জন্য পূৰ্ব্বের মত নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন পাক করেন। নিমাইচাঁদের মঙ্গলের জন্য নিত্য ঠাকুরের স্থানে করযোড়ে প্রার্থনা

করেন। পুত্র যে যে দ্রব্য আহার করিতে ভালবাসিতেন, সেই সেই দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেন। প্রভুর ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করেন। এই রূপে শচী দেবীর দিন যাইতেছে।

কৃপাময় পাঠকপাঠিকা! শচী দেবীকে আপাততঃ এই স্থানে রাখিয়া একবার শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকটে চলুন। শচী দেবীর শান্তিপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-দিবসে শ্রীমতীকে মরার মত শাশুড়ীর ক্রোড়ে শয়ান দেখিয়াছিলেন। শ্রীগৌর বক্ষ-বিলাসিনী স্বামিসোহাগিনী বিরহ-বিধুরা দুঃখিনী এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় আছেন, একবার কল্পনাচক্ষে দেখুন। শ্রীমতী শোকে দুঃখে অতিশয় শীর্ণা হইয়াছেন। সর্ব্বদাই শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। পাছে শচী দেবী মনঃকষ্ট পান, সেই জন্য আর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন না, কিন্তু মনের মধ্যে দেবীর বিন্দুমাত্র সোয়াস্তি নাই। শ্রীগৌর-বিরহাগুনে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা দহিতেছে, সে অগ্নি আর নির্ব্বাপিত হইবার নহে। দেবী মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি আয়তির লক্ষণ সকল কিছুই আর রাখিবেন না। কারণ তিনি এক্ষণে চিরজীবনের মত স্বামি-সঙ্গ-সুখে বঞ্চিতা এবং কাজে কাজেই সধবা হইয়াও বিধবা। তাঁহার আর বস্ত্রালঙ্কারে প্রয়োজন কি? কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতই এক্ষণে তাঁহার পালনীয়। কারণ তাঁহার প্রাণবল্লভ গৃহত্যাগী হইয়াছেন, দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। ভিক্ষালব্ধ সামান্য দ্রব্যে তিনি জীবন ধারণ করিতেছেন। বৃক্ষতলে তাঁহার বাস, কৌপীন ও কন্থা তাঁহার সম্বল। দীন দুঃখীর ন্যায় শীত-গ্রীষ্ম রৌদ্রে তিনি দেশে দেশে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া কতই না দুঃখ ভোগ করিতেছেন। তাঁহার প্রাণবল্লভের শিরীষকুসুমের মত সুকোমল চরণ দুখানিতে, যাহাতে তিনি ব্যথা লাগিবার ভয়ে হাত দিতে সাহস করিতেন না, এক্ষণে তাহাতে কতই না আঘাত লাগিতেছে।

"কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ কুসুম যেন স্থকোমল চরণ
পরশিতে ডর লাগে হাথে ॥" চৈঃ মঃ।

তাঁহার দাসী কি না বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া দিব্য শয্যায় শয়ন, দিব্য আহার ভোজন করিবে? এ কার্য্য ত শাস্ত্রানুমোদিত নহে। শ্রীমতী মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন আর প্রাণবল্লভের সন্ন্যাসবেশ স্মরণ করিয়া অঝোর নয়নে কান্দিতেছেন। আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতেছেন। আর কপালে করাঘাত করিয়া মনে মনে কহিতেছেন, "প্রভু এ হতভাগিনী পাপিনীর জন্যই গৃহত্যাগী হইয়াছেন। ধিক্ এ জীবনে। এ পাপ জীবন রাখিয়া ফল কি? আমি কোন মুখে আবার বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিব।" শ্রীমতী মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এই সময়ে কে যেন তাঁহার কর্ণে বলিয়া দিল :—

'তোমার অঙ্গে শাটী পরা তার কৌপীন পরিধান
তুমি থাকো গৃহ মাঝে,
শীত গ্রীষ্ম রৌদ্রে সে যে,
নিশিদিন প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান"
বলরাম দাস।

শ্রীমতী ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। গৃহে আর কেহ নাই। তিনি একাকিনী আছেন। একে একে অঙ্গের আভরণগুলি সমস্ত খুলিয়া ফেলিলেন। শ্রীঅঙ্গে ভস্ম মাখিলেন, হস্তের কঙ্কণ দু'গাছি কেবল খুলিতে পারিলেন না। শ্রীমতীর মনে ভয় হইল, প্রাণবল্লভের অকল্যাণ হইবে, বৃদ্ধা শাশুড়ীর মনে দারুণ ব্যথা লাগিবে। পরিধানের পট্টবস্ত্র খানি খুলিয়া একখানি গৈরিক বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন

করিয়া ধূলিশয্যায় পুনরায় শয়ন করিলেন। অতুলিত কেশদাম রুক্ষ ও আলুলায়িত ভাবে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে। শ্রীমতী সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন। স্বামী সন্ন্যাসী হইলে স্ত্রীর কি কি নিয়ম করিতে হয়, তাহা দেবী জানেন না। কি আহার করা উচিত, কি পরিধান করা উচিত, কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন। এ সকল কথা শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। এ সকল কথা তাঁহার নিকট তুলিলেই তিনি দুঃখে ও শোকে মরিয়া যাইবেন। শ্রীমতী এক একবার মনে করিতেছেন, কাহাকে দিয়াই বা প্রভুর নিকট হইতে এ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লই। তিনি ভিন্ন এ বিষম সমস্যার মীমাংসা অন্য কেহ করিতে পারিবে না। কে যাইয়া প্রভুর নিকট শ্রীমতীর এই আবেদনটি করিবেন, কাহার উপর এই অত্যাবশ্যকীয় গুরুতর বিষয়ের ভারার্পণ করিবেন, কাহাকে এই মনের গুহ্য কথাটি বিশ্বাস করিয়া বলিবেন, এই চিন্তাতে শ্রীমতীর মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। কোন গ্রন্থে দেখি নাই, কিন্তু জনশ্রুতি আছে, শ্রীমতীর এই মনের ভাবটি প্রভুকে পত্রের দ্বারা জানাইয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া গোলোকগত মহাত্মা শ্রীল শিশির বাবু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উক্তি একটি অতি সুন্দর পদ রচনা করিয়াছিলেন; সেই মধুময় সুললিত পদটির কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল—

"সন্ন্যাসী ঘরণীর নিয়ম কিছুই না জানি।
কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি॥
হাতের কঙ্কণ ফেলিবারে হলো ভয়।
পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয়॥
তোমার পাটের জোড় গলার চাদর।
তোমার গলার হার চরণ নূপুর॥

কি করিব এ সকল সামগ্রী লইয়া।
রাখিব কি, গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া ॥
এ সব বারতা আমি কাহারে সুধাই।
মাকে সুধাইলে মরি যাবেন নিশ্চয় ॥
যার কাছে থাক যদি বড় ভাল হয়।
আমি কাছে না যাইব না করিহ ভয় ॥
তা হ'লে সে শান্ত হবে দুঃখিনী জননী।
তাঁরে বলে দিও নিয়ম কি পালিব আমি ॥
আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে।
তা' হতে কঠোর নিযম এ দাসীরে দিবে ॥
বাঁচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন।
সুখেতে করিব আমি মাটিতে শযন ॥
লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া।
গার্হস্থ্য ছাড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী হইয়া ॥
কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি।
কোন দিন সংকীর্ত্তনে করেছি আপত্তি ॥
আছাড়ে তোমার সর্ব্ব অঙ্গে লাগে ব্যথা।
বল দেখি কোন দিন কহিয়াছি কথা ॥
খাট হ'তে ভূমে গড়াগড়ি দিতে তুমি।
বল কোন দিন রাগ করিয়াছি আমি ॥
পাষাণ গলিত তোমার করুণ রোদনে।
মোর দুঃখ রাখিতাম আপনার মনে ॥
আমারে দেখিলে যদি ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
আমি নয় রহিতাম বাপের আলয় ॥"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীমতী একাকিনী গৃহে আছেন। শচী দেবী অন্ত গৃহে ঠাকুরের সেবায় ব্যস্ত আছেন। কাঞ্চনা কিছুক্ষণের জন্য নিজকার্য্যে গিয়াছেন, গৃহ নির্জ্জন দেখিয়া শ্রীমতী মনের সাধে সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন, সন্ন্যাসিনী সাজিয়া শ্রীমতী আর কান্দিতেছেন না। দৃঢ়ব্রত হইয়া ভূমি-শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া প্রভুর শ্রীচরণধ্যানে মগ্না আছেন। এমত সময়ে কাঞ্চনা আসিয়া শ্রীমতীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেবীর বেশ-পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভীত চকিতনেত্রে একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, দেবীর নয়নে জলবিন্দুও নাই, এইটি নূতন দৃশ্য। প্রভুর গৃহত্যাগ অবধি শ্রীমতীর চক্ষের জল শুষ্ক হয় নাই, এ পর্য্যন্ত কেহ কখন দেবীর শুষ্ক নয়ন দেখেন নাই। শ্রাবণের বারিধারাবৎ শ্রীমতীর নয়ন-প্রান্তে অবিরল জলধারা লক্ষিত হইত, এমন কি, নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁহার নয়নজলে অঙ্গের বসন ও উপাধান সিক্ত হইত। এরূপ অবস্থায় কাঞ্চনা শ্রীমতীর নয়নে জলবিন্দু না দেখিয়া ভীতা হইলেন। শচী দেবীর এরূপ অবস্থা মধ্যে মধ্যে হইত। সকলে দেখিয়াছেন, শচী দেবী মধ্যে মধ্যে আকাট্ হইয়া পাগলিনীর ন্যায় একদৃষ্টে কাহার পানে চাহিয়া আছেন, মুখে কথাবার্ত্তা নাই, ইহাতে কাহারও মনে তত ভয় হইত না। কিন্তু শ্রীমতীর নয়নে জল নাই, নিস্পন্দভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। চক্ষের পলক কদাচিৎ পড়িতেছে, মুখের ভাবে উন্মাদ-লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। কাজেই কাঞ্চনা শঙ্কিতা হইলেন, তিনি শ্রীমতীকে কিছু না বলিয়া, তাঁহার অঙ্গস্পর্শ না করিয়া একেবারে শচী দেবীর নিকট দৌড়িয়া গিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "মাগো! একবার তোমার পুত্রবধূকে দেখিয়া যাও। সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, মুখে কথা নাই, চক্ষে জল নাই, আকাট্ হইয়া তাকাইয়া আছে, যেন পাগলিনী। বস্ত্রালঙ্কার সকল খুলিয়া ফেলিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়াছে।"

শচী দেবী বুদ্ধিমতী, তিনি সকল বুঝিলেন, অধৈর্য্য হইলেন না। তাঁহার নিজের অবস্থা মনে পড়িল, বৃদ্ধার কোটরাগত দৃষ্টিহীন দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অতি কষ্টে মনের দুঃখ চাপিয়া ধীরে ধীরে কাঞ্চনার হস্ত ধরিয়া শ্রীমতীর গৃহে চলিলেন। শচী দেবী শ্রীমতীকে দেখিয়াই তাঁহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। উন্মাদের লক্ষণগুলি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। শচী দেবীকে দেখিলেই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অবগুণ্ঠন দিতেন, এখন তাহা দিলেন না। শ্রীমতী মস্তকের কাপড় ফেলিয়া বসিয়া আছেন, শচী দেবীকে দেখিয়া মস্তকের কাপড় উঠাইলেন না, একদৃষ্টে শচী দেবীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শচী দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি পুত্রবধুকে কোলে করিয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন। অতি কষ্টে হৃদয়াবেগ সংবরণ করিয়া তিনি পুত্রবধুকে আদর করিয়া বলিলেন, "মা! তুমি অমন করিতেছ কেন? তুমি ত মা। অবুঝ মেয়ে নও। তোমার স্বামী জগতের জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের কান্দাইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন, আমাদের নয়নজলে কলিহত জীবের সর্ব্ব-পাপ ধৌত হইবে, জীবোদ্ধার হইবে, ইহাই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিও না মা! তুমি প্রাণ ভরিয়া কান্দ, আমিও তোমার সঙ্গে কান্দি। তাহাতেই আমরা সুখ পাইব, তাহাতেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে, জগতের মঙ্গল হইবে, রোদনই আমাদের ভজন, এ ভজন তুমি কেন ছাড়িলে মা?"

শচী দেবীর মুখ হইতে যখন এই কথাগুলি বাহির হইতেছিল, তখন তাঁহার মুখের ভাব দিব্য জ্যোতিপূর্ণ বোধ হইতেছিল। জগন্মাতা শচী দেবী জগজ্জীবের মঙ্গল-কামনায় অঞ্চলের নিধি পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, নিঃস্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এমন উপদেশপূর্ণ হিতকর কথা তাঁহার মুখেই শোভা পায়। পুত্রবধূর উন্মাদের লক্ষণ দেখিয়াও শচী

দেবী নিজ-কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। ভুবনমঙ্গল শ্রীগৌরাঙ্গ-জননী জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবোদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ দৃশ্য অতি মহান্, অতি পবিত্র।

শাশুড়ীর গভীর তত্ত্বোপদেশপূর্ণ প্রবোধবাক্য শ্রীমতীর কর্ণে প্রবেশ করিল কি না, জানি না। তবে যতক্ষণ শচী দেবী এই কথাগুলি বলিলেন, শ্রীমতী স্থিরভাবে মনোযোগের সহিত শুনিলেন। শাশুড়ীর মুখপানে দেবী চাহিয়া আছেন। যেই শচী দেবীর কথা শেষ হইল, অমনি শ্রীমতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন কাঞ্চনা প্রভৃতি সখীগণ মিলিয়া শ্রীমতীর কর্ণের নিকটে তাঁহার প্রাণবল্লভের নাম করিতে লাগিলেন। শচী দেবীও এই নামকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। সকলের মুখেই "হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ!" শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই। শ্রীমতীর কর্ণে মধুর শ্রীগৌরনাম প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল।

"গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে তাঁর কাণে।
কথোক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়া পাইল চেতনে॥" চৈঃ মঃ।

এ রোগের এই ঔষধ, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পড়িলেই তাহার উপশম হয়। গৌর-বিরহ-ব্যাধির গৌরনামই মহৌষধি। এ ব্যাধির চিকিৎসক শ্রীমতীর মর্ম্মী সখীবৃন্দ। তাঁহারা নদীয়ার নাগরী, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের ভজনধন, ব্রজের সখি এবং নদীয়া নগরীতে কোন প্রভেদ নাই, শ্রীধাম নবদ্বীপ গৌর-জন্মভূমি—নব বৃন্দাবন। শচীনন্দন আর নন্দনন্দন একই বস্তু। একটি পদে একদিন মনের সাধে লিখিয়াছিলাম—

"নব বৃন্দাবন নবদ্বীপ ধাম
নন্দনন্দন গোরা।
ইথে যার হয় সংশয় মনেতে
হৃদি তার দুঃখে ভরা॥"

এ কথা ঠিক, সংশয় ও কুতর্কের বশীভূত হইয়া যাঁহারা শ্রীগৌর ভগবান্‌কে ও তাঁহার ভগবত্তাকে বিচার ও তর্কের মধ্যে টানিয়া আনিতে বৃথা প্রয়াস পান, তাঁহাদিগের প্রতি এ জীবাধমের করযোড়ে নিবেদন, কুতর্ক ত্যাগ করিয়া এবং সকল সংশয় হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া প্রকৃত অনুরাগ সহকারে আমার হৃদিদেবতা কাঙ্গালের ঠাকুর দয়াল প্রাণগৌরকে একটিবার যেন প্রাণ খুলিয়া ডাকিয়া দেখুন। দেখিবেন, সেই সর্ব্ব-দুঃখহারী, মঙ্গলময় কলি-ক্লিষ্ট জীবপবিত্রাতা, শ্রীগৌরগোবিন্দ আপনিই সকল সংশয় দূর করিয়া দিয়া স্বরূপ দেখাইবেন। মোহান্ধ জীব! ঐ দেখ সেই চিরদয়াল অনাথশরণ পতিতপাবন গৌরহরি তোমাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া বেড়াইতেছেন। কলিহত জীবের দুঃখ দেখিয়া শ্রীগৌর ভগবানের কুসুমকোমল হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। ঐ দেখ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বাহু বাড়াইয়া তোমাদের প্রেমালিঙ্গন দিতে চাহিতেছেন। হরিনামরূপ অমৃতভাণ্ড প্রভুর হস্তে, তিনি বিলাইতে বসিয়াছেন, এই অমৃত পান করিতে কাহারও নিষেধ নাই। এস ভাই! সকলে মিলিয়া ছুটিয়া এস, সংসারের দুঃখজ্বালা দূরে ফেলিয়া একবার শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের চরণে শরণ লও,—একবার সকল ভুলিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাক, আর দয়াল প্রভুর হস্ত হইতে অমৃত লইয়া আস্বাদন কর; আত্মীয়স্বজন, ভাই বন্ধু সকলকে সেই অমৃতের ভাগ দিয়া সুখী কর এবং নিজেও সুখী হও। এ সুযোগ ছাড়িও না, জীবের ভাগ্যে এমন সুযোগ আর হইবে না।

শ্রীগৌরনামে শ্রীমতীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। গৌরপ্রেম-তরঙ্গ হৃদয়ে একবার উঠিলে, তাহা উছলিয়া উছলিয়া সর্ব্ব অঙ্গ ব্যাপ্ত করে, নয়ন, বদন, হস্ত, পদ প্রভৃতি সর্ব্ব অঙ্গ আনন্দে নাচিয়া উঠে। তখন কেহ আর স্থির থাকিতে পারেন না, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

বসিয়া মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। নিজের বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া লজ্জিতা হইলেন। মনে ভাবিলেন, বৃদ্ধা শাশুড়ীর মনে তাঁহার এই সন্ন্যাসিনীর বেশ দেখিয়া কতই না দুঃখ হইতেছে। কেন তিনি ইহা করিলেন? বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বৃথা কেন কষ্ট দিলেন? এই ভাবিতে ভাবিতে শ্রীমতীর কমল-নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল। তখন তিনি অধোবদনে বসিয়া অঝোরনয়নে কান্দিতে লাগিলেন। দেবীর নয়নে নীরধারা দেখিয়া শচী দেবী ও কাঞ্চনা প্রভৃতি সখীগণ আশ্বস্তা হইলেন। শ্রীমতী এক্ষণে প্রকৃতিস্থা হইয়াছেন, শচী দেবী তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বসিয়াছেন, শাশুড়ীর কোলে বদন লুকাইয়া শ্রীমতী গুমুরে গুমুরে কান্দিতেছেন, এ রোদনের মর্ম্ম শচী দেবীর আর বুঝিতে বাকি রহিল না। বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইযা শ্রীমতী মনের আবেগে সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন। স্বামী যাহার সন্ন্যাসী, তাহার স্ত্রীকেও সন্ন্যাসী হইতে হয়, এ জ্ঞানে শ্রীমতী সন্ন্যাসিনীর বেশে পাগলিনী সাজিয়াছেন। শচী দেবীর ইহা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, পুত্রবধূর এই বেশ দেখিয়া বৃদ্ধার মনে নূতন শোকের সৃজন হইযাছে, তাঁহার হৃদয়ে নিমাইচাঁদের বিরহাগুন নূতন করিযা দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মনাগুনে তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। কিন্তু শ্রীমতীকে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে দিতেছেন না। বৃদ্ধা শচী দেবী সহগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইযা শ্রীগৌরাঙ্গ-জননী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। লেখকের অভিন্নহৃদয় বন্ধুবর বৈষ্ণব কবি শ্রীমান্ সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু মহাশয়ের একটি কবিতায় শচী দেবীর তাৎকালিক মনের ভাব বিশেষ সুব্যক্ত হইযাছে বলিযা সেটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১)

বউ মা! বউ মা! হয়ে পাগলিনী,
কি বেশ ধ'রেছ জননি!

(আহা) সোণার কমল বল মা আমায়
কেন গো সেজেছ যোগিনী !
খুলিয়া ফেলেছ কনক-ভূষণ,
পরণে কেন মা গৈরিক বসন,
ননীর শরীরে বিভূতি মেখেছ,
হেরিয়া ফাটে গো পরাণি।
(আহা) হিয়ার মাণিক বল মা আমায়
কেন গো সেজেছ যোগিনী ॥

(২)

কুটিল কুন্তল রুখু রুখু হ'য়ে
কেন মা প'ড়েছ বদনে।
(আহা) কার অনুরাগে হেন দশা তোর
বল্ মা আমার সদনে।
করে জপমালা গায়ে নামাবলী,
সজল নয়ন হরি হরি বলি,
কে কাঁদালে তোর সুখের কোরকে,
পরাণ বাঁধিয়া পাষাণে।
(আহা) কার অনুরাগে হেন দশা তোর
বল্ মা আমার সদনে ॥

(৩)

কমল আননে স্বরগের জ্যোতি
উঠেছে যেন মা ফুটিয়া।
(আহা) গোলোকের প্রেম ঝলকে ঝলকে
যেন মা আসিছে ছুটিয়া।

উজলিত দিশি মহিমা কিরণে
গৃহ আলোকিত সুপীত-বরণে,
শান্তির শীকর রূপের ঝলসে
সংসার গিয়াছে ভুলিয়া।
(আহা) গোলোকের প্রেম ঝলকে ঝলকে
যেন গো আসিছে ছুটিয়া।

(৪)

মনে হয় তুমি নহ মা মানবী
স্বরগের দেবী আসিয়া।
(আহা) গাও হরিনাম মধুর রবাবে
দুখিনী ভবনে পশিয়া।
যত চাই মাগো তোর মুখ পানে,
তত যাই ভুলে আপনার প্রাণে,
কে তুমি কে তুমি নবীনা যোগিনী
বল মা সন্তাপ নাশিয়া।
(আহা) নাম শুনে তোর নিটোল বদনে
পুলকে যেতেছি ভাসিয়া॥

(৫)

সম্বর সম্বর ওরূপ জননি !
ওরূপে পরাণ চমকে।
(আহা) ঐ রূপে সাজি নিমাই আমার
ছাড়িয়া গিয়াছে পলকে।

তোমারে পাইয়া ভুলেছি তাহারে,
তুমিও কি যাবে ছাড়িয়া আমারে,
খোল মা ! খোল মা ! যোগিনীর সাজ
এস মা ! হৃদয়-ফলকে ।
(আহা) জ্বলে যায় বুক, বউ মা আমার
বিষাদ-অনল ঝলকে ।

(৬)

দেবী চেয়ে ভাল মানবী আমার
সংসার-সাগর-তরণী ।
(আহা) গোরা মাখা আছে তনুতে তোমার
পাগলী আমার জননী ।
পীযূষচুম্বিত পাপিয়ার স্বরে,
মা ! মা ! মা ! মা ! ব'লে ডাক গো আমারে ।
ভুলে যাই জ্বালা ক্ষণিকের তরে
শোন মা সুচারুহাসিনী ।
(আহা) গোরা-মাখা আছে তনুতে তোমার
পাগ্‌লী আমার জননী ।

(৭)

আয় মা ! আয় মা ! আয় মা ! বুকেতে
আর না ছাড়িব ভুলিয়া ।
(আহা) দেখ মা ! দেখ মা ! বিষাদ-অনলে
পরাণ যেতেছে জ্বলিয়া ।

আয় মা! পরাই সুনীল বসন,
আয় মা! পরাই কনক-ভূষণ,
আয় ক'রে দিই কবরী বন্ধন
গৈরিক বসন খুলিয়া।
(আহা) জুড়া মা! আমার ব্যথিত জীবন
জননি! জননি! বলিয়া॥

শচী দেবী শ্রীমতীর নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। শ্রীমতীর সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি তিনি আর দেখিতে পারিতেছেন না। শচী দেবী উঠিয়া কান্দিতে কান্দিতে গৃহান্তরে যাইলেন। শ্রীমতী বুঝিলেন, বৃদ্ধা শাশুড়ীর মনে বড় ব্যথা লাগিযাছে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শাশুড়ীর নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন বৃদ্ধা ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। শ্রীমতী তাঁহার নিকটে বসিয়া শাশুড়ীর পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিলেন, শচী দেবী উঠিতে পারিলেন না। শয়ন করিয়াই দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া পুত্রবধূর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। শ্রীমতীর উষ্ণ অশ্রুজলে শচী দেবীর গাত্রবসন সিক্ত হইয়া অঙ্গ স্পর্শ করিল। তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া বসিয়া বৃদ্ধা মলিন অঞ্চল দিয়া শ্রীমতীর নয়ন মুছাইয়া দিলেন। তিনি দেবীর নয়ন মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "মাগো! আমরা এ জনম কেবল কান্দিতেই আসিয়াছি। কান্দিয়া কান্দিয়া জীবন কাটাইব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রোদনই আমাদের ভজন। তুমিও কান্দ, আমিও কান্দি, আমাদের কান্দনাতে জগৎজীব কান্দিবে, তাহারা উদ্ধার হইবে! নিমাই আমার যখন গৃহে ছিল, বাছা রাত্রি দিন কান্দিত, নয়নজলে তার বুক ভাসিয়া যাইত। আমি ভাবিতাম, নিমাই আমার এত কান্দে কেন? নিজে আচরিয়া নিমাই

চাঁদ জীবকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে। নিজে কান্দিয়া অপরকে কান্দিতে শিখাইয়াছে। মা! তোমার স্বামী মানুষ নহেন, তিনি যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাই কর। কান্দিয়া কান্দিয়া তাঁহাকে ডাক, আমিও ডাকি, তাহা হইলেই তাঁহাকে পাইব।"

শচী দেবীর কথাগুলি শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন, শচী দেবীও পুত্রবধূর সহিত যোগ দিলেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুজলে কলিহত জীবের পাপ বিধৌত হইল। প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন—

"ব্রজের খেলা বনভ্রমণ।
নদের খেলা এবার কেবল রোদন॥"

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া ও দামোদর পণ্ডিত

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ-সুখের নিধি কোথা গেলে পাব॥" চৈঃ মঃ।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগী হইয়াছেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বয়ঃক্রম এক্ষণে ১৮।১৯ বৎসর, দেবী এখন পূর্ণ যুবতী, রূপরাশি উছলিয়া পড়িতেছে, বাল্য-স্বভাব আর নাই। শ্রীমতী স্থিরচিত্তা ও গম্ভীরা, বেশী কথা বা বৃথা কথা তিনি কহেন না। কদাচিৎ কোন মর্ম্মী সখীর সহিত দুই একটি মনের কথা বলিয়া প্রাণ শীতল করেন, পাঁচ বৎসর অবধি প্রাণবল্লভের জন্য তিনি দিবারাত্রি কান্দিতেছেন, সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছেন। শ্রীগৌরকথা, প্রাণবল্লভের গুণগাথা, হৃদয়নাথের রূপচিন্তা, তাঁহার শ্রীচরণধ্যান, এই সকল কার্য্যে শ্রীমতীর সবিশেষ অনুরাগ। শ্রীমতীর প্রধানা সখী কাঞ্চনা সদা সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকেন। একদিন শ্রীমতী সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, "সখি! এক এক দিন করিয়া কত মাস, কত বৎসর গেল, কৈ? আমার প্রাণ-বল্লভ ত আসিলেন না? আমি এখনও যে তাঁহার আশাপথ চাহিয়া আছি। এ ছার জীবন তাঁহার দর্শন আশাতেই রাখিয়াছি। কান্দিয়া কান্দিয়া আমি অন্ধ হইতে বসিয়াছি। আমার প্রাণবল্লভ কি এ সকল

কিছুই জানিতে পারিতেছেন না ? এ সকল সমাচার কি কেহ তাঁহাকে দেয় না ? শ্রীরাধিকার উক্তি বিদ্যাপতির একটি পদে শ্রীমতীর মনের ভাবটি বড় সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

'সজনি ! কো কহু, আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি, পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পতিয়াই ॥
এখন তখন করি, দিবস গোঁডায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, ববিখ গোঙায়নু,
খোয়লু এ তমুক আশা ॥
বরিখ ববিখ করি, সময় গোঙায়লু,
খোয়লু জীবনক আশে।
হিমকর কিরণে, নলিনী যদি জারব,
কি করবি মাধবী মাসে ॥
অঙ্কুর তপন-তাপে, যদি জারব,
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব-যৌবন বিরহে গোঙায়ব,
কি করব সো পিয়া লেহে ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর-যুবতী,
অব—নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতে মিলব তুয়া পাশ ॥

কাঞ্চনা লোক-মুখে শুনিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ একবার জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে নবদ্বীপে আসিবেন। সখীকে সেই আশারজ্জুতে ঝুলাইয়া

রাখিয়াছেন। এখন বসন্তকাল, নব পল্লবে বৃক্ষ-লতা শোভিত হইয়াছে। মৃদুমন্দ মলয়সমীরণে বিরহিণীর প্রাণ আকুল করিতেছে। পূর্ণিমার চন্দ্র নির্ম্মল গগনে বসিয়া ভুবনে মধুর হাসিরাশি ছড়াইতেছে। সন্ধ্যারাত্রে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোকে বসিয়া শ্রীমতী ও কাঞ্চনা গৌর-বিরহ-কথা কহিতেছেন। শ্রীমতী বাণবিদ্ধ মৃগীর ন্যায় গৌর-বিরহবাণে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। নিকটে বসিয়া সখী এই বিরহব্যাধির ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। ঔষধের গুণে সময়ে সময়ে অবশ্য ব্যাধির উপকার হইতেছে। কিন্তু ব্যাধিটা অনেক দিনের, বড় উৎকট ও দুরারোগ্য বলিয়া ঔষধের ফল তত হইতেছে না। ব্যবস্থিত ঔষধগুলিও বড় উত্তম। কবিরাজটিও বড় বিজ্ঞ ও চতুর, রোগিণীর মন বুঝিয়া সময়োপযোগী ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। দেবীর এই গৌরবিরহ-ব্যাধিটি কবিরাজ কাঞ্চনা বিশেষ দক্ষতার সহিত চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। এ ব্যাধির চিকিৎসক শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবী, ইহার ঔষধ গৌরকথা, গৌর-লীলামৃত-পান এ ব্যাধির পথ্য; গৌর-রূপ-গুণ-বর্ণন এ ব্যাধির ঔষধের অনুপান। চিকিৎসা ভালই হইতেছে, যেমন রোগ তেমনি ঔষধ পড়িতেছে। কাজেই রোগের অনেক উপশম হইতে লাগিল। শচী দেবী পুত্রবধূর ব্যাধি আরোগ্যের জন্য কবিরাজশিরোমণি শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবীকে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তবে মধ্যে মধ্যে রোগিণীর শুশ্রূষার নিমিত্ত বৃদ্ধাকে শ্রীমতীর নিকট যাইতে হয়। পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। শচী দেবীকেও কখন কখন কবিরাজ সাজিতে হয়। সে যখন কাঞ্চনা শ্রীমতীর নিকটে না থাকেন, শাশুড়ী পুত্রবধূ যখন নির্জ্জনে বসিয়া গৌরকথা আরম্ভ করেন, তাহার আর শেষ হয় না, সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটিয়া যায়। সুতরাং ব্যাধির বৃদ্ধি হয়। রোগিণীর মূর্চ্ছার সম্ভাবনা হয়। শচী দেবীকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কবিরাজ কাঞ্চনাকে ডাকিতে হয়।

এইরূপে এক এক বৎসর করিয়া পাঁচ বৎসর অতীত হইতে চলিল, তবুও শ্রীমতীর রোগের বিশেষ কোন উপকার দৃষ্ট হইল না। বরং রোগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোগিণীর শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শচী দেবী ও বৈদ্যরাজ কাঞ্চনার মনে বিষম ভয় উপস্থিত হইল। শ্রীমতীর শরীরে সে কান্তি নাই, বদনে সে শোভা নাই, প্রফুল্ল কুসুম-সম অতি সুন্দর মুখখানি যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পরিধানের মলিন বসনে সর্ব্ব অঙ্গ আবৃত করিয়া শ্রীমতী ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর মধ্যে মধ্যে "হা নাথ! হা গৌরাঙ্গ!" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। শচীদেবী নিকটে নাই, কাঞ্চনা আছেন, তিনি সখীকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন "সখি! কান্দিও না। তোমার প্রাণবল্লভের দর্শন পাইবে। তিনি শীঘ্রই জননী ও জন্মভূমি দর্শনে নবদ্বীপে আসিবেন।" শ্রীমতী শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "তাহাতে আমার কি? প্রভু ত এ হতভাগিনীকে দর্শন দিবেন না, এ পাপিনীর মুখ দর্শন করিলে তাঁহার যে ধর্ম্ম-নাশ হইবে!" দেবী মনের কথা মনেই রাখিলেন, কাঞ্চনাকে অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "সখি! এমন দিন কবে হবে? প্রাণবল্লভ এই হতভাগিনীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছেন। এ পাপিনী জীবিত থাকিতে তিনি নবদ্বীপে আসিবেন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীমতীকে প্রবোধ দিয়া কাঞ্চনা বলিলেন "প্রভুর সংবাদ লইয়া দামোদর পণ্ডিত আসিয়াছেন। প্রভু বলিয়া দিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে আসিবেন।"

এ দিকে শচী দেবী পুত্র-বিরহ-শোকে দিবারাত্রি কান্দিয়া কান্দিয়া চক্ষুরত্ন দুইটি হারাইতে বসিয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রূপ-যৌবন তাঁহার বক্ষের শেলস্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গ এই শেল জননীর বক্ষে মারিয়াছেন। শচী দেবী যশোদার ভাবেই উন্মত্ত থাকেন। নিমাই

চাঁদ নীলাচলে গিয়াছেন, শচীদেবী ভাবেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা হইয়া সকলই ভুলিয়া গিয়াছেন। যত যোগী, সন্ন্যাসী, অবধূত দেখেন, তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা কি গো একটি সোণার কাচ ছেলে সন্ন্যাসী দেখিয়াছ? তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সর্ব্বদাই তার মুখে কৃষ্ণনাম, কাঁচা সোণার মত তার দেহের বর্ণ, সর্ব্বদা নয়নে তার জলধারা। সেটি আমার সোণার বাছা নিমাই চাঁদ! তোমরা কি তাকে দেখেছ?"

"নীলাচল পুরে, গতায়াত করে,
সন্ন্যাসী বৈরাগী যারা।
তাহা সভাকারে, কান্দিয়া সুধায়,
শচী পাগলিনী পারা॥
তোমরা কি এক, সন্ন্যাসী দেখেছ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, তারে কি ভেটেছ?
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন
জিনি তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম বোলয়ে সঘনে,
নয়নে গলয়ে ধারা॥"

শচীদেবী পাগলিনীর মত দৌড়িয়া যাইয়া সকলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু কেহই বলে না যে এমন নবীন সন্ন্যাসীটিকে কোথাও দেখিয়াছে। বৃদ্ধা মধ্যে মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটী ছুটিয়া যাইয়া দেখিয়া আসেন, তাঁহার হারাধন নিমাইচাঁদ তথায় আসিয়াছে কি না? কখন গঙ্গাতীরে বসিয়া "নিমাইরে! বাপ্‌রে! কোথা গেলি রে?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া নবদ্বীপবাসীর হৃদয় মথিত করেন। শচী দেবীর করুণ-রোদনে পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদিও বিচলিত হয়।

ভগীরথী দারুণ মনস্তাপে উছলিয়া উছলিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে থাকেন। নদীয়াবাসীর ত কথাই নাই। তাহারা শচী দেবীর দুঃখে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া গৃহে রাখিয়া যান। এইরূপে বৃদ্ধা শচী দেবী ও তাঁহার পুত্রবধূর দুঃখের দিন কাটিতেছে। এক এক করিয়া পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল, তবুও দুঃখের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতেছে। প্রভুর পুরাতন সেবক বৃদ্ধ ঈশান দেবীদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, প্রভুর গৃহের কর্ত্তা দামোদর পণ্ডিত, প্রভুর জননী ও ঘরণীর তত্ত্বাবধারণ করেন। তিনি প্রতি বৎসরই অন্যান্য ভক্তগণ সঙ্গে প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করেন। তিনিই শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার সমাচার প্রভুকে দেন এবং প্রভুর সমুদয় সমাচার আনিয়া দেবীদ্বয়কে জ্ঞাত করান। শচী দেবীর প্রদত্ত দ্রব্যাদি পরম আনন্দের সহিত ও সমাদরে দামোদর পণ্ডিত মস্তকে বহন করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া যান এবং প্রভুকে তাহা দিয়া কৃতকৃতার্থ হন। ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহাদের পরিবারবর্গও মধ্যে মধ্যে শ্রীক্ষেত্র-দর্শন উপলক্ষ করিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিতে যা'ন। তন্মধ্যে শ্রীবাসের পত্নী মালিনী এবং প্রভুর মাসী চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের স্ত্রী প্রধানা। প্রভুর জননী ও ঘরণীর সকল কথাই ইঁহারা প্রভুর কর্ণগোচর করিবার চেষ্টা করেন এবং নীলাচলে প্রভুর প্রত্যেক কার্য্যগুলি দেখিয়া বা শুনিয়া আসিয়া দেবীদ্বয়ের কর্ণগোচর করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শচী দেবী এই দুইজনের নিকট প্রভুর সন্ন্যাসজীবনের সকল কথাই শুনিতে পান। দামোদরের মুখে সকল কথা শুনিতে পান না, কারণ দেবীদ্বয়ের দুঃখ হইবে বলিয়া তিনি প্রভুর উৎকট ও কঠোর বৈরাগ্যের কথাসকল খুলিয়া তাঁহাদিগকে বলেন না। দামোদর কিন্তু প্রতিবৎসর নীলাচলে গমন করেন, মালিনী বা শচী দেবীর ভগিনী তাহা পারেন না। কাজেকাজে দামোদরই শচী

বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট যথানিয়মে প্রতি বৎসর প্রভুর সংবাদ আনিয়া দেন। এক বৎসরকাল দেবীদ্বয়কে প্রভুর সংবাদের আশায় পথপানে চাহিয়া থাকিতে হয়। মধ্যে মধ্যে প্রভু দামোদরের হস্তে জননীর জন্য শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের প্রসাদের সহিত অন্যান্য দ্রব্যাদিও পাঠাইয়া দেন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় প্রভুর মস্তকে একখানি বহুমূল্য পট্টবস্ত্র বান্ধিয়া দেন। প্রভু রাজদত্ত সেই পট্টবস্ত্র মস্তকে করিয়া রথাগ্রে নৃত্য করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র জানেন প্রভু কখনও সে বস্ত্র ব্যবহার করিবেন না, প্রভুর ভক্তগণও তাহা ব্যবহার করিবেন না, তবে কি জন্য এই বহুমূল্য পট্টবস্ত্রখানি প্রতি বৎসর তিনি প্রভুকে দেন? রাজা জানেন, প্রভুর জননী ও ঘরণী নবদ্বীপে আছেন, বৎসরে বৎসরে প্রভুর দেশের লোক প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে নীলাচলে আসেন, তাঁহা-দিগের হস্তে প্রভু প্রসাদ ও দ্রব্যাদি পাঠান। মনে মনে রাজা প্রতাপরুদ্র ভাবেন, যদি অন্য দ্রব্যাদি ও প্রসাদের সহিত এই সাটীখানি কোন গতিকে প্রভুর গৃহে যাইয়া পড়ে এবং তাঁহার ঘরণীর শ্রীঅঙ্গে উঠে, তাহা হইলে তাঁহার জীবন সার্থক হইবে, তিনি কৃতার্থ হইবেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেখেন, প্রভু মহাবিরক্ত সন্ন্যাসী, মৃত্তিকানির্ম্মিত করঙ্গ, ছিন্ন কৌপীন ও কম্বল তাঁহার সম্বল। তাঁহাকে রাজবেশে সাজাইবার বড় সাধ, তাহা পূর্ণ হইবার নহে, তাই প্রভু-পত্নীকে যদি বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইতে পারেন, তাহার চেষ্টায় থাকেন, সেইজন্যই এই বস্ত্রদান। রাজার এই মনের ভাবটি অবশ্য কাহাকেও তিনি বলিতে সাহস করেন না। মনের কথা মনেই রাখেন, প্রভু আমার অন্তর্য্যামী, ভক্তের মনের বাসনাটি জানিতে পারিয়াছেন। চতুরশিরোমণি শ্রীগৌর ভগবান্ ভক্তের মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই দামোদরকে দিয়া রাজদত্ত পট্টবস্ত্র-খানি প্রতিবর্ষেই জননীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। প্রভু মুখে

কিছু বলেন না, প্রভুর ভক্তগণ সকল দ্রব্যই অতি যত্নসহকারে রক্ষা করেন, প্রভু যেন কিছুই জানেন না, অথচ তাঁহার মনোমত কার্য্য হইতেছে, ইহাকেই বলে শ্রীভগবানের চাতুরী, কৌশলীর কৌশল। তিনি চতুরের শিরোমণি, তাঁহার চাতুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমতীর জন্য বস্ত্র প্রসাদ পাঠাইবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি প্রকাশ করিয়া কিছু বলেন না, কিন্তু নবদ্বীপের লোক আসিলেই গৃহের সকল সমাচার নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করেন। বিশেষতঃ শ্রীমতীর কথা তাঁহার বড় ভাল লাগে, তাই জগদানন্দ শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া যখন প্রভুকে প্রণাম করিয়া সকলের দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিলেন, তিনি প্রথমে নদীয়ার কথা শুনিতে চাহিলেন এবং তদুত্তরে জগদানন্দ যখন শচীমাতা ও শ্রীমতীর কথা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন, প্রভু নিবিষ্টচিত্তে শ্রীমতীর কথাগুলি সকলি শুনিলেন। জগদানন্দ বলিতেছেন আর কান্দিতেছেন; প্রভু নীরবে বিনতবদনে শ্রবণ করিতেছেন।

"তবে করজোড়েতে পণ্ডিত ক্রমে বোলে।
নদীয়ার ভক্তগণ আছয়ে কুশলে॥
শচীমাতার বৎসলতা নিরুপম হয়।
তোমার মঙ্গল লাগি দেবে আরাধয়॥
সাধুস্থানে আশীর্ব্বাদ লহয়ে মাগিয়া।
আশীষ করয়ে নিজে উর্দ্ধবাহু হঞা॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার কথা কি কহিমু আর।
তান ভক্তি নিষ্ঠা দেখি হৈনু চমৎকার॥
শচীমাতার সেবা করেন বিবিধ প্রকার।
সহস্রেক জনে নারে ঐছে করিবার॥

প্রত্যহ প্রত্যূষে গিয়া শচীমাতা সহ।
গঙ্গাস্নান করি আইসেন নিজ গৃহ॥
দিনান্তেহ আর কভু না যান বাহিরে।
চন্দ্রসূর্য্যে তান মুখ দেখিতে না পারে॥
প্রসাদ লাগিয়া যত ভক্তবৃন্দ যায়।
শ্রীচরণ বিনা মুখ দেখিতে না পায়॥
তান কণ্ঠধ্বনি কেহ শুনিতে না পারে।
মুখপদ্ম ম্লান সদা চক্ষে জল ঝরে॥
শচীমাতার পাত্রশেষ মাত্র সে ভুঞ্জিয়া।
দেহরক্ষা করে ঐছে সেবার লাগিয়া॥
শচী-সেবাকার্য্য সারি পাইলে অবসর।
বিরলে বসিয়া নাম করে নিরন্তর॥
হরিনামামৃতে তান মহারুচি হয়।
সাধ্বী-শিখা-মণি শুদ্ধ প্রেম পূর্ণ কায়॥
তব শ্রীচরণে তাঁর গাঢ় নিষ্ঠা হয়।
তাহান কৃপাতে পাইনু তাঁর পরিচয়॥
তব রূপ-সাম্য চিত্রপট নির্ম্মাইলা।
প্রেমভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা॥
সেই মূর্ত্তি নিভৃতে করেন সুসেবন।
তব পাদপদ্মে করি আত্মসমর্পণ॥
তান সদ্‌গুণ শ্রীঅনন্ত কহিতে না পারে।
এক মুখে মুঞি কত কহিমু তোমারে॥" অঃ প্রঃ।

প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন। শ্রীমতীর কথা শুনিতে শুনিতে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রভু ভাবিতেছিলেন, তিনি

নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, জগদানন্দ তাঁহাকে প্রিয়াজীর কথা শুনাইতে-ছেন, আর কেহ জানিতে পারিতেছে না। প্রভুর নয়নদ্বয় দিয়া নীর-বিন্দু পতিত হইতেছিল, তাহা অন্য কেহ দেখিতে পাইল না, কিন্তু প্রভু জগদানন্দকে ফাঁকি দিতে পারিলেন না। শ্রীমতীর কথা শেষ হইলে প্রভু যেন একটু লজ্জিত হইয়া বাহ্য-বিরক্তির সহিত জগদানন্দকে কহিলেন—

"মহাপ্রভু কহে আর না কহ এই বাত।
শান্তিপুরে আচার্য্যের কহ সুসংবাদ॥ অঃ প্রঃ।

চতুরশিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গের চাতুরী দেখিয়া জগদানন্দ একটু হাসিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী রাজা প্রতাপরুদ্র-দত্ত পট্টবস্ত্র পরিধান করেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। প্রভুর প্রেরিত দ্রব্য শ্রীমতীর শিরো-ধার্য্য, শ্রীমতী তাহা মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ মনে করেন। দাসীকে প্রভু স্মরণ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করেন। তাঁহার দুঃখ-রাশির মধ্যে এই এক বিন্দু সুখ। বস্ত্রগুলি শ্রীমতী অতি যত্নে রক্ষা করেন। প্রভুর প্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী শ্রীমতীর মহামূল্য ধন। বৃদ্ধা শাশুড়ীর আজ্ঞা শ্রীমতী অবহেলা করিতে পারেন না, শচী দেবী কখনও কখনও আহ্লাদ করিয়া পুত্রবধূকে সেই বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেন। অলঙ্কার পরাইয়া দেন, কিন্তু সে কেবল গৃহের ভিতরে। বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া শ্রীমতী কখনও গৃহের বাহির হইতেন না। শোকতাপে জর্জ্জরিতা বৃদ্ধা শাশুড়ীর আদেশ শ্রীমতী অবহেলা করিতে পারিতেন না, কিন্তু বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া তিনি মনে বিন্দুমাত্র সুখ পাইতেন না। যত শীঘ্র পারেন, বস্ত্রালঙ্কার উন্মোচন করিয়া রাখিয়া দিতেন। নীলাচলে বসিয়া প্রভু মনশ্চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান

করিয়াছেন, রাজা প্রতাপরুদ্রও দেখিতেন, তাঁহার প্রভুপত্নী বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছেন, প্রভুর ও প্রভুভক্তের উভয়ের মনের সাধ পূর্ণ হইত। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া যদি তাহা জানিতে পারিতেন বা বুঝিতে পারিতেন যে, এ কার্য্যে রসিকচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মতি আছে এবং তিনি ইহাতে সুখানুভব করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীঅঙ্গ হইতে বস্ত্রালঙ্কার উন্মোচন করিতে পারিতেন না। প্রাণবল্লভ যাহাতে সুখী হন, তাহাই শ্রীমতীর কর্ত্তব্য। বলরামদাস-রচিত শচী দেবীর উক্তি প্রভু-প্রেরিত সাড়ী সম্বন্ধে একটি পদ উদ্ধৃত হইল—

কোথা গেলি বিষ্ণুপ্রিয়া শীঘ্র আয় মা চলিয়া
ক্ষেত্র হ'তে সমাচার এলো।
নিমাই মোর স্মরিয়াছে কত কিনা পাঠায়েছে
শচী পাছে বধূ দাঁড়াইল॥
দামোদর শচী আগে শ্রীমহাপ্রসাদ রাখে
আর রাখে বহুমূল্য সাড়ী।
নন্দোৎসব দিনে রাজা বস্ত্রে করে প্রভু-পূজা
প্রভু উহা পাঠায়েছেন বাড়ী॥
শচী বলে বিষ্ণুপ্রিয়া ধর সাড়ী পর গিয়া
পাঠায়েছে নিমাই তোর লাগি।
বাড়ীতে আসিতে নারে সদা তোমা মনে করে
সে তোমার সুখ-দুঃখ ভাগী॥
দেবী সাড়ী করি বুকে বলিলেন জননীকে
সাড়ী তুমি বিলাইয়া দাও।
বলে বলরাম দাস ছাড় গো দুঃখিনীবেশ
সাড়ী পরি আগেতে দাঁড়াও॥

নীলাচল হইতে সংবাদ আসিল, প্রভু দক্ষিণ-দেশ ভ্রমণ করিয়া সুস্থ শরীরে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং ভাল আছেন। দামোদর প্রভুর দূত, দামোদর নীলাচল হইতে আসিয়াছেন, শচী দেবীকে প্রভু দত্ত প্রসাদ দিয়া তাঁহার পুত্রের সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। শচী দেবী এক এক করিয়া পুত্রের সকল কথা দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তদুত্তরে দামোদর যাহা বলিতেছেন, তাহা অতিশয় মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছেন। "নিমাই কেমনটি হইয়াছে? শরীর দুর্ব্বল হয় নাই ত? বাছা ভাল করিয়া আহার করে না বোধ হয়। রাত্রিতে ঘুমায় কি না? কে তাহাকে রন্ধন করিয়া খাওয়ায়? রাত্রিতে নিমাইচাঁদের নিকটে কে শয়ন করে? নিমাই তাঁহাদের নাম করে কিনা?" প্রভৃতি বাৎসল্য ভাবপূর্ণ স্নেহমাখা কথোপকথনে দামোদরকে লইয়া শচী দেবী অনেকক্ষণ কাটাইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অন্তরালে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া সকল কথা শুনিতেছেন। দামোদর পণ্ডিত এক এক করিয়া শচী দেবীর সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং কহিলেন, প্রভু বড় আনন্দে আছেন। নিমাইচাঁদ ভাল আছেন, সুখে আছেন, নীলাচলে আনন্দ করিতেছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার নিমাইচাঁদের যশোগান করিতেছে "জয় নবদ্বীপচন্দ্রের জয়" বলিয়া সমগ্র গৌড়বাসী তাঁহার পুত্রের জয়গান করিতেছে, ইহাতে শচী দেবীর মনে আনন্দ হইতেছে। তিনি শুনিলেন, তাঁহার পুত্রের কৃপায় কত পাপক্লিষ্ট জীব উদ্ধার হইল, কত শত মহাপাতকীর ত্রাণ হইল, কলিক্লিষ্ট জীবের উদ্ধারের একটা সহজ-সাধ্য সাধনপথ উন্মুক্ত হইল, এই ভাবিয়া বৃদ্ধার মনে অপার আনন্দ অনুভূত হইতেছে। তিনি আর এখন নিজের স্বার্থপরতার দিকে চাহিতেছেন না। তাঁহার গর্ভ-জাত পুত্রের দ্বারা কলিহত জীবের ভববন্ধন মুক্ত হইবার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে, জীবোদ্ধার হইতেছে, ইহা

শুনিয়া শচীদেবীর মনে বড় সুখ হইল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এখনও পূর্ব্ববৎ কাতরা, বিষাদিতা ও মর্ম্মাহতা হইয়া দিন কাটাইতেছেন। পতি-বিরহ-বিধুরা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মনকে এত দিনেও প্রবোধ দিতে পারেন নাই। তাঁহার মন কিছুতেই মানিতেছে না; কোন সুখেই সুখী হইতে চায় না। চায় কেবল প্রাণবল্লভের সঙ্গ-সুখ, প্রাণ-গৌর-দর্শন, আর তাঁহার চরণ-সেবা। শ্রীমতীর ভাগ্যে তাহা নাই, তিনি জানেন এবং বুঝেন, সেই দুঃখেই শ্রীমতী জীয়ন্তে মরা হইয়া আছেন। কোন বিষয়েই তাঁহার মনে আনন্দ হইতে পারে না। শচী দেবী বৃদ্ধা হইয়াছেন, সংসারতত্ত্ব সকলই বুঝিয়াছেন, পুত্রের প্রসাদে তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনি মন স্থির করিতে পারেন। শ্রীমতীর কথা স্বতন্ত্র, তিনি ভাবেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ সকলকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিতেছেন, জগতের যত পাপীতাপী তাঁহার কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইল, তাঁহার ভিখারিণী দাসী কেবল তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত। তিনি একটি বার কেবলমাত্র প্রাণবল্লভের দর্শন-ভিখারিণী, কৃপা করিয়া তাহা তিনি দিলেন না, প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলে পাপমুক্ত হইল, তাঁহার পদরজ স্পর্শের অধিকারী সকলেই, বঞ্চিত কেবলমাত্র এই হত-ভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীমতীর এ দুঃখ যাইবার নহে, এ দুঃখের কথা মনে হইলে শ্রীমতীর হৃদয় ফাটিয়া যায়। ইহ জগতের সাংসারিক সুখের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এক্ষণে সর্ব্বনিম্নে পতিতা হইয়াছেন; রাজরাণী ভিখারিণী হইয়াছেন। ভিখারিণীও তাঁহার অপেক্ষা শতগুণে সুখী। কারণ, তাহারও শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে বাধা নাই। শ্রীমতী অনন্ত দুঃখ-সমুদ্রে পতিত হইয়া কূল-কিনারা পাইতেছেন না। এই দুঃখ-রাশির মধ্যে তাঁহার একমাত্র সুখ, প্রাণ-বল্লভের নাম করিলেই, "হা নাথ! হা গৌর! হা গৌরাঙ্গ! বলিয়া

অনুরাগে ডাকিলেই তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভকে সম্মুখে দেখিতে পান। চর্ম্ম-চক্ষে তিনি প্রভুর দর্শন পান না বটে, বাহেন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করিতে পারেন না বটে, কিন্তু শ্রীমতী মনশ্চক্ষে সেই ভুবনমোহন রসিকচূড়ামণি শ্রীগৌর ভগবান্‌কে সর্ব্বদাই দেখিতে পান এবং সিদ্ধ দেহে তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থা হন। দুটি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীমতী যখন প্রাণবল্লভের ধ্যানে বসেন, তখনি তিনি তাঁহার হৃদয়-কন্দরে হৃদয়ের ধন শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া অতুল সুখানুভব করেন। ইহা যে প্রভুর বর, প্রভু যখন গৃহত্যাগের বাসনা করেন, তখন একদিন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন,—

"শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তোমারে কহিল ইহা
যখন যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই থাকিব তোমার ঠাঁই
এই সত্য করিলাম দৃঢ় ॥" চৈঃ মঃ।

প্রভু সত্যরক্ষা করিয়াছেন, শ্রীমতী কান্দিয়া ডাকিলেই তিনি আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হ'ন। বুঝি দেবীর নয়নজল দেখিতে তাঁহার বড় ভাল লাগে। দরদরিত ধারাসিক্ত শ্রীমতীর অনিন্দ্য বদনচন্দ্রখানি দেখিলে প্রভুর মনে বোধ হয়, অধিকতর সুখ হয়। তাই যখনই শ্রীমতী "হা নাথ! হা গৌরাঙ্গ।" বলিয়া কান্দেন, যখনই দেবীর নয়নজলে বুক ভাসিয়া যায় তখনই প্রভু তাঁহার পদ্ম হস্ত দিয়া তাঁহার নয়ন জল মুছাইয়া দিতে আগমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জননীকেও বলিয়াছিলেন :—

"যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণ তুমি মোর দরশন পাবে ॥" চৈঃ ম:।

এ স্থলে অনুরাগ কথাটি বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। প্রভু প্রেমের অবতার. কারুণ্য রসই প্রভুর অতি প্রিয়। প্রেম-ভক্তি, করুণা

মাখা, শ্রীগৌরাঙ্গ করুণাময়। করুণার প্রগাঢ় আবেগে সর্ব্বদা প্রভু বিহ্বল থাকিতেন। কেহ কখন তাঁহার শুষ্ক নয়ন দেখে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ অনুরাগী ভক্তরূপে স্বয়ং আচরিয়া জীবকে অনুরাগভজন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। প্রেম-ভক্তি-পূর্ণ ভক্তের নয়নজলই অনুরাগভজনের মূল-মন্ত্র। প্রেমাশ্রুজলে ভক্তি সহকারে শ্রীগৌর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করিতে হইবে, নয়নজলে তাঁহার শ্রীচরণকমলে অর্ঘ্য দিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহার দর্শন মিলিবে। প্রেম-ভক্তি গৌর-ভক্তের নয়ন-জলে পুষ্ট হয়। ভগবৎ-প্রেমে হৃদয় গলিত না হইলে নয়নে জল আসে না। যিনি কান্দিতে পারেন, তাঁহার হৃদয় আছে, যাঁহার চক্ষে জল আসে না, তাঁহার হৃদয় নাই। হৃদয় না থাকিলে গলিবে কি ? চক্ষে জল আসিবে কেন ?

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভের আদেশ যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছেন। তাই তিনি এত কান্দেন, সর্ব্বদা নয়নজল দিয়া প্রভুর পাদপদ্ম ধৌত করেন। এই অনুরাগ-ভজনের ফলে প্রভু শ্রীমতীকে দর্শন দেন, স্বহস্তে দেবীর নয়নজল মুছাইয়া দেন। এ সকল অনুরাগ-ভজনের ফল, অতি গুহ্য কথা। ইহা কেহ জানিতে পারে না, শ্রীমতীও কাহারও নিকট বলেন না। এ সকল কথা শ্রীমতীর অতি মর্ম্মী সখী কাঞ্চনাকেও বলেন না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে এইরূপে অনুরাগ-ভজন করিয়া মনে সুখ পান। এই সুখটুকু আছে বলিয়াই তিনি জীবিত আছেন। শচী দেবীর অনুরাগ-ভজন অন্যরূপ। কখন কখন শ্রীমতীর মনে হয়, তাঁহার প্রাণবল্লভ সর্ব্বজনপূজ্য, জগৎমান্য সন্ন্যাসী ঠাকুর। তাঁহার কৃপাবিন্দু প্রাপ্তির লালসায়, তাঁহার কৃপাকরুণা-প্রার্থী হইয়া কতশত পণ্ডিত, কতশত কুলীন ব্রাহ্মণ, কত শত রাজা মহারাজ তাঁহার শরণাগত হইয়াছেন, লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহার প্রাণ-বল্লভের নামে আনন্দ পুলকিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতেছে, তাঁহার অপরূপ

রূপরাশিতে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে। এমন জগৎপূজ্য স্বামী যাঁহার, তিনি নিশ্চয়ই পরম সৌভাগ্যবতী রমণী। এমন স্বামীকে লইয়া কি ঘরকন্না করা যায়, কারণ তিনি বহুবল্লভ, তিনি জগতের স্বামী। তিনি ত্রিভুবনপতি। তাঁহাকে কে গৃহে বাঁধিয়া রাখিবে? এই সকল কথা যখন শ্রীমতীর মনে উদয় হয়, এত দুঃখের মধ্যেও তখন তাঁহার মনে একটু সুখ বোধ হয়। শ্রীমতী এক্ষণে বুঝিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল মাত্র তাঁহার প্রাণবল্লভ নহেন। তিনি নরনারী উভয়েরই স্বামী, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। তিনি পতিত অধমের পিতা, দীন দুঃখীর পালক। তাঁহাকে গৃহে বাঁধিয়া রাখিলে কি চলে? তাহা হইলে জগতের মঙ্গল কিসে হইবে? জীবোদ্ধার-কার্য্য কি করিয়া সুসিদ্ধ হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে থাকিলে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মূল উদ্দেশ্য সাধন হইত না। কৃপা করিয়া প্রভুই এই জ্ঞানটি শ্রীমতীকে দিয়াছেন। প্রভুই এই দিব্য জ্ঞানদাতা। তবে শ্রীমতীর বড় দুঃখ সকলেই প্রভুর দর্শন পাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গসুখে মানবজীবন চরিতার্থ করিতেছেন, তাঁহার সেবায় অধিকার পাইয়াছেন, শ্রীমতীকে প্রভু কেন এ সুখে বঞ্চিতা করিলেন, ইহার মর্ম্ম এখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই এত দুঃখ। শ্রীগৌর ভগবান্‌ই শ্রীমতীকে এ দুঃখ দূরীকরণের উপায় বলিয়া দিবেন, শ্রীমতীর দুঃখ তিনিই দূর করিয়া দিবেন। সর্ব্বদুঃখহারী বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ শ্রীগৌর ভগবানের শ্রীচরণে অধম অকৃতী গ্রন্থকারের করযোড়ে নিবেদন, শ্রীমতীর এই দুঃখটি দূর করিয়া দিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দের প্রাণ রক্ষা করুন। শ্রীমতীর দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়। শ্রীমতীর দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাঁহার শ্রীচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়া পর্য্যন্ত রাত্রিদিন কান্দিতেছি। যত দিন দেহে প্রাণ রহিবে, তত দিন কান্দিব। হে সর্ব্বদুঃখহারি গৌরভগবন্, হে বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ!

তোমার নিকটে প্রাণ খুলিয়া এই নিবেদনটি করিলাম। অধমের প্রার্থনাটী শুনিবে কি? তোমাকে তোমার ভক্তবৃন্দ নিজজন-নিঠুর বলিয়া থাকে। হে দীনদয়াল! ভক্তবৎসল। দীনশরণ! নিজ জনকে তুমি এত কষ্ট কেন দাও? ইহাতে তোমাব কি সুখ হয়? নিজ জন কি তোমার ভক্ত নয়? তাহারা যে তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ক্রন্দনে তোমার কি হৃদয় বিগলিত হইতেছে না? তুমি লোকশিক্ষার জন্য, স্বয়ং আচরিয়া জীবকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য এত নিঠুরালি করিতেছ। তা' বেশ। নিজজনকে প্রাণে মারিয়া লাভ কি? শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অবস্থা একবার আসিয়া দেখ দেখি, ঠাকুর! তাঁহার দশাটা কি হয়েছে? যদি প্রাণে মারিবার বাসনা থাকে, খুলিয়া একথাটী বল না কেন? সকল জ্বালা একেবারে ফুরাইয়া যায়। প্রভু! অধমাধম লেখকের ধৃষ্টতা অপরাধ ক্ষমা করিবে। বড় দুঃখেই প্রাণ খুলিয়া তোমার চরণে মনেব কথাটি নিবেদন করিলাম, অপরাধ লইও না।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

প্রভুর জন্ম-ভূমি-দর্শন

"পুন নবদ্বীপে আইল আমার নিমাই।
ধরিয়া রাখহ লোক কিছু দোষ নাই॥"
(শচী দেবীর উক্তি) চৈঃ মঃ।

পাঁচ বৎসর অতীত হইল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নবদ্বীপ আঁধার করিয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসধর্ম্মের নিয়মানুসারে জননী ও জন্মভূমি প্রত্যেক সন্ন্যাসীর জীবনে একবার মাত্র দর্শনীয়। সেই জন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দেব জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে নবদ্বীপে আসিতেছেন, একথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। তিনি ভাগীরথীর পরপারে কুলিয়া গ্রামে আসিয়াছেন।

"গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ় দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
জন্মস্থান দেখিব এ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ নিকটে গেলা এই তার মর্ম্ম॥ চৈঃ মঃ।

নবদ্বীপ এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে কোলাহল, কুলের কুলবধূ সকল শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে চলিয়াছেন। হরিধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ। "জয় নবদ্বীপ-চন্দ্রের জয়। জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়।" সকলের মুখে। নদীয়ার

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গঙ্গাতীরে প্রভু-দর্শনে আসিয়াছে, তাহাদিগের সকল শোক-দুঃখ দূর হইয়াছে।

"প্রভু আগমন শুনি নদীয়ার লোক।
পুন নেউটিলা সভে পাসরিল শোক॥
হা হা গোরাচাঁদ বলি অনুরাগে ধায়।
কুলবধূ ধায় তারা পাছু নাহি চায়॥" চৈঃ মঃ।

শচী মাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এ শুভ সংবাদ পাইয়াছেন। শচী দেবীর আনন্দের সীমা নাই। তিনি আনন্দবিহ্বল হইয়া উর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছেন। তিনি চেতনাশূন্য হইয়া চলিয়াছেন—

"বিহ্বল চেতন শচী ধায় উর্দ্ধমুখে।
এ ভূমি আকাশ যার ডুবিয়াছে শোকে॥" চৈঃ মঃ।

অনেক দিনের পর আজি নিমাইচাঁদের মুখখানি দেখিবেন, সেই আনন্দে শচী দেবীর হৃদয় নৃত্য করিতেছে। নিমাইচাঁদের মুখখানি তিনি অনেক দিন দেখেন নাই। দুঃখিনী জননীকে নিমাইচাঁদের আবার যে মনে পড়িবে, জননীকে দেখিতে বা দেখা দিতে আবার তিনি নবদ্বীপে আসিবেন, এ আশা শচী দেবী কখনও করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে দলে দলে নদীয়াবাসী নরনারী গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিয়াছে। নবদ্বীপের সমুদয় লোক একত্র হইয়াছে। পথ ঘাট জনাকীর্ণ, নদীয়ার পথে যেন জনস্রোত চলিয়াছে। পথ পাওয়া দুষ্কর—

"পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে।
বন জল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে॥ চৈঃ ভাঃ।

বৃদ্ধা শচী দেবী পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া সেই জনস্রোতের মধ্য দিয়া নদীয়ার পথে বাহির হইয়াছেন। সহস্র সহস্র লোক বলিতেছে, প্রভু জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়াছেন.

তিনি স্বয়ং আসিয়া জননীকে দর্শন দিবেন, কিন্তু শচী দেবীর তাহা বিশ্বাস হইতেছে না। আশার উপর নির্ভর করিয়া তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে লইয়া এই জন-স্রোতের মধ্যে বাহির হইয়াছেন। শ্রীমতী এক্ষণে পূর্ণ যুবতী, এই জনতার ভিড়ে তাঁহাকে লইয়া পথে বাহির হওয়া বড়ই দুঃসাহসের কার্য্য, শচী দেবী তাহা বিলক্ষণ জানেন। জানিয়া শুনিয়াও তিনি কেন এত দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইলেন, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। সন্ন্যাসীর স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই, তাই বলিয়া স্ত্রী কেন সন্ন্যাসী স্বামীর চরণ দর্শন-সুখে বঞ্চিত হইবে? বৃদ্ধা শচী দেবী ইচ্ছা করিয়াই শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়াছেন। বৃদ্ধার মনে ভয় পাছে নিমাইচাঁদ জন্মভূমি ও জননী দর্শন করিয়াই পলায়ন করেন, পাছে অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পতিদেবতার শ্রীচরণদর্শনে বঞ্চিতা হয়, এই ভাবিয়াই তিনি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সঙ্গে প্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশান আছেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছেন। শ্রীমতী শাশুড়ীর হস্ত ধরিয়া চলিয়াছেন। বৃদ্ধার এক হস্তে একগাছি যষ্টি, ঈশান ও শচী দেবীর মধ্য স্থলে শ্রীমতী। তাঁহার নয়নদ্বয় শাশুড়ীর পদদ্বয়ের উপর আকৃষ্ট। অন্য কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। বৃদ্ধা শাশুড়ীর কষ্ট দেখিয়া মধ্যে মধ্যে শ্রীমতী নিজ-অঙ্গের উপর শচী দেবীর সমস্ত ভার লইতেছেন। বেশী জনতা দেখিলেই পথের প্রান্তভাগে যাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া পুনরায় চলিতেছেন। পরিচিত লোক দেখিলেই শ্রীমতী সঙ্কুচিতা হইয়া অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া দিতেছেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এইরূপে লোকের ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে সমস্ত পথ চলিয়া তিন জন গঙ্গার ঘাটে আসিলেন। একখণ্ড উচ্চভূমির উপর দাঁড়াইয়া দেখিলেন, গঙ্গার এপার এবং ওপারে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় অনবরত জনস্রোত চলিয়াছে এবং তাহাদের কলরবে দিগন্ত কম্পিত

হইতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখে একই কথা, লক্ষ লক্ষ নয়নের একই লক্ষ্য। ওপারের লোকের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প, আর এ পারের লোকের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। তাহার কারণ কুল-ললনাগণ গঙ্গা পার হইয়া ওপারে যাইতে পারেন নাই। নদীয়ার সকল লোকই গঙ্গাতীরে আসিয়াছে। বৃহতী নদীয়া নগরী আজ জনশূন্যা। বাল-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, সকলেই গঙ্গাতীরে আসিয়া প্রভু দর্শন-লালসায় দাঁড়াইয়া আছে। রৌদ্রতাপে কিছুমাত্র ক্লেশবোধ হইতেছে না। জনতার মধ্য হইতে কোটি কণ্ঠে সমস্বরে "জয় নবদ্বীপ-চন্দ্রের জয়! জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জয়!! জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়!!!" ইত্যাদি জয়গীতি গীত হইতেছে। কোটি বদন-নিঃসৃত গগনভেদী জয়ধ্বনিতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর উচ্ছলিত তরঙ্গাবলী সুরতানযোগে শ্রীগৌর-ভগবানের জয়গীতি গাহিতে গাহিতে আকুল প্রাণে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কলনাদিনী সুরধুনীর সেই উদ্বেলিত তরঙ্গভঙ্গের আনন্দ নৃত্য দর্শন করিয়া অগণিত দর্শকমণ্ডলীর প্রাণে যে কি এক অভিনব আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সে আনন্দের তুলনা নাই। লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে প্রভুর জননী ও ঘরণী দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ উপভোগ এবং অনুভব করিতেছেন। প্রভুর আকর্ষণী শক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা, ইহা বর্ণনার অতীত, তাই ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

"কুলিয়া আকর্ষণ না যায় বর্ণন।
কেবল বলিতে পারে সহস্র বদন॥" চৈঃ ভাঃ।

এই কার্য্যে শ্রীগৌরভগবান্ তাঁহার আকর্ষণী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক যিনি তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগৌরভগবান্ এস্থলে সর্ব্বজীবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া গঙ্গাতীরে টানিয়া আনিয়াছেন।

অতএব তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। "নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং।" সেই জন্যই মহাজন লিখিয়াছেন।

"হেন আকর্ষিল মন শ্রীচৈতন্যদেবে।
এহো কি ঈশ্বর বিনে অন্যেতে সম্ভবে॥" চৈঃ ভাঃ।

একটি সন্ন্যাসীর রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া এত লক্ষ কোটি নরনারীর একত্র সমাবেশ বড় সাধারণ কথা নহে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব সন্ন্যাসবেশে শ্রীভগবানের ষড়্‌গুণের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যগুণ তাহার পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পরিগণিত। শ্রীভগবানের বৈরাগ্য-দর্শন করিতে জীবসকল দলে দলে আসিয়া গঙ্গাতীর জনাকীর্ণ করিয়াছে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীগৌরভগবানের সন্ন্যাসমূর্ত্তি বৈরাগ্যের পূর্ণ-বিকাশ।

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগঃ ইতি স্মৃতঃ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে শ্রীভগবান্ তাঁহার বৈরাগ্যগুণের পূর্ণ-বিকাশ দেখাইয়া শ্রীভগবানের প্রতি জীবের ভালবাসা ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য অবতারে শ্রীভগবানের বৈরাগ্যগুণের বিকাশ দৃষ্ট হয় না। কলি-ক্লিষ্ট জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শ্রীগৌরভগবান্‌কে গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং জীবের মঙ্গলের জন্য বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণের পরিচয় দিতে হইয়াছিল। কলিযুগের অধম পাতকী উদ্ধারের নিমিত্ত এইটুকু বাকি ছিল। কলিহত জীবের দুঃখে শ্রীগৌরভগবানের করুণহৃদয় মথিত হইয়াছিল বলিয়াই জীবোদ্ধারকল্পে তিনি ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভবরোগের মহৌষধি হরিনাম বিলাইয়াছিলেন। নবীন যৌবনে তরুণী ভার্য্যার প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া, বৃদ্ধা জননীর বুকে শেল

মারিয়া, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দকে নয়নজলে ভাসাইয়া, শচী দেবীর সোণার সংসার ছারখার করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার সেই জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার, সেই জন্যই শ্রীগৌরভগবানের নামের এত মহিমা।

"সর্ব্ব অবতার-সার গোরা অবতার।
এমন দয়াল প্রভু না দেখিয়ে আর॥"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই ভীষণ জনসংঘট্টের মধ্যে প্রভুর অতি নিকট সম্পর্কীয়া দুইটী আত্মীয়া আছেন, ইঁহারা প্রভুর জননী ও ঘরণী। উভয়েরই প্রাণে আজি বড় আনন্দ। শচী দেবী ভাবিতেছেন, তাঁহার পুত্রটী একজন সামান্য সন্ন্যাসী নহেন। তাঁহার পুত্রের দর্শন-লালসায় লক্ষকোটী নরনারী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে, প্রাণের আবেগে, তাঁহার পুত্রের প্রেমের টানে তাহারা গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া এতক্ষণ গঙ্গাতীরে আসিয়া উৎসুক-চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কুলবালাগণ কোলের ছেলে গৃহে রাখিয়া লাজ সরমের বাঁধ কাটিয়া পুরুষের সঙ্গে একত্রে ঠেসাঠেসি হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার পুত্রের চরণ-দর্শন কামনায় একদৃষ্টে পরপারের দিকে চাহিয়া আছে, তাঁহার পুত্রের পরম পবিত্র নামগানে উন্মত্ত হইয়া অনেকে বাহু তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, তাহারা সকল ভুলিয়া তাঁহার পুত্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা শচী দেবীর আর সৌভাগ্য কি হইতে পারে? এই ভাবিয়া শচী দেবীর মনে বড় আনন্দ হইতেছে। এখানে তিনি পুত্রের ঐশ্বর্য্যগুণে মুগ্ধা হইয়াছেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দেখিতেছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভটি জগৎ-জীবন, বহুজনবল্লভ, সর্ব্বজীবের আরাধ্য বস্তু, সাধনার ধন। এই যে লক্ষকোটী লোক গঙ্গার এপারে ও ওপারে একত্রিত হইয়াছে, সে কেবল তাঁহার প্রাণবল্লভের একটীবার দর্শনলালসায়। ইহা ভিন্ন তাহারা আর

কিছু চাহে না। একটীবার প্রভুর দর্শন পাইলেই তাহারা কৃতার্থ। আহা! তাঁহার প্রাণবল্লভকে কি গভীর প্রেমের ও প্রীতির বন্ধনে ইহারা বাঁধিয়াছে! কি ভালবাসার চক্ষেই ইহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে! শ্রীমতী নিজের সঙ্গে আর এই লক্ষকোটি নরনারীর সঙ্গে এক এক করিয়া মনে মনে তুলনা করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাঁহাতে আর এই অগণিত জীবমণ্ডলীতে ত কোন প্রভেদ নাই। লক্ষকোটি জীবের যে লক্ষ্য, তাঁহারও তাই। তাহাদের মনের যে বাসনা, তাঁহারও তাই। তাহারাও যে ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া গঙ্গাতীরে সকলে সমবেত হইয়াছে, তিনিও সেই উদ্দেশ্যে গৃহের বাহির হইয়াছেন। তাঁহার স্বামী জগৎস্বামী, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? এইরূপ ভাবিয়া শ্রীমতীর মনে বড় সুখ হইতেছে, আনন্দের উৎস উঠিতেছে। এই আনন্দের মধ্যে সময়ে সময়ে নৈরাশ্যের ছায়া আসিয়া শ্রীমতীর অনিন্দিত বদনকমল-প্রান্তে পতিত হইয়া উহাকে ম্লান করিতেছে। তখনই তিনি ম্রিয়মাণা হইতেছেন। সেটি কি? এই লক্ষকোটি নরনারী সকলেই প্রভুর দর্শন ও সেবার অধিকারী; কেবলমাত্র তিনি তাহাতে বঞ্চিতা। একথা মনে হইলেই শ্রীমতীর বদনচন্দ্রখানি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। লক্ষ-কোটি নরনারীর সহিত তুলনায় শ্রীমতী নিজেকে অপরাধিনী মনে করিয়া মনে মনে দারুণ ক্লেশ পাইতেছেন। দেবীর এই মনঃকষ্ট দূরীকরণের উপায় নাই। জীবনাবধি তিনি এই দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার নয়নজলে কলি-ক্লিষ্ট জীবের সর্ব্বপাপ ধৌত করিয়াছেন। কলি-হত জীবের উদ্ধারকর্ত্রী জগন্মাতা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীগৌরভগবান্ তাঁহার অঙ্কবাসিনী মহালক্ষ্মীরূপা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নয়নজলে কলি-ক্লিষ্ট জীবের পাপ বিধৌত করিয়া পতিত-পাবন নামের সার্থকতা করিয়াছেন। জগজ্জননী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

পতিতোদ্ধারিণী এবং পতিতপাবনী। মাগো! এই জীবাধমের প্রতি একটীবার কৃপাকটাক্ষ কর। তোমার কৃপা না হইলে পাপক্ষয় অসম্ভব। তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপালাভ সুদুর্লভ। মাগো! পতিতপাবনি! পতিত অধমকে উদ্ধাব কবিয়া জগন্মাতা পতিতোদ্ধারিণী নামের সার্থকতা কর। তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইতেছি বলিয়াই একদিন প্রাণের আবেগে লিখিয়াছিলাম—

"প্রেম অবতার গৌর আমার
প্রেমময়ী বিষ্ণুপ্রিয়া।
মিলিয়াছে ভাল মূরতিযুগল
মাখামাখি সুধা দিয়া॥
যুগল-মিলন প্রেম আবাহন
পীরিতের ছড়াছড়ি।
কৃপানিধি গোরা প্রেম রসে গড়া
তনুখানি মনোহারী॥
প্রেমময়ী দেবী পীরিতের ছবি
আঁকা যেন তুলি দিয়া।
অমিয়ার খনি হৃদয়ের মণি
আছে যেন জড়াইয়া॥
তরল তরঙ্গে চলিয়াছে রঙ্গে
প্রেমধারা অবিরত।
মিলিয়া মিশিয়া চলে উছলিয়া
লহরী-লীলার মত॥
বিশ্ববিধাতা জগতের মাতা
মিশিয়াছে এক সঙ্গে।

ভাবনা কি আর পাপী দুরাচার
হাস' খেল' সব রঙ্গে ॥
পিতা দেবে কোল বল হরিবোল
মায়ে দিবে চুমো মুখে।
কি ভয় তোদের মর জগতের
ভুলে যাও শোক দুখে ॥
জগত-জননী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি
পতিতের পিতা গোরা।
পাতকী তরাতে এসেছে ধরাতে
আয় সবে আয় তোরা ॥
সঙ্গে লয়ে যাস্ পাপী হরিদাস
পতিতপাবনী পাশে।
বলিস্ তোদের নদের চাঁদের
পদরজ দিতে দাসে ॥"

নবদ্বীপবাসী অসংখ্য নরনারীবৃন্দ এপারে প্রভুর দর্শন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন, সকলের চক্ষু সেই একদিকে, গঙ্গার অপর পারে। এমন সময় বিষম একটা কলরব উঠিল, লক্ষকোটি কণ্ঠে "ঐ প্রভু, ঐ প্রভু" বলিয়া সেই অসীম জনস্রোতের মধ্য হইতে একটা ভীষণ ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সেই অগণিত নরনারীবৃন্দ "জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়" "জয় নবদ্বীপচন্দ্রের জয়" গাহিতে গাহিতে আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের শ্রীঅঙ্গখানি সার্দ্ধচতুর্হস্ত পরিমিত দীর্ঘ। তিনি লক্ষ লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাঁহাকে তাঁহার ভক্তবৃন্দ চিনিয়া লইতে পারে। কৃপাময় প্রভু গঙ্গার অপর পারে কুলিয়া গ্রামে ভক্তবৃন্দের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সেই লোকসংঘটের মধ্যে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ওপারের লোকসকল প্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতেছে, এপারের লোকও প্রভুর দীর্ঘাকৃতি শ্রীঅঙ্গ-খানি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। প্রভুর মুণ্ডিত শ্রীশির দর্শন করিয়া সকলে কান্দিয়া আকুল। একটি মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে দণ্ডকমণ্ডলু-হস্তে জনস্রোতের মধ্যে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে ঘিরিয়া উন্মত্তভাবে লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দে নৃত্য করিতেছে,আর তাহাদের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত প্লাবিত হইতেছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যটি শচী দেবী ও শ্রীমতীর নয়নগোচর হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের মুণ্ডিত মস্তক দর্শন করিয়া শচী দেবী ও শ্রীমতী হাহাকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। দূর হইতে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু লোকে বলিতেছে, ঐ প্রভুর মুণ্ডিত মস্তক লক্ষ্য হইতেছে। ইহা শুনিয়া শচী দেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছে, উভয়েই নীরবে কান্দিতেছেন। কিছুক্ষণের পর প্রভুকে আর দেখা গেল না, তিনি পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। সকলেই হতাশহৃদয়ে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। জনস্রোত কমিয়া যাইলে ধীরে ধীরে শচী দেবী ও শ্রীমতী ঈশানের সহিত গৃহে ফিরিলেন। গৃহে আসিয়া শাশুড়ী ও পুত্রবধূ মিলিয়া প্রাণের আবেগে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোদন করিলেন। শ্রীল বলরামদাস-রচিত শ্রীমতীর উক্তি একটি অতি সুন্দর পদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া শ্রীমতী শাশুড়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—

"ও মা! আমারে ধর ধর।
কেন বা আনিলে সুরধুনীতীরে,
ওপারে কুলিয়া দেখ নয়ন ভরে,
লক্ষ-লক্ষ লোক হরি হরি বলে,
কেন মা জননি! বল আমারে।

লক্ষ লক্ষ লোক হরি ব'লে নাচে,
বুঝি তোর পুত্র ওখানে বিরাজে,
উহু মরি মরি দেখিবারে নারি
এ দুঃখ আমার কহিব কারে।
পাপী তাপী হ'লো শ্রীচরণভোগী,
জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া সে বিয়োগী,
দাসীরে দণ্ড দিবার লাগি
এই অবতার।
চল চল মাগো! আমায় নিয়া চল,
লুকাইয়া চল ঝাঁপিয়া অঞ্চল,
ঐ যে দেখা যায় দীঘল অঙ্গ
ঐ ত আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ।
সোণার অঙ্গেতে কৌপীন পরেছে,
চির দিন দুঃখ অবধি পেয়েছে,
তোমার মায়ায় মা আবার এসেছে,
বাড়ী ডাকি আন।
বলরাম দাসের বিদরে বুক
জীবের লাগিয়া প্রভুর এই দুখ
ধিক্ ধিক্ ধিক্ জীব তোরে ধিক্
হেন দুঃখ দেহ চিরবন্ধু-জনে॥"

শচী দেবীর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৭২ বৎসর, তিনি অতি কষ্টে চলিতে পারেন। গঙ্গাতীর হইতে গৃহে ফিরিয়া তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, আর উঠিতে পারিতেছেন না। শ্রীমতী শাশুড়ীর নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন। সকলেই বলিতেছে; প্রভু জননীকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন

কৈ তিনি ত নবদ্বীপে আসিলেন না! এই জন্য সকলেই প্রভুর দর্শন-লালসায় উৎকণ্ঠিত। বৃদ্ধা শচী দেবী "নিমাই রে! তুই কোথায় রে? একবার দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়া রে।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার মন চাহিতেছিল না। কেবলমাত্র শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্য শচী দেবীকে গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল। পুত্রবধূটি সঙ্গে না থাকিলে তিনি গঙ্গার ওপারে যাইয়া নিমাই চাঁদকে ধরিয়া আনিতেন। তাঁহার পুত্র গৃহে আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া যাইবেন, একথা শচী দেবীর একেবারে বিশ্বাস হইতেছে না। পুত্রের জন্য তিনি পাগলিনী হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়াছেন। তিনি পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাছা, আমার নিমাই কি তোমার ঘরে শুইয়া আছে? একবার তারে ডেকে দাও দেখি?" শ্রীমতী একথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল। তিনি শোকে আকুল হইলেন এবং ধূলায় পড়িয়া আছড়াইয়া আছড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন। শচী দেবী পুত্রবধুর অবস্থা দেখিয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং শ্রীমতীর মনে অনর্থক ক্লেশ দিয়াছেন, বলিয়া কিছু লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, "মা! আমার ভুল হইয়াছিল, বৃদ্ধ হইয়াছি, মনের ঠিক নাই, কি বলিতে কি বলি। আমার পোড়া কপাল।"

শচী দেবী পুত্রমুখ-দর্শনলালসায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। শ্রীমতীকে অঙ্কে করিয়া তিনি বলিতেছেন, "মা! তুমি গৃহে সুস্থির হইয়া থাক। আমি যাইয়া ওপার হইতে নিমাই-চাঁদকে গৃহে লইয়া আসি, আমি না যাইলে বোধ হয় সে আসিবে না। শচী দেবী এই কথা বলিয়াই তখনি আবার ভাবিতেছেন, আমি যাইব, যদি আমার সহিত দেখা করিয়াই বাছা পলাইয়া যায়, তাহা হইলে অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার অদৃষ্টে ত স্বামিদর্শন সুখ ঘটিবে না। আমি না

যাইলে নিমাই অবশুই আসিবে। নিমাই আমার বড় মাতৃভক্ত ছেলে। এতদূর আসিয়া আমাকে দেখা না দিয়া কি সে যাইতে পারে?" এইরূপ ভাবিয়া বৃদ্ধা শচীদেবী মনকে প্রবোধ দিতেছেন। শ্রীমতী কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছেন না। তিনি ভাবিতেছেন, তাঁহার জন্তই প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া জননীকে দর্শন দিতেছেন না। তিনিই বৃদ্ধার পুত্রমুখ-দর্শন-সুখের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি গৃহে না থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসী স্বামী অনায়াসে নবদ্বীপে আসিয়া জননীর সহিত মিলিত হইতেন। পাছে সন্ন্যাসীর স্ত্রীর মুখ দর্শন ঘটে, এবং ধর্ম্মনাশ হয়, এই ভয়েই তিনি আসিতে পারিতেছেন না। একথা জানিতে পারিলে তিনি বাপের বাড়ী চলিয়া যান—

"আমারে দেখিলে যদি ধর্ম্মনষ্ট হয়।
আমি নয় রহিতাম বাপের আলয়॥" বলরাম দাস।

শ্রীমতী এক একবার মনে করিতেছেন, তাঁহার নিজের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার ত আর কোন উপায় নাই। তাঁহার জন্য বৃদ্ধা শাশুড়ী কেন ক্লেশ পান, তিনি পিতৃগৃহে যাইবার জন্য শাশুড়ীকে বলিলেন। মনের গুহ্য কথাটিও না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। শচী দেবী ইহা শুনিয়া বড়ই মনস্তাপ পাইলেন। পুত্রবধূর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "মা! তুমি বাপের বাড়ী যাইলে আমি কাহাকে লইয়া থাকিব? তুমিই এখন আমার অন্ধের যষ্টি। তোমাকে দেখিয়া আমি নিমাইচাঁদের দুর্জ্জয় শোক সংবরণ করি। নিমাই আমার তোমাকেও দেখা দিবে।" শ্রীমতী আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

উনত্রিংশ অধ্যায়

প্রভুর নবদ্বীপে আগমন

শচীর আঙ্গিনা, উজল করিয়া।
কেগো তুমি আছ, দ্বারে দাঁড়াইয়া॥
দণ্ডকমণ্ডলু, ধরিয়াছ করে।
পরেছ কৌপীন জীবোদ্ধার তরে॥
কে গো তুমি যতি প্রশান্ত মূরতি।
স্থির নয়নে চাহ কার প্রতি॥
বহিতেছে বারি উছলি নয়ন।
ভাসিয়া বক্ষ তিতিছে বসন॥
বুঝেছি বুঝেছি, তুমি গৌরহরি।
নদীয়ার চাঁদ নদীয়াবিহারী॥
দেখিতে জননী জনমভূমি।
নীলাচল হ'তে আসিয়াছ তুমি॥
চেয়ে দেখ প্রভু কি দশা মায়ের।
শুন শুন ওই রোল রোদনের॥"

গ্রন্থকার।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শচী দেবীর কথা শুনিয়া কিছু আশ্বস্তা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কাঞ্চনা আসিয়া শ্রীমতীর নিকটে বসিলেন দেখিয়া

শচী দেবী নিশ্চিন্ত হইয়া অন্ত গৃহে যাইয়া একটু শয়ন করিলেন। নিদ্রার তন্দ্রা আসিতে না আসিতেই স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার নিমাইচাঁদ দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছেন। অমনি বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বহির্দ্বারে যাইয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই। হতাশ হইয়া পুনরায় গৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বা কাঞ্চনা ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রিয় সখী কাঞ্চনাকে দেখিয়া শ্রীমতী কান্দিয়া ফেলিলেন, মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিয়া দেবীর মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। সখীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া শ্রীমতী নীরবে রোদন করিতেছেন, আর বলিতেছেন। "সখি! আর আমি কি বলিব? তুমি সকলি ত জান। এই হতভাগিনীর জন্যই আমার প্রাণবল্লভ গৃহত্যাগী হইয়াছেন। আমারই জন্য তিনি এতদূর আসিয়া জননীকে দর্শন দিতে কুণ্ঠিত। আমার মত পাপিনী জগতে আর কে আছে? আমার মরণই মঙ্গল।" মরমের ভিতর হইতে কে যেন দেবীকে বলিয়া দিল, অমন কথা মুখে আনিও না, মরিলেই ত সব ফুরাইয়া যাইবে, আশা টুকু পর্য্যন্ত যাইবে। তখনি আবার শ্রীমতী সখী কাঞ্চনাকে বলিতেছেন, "না সখি! আমি মরিতে পারিব না। মরিলে ত আর প্রাণবল্লভের গুণগাথা ও লীলাকথা শুনিতে পাইব না, তাঁহার শ্রীচরণদর্শন দূরে থাকুক তাঁহার কথা শুনিলেই যে আমি কৃতার্থ হই, তাঁহার মধুমাখা নাম শুনিলেই যে আমি কত সুখী হই। আমি এ সুখ ছাড়িয়া মরিতে পারিব না! সখি! সখি! আমার মরা হইবে না। জীবাধম গ্রন্থকার-রচিত শ্রীমতীর উক্তি একটী পদ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

(১)

(সখি!) গৌর-বিরহ পয়োধি, কিসে হব পার,
তাই ভাবি নিরবধি।

দিন দিন করি, বরিষ গোঁয়ায়নু,
না মিলল গৌর-নিধি ॥
গৌর গৌর করি জনম বহি গেল,
দরশন নাহি ভেল।
শুধু হিয়া দগদগি, হলো মোর সার,
পরাণে বিঁধিল শেল।
মরণে কি পাব তারে।
গৌর-বিরহ নদী, বহে খর ধার,
কি করি যাইব পারে।

(২)

সখি! মরিতে ত পারিব না।
কি জানি যদি বা ভুলি গোরা রূপ ॥
ভষম হইবে সাধনা ॥
(ওগো) মরিলে আমি যে কাঁদিতেঁ পাব না
সাধিতে পাব না গৌর।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যা' কিছু ক'রেছি
সকলি যাইবে মোর ॥

(৩)

সখি! চাহি না আমি মরণ।
(ওগো) মরিলে যে আমি পূজিতে পাব না
গৌরধনের চরণ ॥
চিরদিন আমি কাঁদিয়া সাধিব
নীরব জীবন ধরিয়া।

নিশিদিন পিব, পিয়াইব আর
গৌর-বিরহ অমিয়া ॥
বিনাইয়া গাব গৌরগুণ গান
কান্দিয়া ভাসাব ধরা।
(সখি!) গৌর-বিরহ ছাড়িতে নারিব
হবে না আমার মরা ॥

(৪)

মরণের সঙ্গে যদি গৌর-বিরহ যায়
তবে আমি পারি মরিতে।
না পেলাম গোরা যদি, পেয়েছি বিরহ তার
নাহি পারি তারে ছাড়িতে ॥
(ওগো সখি) পারিব না আমি মরিতে।

কাঞ্চনা শ্রীমতীর প্রিয় মর্ম্মী সখী। শ্রীমতী কোন কথাই সখীর নিকট লুকান না। হৃদয়ের যত বেদনা প্রাণ খুলিয়া সখীকেই বলিয়া থাকেন। শ্রীমতীর মনে আজ দারুণ দুঃখ, তাহার কারণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার প্রাণবল্লভের মুখ-দর্শনের আশা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব মনে করিয়া সখী কাঞ্চনাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন :—

সজনি! অব কি হেরব গোরা মুখ।
গণি গণি মাহ, বরিখ অব পূরল,
ইথে পুন, বিদরয়ে বুক।
তোমারে কহিয়ে পুন, মরমক বেদন
চিত মাহা কর বিশোয়াস।
গৌর-বিরহ জ্বরে, ত্রিদোষ হইয়া আরে
তাহে কি ঔষধ অবকাশ ॥ ভুবনদাস।

কাঞ্চনা শ্রীমতীকে প্রবোধ দিয়া কহিতেছেন "সখি! তোমার প্রাণবল্লভ তোমার শাশুড়ীকে একদিন বলিয়াছিলেন :—

কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা তুমি।
যে ভজিবে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি॥ চৈঃ মঃ।

অতএব সখি! তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণ-ভজন কর। তোমার প্রাণবল্লভ আপনি আসিয়া দেখা দিবেন। এস আমরা দু'জনে মিলিয়া মালা গাঁথি। দেখ, কত যূথী, জাতি, মালতী পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়াছি। সুন্দর মালা গাঁথিয়া আজ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে পরাইয়া দাও। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেই তুমি তোমার প্রাণগৌরাঙ্গের দর্শন পাইবে, তাঁহার উপদেশ মত শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন :—

সখি হে! হাম ইহ কছু নাহি জানি।
গৌর-চরণ-যুগ বিমল সরোরুহ
হৃদি করি অনুখন ধ্যান। ভুবনদাস

শ্রীমতী বলিলেন—"আমি আমার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না। তিনিই আমার শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই আমার ভজন-ধন। আমার স্বামি-ভজনই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।"

কাঞ্চনা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বুঝিলেন শ্রীমতীর হৃদয়ে গৌর-বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, এ সময়ে অন্য কোন কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না। কাঞ্চনা অতি চতুরা, অমনি নিজের কথা উল্টাইয়া লইয়া বলিলেন—

"সখি! তোমার প্রাণবল্লভ ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহা কি তুমি এত দিন বুঝিতে পার নাই? অন্যের নিকটে তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারেন, তোমার নিকট তাহা পারেন না, তাই তোমাকে তিনি

গৃহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তুমি সেই চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীভগবানের মূর্ত্তিদর্শন করিয়া কি বুঝিতে পার নাই তোমার প্রাণবল্লভ সামান্য মনুষ্য নহেন? তিনি ত্রিজগতের স্বামী জগন্নাথ, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি নিজে আত্মগোপন করিয়া কৌশলে তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে বলিয়া গিয়াছেন।"

প্রিয় সখী কাঞ্চনার কথাগুলি দেবী অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"সখি! আমার পতি-দেবতাকে, আমার জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণবল্লভকে আমি মানুষ বলিয়াই জানি। লোকে তাঁহাকে যাহাই বলুক না কেন, তিনি আমার প্রাণবল্লভ সেই শচী-দুলাল গৌর-হরি। সখি! আমার প্রাণগৌরকে তুমি শ্রীভগবান্ বলিও না, তাহাতে আমি সুখ পাই না, শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া বড় সুকঠিন। আমার হৃদয়ের ধন প্রাণবল্লভকেই যখন আমি পাইলাম না, আমার আপন ধন, আমার ঘরের ধন যখন পর হইল, তখন সেই অমূল্য ধন শ্রীভগবান্‌কে কিরূপে পাইব? আমি পতি ভিন্ন অন্য কিছু জানি না; আমার পতিদেবতাই সর্ব্বস্ব ধন। তিনি শ্রীকৃষ্ণই হউন, আর শ্রীভগবান্‌ই হউন, আমার নিকট তিনি সেই নবীন নাগর রসিকশেখর নটবর প্রাণবল্লভ ভিন্ন আর কিছু নহেন।

কাঞ্চনা দেখিতেছেন শ্রীমতীর বদনমণ্ডলে দিব্য জ্যোতি প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার সেই সুবিশাল নয়নদ্বয়ে পুলকাশ্রু টল টল করিতেছে। মুক্তাফলসদৃশ দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল শ্রীমতীর বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া বসনাঞ্চল আর্দ্র করিল। তাঁহার আর কথা কহিবার শক্তি নাই, সখীর অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ রাখিয়া শ্রীমতী মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন। কাঞ্চনা সময় বুঝিয়া গৌরকথা তুলিলেন, এই ব্যাধির এই ঔষধ তাহা কাঞ্চনা বিশেষরূপে জানেন। এ ব্যাধির চিকিৎসা তিনি অনেকদিন

হইতে করিয়া আসিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নটবরবেশের একটী পদের ধূয়া ধরিয়া কাঞ্চনা শ্রীমতীকে ধীরে ধীরে শুনাইতেছেন :—

গৌররূপ সদায় পড়িছে মনে।
নিরবধি থুইয়া বুকে সে রস ধাধস সুখে
অনিমিখে দেখউ নয়ানে॥
পরিয়া পাটের জোড় বান্ধিয়া চিকুর ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন
দেখিয়া জিউ করিনু নিছনি॥
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম চতুঃসম
সাজিয়া কে দিল ভালে ফোঁটা।
আছুক অঙ্গের কাজ মদন মুগধ ভেল
রহল যুবতী কুলের খোঁটা॥
সরবস দেহ অবশ সকল সেহ
না পালটে মোর আঁখি পাপ।
হিয়ায় গৌরাঙ্গ রূপ কেশর লেপিয়া গো
ঘুচাইমু যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া কামনা করিয়া
কাম সরোবরে মরি।
গোবিন্দ দাসে কহয়ে তবে সে
দুখের সাগরে তরি॥

শ্রীমতীর কর্ণে কাঞ্চনার সুমধুর কণ্ঠস্বরে গৌর-গুণগান অমৃত-বর্ষণ করিল। তিনি জড়বৎ সখীর অঙ্গে পতিত হইয়া প্রাণবল্লভের রূপরস সুধা পান করিতেছেন আর মনে মনে ভাবিতেছেন এইত সময়। প্রভু

এখানেই আছেন। নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপে বিরাজমান। রসোল্লাসের এইত উপযুক্ত সময়। প্রাণবল্লভ প্রবাসে ছিলেন, এক্ষণে গৃহে আসিয়াছেন, এই আনন্দে শ্রীমতীর হৃদয়ে রসোল্লাসের তরঙ্গ উঠিয়াছে। কাঞ্চনার রস-সঙ্গীতে শ্রীমতীর সর্ব্বঅঙ্গ পুলকিত হইয়াছে। দুই সখীতে মিলিয়া নির্জ্জনে শ্রীগৌরলীলার রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। সখীর সঙ্গে শ্রীমতী তখন নিগূঢ় প্রেমরসতত্ত্ব কহিতে লাগিলেন। মনের আনন্দে উভয়েই আত্মহারা হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণবল্লভ যে সন্ন্যাসী তাহা শ্রীমতী একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। প্রবাসী পতি গৃহে ফিরিলে বিরহিণী স্ত্রী যেমন পতিদর্শন-লালসায় উদ্বিগ্ন হন ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, শ্রীমতীর পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছে। পতিদেবতা গৃহে আসিলে, কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। কাঞ্চনা প্রিয় সখীর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া শ্রীমতীকে কহিতেছেন "সখি! তোমার মনচোরকে এবার গৃহে পাইলে যেন আর ছাড়িয়া দিও না। তিনি অবশ্যই তোমার নিকটে আসিবেন। তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই যেন একেবারে প্রেমে গলিয়া প্রাণবল্লভের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইও না। একটু অভিমান করিও। দু' একটা কথা শুনাইয়া দিও। তিনি তোমাকে বড় দুঃখ দিয়াছেন।" কাঞ্চনার মনের মনের ভাবটা বিদ্যাপতির একটী প্রাচীন পদে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"শুন শুন সুন্দরি! হিত উপদেশ।
হাম শিখায়ব বচন বিশেষ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম॥
যব পিয়ে পরশব ঠেলবি পাণি।
মৌন ধরবি কিছু না কহবি বাণী॥"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সখী কাঞ্চনার রসকথা শুনিয়া অনেক দিনের পর একটু মৃদুমন্দ হাসিলেন। হৃদয়ে প্রবল আনন্দের বেগ আসিয়াছে। সে আনন্দের তরঙ্গ সখী কাঞ্চনার হৃদয়েও ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে। পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া উভয়েরই আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। শ্রীমতী যে সন্ন্যাসীর পত্নী, স্বামিসঙ্গ-সুখে তিনি যে চিরকালের মত বঞ্চিতা, এ সকল কথা কিছুই তাঁহার মনে নাই। তাঁহার মনে পূর্ব্বস্মৃতি উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-বক্ষ-বিলাসিনী স্বামি-সোহাগিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মনে আজ আনন্দ ধরিতেছে না। তিনি সখীকে বলিতেছেন "সখি, আজ আমি চারিদিকে শুভচিহ্ন দেখিতেছি। আমার প্রাণবল্লভ যেন আজিই আমার নিকটে আসিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে। আসিলে আমি কি করিব? কি বলিব? তোমার কথামত কাজ করিতে পারিব কি?" শ্রীমতীর উক্তি শ্রীবলরাম দাস রচিত একটী সুন্দর পদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

কি লাগি বল না আনন্দ ধরে না
অঙ্গ কাঁপে থের থর।
চারিদিকে সখি শুভচিহ্ন দেখি
বুঝি এল প্রাণেশ্বর।
আঙ্গিনায় দাঁড়াবেন হরি। ধ্রু।
ঘোমটা টানিব দ্রুত ঘরে যাব
রুণু রুণু রব করি।
ঘরে লুকাইয়া শ্রীমুখে চাহিয়া
দেখিব পরাণ ভরি।
দেখিবারে মোরে উঁকি বারে বারে
মারিবেন গৌরহরি।

নয়নে নয়ন, হইলে মিলন,
বল কি করিব সখি।
বলরাম বলে, হইবে তা' হলে,
লজ্জায নমিত মুখী ॥

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও তাঁহাব প্রিয় সখী কাঞ্চন। উভয়েই প্রেম-বসে ডুবিয়াছেন। শ্রীমতী সকল ভুলিয়া গিয়াছেন; মর্ম্মী অন্তরঙ্গা সখী কাঞ্চনার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গলীলাব নিগূঢ় রসাস্বাদন কবিতেছেন। বহিরঙ্গ লোকেব সহিত এমন করিয়া বসাস্বাদন কবিয়া সুখ হয় না। এমন কবিতেও নাই।

"অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস-আস্বাদন।"

শ্রীমতী তাই প্রাণ খুলিয়া সখী কাঞ্চনার সহিত মনেব কথা বলিয়া বিমল প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

প্রভুর নবদ্বীপ আগমনের উদ্যোগপর্ব্বে কাঞ্চনা-বিষ্ণুপ্রিয়া-সংবাদের প্রথম অধ্যায় শেষ হইল। এক্ষণে কৃপাময পাঠক একবার বৃদ্ধা শচীদেবীর নিকট চলুন। বৃদ্ধাকে অনেকক্ষণ একাকিনী রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। তাঁহাব সর্ব্বদা তত্ত্ব লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না তিনি এখন অতি বৃদ্ধা, পুত্র-বিরহ-কাতরা, বড় দুঃখিনী।

শ্রীগৌবাঙ্গ নবদ্বীপে আসিয়াছেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীব গৃহে উঠিয়াছেন। নবদ্বীপ শুদ্ধ লোক এ সংবাদ পাইয়াছে। শচীদেবী ও শ্রীমতী এ শুভ সংবাদ পাইয়াছেন। শচীদেবী আনন্দে বিহ্বলা হইয়া পাগলিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধমুখে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন। পথে যাহার সহিত দেখা হইতেছে, তিনি তাহাকেই বলিতেছেন "ওগো! নবদ্বীপে আবার আমার নিমাইচাঁদ আসিয়াছে। তোমরা দয়া করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখ। আর যাইতে দিও না"—এই কথা

বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে শচী দেবী প্রভু যেখানে আছেন, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এই মনে কহিতে কহিতে গেলা তথা।
দেখিলত গৌরচন্দ্র বসি আছে যথা। চৈঃ মঃ

শচীদেবী পাঁচ বৎসরের পর আজ পুত্র-মুখ দর্শন করিলেন। প্রভুর মুণ্ডিত শ্রী-শির ও সন্ন্যাস-বেশ আর একবার তিনি দেখিয়াছিলেন। সে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে। সে আজি পাঁচ বৎসরের কথা। তখন প্রভুর নূতন সন্ন্যাস-বেশ। তিনি যেমন নিমাই তেমনই ছিলেন, কেবল মাত্র বেশ-পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এক্ষণে প্রভুর অবয়বের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ধূলি-ধূসরিত, বদনমণ্ডল প্রশান্ত, দেহ কিছু ক্ষীণ হইয়াছে, চক্ষের দৃষ্টি জ্যোতিপূর্ণ, অথচ গভীর দুঃখ-ব্যঞ্জক। শচীদেবী এক দৃষ্টে পুত্রের প্রতি অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া আকুল প্রাণে কান্দিতেছেন। প্রভু নীরব। শচীদেবী পুত্রকে বলিলেন "বাপ, নিমাই! আর তোর সন্ন্যাসে কাজ নাই। যাহা করিয়াছ বেশ করিয়াছ। মাতৃবধ করিয়া তোর যে কি ধর্ম্ম-সাধন হইবে জানি না। অগ্রে আমাকে বধ কর্। পরে তোর যাহা ইচ্ছা হয় করিস্।"

শচী বোলে মোর বোল শুনরে নিমাই।
ঘর আইস আমার সন্ন্যাসে কাজ নাই॥
সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম্ম রাখিবি ত পাছু।
মোর বধ আগে লাগে আর সব আছু॥
বিহ্বল চেতন শচী কান্দে উভরায়।
সকল শরীর খানি এক দৃষ্টে চায়॥

বাপু বাপু বলি অঙ্গ পরশিতে চায়।
আর সব থাক্ বাপু হাত দেও গায় ॥
শ্রীঅঙ্গে লেগেছে ধূলা ফেলাও ঝাড়িয়া।
এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ চৈঃ মঃ

শচীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে ধূলি দেখিয়া ধূলায় পড়িয়া অঙ্গ আছাড়িয়া আছাড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু গম্ভীরভাবে নীরবে বসিয়া আছেন। শচীদেবী ভূমি-শয্যা হইতে উঠিয়া পুত্রকে বলিতেছেন :—

পুন উঠি বোলে বাপু শুন মোর বোল।
পালাউ হিযার সাধ ধরি দাও কোল ॥ চৈঃ মঃ

শচীদেবীর ক্রন্দনে উপস্থিত সকল ভক্তগণ শোকে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া পরম গম্ভীর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুও বিচলিত হইলেন। জননীর করুণ ক্রন্দন-রোলে প্রভুর হৃদয় বিগলিত হইল।

শচীর কান্দনা দেখি পৃথিবী বিদরে।
আছুক মানুষের কাজ এ পাষাণ ঝুরে ॥
চতুর্দ্দিকে সব লোক কান্দিয়া বিকল।
কাছ না ছাড়য়ে কেহ পাসরিল ঘর ॥
লোকের কান্দনা দেখি মায়ের ব্যগ্রতা।
মনে অনুমানে প্রভু কি কহিব কথা ॥ চৈঃ মঃ

তখন প্রভু জননীকে কি বলিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া গম্ভীরভাবে মধুর বচনে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। "মা! তুমি কান্দিও না। তোমার অনুমতি ক্রমেই তোমার পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। আমাকে পুত্র বলিয়া তোমার এখনও মিছা মায়া যায় নাই, ইহা বড় দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সংসারে মায়ার এমনি প্রভাবই বটে।"

মায়েরে প্রবোধ দিতে প্রভু ভাবে মনে।
না কান্দ না কান্দ বোলে মধুর বচনে॥
সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে।
এখন বিকল হঞা কান্দ কি কারণে॥
পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তোর।
ঐছন দুরন্ত মায়া এ সংসারে ঘোর॥ চৈঃ মঃ

শচীদেবী পুত্রের উপদেশপূর্ণ কথাগুলি মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। নিমাইচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র বলিতেছেন, তাঁহাকে পুত্র-জ্ঞানে মিছা মায়া কেন করিতেছ? ইহার অর্থ কি? নিমাই কি তবে আমার পুত্র নহে! তবে সে কে? আমি ত তাহাকে পুত্র ভিন্ন আর কিছু জানি না।" এই রূপ একটী চিন্তার স্রোত প্রবলবেগে শচী-দেবীর হৃদয়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই তিনি চিত্ত স্থির করিয়া নিমাই-চাঁদের মুখপানে চাহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন:—

মোর পুত্র বলি জন্ম লইলে পৃথিবীতে।
জগতের লোক মোরে করিত পূজিতে॥
তুমি সবলোক-বন্ধু ত্রিজগতে পূজি।
তোমার সে স্নেহ মায়া শাস্ত্রে ভাল বুঝি॥
যে হউ সে হউ মোর তুমি হও পুত্র।
জন্মে জন্মে রহু মোর এই কর্ম্ম-সূত্র॥ চৈঃ মঃ

শচীদেবী প্রভুকে বলিতেছেন:—"বাপ নিমাই! তুমি যে হও সে হও, তোমাকে যে যাহাই বলুক, তুমি বাপ্ আমারই পুত্র। জন্ম জন্ম যেন আমার এই সম্বন্ধ, এই কর্ম্ম-সূত্র বজায় থাকে। আমি যেন

তোমাকে জন্মে জন্মে পুত্ররূপে পাই। তোমারই জননী বলিয়া আমি জগতে পূজিতা। তোমারই মা বলিয়া আমি জগন্মাতা। একটী বার তুমি মা বলিয়া ডাকিলে এই হতভাগিনী কৃত-কৃতার্থ হয়, স্বর্গের চাঁদ যেন হাতে পায়। তোমার এ মায়া কিছুতেই কাটাইতে পারিব না। তোমার এই মায়ার বন্ধনই আমাব ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম। নিমাই রে! বাপ্ রে! তুমি আমাকে এই মায়া-পাশ কাটাইতে পরামর্শ দিতেছ? তাহা হইতে পারে না। তোমার মায়াই আমার সাধনা। তোমার মায়া কাটাইতে আমি পারিব না। তাহা হইলে আমি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইব, আমার চির-জীবনের সাধন-ফল নষ্ট হইবে, আমি পাতকগ্রস্তা হইব। এ পরামর্শ তুমি আমাকে দিও না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ স্থির-চিত্তে উৎকর্ণ হইয়া জননীর দৃঢ় অথচ বাৎসল্য-ভাব-পূর্ণ তত্ত্ব-কথাগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন। প্রভু সে সময় যেন কিছু অন্যমনস্ক হইলেন। তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। জননীর এ সকল কথার উত্তর প্রভু কিছুই দিলেন না, বা দিতে পাবিলেন না। অপত্য-স্নেহের বন্ধনের নিকট ঐশ্বর্য্য পবাজিত হইল। তখন জননীর প্রতি প্রভুর দযার উদ্রেক হইল। তিনি জননীকে বলিলেন:—"মা! তোমার যাহাতে সুখ হয়, তাহাই কর। এক বাত্রি আমি তোমার নিকট আছি। আমাকে তোমাব যাহা বলিবাব আছে সকলি বল। তোমার নিজের সুখেব জন্য যাহা ইচ্ছা কবিতে পাব।"

মায়ের বচনে প্রভু অস্তব্যস্ত হঞা।
মায়ায়ে জিনিতে নারে উভারয়ে দয়া॥
যে তোর আছয়ে ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
এক রাত্র-শেষ, আমি নিবেদিব তোকে॥ চৈঃ মঃ।

শচীদেবীর মনে বড় দুঃখ হইল। পুত্রের উপর অভিমান হইল।

তিনি এক রাত্রি থাকিয়াই চলিযা যাইবেন। জননীর কাতর ক্রন্দন তিনি শুনিলেন না। শচীদেবী ভাবিলেন তিনি আব বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাব পুত্রের চির-শত্রু। আমাদেব জন্যই নিমাইচাঁদ গৃহত্যাগী হইয়াছেন।

শচী বোলে নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি।
নবদ্বীপে দুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আব আমি॥ চৈঃ মঃ।

শচীদেবীর এই কথা শুনিয়া প্রভুব মনে বড় কষ্ট হইল, হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন। শ্রীমতীর মধুর নামটী তাঁহার কর্ণে যাইবা মাত্র তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। শচীদেবী কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার পুত্রেব বদনমণ্ডল যেন রক্তাভ হইল; আর তাঁহার পুত্রের সে প্রশান্ত ভাব নাই। প্রভু কিন্তু তাঁহার মনের উদ্বেগপূর্ণ ভাব চাপিয়া যাইলেন। জননীকে অতি স্নেহপূর্ণ মধুর প্রীতিবচনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! আমি তোমাকে দর্শন কবিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমি জন্মস্থান দর্শন না কবিয়া যাইব না। তোমার গৃহদ্বাবে কল্য প্রত্যূষে তোমার পুত্রকে পুনরায় দেখিতে পাইবে।"

শচীদেবীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি ইহাই চান। এই জন্যই ত শ্রীমতীব নাম লইয়াছিলেন। পুত্র গৃহদ্বাবে না যাইলে শ্রীমতীব ভাগ্যে স্বামি-সন্দর্শন-লাভ ঘটে না। পুত্রেব আশ্বাস-বাণীব উপর নির্ভর করিয়া তৎকালের মত পুত্রেব নিকট বিদায় লইযা শচীদেবী কান্দিতে কান্দিতে গৃহে ফিরিলেন। তাহার সঙ্গে পুবাতন ভৃত্য ঈশান। ঈশান শচীদেবীব সঙ্গ ছাড়েন না। আসিবার সময় শচীদেবী পুনরায় পুত্রকে বলিলেন "বাপ নিমাই! আজ আমি সমস্ত রাত্রি তোর জন্য দুয়াবে বসিয়া থাকিব। তুই যেন আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাস্ না।" শ্রীগৌরাঙ্গ সসম্ভ্রমে জননীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উত্তর করিলেন "মা! তোমার পুত্র

তোমাকে কখন প্রবঞ্চনা করে নাই। যখন যাহা করিয়াছে, তোমাকে বলিয়া করিয়াছে।"

শচীদেবী ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন। গৃহে আসিয়া কান্দিতে কান্দিতে পুত্র-বধূকে সকল কথা কহিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভের গৃহে আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রথমে কিছু বিস্মিতা হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন তাঁহার ত সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পালন হইয়াছে! জননী ও জন্মভূমি ত তিনি দর্শন করিয়াছেন। তবে নিজ গৃহদ্বারে তাঁহার আগমনের অর্থ কি? এক একবার মনে করিতেছেন, তাঁহার বুঝি জন্ম-ভিটাটি দর্শন করিতে বাসনা হইয়াছে। আবার মনে করিতেছেন—না, তাহা নহে; অন্য কোন কারণ আছে। সে কারণটী কি, তাহা শ্রীমতী মনে মনে বুঝিতেছেন, কিন্তু সাহস করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তবে কি এ হতভাগিনী চিরদুখিনী দাসীকে প্রভুর মনে পড়িয়াছে? তবে কি তিনি এ পাপিনীকে দর্শন দিতে আসিতেছেন? এই সুখদায়ক ভাবটী মনে আসিতে না আসিতেই অন্য একটী চিন্তা আসিয়া শ্রীমতীর দগ্ধ-হৃদয়কে আরও দগ্ধ করিতে লাগিল। সে চিন্তাটী এই;—তাঁহার প্রাণবল্লভ সন্ন্যাসী। তাঁহার জন্যই তিনি গৃহত্যাগী। স্ত্রীর মুখ-দর্শন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। সকলেই প্রভুর দর্শন-লাভের অধিকারী, কেবল মাত্র দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাতে বঞ্চিতা। এ দুঃখ আর শ্রীমতীর জীবনে যাইবে না। তবে কৃপাময় শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা করিয়া একবার দর্শন দিতে আসিতেছেন, সেটি শ্রীমতীর পরম সৌভাগ্য। তাঁহার প্রাণবল্লভ যে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, এ কথা তিনি সাহস করিয়া মনে স্থান দিতে পারিতেছেন না। অভাগিনী দাসীর প্রতি প্রভুর অযাচিত দয়ার কথা মনে করিয়া তিনি আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। কিন্তু শ্রীগৌর-ভগবানের মনের ভাব অন্যরূপ। তিনি প্রিয়াকে না দেখিয়া নবদ্বীপ

ছাড়িতে পারিতেছেন না। তাই জননীর নিকট বলিয়াছেন গৃহদ্বারে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। শ্রীগৌর-ভগবান্ ভক্তবৎসল, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার শ্রেষ্ঠা ভক্ত; প্রীতি-ভজনে শ্রীগৌর-ভগবান্‌কে প্রেম-সূত্রের চির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সে বন্ধন অটুট। শ্রীভগবান্ কি তাহা ছিন্ন করিতে পারেন? শ্রীভগবানের সে ক্ষমতা নাই। তিনি সকলি করিতে পারেন। এই কার্য্যটী তিনি করিতে পারেন না। কারণ তিনি ভক্তের সম্পূর্ণ অধীন। তাঁহাব স্বমুখ-নিঃসৃত বাণীতে তিনি বলিয়াছেন "অহং ভক্তপরাধীনঃ।" শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিতে আসিতেছেন এ কথা ঠিক। শুধু দেখা দিতে আসিতেছেন না।

শ্রীমতী মনের কথাগুলি সখী কাঞ্চনাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। কাঞ্চনা হাসিয়া উত্তর করিলেন "সখি! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার প্রাণবল্লভ তোমাকে না দেখিয়া যাইতে পাবিবেন না। দেখ, আমার কথা সত্য হইল কি না?"

শাশুড়ী ও পুত্রবধূতে সে বাত্রি নিদ্রা গেলেন না। উৎকণ্ঠায় ও হর্ষ-বিষাদে উভয়ের কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসিল না। হর্ষের কাবণ প্রভুর দর্শন পাইবেন। বিষাদেব কারণ প্রভু চলিয়া যাইবেন। সমস্ত বাত্রি শাশুড়ী ও পুত্রবধূতে বসিয়া এই সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা কবিলেন। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে দেবীদ্বয় শয্যা হইতে উঠিলেন এবং বহির্দ্বারে যাইয়া একবার দেখিয়া আসিলেন কেহ দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে কি না। কাহাকে দেখিতে না পাইয়া নিরাশ-মনে পুনরায় গৃহে আসিয়া বসিলেন। পথে কলরব শুনিতে পাইয়া পুনরায় গৃহদ্বারে যাইলেন। এক্ষণে মাঘ মাসের শেষ। কুলিয়াতে প্রভু সাত দিন বাস করিয়া দশমী তিথিতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। একাদশীর দিন তিনি জননী-জন্মভূমি দর্শন

করিয়া পুনরায় নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইবেন। মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান করিতে দলে দলে নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ শচীদেবীব গৃহদ্বার দিয়া চলিয়াছেন। সেই জন্য এত কলরব। আরও কারণ সকলেই শুনিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্য প্রাতে জন্মভূমি দর্শন কবিয়া নবদ্বীপ ছাড়িযা চলিযা যাইবেন। তাই দলে দলে ভক্তবৃন্দ ও নদীয়াবাসী নরনাবী সকলে প্রভুর বাসগৃহ ঘিরিয়া ফেলিলেন। শচীদেবী দুয়ারে বসিয়া আছেন। শ্রীমতী অন্তবালে দাঁড়াইয়া আছেন। উপস্থিত নরনাবীবৃন্দ সকলেই বিষাদিত। একদিনের জন্য প্রভুকে পাইয়া সকলে দুঃখ-জালা ভুলিযা গিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্ম-চারীর বাটীর নিকটেও অনেক লোক একত্রিত হইয়াছে। প্রভু দণ্ড-কমণ্ডলুহস্তে নদীযাব পথে দণ্ডায়মান। তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডলে দিব্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। তিনি স্থির ও গম্ভীর। চতুর্দ্দিকে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ঘিবিযা দলে দলে কীর্ত্তন করিতেছে। আবার আজ অনেক দিনের পর কীর্ত্তন-তরঙ্গে নদীয়া টলমল। প্রভুর ইচ্ছা ছিল একান্তভাবে গোপনে যাইয়া জন্মস্থান দর্শন কবিবেন। তাহা ঘটিল না। সকল ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া জনস্রোতের মধ্য দিয়া দীঘল অঙ্গখানি অনাবৃত কবিয়া প্রভু আমাব দণ্ড-কমণ্ডলু-হস্তে কৌপীন পরিধান করিয়া নিজ গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আব সকলে মিলিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু স্থিরভাবে গৃহদ্বারের সম্মুখে পথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার জ্যোতিপূর্ণ বিশাল নেত্রদ্বয় জন্মভূমির প্রত্যেক বস্তুর উপর পতিত হইতেছে। অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আদেশে মহা সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখা হইল। শচীদেবী অতি ব্যস্ত হইয়া আসিয়া পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন। একবার পুত্রের গম্ভীর বদনের প্রতি চাহিয়াই হস্ত ছাড়িয়া দিয়া বদন অবনত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শচীদেবীর ইচ্ছা ছিল

পুত্রের হস্ত ধরিয়া গৃহে লইয়া যাইবেন। প্রভুর গম্ভীর বদনের প্রতি চাহিবা-মাত্রই তাঁহার সে ইচ্ছা হৃদয় হইতে দূর করিতে হইল। শচীদেবী দেখিলেন, পুত্রের বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে। বিশাল নেত্রদ্বয় স্বর্গীয় তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ। সুন্দর প্রশান্ত মুখমণ্ডল দৃঢ়তাব্যঞ্জক। যেন তাঁহার সে নিমাইচাঁদই নহেন। বৃদ্ধা শচীদেবী ভীত চকিতনেত্রে পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। একটিবারের অধিক আর চাহিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন এ বস্তুটী ত গৃহে রাখিবার নহে। এ বস্তুটী-ত ঘরের জিনিষ নহে, একজনেরও সম্পত্তি নহে। শচীদেবী দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন, তাঁহার পুত্রটী জগতের নাথ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। তাই শঙ্কিতা হইয়া পুত্রের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এ রোদন দুঃখের রোদন নহে। পুত্রের বিশ্ববিমোহন রূপ-জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া শচীদেবীর নয়নে দরদরিত পুলকাশ্রু নিপতিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে পুত্রটী বুঝি পর হইয়া গেল। শ্রীভগবানের লীলা-রহস্য বুঝিবার কাহার সাধ্য আছে? শচীদেবী মনে মনে ভাবিতেছেন তাঁহার পুত্রটী কি মনুষ্য নহে? এত রূপ ত মানুষের হয় না, এমন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় রূপ-কান্তিপূর্ণ সুন্দর মুখচ্ছবি ত পৃথিবী খুঁজিয়া কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পরম রতন সমস্ত জগজ্জীবের সাধনার ধনটীকে তিনি কি করিয়া গৃহে রাখিবেন? দর্শন পাইয়াছেন সেই তাঁহার পরম সৌভাগ্য। শচীদেবী এই সকল মনে মনে ভাবিতেছেন আর তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রুধারা পড়িয়া বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। লোকে দেখিতেছে শচীদেবী পুত্রশোকে কান্দিতেছেন। তাই লক্ষ লক্ষ নরনারী বৃদ্ধার দুঃখে নয়নজল ফেলিতেছে। প্রভুর গৃহদ্বারে সকল নদীয়াবাসী একত্রিত হইয়া শচীদেবীর দুঃখে রোদন করিতেছেন। সকলের নয়নেই জলধারা,

মুখে হা হতাশ। প্রভু কিন্তু অবিচলিত স্থির ও গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।* জননীর সেই চির বিষাদময়ী পাগলিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ন্যাসীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মন বিচলিত হইল না। তিনি একবার স্নেহময়ী ধূল্যবলুণ্ঠিতা জননীর প্রতি চাহিতেছেন, আর এক একবার গৃহদ্বারের প্রতি চাহিতেছেন। প্রভুর দৃষ্টি জননী হইতে জন্মভূমিতে পতিত হইতেছে। লোকে বুঝিতেছে, তিনি জন্মস্থানটি জনমের মত ভাল করিয়া দর্শন করিতেছেন। জননী ও জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় লইতেছেন। প্রভুর মনের ভাব কৃপাময় রসজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণের বুঝিতে বাকি নাই। একটী মলিন-বসনা, নিরাভরণা, রুক্ষকেশা, রোরুদ্যমানা জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরী দুঃখিনা অষ্টাদশবর্ষীয়া রমণী দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া জনমের মত একটীবার প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন লালসায় উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই, প্রভুর দীঘল অবয়বের কোন অংশের প্রতি সে সৌন্দর্য্যময়ী রমণীর লক্ষ্য নাই, কেবল সেই ভবারাধ্য শিব-বিরিঞ্চি-বন্দিত শ্রীচরণ দু'খানির উপর তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি। বিরহিণী প্রাণপ্রিয়াকে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিতে আসিয়াছেন, জন্মভূমি দর্শন একটা অছিলা মাত্র। জননী ও জন্মভূমি দর্শন ত তাঁহার হইয়াছে। তবে প্রভু নিজ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কেন? তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম ত পালন হইয়াছে।

* পুস্তকখানি এই পর্য্যন্ত লিখিত হইলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ আমার প্রাণের দাদা শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষকে উহা জব্বলপুরে পাঠ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। পুস্তকখানি তাঁহার নিকট কয়েকদিন ছিল। প্রভুকে এই কয়দিন কাজে কাজেই গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। সম্মুখে রোরুদ্যমানা বৃদ্ধা জননী, অন্তরালে বিষাদময়ী প্রেমপ্রতিমা ঘরণী। চতুর্দ্দিকে ব্যাকুলিত ভক্তবৃন্দ। কি করিয়া প্রভু চলিয়া যাইবেন? কাজেই তিনি অবিচলিতভাবে নিজ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাতে প্রভুর বড় কষ্ট হইল বটে, কিন্তু শচীমাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কয়েক দিন ধরিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে আমাদের মনে বড় সুখ হইল। মৃণাল দাদা এই সুখের কারণ হইলেন। গ্রন্থকার।

তবে কি জন্য তিনি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন? কিসের এবং কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন? সন্ন্যাসধর্ম্মের উপর আরও একটী উচ্চ ধর্ম্ম আছে। তাহার নাম প্রেম-ধর্ম্ম। শ্রীগৌর-ভগবান্ নরাকার ধারণ করিয়া সেই প্রেম-ধর্ম্মের অবতাররূপে ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সে ধর্ম্ম তিনি কি করিয়া উল্লঙ্ঘন করিবেন? প্রেমাবতার প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাই কৌশলে প্রেমজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রেমময়ী প্রাণপ্রিয়া দেবীপ্রতিমা নবদ্বীপ-ময়ীকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের আন্তরিক বাসনা প্রেমময়ী প্রিয়াকে একবার চিরজনমের মত দেখিয়া যান। লাজ-ময়ী, বিষাদময়ী, প্রেমময়ী, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই আজ লজ্জার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সকল সরম ত্যাগ করিয়া, কুলের কুলবধূ সর্ব্বসমক্ষে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত করিয়া বহুজনাকীর্ণ রাজপথে যাইয়া প্রভুকে স্বয়ং দর্শন দিলেন। ভক্ত শ্রীভগ-বানের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। শ্রীভগবান্ যেমন ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, ভক্তও তেমনি শ্রীভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে প্রীত করেন। ভক্ত ও শ্রীভগবানের সম্বন্ধই এইরূপ। ভক্ত ও ভগবান্ একই বস্তু। উভয়ের জন্য উভয়ের প্রাণ কান্দে। ভক্ত যেমন শ্রীভগবানের চরণ-ভিখারী, শ্রীভগবান্ও তেমনি ভক্তসঙ্গ-ভিখারী। যেখানে ভক্ত সেই স্থানেই শ্রীভগবানের স্থিতি। সেই ভক্ত-সঙ্গ ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারেন না। ভক্তের ডাকে তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ভক্তের নিকটে আসিতে হয়।

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন বৈ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর করুণ রোদন শুনিয়া শ্রীগৌরভগবান্ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া নীলাচল

হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। দেখা দিতে আসিয়াছেন, এটী তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এটী গৌণ উদ্দেশ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে মনের ভাব গোপন করিতে হইতেছে। প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর চরণে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পতিতা হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের মিলন হইল। প্রভু স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিযা বদন ফিরাইয়া কিছু পশ্চাৎপদ হইলেন। ইহা কেবল লোক-শিক্ষার জন্য প্রভুর বাহ্যিক ভাবমাত্র। নদীযাবাসী নরনারী এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীমতীর এই বিষম দুঃসাহসের কার্য্য দেখিযা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। শচীদেবী জড়বৎ দাঁড়াইয়া আছেন। সকলের দৃষ্টি প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি। অগণিত লোক-সমুদ্র নীরব, নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাসের অস্ফুট শব্দ এবং নীরব ক্রন্দনের কাতরধ্বনি শ্রবণ-গোচর হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি কে ?" তিনি যেন কিছুই জানেন না। মহাচক্রীর চক্র কে বুঝিবে ? চিরদিনই তিনি ভক্তের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এটী সেই মহাকৌশলীর কৌশল মাত্র। শ্রীমতীর কর্ণে অনেক দিন পরে আজি তাঁহার প্রাণবল্লভের মধুর কণ্ঠধ্বনি প্রবেশ করিয়া যেন সুধা ঢালিয়া দিল। তাঁহার হৃদয়, মন, প্রাণ সকলি যেন প্রাণবল্লভের বচন-সুধারসে গলিয়া গেল। তিনি প্রভুর পাদ-মূলে ছিন্ন লতিকার ন্যায় পতিতা হইয়া আছেন। নয়ন দুইটি প্রভুর শ্রীচরণ-সরোজে যেন লাগিয়া আছে। প্রভুর সুমধুর কথা শুনিয়া শ্রীমতী উঠিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের পাদমূলে অবগুণ্ঠন দিয়া বসিলেন। বসিয়া শত অপরাধিনীর ন্যায় করযোড় করিয়া বিনতমস্তকে অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিলেন "এ হতভাগিনী তোমার

শ্রীচরণের ত্যাজ্যা দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া।" নামটী শুনিয়াই প্রভু যেন শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডলে ঘোর বিষাদের ছায়া লক্ষিত হইল। প্রভুর প্রফুল্ল বদন-চন্দ্রখানি যেন মলিন হইয়া গেল। অনেকে তাহা দেখিতে পাইলেন। প্রভু মনের ভাব লুক্কায়িত করিয়া দুইটি কথায় উত্তর দিলেন "তোমার প্রার্থনা কি?" শ্রীমতী রুদ্ধকণ্ঠে কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিলেন:—

সকলেই জুড়াইল চরণ পাইয়া,
সকলে কৃতার্থ হ'লো ও রূপ দেখিয়া,
পাইল না শুধু বাঙ্গা চরণের ছায়া,
ত্রিজগতে একা বিষ্ণুপ্রিয়া।
তুমি প্রভু কৃপাময় সন্ন্যাস করিলে,
এ জগত জুড়াইয়া দিলে,
দুঃখীরে তাপীরে কোলে নিলে
শুধু নাথ জুড়াইলে না তুমি
শীতল চরণ-ছায়া দিয়া
ত্রিজগতে একা বিষ্ণুপ্রিয়া।
শান্তিপুরে সবে দিলে দেখা,
বঞ্চিতা সে বিষ্ণুপ্রিয়া একা,
সবা হ'তে আপন তোমার,
তাই তারে এত অত্যাচার?
ওহে নাথ কোন অপরাধে,
সবে অধিকারী যেই পদে,
শুধু আছে বঞ্চিতা হইয়া
তোমার দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া? পুঃ বিঃ পঃ

শ্রীমতীর মর্ম্মভেদী বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের মধ্যে একটা ঘোর ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকলের মুখে হাহাকার, সকলের নয়নেই বারি-ধারা। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু গম্ভীর, নয়নে বিন্দুমাত্রও বারি নাই। দৃষ্টি পূর্ণদৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। মুখমণ্ডল প্রশান্ত। দীঘল অঙ্গ স্থির। বদন-চন্দ্রখানি একটু বিনত। শ্রীমতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করিহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিনু কথা দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥ চৈঃ মঃ

শ্রীমতী করযোড়ে ধীরে ধীরে বলিলেন :—"আমি কৃষ্ণকে দেখি নাই। তোমাকে দেখিয়াছি। কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে বসিলে তোমাকে দেখিতে পাই। তুমিই আমার কৃষ্ণ। প্রভু! আমাকে ছলনা করিয়া পায়ে ঠেলিও না।

অবলা আমি, চক্রী তুমি চরণে নমি, ঠেলনা পায়।
(নাহি) জ্ঞান গরিষ্ঠ, না বুঝি কৃষ্ণ তোমা ভিন্ন, না দেখি তাঁয়॥
তুমি ভব-ধব, আমি দাসী তব, এই জানি শুধু, জীবন ধ'রে।
করিয়ে করুণা, চরণে ঠেলনা, কি হবে ধর্ম্ম, অবলা মেরে॥

গ্রন্থকার।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্থির হইয়া শ্রীমতীর কাতর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত বিলাপ-ধ্বনি শুনিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। বোধ হইল একবার যেন তাঁহার নয়নদ্বয়, ধূল্যবলুণ্ঠিতা, অবগুণ্ঠিতা, চরণতলে নিপতিতা, বিষাদময়ী স্বর্ণ প্রতিমাখানির উপর পতিত হইল। তখনই আবার নিমিষের মধ্যে নয়ন ফিরাইয়া লইলেন। সেই সকরুণ-দৃষ্টি কাহারও নয়নগোচর হইল না। প্রভু নয়ন ফিরাইয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে অতি সুস্পষ্ট সুমধুর-স্বরে

শ্রীমতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "সাধ্বি! তুমি মানবী নহ, তুমি দেবী। আমি পথের ভিখারী সন্ন্যাসী। করঙ্গ-কৌপীন আমার সম্বল। তোমাকে দিবার মত আমার কিছুই নাই। তুমি আমার চরণ-ভিখারী, তাই তোমাকে আমার চরণের কাষ্ঠ-পাদুকা দিলাম। আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ এই কাষ্ঠ-পাদুকা দ্বারা তুমি আমার অদর্শন-জনিত দুঃখ দূর করিও।"

মৎপাদুকে গৃহীত্বাথ গৃহিণি যাহি তে গৃহং।
স্বর্ণাম্বিকে ইমে পূজ্যে সদা শুদ্ধে শুচিস্মিতে॥
শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব-দীপিকা।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভু-দত্ত কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয় অতি আদরের সহিত পরম ভক্তিভরে প্রথমে মস্তকে ধারণ করিলেন। মস্তক হইতে নামাইয়া নিজ বক্ষে ধারণ করিলেন। অবশেষে উহাতে শত শত চুম্বন দান করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন। প্রাণবল্লভের পদরজ-স্পর্শে শ্রীমতীর সর্ব্ব অঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠিল, নয়নের প্রেমাশ্রুতে বক্ষ ভাসিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ নর-নারী এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। জয়ধ্বনিতে নদীয়া নগরী যেন প্রকম্পিত হইল। সে অপূর্ব্ব-দৃশ্য যাঁহারা দর্শন করিলেন, তাঁহাদের মত ভাগ্যবান্ জগতে আর কে আছে? জীবনে তাঁহারা এ দৃশ্য কখন ভুলিতে পারিবেন না। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শেষ-বিদায়, নবদ্বীপে শেষ-দিনে ভক্তবৃন্দের সহিত পুনর্ম্মিলন হইল, প্রভুর এই শেষ জন্মভূমি ও জননী দর্শন, তাঁহার সন্ন্যাসী-জীবনের প্রধান ঘটনা। এই ঘটনাটী উপলক্ষ্য করিয়া দীন গ্রন্থকার একটী পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল:

দুয়ারের পাশে মলিন বদনে।
আর কারে দেখি বিষাদিত মনে॥

দাঁড়ায়ে নীরবে কি দেখিছ সতি
অনিমিষ আঁখি দৃষ্টি কার প্রতি ॥
কি ভাবিছে মনে সদা বিষাদিনী।
নয়নের নীরে তিতিছে মেদিনী ॥
যাই যাই করে না পারে চলিতে।
বলি বলি করে না পারে বলিতে ॥
কি কথা কহিবে মরমের ব্যাথা।
সরমে জড়িত অবলা অনাথা ॥
লক্ষ লোক ঘেরি প্রাণনাথে তাঁর।
নিজ জন সব দাঁড়ায়ে দুয়ার ॥
কেমনে যাইবে লোকে কি কহিবে।
নিরজনে তাই মনে মনে ভাবে ॥
ভাঙ্গিয়া লাজের কঠিন বন্ধন।
ছুটিলা রমণী নাথের সদন ॥
পড়িলা চরণে গলায় বসন।
বাহ্য-জ্ঞান-হীন আবৃত বদন ॥
চমকি গৌরাঙ্গ চকিতে চাহিলা।
কে তুমি বলিয়া দুই পা হটিলা ॥
নীরব ক্রন্দন অবলা নারীর।
শুনিয়া সকলে অবশ শরীর ॥
কেহ না কহিলা একটিও কথা।
রমণী তখন প্রকাশিলা ব্যথা ॥
বলে বিষ্ণুপ্রিয়া "আমি তব দাসী।
তোমার বিরহে আঁখি-নীরে ভাসি ॥

জগত তারিলে বাকি হতভাগী।
উপায় কি হবে বল ওহে যোগী॥"
নীরব জগত নীরব আকাশ।
স্তব্ধ জীবগণ নাহি বহে শ্বাস॥
ধীরে ধীরে তবে কহিলেন যতি।
"থাকে যেন তব কৃষ্ণে রতি মতি॥"
কহে বিষ্ণুপ্রিয়া "কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমা ছাড়া কৃষ্ণ আমি নাহি চিনি॥
তুমি মোর গতি তোমা বিনে আর;
ত্রিজগতে প্রভু কে আছে আমার॥"
শুনি প্রভু কহে সম্বোধি সতীরে।
"আমি যে সন্ন্যাসী কি দিব তোমারে॥
কাষ্ঠ-পাদুকা দিনু উপহার।
চির-শান্তি ইথে হইবে তোমার॥"
হৃদয়-নাথের পদরজ মাখা।
বক্ষে ধরি সতী চরণ-পাদুকা॥
করিয়া চুম্বন ধরিলা মস্তকে।
হরি হরি ধ্বনি উঠিলা চৌদিকে॥
জয় জয় রবে নদীয়া কাঁপিল।
গৌরাঙ্গ-মহিমা ভুবন ভরিল॥
নদীয়া নগরে এল হারা-ধন।
গায় হরিদাস পুনর্মিলন॥
লিখিতে লিখিতে প্রাণ উঠে কেঁদে।
যা কিছু কহিনু চরণ-প্রসাদে॥

জননী ও জন্মভূমির উদ্দেশে শেষ প্রণাম করিয়া, অলক্ষিতভাবে প্রাণ-প্রিয়তমা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি শেষ কটাক্ষপাত করিয়া, ভক্তবৃন্দের নিকট শেষ বিদায় লইয়া নবদ্বীপচন্দ্র পুনরায় নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিলেন। যাইবার কালীন জননীকে প্রভু বারম্বার কহিলেন :—

মায়ে নমস্করি প্রভু বোলে বারম্বার।
না ছাড়িও কৃষ্ণ না ভজিহ এ সংসার॥ চৈঃ মঃ

শচীদেবী পথপার্শ্বে বসিয়া সকলি দেখিলেন। পুত্রের সহিত আর কথা কহিবাব অবসর পাইলেন না। তবুও একটী কথা না বলিয়া তিনি থাকিতে পাবিলেন না। তিনি বলিলেন "বাপ্ নিমাই! তুমি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে উপদেশ দিতেছ সত্য, কিন্তু হাতে মালা লইয়া কৃষ্ণ নাম কবিতে বসিলেই আগে যে বাপ্! তোমার নাম মুখে আসিয়া পড়ে। তোমার নামে যে মধু কৃষ্ণনামে যে সে মধু পাই না!" প্রভু আর কোন কথা না বলিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া শচীদেবী করুণস্বরে কান্দিযা বলিলেন "বাপ নিমাই! কথাটীর উত্তব দিয়া যাও। প্রভু তখনও সেই কথা বলিলেন।

"যে ভজিবে কৃষ্ণ তাব কোলে আছি আমি।"

নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ আঁধাব করিয়া চলিলেন। এই নবদ্বীপের শেষ দিন। এই শ্রীগৌরাঙ্গের শেষ বিদায। নবদ্বীপেব চন্দ্র নবদ্বীপ আঁধার কবিযা শেষ অস্তমিত হইলেন। নবদ্বীপ-গগনে দিবাভাগে মহা অমাবস্যা-নিশিব উদয় হইল। একাদশী তিথিতে অমাবস্যা লাগিল। অসম্ভব সম্ভব হইল। আর নবদ্বীপ-আকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র উদয় হইবেন না বলিয়াই বুঝি এইরূপ হইল। সকল ভক্তবৃন্দ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শচী-দেবীও যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মালিনী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীগণ হস্ত ধরিয়া নিষেধ করিলেন। শচীদেবী ও শ্রীমতী গৃহদ্বারে বসিয়া যতক্ষণ

প্রভুকে দেখিতে পাওয়া গেল ততক্ষণ অনিমিষ চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। যখন প্রভুর সেই দীঘল-অঙ্গখানি তাঁহাদিগের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন উভয়ে হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আঙ্গিনায় আসিয়া আছ্ড়াইয়া পড়িলেন।

"শচীর কান্দনা দেখি পৃথিবী বিদরে।" চৈঃ মঃ।

লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছে।

"চলিলা ঠাকুর পাছে ধায় ভক্ত সব।"

সকলেরই চক্ষে অবিরল জলধারা, সকলেরই বদনে ঘোর বিষাদ-ছায়া। সকলেরই হৃদয়ে দারুণ দুঃখ। শান্তিনগর পর্য্যন্ত সকলেই প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অনেকে প্রভুর সঙ্গে একেবারে নীলাচল পর্য্যন্ত চলিলেন।

শচী দেবী ও শ্রীমতীর নিকট শ্রীবাস প্রভৃতি কয়েক জন প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। দামোদর পণ্ডিতও আছেন। ইঁহারা প্রভুর সহিত যান নাই। শচী দেবী ও শ্রীমতীর তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। পুরাতন ভৃত্য ঈশান দেবীদ্বয়ের এক পার্শ্বে বসিয়া অধো-বদনে কান্দিতেছেন। অনেকক্ষণের পর সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া রোরুদ্যমানা দেবীদ্বয়কে গৃহে তুলিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুদত্ত কাষ্ঠ-পাদুকা দু'খানি বক্ষে ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে গৃহে উঠিলেন এবং বক্ষ হইতে তাহা আর নামাইলেন না। প্রভুর চরণ-পাদুকা তিনি নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়

বংশীবদন ও শ্রীমতী। কাঞ্চনার নীলাচলে গমন

প্রসাদ মাগিলা বংশী জাহ্নবীর ঠাঁই।
বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস ভাবি না দিলা গোসাঞি॥

বংশীশিক্ষা।

শ্রীগৌরাঙ্গকে বিদায় দিয়া শচী দেবীর দুঃখ ও শোক দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি তাঁহার হারাধন হাতে পাইয়া পুনরায় হারাইলেন। এ দুঃখ তাঁহার বড়ই দুঃসহ হইয়া উঠিল। আত্মীয়-স্বজনে এবার শচী দেবীর জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। শচীমাতাকে আর প্রবোধ দিবার উপায় নাই। নিশিদিন ক্রন্দনে বৃদ্ধার নয়নদ্বয় অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। দুঃখে ও শোকে বৃদ্ধার ভগ্ন-শরীর আরও ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি উত্থানশক্তিরহিতা হইয়া গৃহাভ্যন্তরে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। অতি কষ্টে এক এক একবার বাহিরের দুয়ারে আসিয়া বসেন। যাহারই সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি যশোদার ভাবে নিমাই-চাঁদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা কহেন। অধিক কথা বলিবার শক্তি নাই। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীর অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিতা হইলেন। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সাতিশয় যত্নের সহিত বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা করিতেছেন। পাছে তিনি মনে কষ্ট পান এই জন্য

শ্রীমতী এখন আর কাঁদেন না। প্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশান দেবীদ্বয়ের বিশেষরূপে সেবা করিয়া আসিতেছেন। তিনিও বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুর বিরহ-বাণে তাঁহারও হৃদয় জর্জ্জরিত, শোকে শরীর ভগ্ন। বৃদ্ধত্বহেতু ঈশানের দ্বারা দেবীদ্বয়ের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ ও সেবাকার্য্য সম্যক্ প্রকারে সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য ঈশান যতদূর পারিতেছেন, প্রাণপণে ততদূর করিতেছেন। ঈশানের মত মহা-ভাগ্যবান্ কে?

সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান্॥
শচী দেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানে তাহা সাক্ষাতে দেখিল॥ চৈঃ ভাঃ।

এই সময়ে প্রভুর আর একটী অতি প্রিয়ভক্ত বৃদ্ধ ঈশানের সহিত দেবীদ্বয়ের সেবাকার্য্যে যোগ দিলেন। এই মহাভাগ্যবান্ মহাপুরুষের নাম শ্রীবংশীবদন। ইনি প্রভুর আদেশে তাঁহার জননী ও ঘরণীর সেবা ও পরিচর্য্যার ভার লইতে আসিয়াছেন। ঈশানের সহিত সর্ব্ব প্রথমে বংশীবদনের পরিচয় হইল। প্রভুর আদেশ ঈশান শ্রবণ করিলেন। দেবীদ্বয়ের সেবাকার্য্য ঈশানের একচেটিয়া ছিল। এক্ষণে তাহার অংশ দিতে হইবে। ইহাতে ঈশান সুখী নহেন। কি করিবেন প্রভুর আদেশ। বংশীবদন ঈশানকে কহিলেন—

মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলা আমায়।
সেবিতে মাতায় আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়॥ বঃ শিঃ।

ঈশান কহিলেন প্রভুর আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়।

"আজ্ঞা বলবান্ এই বেদের বিধান।"

ঈশান বংশীবদনকে সঙ্গে করিয়া গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

শচী দেবী ও শ্রীমতীর নিকট সকল কথা নিবেদন করিয়া তাঁহার পরিচয় দিলেন এবং প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। শচী দেবী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। নিমাইচাঁদের নিকট হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বংশীবদনকে দেখিয়া তাঁহার দু'খানি হস্ত ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তবে শ্রীবংশীর কর ধরি কন আই।
তোরে কি বলিয়া গেছে আমার নিমাই॥ বঃ শিঃ।

বংশীবদন শচী মাতার চরণ বন্দনা করিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর সকল সংবাদ দিলেন। নানাবিধ প্রবোধবাক্যে শচী দেবীকে সান্ত্বনা করিলেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বংশীবদন দূর হইতে গললগ্নীকৃতবাসে কোটি কোটি প্রণিপাত করিলেন। ঈশান ও বংশীবদন উভয়ে মিলিয়া এক্ষণে দেবীদ্বয়ের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন।

প্রভু আজ্ঞা অনুসারে ঈশান বদন।
করিতে লাগিলা উভয়ের সুসেবন॥ বঃ শিঃ।

এস্থলে বংশীবদনের একটু সংক্ষেপে পরিচয় দিব। ইনি পরম কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান। পিতার নাম ছকড়ি চট্টরাজ। আদিম নিবাস নবদ্বীপের নিকট পাটুলি গ্রাম। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর গৃহের নিকটে বাস করেন। বংশীবদন প্রভুর একজন অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত। এই মহাপুরুষ বিল্বগ্রামে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি এবং দেবীর আদেশে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, দেবমূর্ত্তির নিত্য পূজা ও সেবার ব্যবস্থা করেন।

ঈশান ও বংশীবদন উভয়েই প্রভুর গৃহে থাকিয়া দেবীদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা-পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চনা এক তিলার্দ্ধের জন্যও শ্রীমতীর সঙ্গ-ছাড়া হ'ন না। শ্রীমতী

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদেশে শচী মাতার অনুমতি লইয়া কাঞ্চনা একবার নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরই নবদ্বীপ হইতে অনেক নরনারী প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে যাইতেন। সেই সঙ্গে কাঞ্চনাও গিয়াছিলেন। দামোদর পণ্ডিত সঙ্গে ছিলেন। সখীর প্রতি দেবীর আদেশ ছিল, তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিবেন। শুধু সাক্ষাৎ করিলে হইবে না, দেবীর পক্ষ হইতে প্রভুকে দুই একটী দুঃখের কথা বলিয়া আসিতে হইবে। দেবীর এই আদেশটী বড় কঠিন। কারণ সকলেই জানেন প্রভু স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন না, তাঁহার নিকট স্ত্রীলোক যাইবার আদেশ নাই। তবে প্রভুর মাসী চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের স্ত্রী এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের স্ত্রী মালিনী প্রভৃতি দুই একটী বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের প্রভুর নিকটে যাইতে নিষেধ ছিল না। ইঁহাদিগের সহিত কাঞ্চনাও গিয়াছিলেন। দামোদর পণ্ডিত কাঞ্চনার নীলাচল গমন-বৃত্তান্ত জানিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার প্রিয়ার প্রিয়-সখী কাঞ্চনার কোন কথা হইয়াছিল কিনা, তাহা প্রভুই জানেন। গোলোকগত মহাত্মা শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষের গৌর-গতপ্রাণা পরম-বৈষ্ণবী কনিষ্ঠা ভগিনীর রচিত একটী পদে সখী কাঞ্চনার প্রতি দেবীর এই আদেশ-বাণীটী অতি সুন্দর ও সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সেই পদটী কৃপাময় পাঠকপাঠিকাগণের চিত্ত-বিনোদনার্থ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

দেবীর উক্তি।

সখি! দিন গণি গণি, দিন ফুরাইল
আর কত কাল জীব।
থাকিতে জীবন শ্রীগৌরাঙ্গ ধন
আর কি দেখিতে পাব॥

পথ চাহি চাহি, আঁখি আঁধা হ'ল
জীয়ন্তে হইনু মরা।
শোন মোর বাণী, পরাণ-সজনি!
নীলাচলে যাও ত্বরা॥
করিয়ে যতন, ধরিয়ে চরণ
কহিও সজনি! তারে।
তোমার লাগিয়া মরে বিষ্ণুপ্রিয়া
চল ত্বরা নদেপুরে॥

(প্রভুর প্রতি কাঞ্চনার উক্তি)

করুণা করিয়া এই অবতারে
তারিলে জগতবাসী॥
তব চরণামৃতে কেবল বঞ্চিতা
একা বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী॥

একথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কি করিলেন—

কাঞ্চনার বাণী শুনি গুণমণি
ছল ছল আঁখে চায়।
করুণা-নিধির করুণা বাড়িল
ত্বরা নদেপুরে ধায়॥
ত্যজিলা কৌপীন, ত্যজি ছেঁড়া-কাঁথা,
ত্যজিল কাঙ্গালবেশ।
নব নটবর গৌরাঙ্গ সুন্দর
আইল আপন দেশ॥
আবার নদেয় ফুটিল কুসুম
ভ্রমর ধরিল তান।

আবার ভকত আনন্দে মাতিল
কোকিল ধরিল গান ॥
আবার ন'দেয় বহুদিন পরে
উদিল ন'দের চাঁদ।
আঁধার নদীয়া হ'লো আলোময়
পূরিল বলাইর সাধ ॥

অধম গ্রন্থকার-রচিত এই সম্বন্ধের একটী সখী-সম্বাদের পদও এখানে সন্নিবেশিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-রস-লোলুপ কৃপাময় রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ ইহার রসাস্বাদন করিলে কৃতার্থ হইব।

(কাঞ্চনার উক্তি)

কতই সাধিনু কতই কাঁদিনু
গোরার চরণ ধ'রে।
একবার এসে, নদীয়া নগরে,
দেখা দিয়ে যাও তারে ॥
নাম না লইনু, পাছে নাহি শুনে,
কথাগুলি অবলার।
ঠারে ঠোরে তারে, কত না বলিনু,
নদীয়ার সমাচার ॥
সকলি শুনিল, পুছিল কত না,
ছাড়া শুধু এক ধনি।
মুখের ভাবেতে, বুঝিলাম তারে,
চতুরের শিরোমণি ॥
নির্জনে পাইয়া, ভয়ে ভয়ে আমি,
বিরলে পুছিনু তারে।

নারীর চাতুরী, খেলিনু তখন,
সখীর প্রবোধ তারে ॥
পুছিলাম আমি, ওহে উদাসীন,
বিষ্ণুভক্ত বড় তুমি।
বাঞ্ছা বড় মোর, বিষ্ণুনাম-সুধা,
তব মুখে শুনি আমি ॥
নদীয়ায় আছে, অভাগিনী এক,
নাম তার বিষ্ণুপ্রিয়া।
সখী তার আমি, পাঠায়েছে মোরে,
মাথার দিব্য দিয়া ॥
শুনিতে নামের, আখর চারিটী,
তোমার বদন-চন্দ্রে।
বল দেখি, যতি! সেই সে নামটী,
ললিত মধুর ছন্দে ॥
আর কিছু নাই, বলিতে আমার,
নাম কর একবার।
পুরাও বাসনা, ওহে ন্যাসীবর,
মন-সাধ অবলার ॥

চমকি উঠিল, সখীর নামেতে,
বিনত হইল আঁখি ॥
আর না চাহিল, কথা না কহিল,
মরমে হইল দুখী ॥

(আমি) চলিয়া আইনু, সেখান হইতে,
কিছু নাহি বলিলাম।
সখীর নামের, মোহিনী শকতি,
ভাল করি বুঝিলাম ॥
হরিদাস ভণে· নদীয়া নাগরী
সখীরে যাইয়া কহ।
গৌর-হৃদয়ে সে রূপের খনি
জাগিতেছে অহরহ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়

শচীদেবী ও প্রভুর অপ্রকট-কাহিনী

গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়া কাতরা অতি।
দ্বিগুণ হইল শোক হইলা বিস্মৃতি ॥ প্রেমবিলাস।

বৃদ্ধা শচী দেবীর অতি জীর্ণ ও ক্ষীণ শরীর শ্রীনিমাই চাঁদের বিরহে দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীনিমাইচাঁদের চাঁদমুখখানি তিনি দিবানিশি ধ্যান করিতেন। বৃদ্ধার জপ, তপ সকলি পুত্রের সেই সুন্দর চাঁদমুখ খানি। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় সেই চাঁদবদন খানি স্বপ্নে দেখিয়া কান্দিয়া উঠিলেন।

নিরন্তর দিবা নিশি আন নাহি জানি ;
স্বপনেহ দেখোঁ তোব চাঁদমুখ খানি ॥ চৈঃ মঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শাশুড়ীর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ভক্তবৃন্দ সর্ব্বদা সমাচার লইতেছেন। ঈশান ও বংশীবদন প্রাণপণে শচী মাতার সেবা করিতেছেন। সকলে দেখিলেন এবার শচী মাতার জীবনেব আশা নাই। নবদ্বীপ সুদ্ধ লোক প্রভুর গৃহ-দ্বারে একত্রিত হইলেন। দলে দলে নরনারীবৃন্দ আসিয়া প্রভুর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। চতুর্দ্দিকে হরিসংকীর্ত্তনের উচ্চ-রোল উঠিল। প্রভুর ভক্তবৃন্দ দল বাঁধিয়া মহাসংকীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে আহ্বান

করিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনের তরঙ্গে নদীয়া ডুবু ডুবু হইল। "জয় শচী মাতার জয়" "জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়" নিনাদে নদীয়া কম্পিত হইল। প্রভুর জননীকে দিব্য-যানে ফুল-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়া পতিত-পাবনী-সুরধুনী-তীরে লইয়া যাইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কান্দিতে কান্দিতে বস্ত্রাবৃত দোলায় আরোহণ করিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাইলেন। সঙ্গে কাঞ্চনা আছেন।

গঙ্গাতীরে যাইয়া শচীমাতা বধুকে নিকটে ডাকাইলেন। কাণে কাণে কি বলিলেন, তাহা কেহ শুনিতে পাইলেন না। বধুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বৃদ্ধা কান্দিতে কান্দিতে শেষ বিদায় লইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নীরব রোদনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের হৃদয় মথিত হইল। শ্রীনিমাই চাঁদের নাম করিতে করিতে শচী মাতা সজ্ঞানে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন। ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ অলক্ষ্যে আসিয়া রসরাজ-মূর্ত্তিতে জননীকে শেষদর্শন দিয়া গেলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভের রসরাজ-মূর্ত্তি দেখিয়া গঙ্গাতীরেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কাঞ্চনা তাঁহাকে কোলে করিয়া গৃহে আনিলেন। শচীমাতার শোকে ভক্তবৃন্দ বিহ্বল হইয়া কান্দিতে কান্দিতে গঙ্গাতীর হইতে গৃহে ফিরিলেন। আঁধার নদীয়া পুনরায় গভীর আঁধারে পূর্ণ হইল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এক্ষণে একাকিনী হইলেন। তাঁহার প্রাণবল্লভের গোষ্ঠী শূন্য হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ বিহনে নদীয়ার লোক শচী মাতার মুখ চাহিয়া এতদিন গৌর-বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতেছিল, এক্ষণে শচী মাতার বিহনে সেই দুঃখ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দুঃখ ততোধিক হইল। সে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। সে দুঃখ-কাহিনী বর্ণনার অতীত।

শচী দেবীর বিরহে ও শোকে শ্রীমতী সাতিশয় কাতরা হইয়াছেন। শাশুড়ী বর্ত্তমান থাকিতে তিনি ঘরের বধূই ছিলেন। গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় গৃহ আলোকিত করিয়া থাকিতেন। শাশুড়ীর মনে দুঃখ হইবে বলিয়া দেবী অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসনভূষণ সকলি পরিধান করিতেন। শচী দেবী বধূকে সর্ব্বদা সাজাইয়া রাখিতে ভাল বাসিতেন। দেবীর মলিন চন্দ্রবদনখানি দেখিয়া শচী দেবীর পুত্র-মুখ-অদর্শনজনিত বিষম দুঃখের কথঞ্চিৎ লাঘব হইত। এক্ষণে শাশুড়ীর অবর্ত্তমানে দেবী বসন-ভূষণ প্রভৃতি একে-বারে পরিত্যাগ করিলেন। কঠোর নিয়মে ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু কাল শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী একাকিনী সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া প্রাণ-বল্লভ-দত্ত কাষ্ঠপাদুকার যথারীতি পূজা ও সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিলেন। ভক্তগণ দেবীর কঠোর ভজনের কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিতহৃদয়ে হাহাকার করিতে লাগিলেন। নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে দেবীর কঠোর ভজনের কথা পৌঁছিল। দামোদর পণ্ডিত নদীয়ার সকল সমাচার প্রভুকে দিতেন। এ সংবাদটীও তিনিই দিয়াছেন। প্রভু শুনিলেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন। মনে দারুণ ব্যথা পাইলেন। নিদারুণ মনঃকষ্টে প্রভু নীলাচলে বসিয়া এই সময় কঠোর হইতে কঠোরতম শ্রীকৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করিলেন। প্রভু মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার নদীয়ার লীলা সাঙ্গ হইল। এত আদরের প্রেমময়ী প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে সন্ন্যাসিনী সাজাইলেন! তাঁহার নরলীলা পূর্ণ হইল। স্বয়ং সন্ন্যাসী সাজিয়া মনের সাধ মিটে নাই। কলির জীবের কলুষিত মন দ্রব হইতে যাহা বাকি ছিল তাহা প্রিয়ার দ্বারা হইবে। রাজরাণীকে ভিখারিণীর বেশে দেখিলে, জগন্মাতাকে দুঃখিনীর সাজে দেখিলে, কলির জীব হরিনাম

লইবে। তাহা হইলেই তাঁহার কার্য্য শেষ হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপ ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এক্ষণে স্ব-ধামে গমন করাই শ্রেয়ঃ।

প্রভুর অপ্রকট-কাহিনী গৌর-ভক্তবৃন্দের অবিদিত নাই। প্রিয়ার দুঃখেই প্রভু আমার এত শীঘ্র অপ্রকট হইলেন। কলি-হত-জীবের মঙ্গলেব জন্য তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ, জীবশিক্ষাব জন্যই তাঁহাব দীন-হীন-বেশে এই কঠোর সাধনা। লোকশিক্ষাব জন্যই তাহাব ভক্তবেশ। ভক্তবেশী প্রভু আমার সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক ছিলেন। তাঁহার সাধ্বী ঘরণী লোক-শিক্ষার জন্য প্রাণবল্লভের পথানুসরণ করিলেন দেখিয়া পতিতপাবন দয়াল প্রভু আমার নিশ্চিন্ত হইয়া অপ্রকট হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা এতদিনে পূর্ণ হইল।

প্রভুর অপ্রকট সংবাদ দাবানলের ন্যায চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সকলেই এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ সংবাদে জীবন্মৃত হইলেন। কেহ কেহ প্রভুর শোকে প্রাণপাত কবিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইঁহাদিগের মধ্যে স্বরূপ একজন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও এ সংবাদ পাইলেন। এ সংবাদ তাঁহাকে কে দিল তাহা জানি না। তিনি যিনিই হউন না কেন, তাঁহার হৃদয় নাই। এ বিষম সংবাদ শ্রবণে দেবীর অবস্থা যে কি হইল তাহা আর লিখিতে চাহি না। বংশীশিক্ষা গ্রন্থে দেখিতে পাই :—

বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তেব ন্যায় কান্দে সদা সর্ব্বক্ষণে॥
দুই জনে অন্ন-পান করিয়া বর্জ্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে সর্ব্বক্ষণ॥

শুনিতে পাই, এই বংশীবদন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শচীমাতার আদেশে দেবী এই ভাগ্যবান্ মহাপুরুষকে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন।

প্রভুর অপ্রকট সংবাদে তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ কান্দিয়া আকুল হইলেন। কান্দিয়া কান্দিয়া অনেকের চক্ষু অন্ধ হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে যত ভক্তের মণ্ডলী।
কান্দিতে লাগিলা হঞা আকুলি বিকুলি॥ বঃ শিঃ

সোণার নদীয়া হাহাকারে পূর্ণ হইল। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মহা-যোগিনী সাজিয়া রুদ্ধদ্বার-গৃহে বসিয়া কঠোর ভজন করিতে লাগিলেন। কলির জীবের মঙ্গল-কামনায় দেবী জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই জন্যই কলির জীবকে ভাগ্যবান্ করে; শ্রীশ্রীগৌব-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল হইয়া কলি-হত জীবের মঙ্গলের জন্য নিবন্তব কান্দিয়া গিয়াছেন। ত্রিভুবনের ঈশ্বর শ্রীগৌবাঙ্গ, এবং কৈবল্যদায়িনী তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, কলি-হত জীবেব সর্ব্বাবস্থায় পরম আরাধ্য বস্তু, সাধনের ধন। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াব কৃপা ভিন্ন কলিব জীবেব আর গতি নাই। তাই মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"এগোও হে এগোও হে আমার বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলিযুগে তরাইতে আব কেহ নাই॥"

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীনিবাসের প্রতি দেবীর কৃপা

এত কহি বস্ত্রে বেষ্টিত চরণ-অঙ্গুলি।
শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ দিলা মাথে তুলি ॥ প্রেঃ বিঃ।

প্রভুর অপ্রকটের কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস ঠাকুর নীলাচল হইতে এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া শোকে ও দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নবদ্বীপে আসিলেন। শ্রীনিবাসঠাকুর, পণ্ডিত গোস্বামী গদাধরের নিকট নীলাচলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে গিয়াছিলেন। যখন তিনি গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, পণ্ডিত গোস্বামী গদাধর তাঁহার দ্বারা দাস গদাধরকে একটী কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট-সংবাদে শোকে ও দুঃখে অধীর হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। পণ্ডিত গোস্বামীর কথাটী তিনি একেবারে ভুলিয়া যান। দাস গদাধর ইহা কোন প্রকারে জানিতে পারেন, এবং এই অপরাধে শ্রীনিবাসকে বর্জ্জন করেন। শ্রীনিবাস তখন তরুণবয়স্ক যুবক। বয়ঃক্রম উনবিংশতি বৎসর মাত্র। পরম সুন্দর আকৃতি। গৌরপ্রেমে তাঁহার সুবলিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তনুখানি যেন ডগমগ। বর্ণ কাঁচা সোনার মত। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্রাহ্মণবালক কেহ কখন দেখে নাই। এইজন্যই ভক্তবৃন্দ শ্রীনিবাসকে প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর ও প্রকাশমূর্ত্তি আখ্যা দিয়াছিলেন।

নিন্যানন্দ ছিলা যেই নরোত্তম হৈলা সেই
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস। প্রেঃ বিঃ।

একে ত প্রভুর অপ্রকট-সংবাদে তরুণ-যুবক শ্রীনিবাস মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাহার উপর শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত দাস গদাধর কর্ত্তৃক এইরূপে বর্জ্জিত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন। তিনি অন্নজল ত্যাগ করিয়া প্রভুর গৃহদ্বারে পড়িয়া রহিলেন।

প্রভাতে শ্রীখণ্ড ছাড়ি আইলা নবদ্বীপে।
বৈরাগ্য করি রহিলা প্রভুর বাড়ীর সমীপে॥
পণ্ডিত গোসাঞি বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
দুই চারি দিবসে অন্ন না দিল উদরে॥ প্রেঃ বিঃ

অষ্টাহকাল শ্রীনিবাস এইরূপে নবদ্বীপে প্রভুর গৃহের সমীপে পড়িয়া রহিলেন। বংশীবদনের সহিত গঙ্গাঘাটে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বংশী-বদনের সহিত পরিচয় হইলে শ্রীনিবাস তাঁহার দুঃখের কথা তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন। এই সময়ে প্রভুর পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য ঈশান সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশান তরুণবয়স্ক শ্রীনিবাসকে দেখিয়াই প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট এই বালকের পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

বুঝিল চৈতন্য-শক্তি বালকের হয়।
ঈশ্বরী নিকটে মোর কহিতে উচিত হয়॥
ফিরিয়া আইলা ঘরে ঈশ্বরী নিকটে।
এক অপূর্ব্ব বালক দেখিল গঙ্গাঘাটে॥
গদাধর পণ্ডিত নামে সদাই রোদন।
দ্বিতীয় নাহিক সঙ্গ সজল নয়ন॥

তাহারে দেখিতে দয়া হইল আমার।
অন্ন বিনা অতি ক্ষীণ শরীর তাহার॥
আজ্ঞা হয় কিছু অন্ন দিই তারে আমি।
পশ্চাতে আনিয়া তারে দয়া কর তুমি॥
দেহ যাই তণ্ডুল তারে যে উচিত হয়।
চৈতন্য অপ্রকটে বিরক্ত মনের সংশয়॥ প্রেঃ বিঃ

ঈশানের মুখে বালক শ্রীনিবাসের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দয়াময়ী শ্রীশ্রী-বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার কোমলপ্রাণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঈশানকে আজ্ঞা দিলেন সেই ব্রাহ্মণ বালকটীকে ভোজনোপযোগী তণ্ডুলাদি দিয়া আইস। ঈশান একজনের উপযুক্ত অর্দ্ধসের তণ্ডুলের সিধা লইয়া গিয়া শ্রীনিবাসের হস্তে দিলেন। দেবী বুঝিলেন, এই বালকটী সামান্য বালক নহে। তিনি ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন মনস্থ করিয়া দশ জন বৈষ্ণবকে শ্রীনিবাসের নিকটে সেই দিন অতিথিরূপে পাঠাইলেন এবং ঈশানকে আজ্ঞা দিলেন ব্রাহ্মণ বালক কিরূপে অতিথি-সৎকার করে তাহার সবিশেষ সমাচার আনিবে।

তণ্ডুল দিয়া ঈশ্বরীর আনন্দ হৃদয়;
প্রেমরূপে জন্ম বুঝি বালকের হয়॥
তণ্ডুল লইয়া বিপ্র রান্ধিল যখন।
সেই কালে পাঠাইলা বৈরাগী দশজন॥
অন্ন প্রস্তুত কালে বৈরাগী আকার।
ভক্ষণের কালে যাই হৈলা সাক্ষাৎকার॥
বৈষ্ণব দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।
পাইয়া সবারে বহু সম্মান করিল॥

তাঁরা কহে আমরা বড় আছয়ে ক্ষুধিত।
অন্ন দেহ মহাশয় তবে পাই প্রীত॥
বড় দয়া করি আসি দিলা দরশন।
প্রসাদ প্রস্তুত আসি করহ ভক্ষণ॥
অল্প অন্ন রন্ধন কৈলা আমরা অনেক।
না হইবে ক্ষুধা-তৃপ্তি দেখি পরতেক॥
ক্ষুধা তৃপ্তি হবে আছে প্রসাদ লক্ষণ।
মণ্ডলী বন্ধনে বসিলা বৈষ্ণব দশজন॥
এই মত সবারে করেন পরিবেশন।
পাত্রে পাত্রে দেন অতি আনন্দিত মন॥
অর্দ্ধসের তণ্ডুলের অন্ন প্রসাদ করিয়া।
এগার বৈষ্ণবে পাইলেন আনন্দিত হৈয়া॥ প্রেঃ বিঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঈশানের নিকট সকল সমাচার পাইয়া ব্রাহ্মণ বালকটীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। বালকটী এক্ষণে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছে, কি করিয়া দেবী তাহাকে দেখিবেন। কৃপাময়ীর কৃপা অপার। এমন কৃপা কখন কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। দেবী রাত্রিকালে দাসী সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইয়া সাক্ষাৎ প্রেমময়-মূর্ত্তি সুন্দর ব্রাহ্মণ বালকটীকে দেখিয়া মনে বড় আনন্দ পাইলেন। এত দুঃখের মধ্যেও দেবীর মনে এক-বিন্দু সুখ হইল।

সে বার্ত্তা ঈশ্বরী শুনি ঈশানের দ্বারে।
প্রেমরূপে জন্ম হৈলা বুঝিলা অন্তরে॥
এমন বালক গুণ শুনিতে বড় সুখ।
অবশ্য দেখিব আমি বালকের মুখ॥

নিশাকালে গঙ্গাস্নানে দাসী সঙ্গে করি।
দেখিলেন বালক অতি প্রেমের মাধুরী।
স্নান করি নিশা থাকিতে গেলা অন্তঃপুরে।
বালক দেখিয়া হৈল আনন্দ অন্তরে॥ প্রেঃ বিঃ।

দেবী গৃহে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন বালকটীর সহিত কিরূপে কথা কহিব। তিনি পরপুরুষের মুখ চাহিয়া কখন কথা কহেন নাই। লজ্জা-শীলা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিষম সমস্যায় পড়িলেন।

কিরূপে আনিয়া তারে কথা জিজ্ঞাসিব।
অন্য পুরুষের মুখ চাহি কেমনে পুছিব॥
প্রভুর শক্তি যদি হয় লজ্জা যাবে দূরে।
তবে সে জানিব আছে করুণা প্রচুরে॥ প্রেঃ বিঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদেশে ঈশান শ্রীনিবাসকে প্রভুর গৃহে আনিলেন। ঈশানের মুখে দেবীর কৃপাদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীনিবাস প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া দুই বাহু তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"উর্দ্ধবাহু করি অনেক নৃত্য আরম্ভিল।"

শ্রীনিবাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিহনে তাঁহার প্রাণে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, সুশীতল শ্রীদেবীর চরণ দর্শন পাইবার আশায় তাহা কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইল। শ্রীনিবাস মনে মনে ভাবিতেছেন, এমন সৌভাগ্য কি আমার হবে যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া জীবন সফল করিব। আমার মত দুর্ভাগা ত্রিজগতে আর একটী নাই। প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া প্রাণে মরিয়া আছি। বিষম সাহসে ভর করিয়া অসাধ্য-সাধন-আশায় প্রভুর স্ব-ধামে আসিয়াছি। দেবীর শ্রীচরণ দর্শন অসাধ্য-সাধন। প্রভুর কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়, অসাধ্য বস্তু সাধ্য হয়। এই মাত্র ভরসা। "জয় শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া শ্রীনিবাস অতি সঙ্কোচের

সহিত কান্দিতে কান্দিতে ঈশানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভুর গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। প্রভুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাঁহার সর্ব্ব-অঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল। প্রভুর আঙ্গিনায় একপার্শ্বে দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন ঈশানের পাছে।
ভিতর প্রকোষ্ঠে যাই হইল সঙ্কোচে॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবিষ্ট হৈলা অন্তঃপুরে।
নিকটে না গেলেন রহিলেন কিছু দূরে॥ প্রেঃ বিঃ।

শ্রীনিবাস প্রভুর আঙ্গিনায় আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। হা গৌরাঙ্গ বলিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অন্তঃপট উত্তোলন করিয়া শ্রীনিবাসকে দেখিলেন। দেখিয়াই শ্রীনিবাসের অন্তরে যে প্রভুর শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘরণী পরম লজ্জাশীলা, লজ্জা ত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাসকে নিকটে আসিতে আদেশ দিলেন।

অন্তঃপট দূর করি কৈলা নিরীক্ষণ।
আমার প্রভুর শক্তি বুঝিলা কারণ॥
লজ্জা উপেখিয়া তাঁরে আপনে ডাকিলা।
কি নিমিত্তে রোদন কর ভ্রমহ একলা॥ প্রেঃ বিঃ।

শ্রীনিবাস দেবীর অযাচিত কৃপা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জড়বৎ দেবীর শ্রীচরণ-তলে পতিত হইলেন। মুখে কথা নাই। দুটী নয়ন দিয়া অজস্র-বারিধারা পতিত হইতেছে। অবনতবদনে দেবীকে নিজ দুঃখ-কাহিনী একে একে সকল নিবেদন করিলেন। পণ্ডিত গদাধর গোস্বামীর কথা, ভাগবত-পঠন-কাহিনী, প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধাম বৃন্দারণ্যে গমনেচ্ছা, প্রভুর অদর্শন-জনিত-শোক, একে একে সকল কথাই শ্রীনিবাস দেবীর

নিকটে কান্দিতে কান্দিতে নিবেদন করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দুঃখ-সাগর উথলিয়া উঠিল, বালক শ্রীনিবাসের দুঃখে দয়াময়ীর কোমল প্রাণে বড ব্যথা লাগিল। তিনি শ্রীনিবাসকে অনেক বুঝাইলেন; তাঁহার বয়স অল্প, বৈরাগ্য অতি কঠিন বস্তু, এই সুকুমার দেহে দেশে দেশে কি করিয়া ভ্রমণ করিবে ইত্যাদি প্রবোধবাক্যে দেবী শ্রীনিবাসকে মাতৃ-স্নেহের সহিত সান্ত্বনা করিলেন।

অল্প বয়স দেখি অতি সুকুমার।
বৈরাগ্য কৈলে ঘর যাহ ব্রাহ্মণ কুমার॥
বৈরাগ্য কঠিন তাহা অতি বড় শক্তি।
যোড় হাত করি অনেক করিল মিনতি॥
আজ্ঞা হয় থাকি আমি চরণ নিকটে।
পরাণ জুড়ায় মোর এড়াই সঙ্কটে॥ প্রেঃ বিঃ

শ্রীনিবাস যোড়হস্তে দেবীর চরণে নিবেদন করিলেন "মা জগদীশ্বরি! সংসারে এই হতভাগ্যের একমাত্র মাতা আছেন। প্রভু আমার বৃদ্ধা জননীকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ অধম প্রভুর আদেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইবে, অনুমতি দিয়া কৃতার্থ করুন।"

শ্রীনিবাসের এই কথা শুনিয়া দেবীর হৃদয়-কন্দর মথিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহ-দুঃখ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। দেবীর আর বাক্য-স্ফুরণ হইল না। জড়বৎ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়া কাতর অতি।
দ্বিগুণ হইল শোক হইলা বিস্মৃতি॥ প্রেঃ বিঃ।

দেবী কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালক শ্রীনিবাসকে সস্নেহে কহিলেন "বাপু! প্রবীণ হইলে তুমি বৃন্দাবনে যাইও। এক্ষণে প্রসাদ পাইয়া চিত্তস্থির কর।

চৈতন্যের শক্তি বিনা এমন দশা নহে।
প্রবীণ হইলে যাবে এবে উপযুক্ত নহে ॥
এই আজ্ঞা পাইয়া সাবধানে হইলা বাহির।
প্রসাদ ভক্ষণ কর চিত্ত হউক স্থির ॥ প্রেঃ বিঃ।

ঈশান নিকটে বসিয়া দেবীর আদেশ ও শ্রীনিবাসের কাতোরোক্তি নিবেদন সকলই শুনিলেন। শ্রীনিবাসের প্রতি দেবীর অপার কৃপা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ কৃপা, দেবী ইতিপূর্ব্বে কখনও কাহারও প্রতি, প্রদর্শন করেন নাই। সকল ভক্তবৃন্দ শ্রীনিবাসকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। বালক শ্রীনিবাস দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আঙ্গিনা হইতে উঠিয়া আসিয়া গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঈশানের নিকট শ্রীনিবাসের সমাচার লইলেন। সে দিবস আর দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। শ্রীনিবাস প্রভুর গৃহদ্বারে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিয়া কাটাইলেন। হা গৌরাঙ্গ! হা পণ্ডিত গোসাঞি! বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে দারুণ উৎকণ্ঠাতে নিশিযাপন করিলেন। ঈশান এ সকল কথা দেবীর নিকট নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীনিবাসের প্রতি দেবীর অধিকতর কৃপা ও করুণার উদ্রেক হইল। কি করিয়া বালক শ্রীনিবাসকে শান্ত করিবেন, কিরূপে তাহার মন সুস্থির হইবে, দেবী সেদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়াও ইহা ভাবিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ করিয়া এই সকল ভাবিতে ভাবিতে দেবীর তন্দ্রা আসিল। তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। এই সময়ে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বপ্ন দেখিলেন :—

রাত্রি শেষে সংকীর্ত্তনে একত্রে দুই ভাই।
নাচিতে নাচিতে কহে কোথা মোর আই ॥

তোমার বধু মোর শ্রীনিবাসে বহির্দ্বারে।
রাখিয়া আনন্দে আছেন আপনার ঘরে॥
আমার যতেক কার্য্য শ্রীনিবাস লৈয়া।
অভিরাম স্থানে পাঠাও ঈশান সঙ্গে দিয়া॥ প্রেঃ বিঃ।

এক পরম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া দেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেবী কান্দিতে কান্দিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাসীদিগের দ্বারা তৎক্ষণাৎ ঈশানকে ডাকাইলেন। ঈশান নিদ্রিত ছিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি যোড়হস্তে অপরাধীর ন্যায় দেবীর নিকটে সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঈশান ঈশান ব'লে ডাকে দাসীগণ।
নিদ্রাগত অতি ঈশান নাহিক চেতন॥
বহুক্ষণে ঈশানের চেতন হইল।
ভয়ে অতি আপনাকে অধন্য মানিল॥
যোড়হস্তে ঈশ্বরীর নিকট আইলা।
মোর কাছে শ্রীনিবাসে আনি আজ্ঞা দিলা॥ প্রেঃ বিঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঈশানকে আজ্ঞা দিলেন শ্রীনিবাসকে আঙ্গিনায় লইয়া আইস। ঈশান তদ্দণ্ডেই দেবীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। শ্রীনিবাস আসিয়া পুনরায় প্রভুর আঙ্গিনায় দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেবীকে কোটি কোটি প্রণাম করিলেন। তখন দেবী কিরূপে বালক শ্রীনিবাসকে কৃপা করিলেন শ্রবণ করুন। শ্রীনিবাসকে দেবী নিকটে ডাকিলেন। দেবীর শশিকলা-বিনিন্দিত চম্পকপুষ্প-সদৃশ শ্রীচরণ-অঙ্গুলি বস্ত্রাবৃত করিয়া, শ্রীনিবাসের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। দেবীর শ্রীপদরজঃ-স্পর্শে শ্রীনিবাসের প্রেমাবেশ হইল। তিনি প্রেমানন্দে কান্দিতে কান্দিতে দেবীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

এত কহি বস্ত্রে বেষ্টিত চরণ-অঙ্গুলি।
শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ দিলা মাথে তুলি॥
চরণ পরশে অতি প্রেমাবেশ হৈলা।
লোটাঞা ধরণীতলে কান্দিতে লাগিলা॥ প্রেঃ বিঃ।

ধন্য তুমি শ্রীনিবাস। তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী পুরুষ জগতে কেহ জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। দেবী আজ তোমাকে যে কৃপা দেখাইলেন, শিব-বিরঞ্চি তাহা পাইবার আশায় যুগযুগান্তর তপস্যা করিতেছেন। অজ-ভব-বাঞ্ছিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ঘরণীর পদরজ পাইয়া তুমি আজ ধন্য হইলে, দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইলে! তুমি শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় কলেবর, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বরপুত্র। তাই তোমার এত সৌভাগ্য! তোমার কৃপা প্রার্থী হইয়া তোমার চরণ-তলে পতিত হইলাম। আচার্য্য ঠাকুর! দয়া-নিধে! শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ মূর্ত্তি! অধম বলিয়া চরণে ঠেলিও না। শ্রীচরণের রেণু করিয়া রাখিও। বৈষ্ণব গোসাঞি! এ অধমকে শ্রীচরণের ধূলি করিয়া রাখিতে কৃপণতা করিও না। জীবাধমের এই ভিক্ষাটী রাখিবে কি?

শ্রীচরণ-ধূলি দিয়া শ্রীনিবাসকে কৃপা করিয়া দেবী তাঁহাকে কহিলেন:—

শুন শুন ওহে বাপু তুমি ভাগ্যবান্।
তোমাতে চৈতন্য শক্তি ইথে নাহি আন॥
তবে শান্তিপুর যাই খড়দহে যাবে।
আচার্য্য গোসাঞি দেখি পরিচয় পাবে॥
খড়দহ যাইয়া দেখিবে নিত্যানন্দ।
তোমা পাইয়া জাহ্নবার হইবে আনন্দ॥

বিলম্ব না কর বড় যাও শীঘ্র করি।
অনেক শুনিবে দেখিবে রূপের মাধুরী ॥
সর্ব্বত্র মিলন করি যাও বৃন্দাবন।
সর্ব্ব সিদ্ধি হবে পথে করিবে স্মরণ॥ প্রেঃ বিঃ।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে দাস গদাধর কর্ত্তৃক শ্রীনিবাস ঠাকুর বর্জ্জিত হন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে একথা নাই। এই কাহিনীটী শ্রীনিবাস ঠাকুরের শিষ্য মনোহর দাস রচিত অনুরাগবল্লী গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। পণ্ডিত গোসাঞি গদাধর শ্রীনিবাসের দ্বারা দাস গদাধরকে তরজা-প্রহেলী দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

"মিতাকে কহিও মিতা যাবেন ও বাড়ী।"

শ্রীনিবাস ঠাকুরের দ্বারা এই সংবাদটী পাঠাইয়াছিলেন।

পণ্ডিত গোসাঞি যেই সন্দেশ কহিল।
দাস গদাধর প্রতি তাহা পাসরিল।
সর্ব্বত্র ফিরিয়া নবদ্বীপ আগমন।
দাস গদাধর দেখি হইল স্মরণ॥ অঃ বঃ।

বালক শ্রীনিবাস কথাটী একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দাস গদাধরকে দেখিবামাত্র মনে হইল। তাই তখন তাঁহাকে অতি সঙ্কুচিত হইয়া নিবেদন করিলেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। দাস গদাধর শ্রীনিবাসের মুখে এই তরজা-প্রহেলী শুনিয়াই রোদন করিতে করিতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। নানাবিধ বিলাপ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া জড়বৎ হইয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান হইলে শ্রীনিবাসকে কহিলেন।

বহুত বিলাপ করি রোদন করিলা।
কতক্ষণে বাহ্যদশা কহিতে লাগিলা॥

আরে বিপ্র-বালক তোঁ করিলি অকার্য্য।
প্রভুর বিরহ আর এ কথা অসহ্য॥
পণ্ডিত গোসাঞি অপ্রকট-সমাচার।
আসিয়াছে দিনা চারি কি করিব আর॥
আগে যদি জানি তোঁ ধাই তো শীঘ্র তবে।
শুনি তো কি মর্ম্ম-কথা কহিতা আমারে॥
তাহার আমার এই সু-সত্য বচন।
শেষকালে অবশ্য পাঠাব বিবরণ॥
যথা তথা থাক আমি হইবা বিদিত।
কতদিন অপেক্ষা করিব সুনিশ্চিত॥
সে কথা নহিল মোর হৈল বড় দুঃখ।
চলি যান পুন মোরে না দেখাইহ মুখ॥ অঃ রঃ।

দাস গদাধর শ্রীনিবাসকে এই কারণে বর্জ্জন করিলেন। ইহাতে শ্রীনিবাসের অপরাধ বিশেষ কিছু নাই। পণ্ডিত গোস্বামীর কথাটী দাস গদাধরকে জানাইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তিনি পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট-সংবাদ পাইয়াছেন। তাই তাঁহার বিশেষ দুঃখ যে তিনি পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না। এই কারণে দাস গদাধরের বালক শ্রীনিবাসের উপর ক্রোধ হইল এবং তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। ব্রাহ্মণ-বালক শ্রীনিবাস বৈষ্ণবের কোপে পড়িলেন। শত অপরাধীর ন্যায় নদীয়ার দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া বেড়াইলেন। কিছুতেই দাস গদাধরের ক্রোধের শান্তি হইল না দেখিয়া গঙ্গায় প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন।

অপরাধী দেহ রাখিবারে না যুয়ায়।
আত্মঘাত মহাদোষ কি করি উপায়॥ অঃ রঃ।

এই মনে করিয়া গঙ্গার ঘাটে নিশ্চেষ্টবৎ পড়িয়া রহিলেন। অন্নজল ত্যাগ করিয়া প্রাণপাত করিবেন এই স্থির করিলেন। ঈশানের মুখে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী একথাটিও শুনিলেন। শুনিয়া দাস গদাধরকে ডাকাইলেন। শ্রীনিবাসকেও ডাকাইলেন। ভক্তবৃন্দের সহিত উভয়েই প্রসাদ-বণ্টনের সময় প্রভুর আঙ্গিনায় দাঁড়াইলেন। তখন দেবী দাস গদাধরকে কহিলেন—

গদাধরে কহে একি অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণ বালক প্রাণ ছাড়ে ইহা শুনি॥
জানিয়া না কহে যদি অপরাধ ভাল।
বিস্মৃত হইল তাহে কি করু ছাওয়াল॥
যদি বা আমারে চাহ মোর বোল ধর।
সাক্ষাতে আনিয়া অপরাধ ক্ষমা কর॥
আমার অগ্রেতে তুমি অকপট হৈয়া।
করহ প্রসাদ অপরাধ ঘুচাইয়া॥ অঃ বঃ।

দাস গদাধর দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বালক শ্রীনিবাসের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। প্রভুর আঙ্গিনায় দেবীর সম্মুখে শ্রীনিবাস ঠাকুরের অপরাধ ভঞ্জন হইল। ব্রাহ্মণ-কুমার শ্রীনিবাস দাস গদাধরের চরণ ধরিয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িলেন। দাস গদাধর শ্রীনিবাসকে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

গদাই চরণ ধরি ঠাকুর পড়িলা।
উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রসাদ করিলা॥ অঃ বঃ।

শ্রীনিবাস দেবীর কৃপায় দাস গদাধরের আলিঙ্গন প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি উপস্থিত ভক্তবৃন্দের চরণ-ধূলি লইলেন। তাহার পর প্রসাদান্ন লইয়া নিজ স্থানে আসিলেন। আসিয়া সকলকে বণ্টন করিলেন।

সর্ব্ব পার্ষদের পায় দণ্ডবৎ করি।
উঠিয়া সভার লইল চরণের ধূলি॥
তবে প্রসাদান্ন লইয়া আইলা সেখানে।
এক এক করি বাঁটি দিলা সর্ব্বজনে॥ অঃ বঃ।

শ্রীনিবাসের অপরাধ-ভঞ্জন-কাহিনী যিনি শ্রদ্ধার সহিত পঠন ও শ্রবণ করেন, তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন হয়।

শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
বৈষ্ণবাপরাধ তার হয় বিমোচন॥ অঃ বঃ।

এখানে শ্রীনিবাস ঠাকুরের একটু পরিচয় দিব। ইঁহার পিতার নাম শ্রীচৈতন্য দাস। ইনি রাঢ়ীযশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান। নদীয়া জেলার অন্তর্গত উত্তর-চাকন্দী গ্রামে শ্রীনিবাস ঠাকুরের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্য দাসের পূর্ব্ব নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের কৃপাপাত্র হইলে বৈষ্ণব মতে ইঁহার নাম হয় শ্রীচৈতন্য দাস। শ্রীনিবাসের মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। শ্রীচৈতন্য দাস অপুত্রক ছিলেন। নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে যাইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সমীপে একটি পুত্র কামনা করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় এই পুত্ররত্নটী লাভ হয়। অতি শৈশব-কালেই শ্রীনিবাসের পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাঁহার মাতুলাশ্রয় কাটোয়ার নিকট যাজিগ্রামে কিছুদিন বাস করিয়া তথায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। শৈশব-কাল হইতেই বালক শ্রীনিবাসের মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। সংসা-রাশ্রমে থাকিতে তাঁহার এক দণ্ডও মন লাগিত না। মাতুলাশ্রয় ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনলালসায় নীলাচলে গমন করেন। নীলাচলে যাইয়া প্রভুর অপ্রকট-সংবাদে জীবন্মৃত হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত গোস্বামী গদাধরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পণ্ডিত গোস্বামীর প্রতি প্রভুর আদেশ ছিল শ্রীনিবাস নীলাচলে আসিলে তাহাকে ভাগবতের

শ্রীকৃষ্ণলীলা শুনাইবেন। পণ্ডিত গোস্বামীর ভাগবত খানি নেত্রজলসিক্ত হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি শ্রীনিবাসকে বলিলেন—

শ্রীভাগবত পড়াইতে প্রভুর আজ্ঞা আছে।
অশ্রুজলে অক্ষর সব লুপ্ত হইয়াছে॥
আমার লিখন দিহ নবহরি হাতে।
নবীন পুস্তক এক দেন তোমার সাথে॥
তোমার নিমিত্ত প্রভুর আজ্ঞা বলবান।
বিলম্ব না কর সব কর সমাধান॥
রাধা-কৃষ্ণ-লীলাকালে শ্রীগুণমঞ্জরী।
সেই সে গোপাল ভট্ট সমান মাধুরী॥
শিষ্য হব প্রভু বড় সাধ আছে মনে।
গুণমঞ্জরী নাম শুনি উল্লাস শ্রবণে॥
মঞ্জরীকে প্রভুর আজ্ঞা হইযাছে দেখি।
নবদ্বীপে ঈশ্বরী জিউ স্থানে পাবে সাক্ষী॥
গোপীনাথের অধর শেষ করিয়া ভক্ষণ।
আজি শুভদিন গৌড়ে করহ গমন॥ প্রেঃ বিঃ।

পণ্ডিত গোস্বামীর তখন অতি বৃদ্ধ-বয়ঃক্রম। পূর্ণ জরাগ্রস্ত। তাঁহার তখন নিত্যধাম গমনের কাল আসিয়াছে দেখিয়া শ্রীনিবাস ভাবিলেন, গৌড়-দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর ইঁহার দর্শনলাভের সম্ভাবনা নাই। কি করিবেন, আজ্ঞা বলবান্। তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথি-মধ্যে পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট-সংবাদ পাইয়া হাহাকার করিতে করিতে ভগ্ন-হৃদয়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া পড়িলেন। নবদ্বীপে আসিয়া কিরূপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপা লাভ করিলেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা

আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্ব-তলায় মাতা দিলা মোরে স্তন ॥
সেই নিম্ব-বৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
সেবন করহ তাতে আনন্দিত হৈয়া ॥
সেই দারু-মূর্ত্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবাতে তার পাইবে পীরিতি ॥ বংশী-শিক্ষা।

শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকট-সংবাদে ভক্তবৃন্দ শোকে আকুল হইয়া দিবানিশি কান্দিতে লাগিলেন। নদীয়াবাসী শোকের সাগরে ভাসিতেছে।

বংশীবদনের দুঃখের সীমা নাই। ঈশান নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকট-সংবাদ তাঁহাকে শুনিতে হয় নাই। তিনি ভাগ্যবান্ ছিলেন। বংশীবদন ঈশানের ভাগ্য স্মরণ করিয়া নিজ মন্দ-ভাগ্যকে শতবার ধিক্কার দিতেছেন, আর নিশিদিন রোদন করিতেছেন। কান্দিয়া কান্দিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বংশীবদনের দুঃখে দেবীও কাতরা। তিনি গৃহের বাহির হন না। রুদ্ধ-দ্বার-গৃহে বসিয়া কঠোর ভজনে দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। বংশীবদন দেবীর কঠোর ভজন-প্রথা দেখিয়া মনে বড় ক্লেশ পান। কিন্তু সাহস করিয়া

কিছু বলিতে পারেন না। এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও বংশীবদন উভয়েই একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিতেছেন "আমার জন্য তোমরা মিছা ক্রন্দন করিও না। আমার এই আদেশ শ্রবণ কর। যে নিম্ব-বৃক্ষতলে আমার জন্ম, আর যে নিম্ববৃক্ষ-মূলে বসিয়া জননী আমাকে স্তনপান করাইতেন, সেই নিম্ববৃক্ষ দ্বারা আমার দারুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া এই নবদ্বীপ-ধামে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাহার সেবা কর। সেই দারুমূর্ত্তির মধ্যে আমার স্থিতি হইবে।"

শ্রীমতী অন্দর-মহলে নিজ প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া ছিলেন। বংশীবদন বহির্ব্বাটিতে নিদ্রিত ছিলেন। উভয়েই নিশি-শেষে একই সময়ে প্রভুর এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া দুই ঘরে দুই জন চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন।

> প্রভুর একথা স্বপ্নে শ্রবণ করিয়া।
> দুই ঘরে দুই জনে উঠেন কান্দিয়া॥ বঃ শিঃ।

উভয়ে উভয়ের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। মনে মনে প্রভুর আদেশ পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বংশীবদন সেই দিনই কর্ম্মকার ডাকাইয়া প্রভুর গৃহস্থিত পুরাতন নিম্ববৃক্ষটি কাটাইলেন।

> রজনী প্রভাত হইলে ডাকিয়া কামার।
> সেই নিম্ব-বৃক্ষ কাটে চক্রের কুমার॥ বঃ শিঃ।

অতঃপর একজন সুদক্ষ ভাস্করকে ডাকাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের দারুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। ভাস্কর আসিয়া কান্দিয়া কর-যোড়ে বংশীবদনের নিকটে নিবেদন করিল, তাহার দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার আশা নাই। বংশীবদন তাহাকে আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, "প্রভু শক্তি দান করিবেন। তুমি এই শুভকার্য্যে হস্তক্ষেপ কর।"

তবে ডাক দিয়া বংশী কহেন ভাস্করে।
গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি এই কাষ্ঠে দাও ক'রে॥
ভাস্কর কান্দিয়া কহে মোর শক্তি নাই॥
বংশী কন দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই॥ বঃ শিঃ।

ভাস্কর তখন অগত্যা শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ করিয়া এই শুভকার্য্যে ব্রতী হইল। এক পক্ষের মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দারুমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া আসিল। বংশীবদন প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তিনি শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনের নিম্নভাগে লৌহ অস্ত্র দ্বারা নিজ নাম খোদিত করিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিকে ভাস্কর যখন বস্ত্রালঙ্কারে ও মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিল, বংশীবদন ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী উভয়েই প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। প্রভুর অবিকল প্রতিকৃতি চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া শ্রীমতী ভাবিলেন, এই ত প্রাণনাথের দর্শন পাইলাম। এই ভাবিয়া অঝোর-নয়নে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তবে ত ভাস্কর করি প্রভুরে প্রণাম।
নির্জ্জনে বসিয়া করে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ॥
এক পক্ষ মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
ঠাকুরে সংবাদ দিল ভাস্কর যাইয়া॥
ঠাকুর আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে।
লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করিলা লিখনে॥
তবে বস্ত্র সেবা আদি সারিয়া ভাস্কর।
প্রভুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥
গৌরাঙ্গ দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মনে।
সেই ত পরাণনাথে পানু দরশনে॥

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া যাঞা গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
দরশন করি দেবী ভাবেন অন্তরে॥
সেই ত পরাণনাথে দেখিতে পাইনু।
যাঁর লাগি মনাগুনে দহিয়া মরিনু॥ বঃ শিঃ।

বংশীবদন তখন একটী শুভদিন স্থির করিয়া সর্ব্বস্থানের ভক্তমণ্ডলীর নিকট পত্রিকা পাঠাইলেন। নির্দ্ধারিত দিনে সকল ভক্তগণ শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া এই শুভকার্য্যে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। বংশী-বদন এই শুভকার্য্য উপলক্ষে একটি মহা-মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। ভারে ভারে খাদ্যদ্রব্যাদি কোথা হইতে কে আনিয়া দিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী-রূপা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপায় বংশীবদনের ভাণ্ডার অক্ষয় হইল। দীন দুঃখীকে দান, বৈষ্ণব-সেবন প্রভৃতি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্বাবধানে এই মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। প্রচ্ছন্নভাবে দেবগণ আসিয়া অন্তরীক্ষ হইতে শ্রীশ্রীগৌরভগবান্‌কে দর্শন করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় সৌরভে যজ্ঞ-স্থান পরিপূর্ণ হইল।

দিন স্থির কবি তবে মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার।
সর্ব্ব ঠাঁই পত্র দিলা চট্টের কুমার॥
নিরূপিত দিনে সবে কৈলা আগমন।
শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা তবে করেন বদন॥
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কৈল আয়োজন যত।
শ্রীঅনন্তদেব নারে বর্ণিবারে তত॥
প্রচ্ছন্ন-ভাবেতে আসি যত দেবগণ।
প্রতিষ্ঠার কালে গোরা করেন দর্শন॥

প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন।
সকলে করান মহাপ্রসাদ ভোজন॥ বঃ শিঃ।

প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা কার্য্য শেষ হইলে তাঁহার নিত্যপূজা ও ভোগের জন্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার ভ্রাতা শ্রীপাদ যাদব মিশ্রের পুত্রকে নিয়োজিত করিলেন। দেবীর ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযাদবনন্দন প্রভুর সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পিতাপুত্রে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অদ্যাবধি শ্রীপাদ যাদব মিশ্রের বংশাবলী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দারু-মূর্ত্তির নিত্যপূজা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপের গোস্বামিগণ এই যাদব মিশ্রের বংশসম্ভূত। ইঁহারা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্যালকবংশ বলিয়া বৈষ্ণবোচিত সকল কর্ম্মই করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ইঁহাদের কিছুরই অভাব নাই, কোন কষ্টই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর তাঁহার শ্যালকবংশের উপর বড়ই কৃপাবান্। পাঠকের স্মরণ আছে, প্রভু তাঁহার শ্বশুর শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রের অনুরোধে তাঁহার পুত্র যাদবের প্রতিপালনের ভার লইয়াছিলেন, অদ্যাবধি প্রভু সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বংশে বাতি দিবার কেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শ্যালকবংশের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয়। এ কার্য্যেও প্রভুর লীলার রহস্য অনুভূত হয়। প্রভু ঐশ্বর্য্য দানে শ্যালকবংশকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন।

তবে দেবী শ্রীযাদব মিশ্রের নন্দনে।
নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে॥
ভাগ্যবান্ যাদব নন্দন মহাশয়।
প্রভুর সেবার লাগি সকল ছাড়য়॥ বঃ শিঃ।

বংশীবদন প্রতিদিন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণে তুলসী ও গঙ্গাজল অর্পণ করেন, এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবা করেন।

প্রতিদিন পূজা কালে শ্রীবংশীবদন।
প্রভুর চরণে করে তুলসী অর্পণ॥ বঃ শিঃ।

এইরূপে কিছুকাল শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন করিয়া বংশীবদন নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণ-তলে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতা গৌরভক্তপ্রবর শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরকে নবদ্বীপের সকল লোক বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। সকলেই জানিতেন বংশীবদন শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। সকলেই তাঁহার দেহত্যাগ সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনজনিত শোক নবদ্বীপবাসীর মনে পুনরুদ্দীপিত হইল।

গৌরাঙ্গ-বিরহে হৈছে সন্তাপ সবার।
বংশীর বিরহে তৈছে এই যে প্রকার॥ বঃ শিঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রিয়শিষ্যের দেহত্যাগ সংবাদে মনে দারুণ সন্তাপ পাইলেন। তাঁহার প্রিয়সখী কাঞ্চনা সদাসর্ব্বদা দেবীর সেবা-শুশ্রূষা করেন। দামোদর পণ্ডিত এখনও বর্ত্তমান। অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি দেবীর তত্ত্বাবধান সমভাবেই করিয়া আসিতেছেন। ঈশান ও বংশীবদন থাকিতে তাঁহার কোন চিন্তাই ছিল না। এক্ষণে বৃদ্ধ দামোদর পণ্ডিতকে বিশেষ করিয়া দেবীর তত্ত্বাবধান করিতে হয়। কারণ তিনি একাকিনী। সখী কাঞ্চনার সহিত দেবী মধ্যে মধ্যে অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। দেবী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেই কান্দিয়া আকুল হন। অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে পারেন না।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদেশে শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাবধি শ্রীধাম নবদ্বীপে পরম ভক্তিভরে ও

সমাদরে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের বংশাবলী শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার শ্রীপাদ গোস্বামীগণের অচলা-গৌরভক্তি প্রভাবে কলি-হত জীবের মহোপকার সংসাধিত হইতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষের গৌরব রক্ষা করিয়া কলি-ক্লিষ্ট জীব সকলকে অকাতরে প্রেমভক্তি দান করুন, সংসার-রৌরব হইতে তাঁহাদিগকে কেশে ধরিয়া উঠাইয়া উদ্ধার করুন, তাঁহাদিগের শ্রীচরণে জীবাধম গ্রন্থকারের এই নিবেদন। শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের বংশধরগণের এ শক্তি আছে, কলির জীবোদ্ধার কল্পে এই শক্তি নিয়োজিত করিয়া ঠাকুর বংশীবদনের বংশের সম্মান রক্ষা করুন। ঠাকুর বংশীবদন! তুমি কৃপাময়। এ নরাধমের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিবে না কি? কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া সংসার-নরককুণ্ড হইতে উত্তোলন কর। পূতিগন্ধময় নরক-কীটে দংশন করিয়া পাপদেহ জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। ঠাকুর! তোমার কৃপা না হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের কৃপালাভ সুকঠিন। তোমার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত। কৃপা করিয়া শ্রীগৌর-প্রেম ভিক্ষাদানে এ নরাধম সংসার-কীটকে কৃতার্থ কর। শ্রীগৌরাঙ্গ-দাস নামের প্রকৃত পরিচয় দাও এই ভিক্ষা ব্যতীত এ অধমের অন্য কোন প্রার্থনা নাই। ঠাকুর! তুমি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র। তুমি ইচ্ছা করিলে সব করিতে পার। তোমার কৃপা-কটাক্ষে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইতে পারে। কৃপা করিয়া এ জীবাধমের শিরে শত সহস্রবার পদাঘাত করিয়া কৃত-কৃতার্থ কর। এই কৃপা প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাতে যেন কৃপণতা করিও না। মস্তক পাতিয়া দিয়া বসিয়া আছি।"

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

দেবীর কঠোর ভজন-বৃত্তান্ত শ্রবণে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দুঃখ। শ্রীশ্রীজাহ্নবা ও সীতা দেবীর সহিত প্রিয়াজীর মিলন।

যে কষ্ট সহেন মাতা কি কহিমু আর।
অলৌকিক শক্তি বিনা ঐছে শক্তি কার ॥ অদ্বৈত-প্রকাশ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহার আনা-ধন শ্রীগৌরাঙ্গ-বিহনে জীবন্মৃত হইয়া শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। তিনি এক্ষণে অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বাল্য-সহচর, ভৃত্য ঈশান নাগরকে একদিন ডাকিয়া বলিলেন "ঈশান! একবার নবদ্বীপের সমাচার লইয়া আইস। শচীদেবী দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা কিরূপ আছেন, কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, একবার তুমি যাইয়া তত্ত্ব লইয়া আইস।

এক দিন মুঞি কীট প্রভু আজ্ঞা দ্বারে।
নবদ্বীপের তত্ত্ব জানি আইনু শান্তিপুরে ॥ অঃ প্রঃ

ঈশান নাগর প্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন-প্রথা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে সকল কথা বিস্তারিত কহিলেন। নবদ্বীপে যাইয়া দামোদর পণ্ডিতের অনুগ্রহে ঈশান নাগর দেবীর শ্রীচরণ দর্শন-লাভে কৃত-

কৃতার্থ হইয়াছিলেন। গদাধর দাস, শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রসাদ লইতে দেবীর মন্দিরে নিত্য আসিতেন। ঈশান নাগর স্বপ্রণীত শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর ভজন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,তাহা পাঠ করিলে মহা পাষণ্ডেরও পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হয়। যে সকল অতি গুহ্য-ভজন কথা ঈশান নাগর দামোদর পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি শান্তিপুরে যাইয়া শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট সে সকল কথা ব্যক্ত করেন। কৃপাময় পাঠক-পাঠিকাগণ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর ভজনের কথা শ্রবণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন করুন, আর দেবীর কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া নিজ নিজ অন্তর নির্ম্মল করুন। দেবীর দুঃখে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পতিত হইলে আপনাদের চিত্ত-শুদ্ধি হইবে, সর্ব্ব পাপ বিধৌত হইবে। শ্রীমতীর কঠোর ভজনের কথা ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। শ্রীল ঈশান নাগর কহিতেছেন ঃ—

বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচীদেবীর অন্তর্দ্ধানে।
ভক্ত-দ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শনে।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে॥
প্রত্যূষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা।
হরিনাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎ-পাত্রে রাখয়।
হেন মতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥
জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া॥
অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিয়া॥

বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক-প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥ অঃ প্রঃ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এই অতি কঠোর ভজন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঈশান নাগর মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন; তাঁহার হৃদয়ে যেন এই সকল কঠোর ভজনের বাক্যগুলিতে বজ্রসম আঘাত লাগিল। তিনি কান্দিয়া আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে একটীবার মাত্র শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া মাতার শ্রীচরণ-কমল দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন এবং কৃত-কৃতার্থ হইবেন। দয়াময়ী মাতার কর্ণে ভক্তের কাতর ক্রন্দন প্রবেশ করিল। তাঁহার আদেশে গদাধর দাস, শ্রীরাম পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত দেবীর অন্তঃপুরে যাইতে অনুমতি পাইলেন।

বজ্রাঘাত-সম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভাবিনু মাতারে কৈছে পাইমু দর্শন॥
হেনকালে আইলা তথা দাস গদাধর।
শ্রীরাম পণ্ডিত আদি ভকত প্রবর॥
প্রসাদ লইতে সভে দামোদর সনে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিলা সজলনয়নে॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার আজ্ঞা অনুসারে।
মো অধমে লঞা পণ্ডিত গেলা অন্তঃপুরে॥ অঃ প্রঃ

ঈশান নাগর সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সর্ব্ব-অঙ্গ মলিন জীর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত। বস্ত্রাচ্ছাদিতা বিষাদময়ী দেবীপ্রতিমার কেবল

শ্রীচরণ-কমলদ্বয় দেখা যাইতেছে। ঈশান নাগরের কোটি জন্মের ভাগ্য-ফলে দেবীর শ্রীচরণ-দর্শন লাভ হইল। তিনি কৃত-কৃতার্থ হইলেন।

যাঞা দেখি কাণ্ডা পটে মায়ের অঙ্গ ঢাকা।
কোটী ভাগ্যে শ্রীচরণ মাত্র পাইনু দেখা॥ অঃ প্রঃ

ঈশান নাগর মহাভাগ্যবান্ পুরুষ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণ দর্শন পাইলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত মহা-প্রসাদ লাভে জীবন সার্থক করিলেন। ঈশান নাগরের মনের বিষাদ ঘুচিল তিনি কৃতার্থ হইলেন।

ভক্ত কৃপা বলে কিঞ্চিৎ পাইনু প্রসাদ।
কৃতার্থ হইনু মনের ঘুচিল বিষাদ॥ অঃ প্রঃ

প্রেমবিলাস শ্রীগ্রন্থে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীব কঠোব ভজন-বৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত আছে।

ঈশ্বরীব নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥
নবীন মৃৎ-ভাজন আনে দুই পাশে ধরি।
এক শূন্যপাত্র আর পাত্র তণ্ডুল ভরি॥
এক বার জপে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর॥
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লযেন হবিনাম।
তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান॥
সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥
রাত্রি দিন হরিনাম প্রভুর সংখ্যা যত।
সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অতিহত॥

প্রভুর প্রেয়সী যেঁহো তাঁহার কি কথা
দিবা নিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা ॥
তাঁহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্ত্তি।
নাম লযেন তাহে রোপণ করেন প্রভুর শক্তি ॥

দেবীর আহারের অল্পতার পরিমাণ কৃপাময় পাঠক বুঝিয়া লউন। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিয়া মৃৎ-ভাণ্ডে একটী করিয়া তণ্ডুল রাখিতেন। তৃতীয় প্রহরের সময সেই তণ্ডুলের সংখ্যা কত হইত, তাহা পাঠকবৃন্দের অনুমেয। সেই জপ-সঞ্চিত তণ্ডুল পাক করিয়া প্রসাদ বণ্টন করিয়া অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যাহা থাকিত, তাহাই প্রসাদ পাইতেন। দেবীর আহাব ছিল না বলিলেই হয়।

ঈশান নাগর নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুবে ফিবিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকটে দেবীব কঠোব ভজন-বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা কবিযা কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন।

যে কষ্ট সহেন মাতা কি কহিমু আব।
অলৌকিক শক্তি বিনা ঐছে সাধ্য কাব ॥ অঃ প্রঃ

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাব কঠোব ভজনেব কথা শ্রবণ করিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। "সকলি কৃষ্ণেব ইচ্ছা" এই বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কান্দিয়া ফেলিলেন এবং অনেক কষ্টে মনেব খেদ সম্বরণ করিলেন।

তাহা শুনি মোর প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
কৃষ্ণ ইচ্ছা মানি করে খেদ সম্বরণ ॥ অঃ প্রঃ

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অতিশয় কঠোর ভজন-বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ সকলেই শুনিলেন। শচী মাতা নাই, আর কে দেবীকে এ কার্য্য হইতে বিরত করিবে? দেবীর আহার নাই বলিলেই হয়, শরীর জীর্ণ

ও শীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ দিব্য জ্যোতিপূর্ণ। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এক্ষণে মনের সাধে মহাযোগিনী সাজিয়াছেন। সে যোগিনী মূর্ত্তি শ্রীশ্রীগৌরভক্তবৃন্দের চক্ষে ভাল লাগিতেছে না। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-মূর্ত্তি তাঁহাদের চক্ষে যেমন ভাল লাগে না, দেবীর যোগিনী মূর্ত্তিও তদ্রূপ তাঁহাদের চক্ষে ভাল লাগিতেছে না। দেবীর যোগিনীমূর্ত্তি মনে পড়িতেছে, আর তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। কি করিবেন, উপায় নাই। দেবীকে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার বা সাধ্য নাই। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা ইচ্ছাময়ী। তিনি ভক্তের ক্লেশ বুঝিতে পারিয়াই ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকটে কাহাকেও আসিতে নিষেধ করিয়াছেন।

"ভক্তদ্বারে দ্বার রুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে।"

দামোদর ও গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ভিন্ন দেবীর ভজন-মন্দিরের নিকটে যাইবার কাহারও অনুমতি নাই। ঈশান নাগর অতি সাধ্য-সাধনায় দেবীর শ্রীমন্দিরে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ জীব-শিক্ষার জন্য স্বয়ং আচরিয়া কঠোর ভজনের চরম আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর কঠোর ভজনের সকল কথাই দেবীর শ্রুতিগোচর হইয়াছে। তিনিও তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিতে বহু দিন হইতে প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা শাশুড়ীর মনে নিদারুণ ক্লেশ হইবে জানিয়া, দেবী এ কার্য্যে বিরতা ছিলেন। শ্রীমতী তাঁহার প্রাণবল্লভের নিকট এক দিন প্রার্থনা করিয়াছিলেন

আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে।
তা হ'তে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে॥

এক্ষণে সময় পাইয়া দেবী নিজ মনের অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘরণী তাঁহার প্রাণবল্লভের পথানুসরণ করিতেছেন, ইহাতে কাহার কি বলিবার আছে? কিন্তু দেবীর এই কার্য্যে ভক্তগণের হৃদয়

ফাটিয়া যাইতেছে। ত্রৈলোক্যের অধীশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ঘরণীকে দীনা, ভিখারিণী যোগিনীর সাজে সজ্জিতা দেখিয়া আজ তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই হৃদয়-বিদারক-দৃশ্যে তাঁহাদের মর্ম্মের অন্তঃস্থলে আঘাত লাগিতেছে। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মত "সকলি কৃষ্ণের ইচ্ছা" এই মনে করিয়া তাঁহারা হৃদয়ের আবেগ ও মনের খেদ সম্বরণ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ঘরণী শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবীর কর্ণে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর ভজনের কথা পৌঁছিয়াছে। রমণীর কোমল হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার স্বামীর মুখে এবং পরম্পরায় তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সকল কথাই শ্রবণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বংশীবদন প্রভুর গৃহের নিকট নবদ্বীপে বাস করিতেন। প্রভুর গৃহ ও বংশীবদনের কুটীর অতি নিকটবর্ত্তী ছিল। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যের গৃহে নবদ্বীপে আসিলেন। আসিবার প্রথম উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দর্শন, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য চৈতন্যের পুত্র রামচন্দ্র (রামাই পণ্ডিত) কে দীক্ষা দান। এই রামাই পণ্ডিত শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের প্রকাশ-মূর্ত্তি। বংশীবদন ঠাকুরের তিরোভাবের সময় তাঁহার পুণ্যবতী জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ চৈতন্যের পত্নী যখন বংশীবদনের শ্রীচরণ ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন তিনি সস্নেহে কহিলেন

সেই কালে গোসাঞির পুত্র বধূগণ।
প্রভুর চরণে পড়ি করেন রোদন ॥
জ্যেষ্ঠ-পুত্র চৈতন্যের পত্নী সাধ্বী-সতী।
কান্দিতে লাগিলা বহু করিয়া মিনতি ॥

গোসাঞি কহেন মাগো কেন কান্দ তুমি।
তোমার গর্ভেতে জন্ম লভিব সে আমি॥
তুয়া প্রেমে বশ হঞা কৈনু অঙ্গীকার।
মোর এই কথা কাঁহা না কর প্রচার॥ বঃ শিঃ

বংশীবদন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীব প্রিয়-শিষ্য ছিলেন। তাঁহার উপর দেবীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। বংশীবদন নিজ পুত্রবধূর গর্ভে পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রচার করিবেন, দেবীর তাহা অবিদিত ছিল না। বংশীবদনের দুই পুত্র। চৈতন্য ও নিতাই। চৈতন্য-পত্নী-গর্ভে রামচন্দ্ররূপী বংশীবদনেব পুনর্জন্ম হইল। ইহাতে সকলেরই বিশেষ আনন্দ হইল। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী, বসুধা দেবী, অচ্যুত-জননী শ্রীশ্রীসীতা দেবী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সকলেই চৈতন্য-নন্দন রামচন্দ্ররূপী বংশীবদনকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

বীরচন্দ্রে কোলে লঞা, বসুধা আইল ধাঞা,
বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুত-জননী।
বস্ত্র গুপ্ত-যানে চড়ি, দাসীগণ সঙ্গে করি,
আইলেন সব ঠাকুরাণী।
দেখিয়া বালক ঠাম সবে করে অনুমান
সেই বংশীবদন প্রকাশ।
করিতে বিবিধ লীলা পুনঃ প্রভু প্রকটিলা
এ রাজবল্লভ করে আশ। বঃ শিঃ।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিজ ভজন-মন্দির হইতে কোথাও যাইতেন না। দেবীর প্রিয়ভক্ত ও শিষ্য বংশীবদনের পুনরাবির্ভাব শ্রবণে তাঁহাকে একবার দেখিতে দেবীর মনে বড় সাধ হইল। বিশেষতঃ চৈতন্য তাঁহার শিষ্য-পুত্র। বংশীবদনের কুটীর দেবীর ভজন-মন্দিরের অতি সন্নিকট।

দূরদেশ হইতে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-ঘরণী ও শ্রীনিত্যানন্দ-ঘরণীদ্বয় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেব বিশেষ আগ্রহে ও চৈতন্যের বিশেষ অনুরোধে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চৈতন্যেব ভবনে পদার্পণ করিয়া তাঁহার কুটীর পবিত্র করিয়াছিলেন।

সেই কালে বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের ঘরে।
আগমন করিলেন আনন্দ-অন্তরে।
বসিতে আসন দিয়া কহেন চৈতন্য।
তুযা আগমনে মোর গৃহ হৈল ধন্য॥ বঃ শিঃ।

শ্রীশ্রীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীতে ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবীতে এই সর্ব্বপ্রথম শুভ-সম্মিলন। ইতি পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও দেখেন নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শুনিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণবল্লভের আদেশে অবধূত নিত্যানন্দ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। এত দিনের পর দুই ভগ্নীতে চাক্ষুষ-পরিচয় হইল। উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর হস্তধারণ করিয়া একটী নির্জ্জন-স্থানে লইয়া গিয়া বসিলেন। উভয়ে উভয়েব নিকট মনের দুঃখ-জ্বালা বলিয়া স্বামি-বিরহ-যন্ত্রণার উপশম করিলেন। উভয়ের নয়নদ্বয় হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে। উভয়েই উন্মাদিনীর ন্যায় শোক-বিহ্বল-নেত্রে উভয়ের প্রতি চাহিয়া আছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় হইলেও তিনি তাঁহাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দুই ভগ্নীতে চৈতন্য-গৃহে যে সকল কথোপকথন হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর ভজনের কথা শ্রবণ করিয়াই স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য

দেবীকে কিছু বুঝাইবেন। কারণ দেবীকে এ সম্বন্ধে অন্য কেহ কিছু বলিতে সাহস করেন না। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর হস্ত দুইখানি ধারণ করিয়া সস্নেহে সজলনেত্রে বলিলেন :—"ভগিনি! অতিরিক্ত কঠোবতা করিয়া শরীরপাত করিও না। শরীর নাশ হইলে ভজন-সাধন কি করিয়া হইবে? তোমার প্রাণবল্লভের আদেশে আমার অবধূত স্বামী সংসাবী হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়া গিযাছেন, কঠোর ভজন শ্রীগৌরাঙ্গেব অভিপ্রেত নহে।" শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী একথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। ক্ষণকাল পরেই দেবীর ম্লান হাসিটুকু বিষাদমাখা বদনপ্রান্তে লুকাইয়া গেল। দেবী নতমুখী হইয়া অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত উত্তব করিলেন, "দিদি! তোমার স্বামীর উপদেশ তুমি সর্ব্বথা পালন কবিবে। আমাব প্রাণবল্লভের কঠোর ভজনের কথা তোমার কিছুই অবিদিত নাই। সে কঠোরতার তুলনায় আমার সামান্য কঠোরতা কিছুই নহে। লোকশিক্ষার জন্য প্রভু আমার স্বয়ং আচরিয়া কলি-হত জীবকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আমি প্রভুর পদানুসরণ করিতেছি মাত্র। আমিও নিজে আচরিয়া কলির জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন-শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছি।" এই কথা বলিতে গিয়া দেবী কান্দিয়া ফেলিলেন।

শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী এ কথার উত্তর আর কি দিবেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দৃঢ়ব্রতা দেখিয়া এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তবুও তিনি বলিলেন "ভগিনি! শরীর রক্ষা করিও। তোমার শারীরিক অবস্থা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আর কিছু দিন পরে তোমার দেহ-রক্ষা দায় হইবে। তোমাকে আমি আর কিছু বলিতে চাহি না। শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভজন-সাধন করিবে।" দেবী কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিলেন, "দিদি! কাহার জন্য এই পাপ-

দেহ ধারণ করিয়া মনাগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব। আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়াই এই পাপ-দেহ রাখিয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতে দেবীর বিশাল নয়নদ্বয় বারিধারায় পূর্ণ হইয়া গেল। নয়ন-নীরে তাঁহাব বক্ষ ভাসিয়া গেল। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী প্রিয় ভগিনীকে কোলে করিয়া বসিলেন। সাগর-জলে গঙ্গাজল মিশিল। উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ের বস্ত্রাঞ্চল ভিজিল, নয়নজলে নয়নজল মিশিযা সাগরসঙ্গম হইল। চৈতন্যের কুটীর মহাতীর্থে পরিণত হইল।

অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-কালীন দৃশ্যটি বড়ই শোকোদ্দীপক এবং মর্ম্মান্তিক ক্লেশদায়ক। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী শেষ বিদায় কালে দেবীধ দুইখানি হস্ত নিজ হস্তে ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, "ভগিনি! পুনরায় কবে সাক্ষাৎ হইবে।" রোরুদ্যমানা, বিষাদময়ী কনকপ্রতিমা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া অস্ফুট ভাষায় গদগদ স্বরে করিলেন, "দিদি! আশীর্ব্বাদ কর যেন শীঘ্র এ পাপদেহের পতন হয়। প্রাণবল্লভের নিকট যেন শীঘ্র যাইতে পারি।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-ঘরণী শ্রীশ্রীসীতা দেবীকে প্রণাম করিতে যাইলেন। সীতাদেবী অতি ব্যগ্র হইয়া দেবীকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া মুখ-চুম্বন করিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিলেন না। সীতা দেবীর আদর-সোহাগ পাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শাশুড়ীকে মনে পড়িল। দেবী বিনত-আননে সীতা দেবীর কোলে বসিয়া অঝোর-নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। সীতাদেবী নিজ অঞ্চল দ্বারা দেবীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "মা! তোমাকে দেখিলে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের শোক ভুলিয়া যাই। তোমাকে বুকে করিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল।

মা ! তুমি কান্দিও না। তুমি জগজ্জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন শিক্ষা দিয়া তোমার হৃদয়নাথের আদেশ পালন কর। তোমাব আদর্শ-চরিত্র শ্রবণ ও পঠন করিয়া কলি-ক্লিষ্ট-জীব সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইবে। তোমার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত নাবীজীবনের আদর্শ-ধর্ম্ম। তুমি সাধ্বী, তোমার নয়নজলে মহাপাপীরও সর্ব্বপাপ বিধৌত হইবে। তোমাব নামের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ নাম চিবমিলিত হইয়া সমগ্র দেশে পূজ্য হইবে। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ গৌড-দেশের প্রতি গৃহে গৃহে পূজিত হইবে। সর্ব্বমঙ্গলময়ী তুমি মা মহালক্ষ্মী ! কলিব অধম জীবেব প্রতি কৃপাদৃষ্টি কব। চিরকরুণাময়ী তুমি মা ! অধম পাতকীর প্রতি করুণা কব। ইহাই তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, ইহাই তোমাব প্রাণবল্লভেব আদেশ।" শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিষাদভবা বদনচন্দ্র খানি সীতা দেবীর বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া স্থিরচিত্তে সকল কথাগুলি শ্রবণ কবিলেন। শুনিয়া কোন উত্তর দিলেন না। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডল দিব্যজ্যোতিঃপূর্ণ। তিনি যখন এই কথাগুলি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল, তিনি দেবী-প্রকৃতির পূর্ণপবিচয় দিতেছিলেন। শ্রীশ্রীসীতা-দেবীর সস্নেহ উৎসাহবাক্যে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সন্তপ্ত-হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। তিনি নয়নের জল মুছিয়া স্থিব হইয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীসীতাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা ! তুমি আমাব প্রাণবল্লভকে জননীর মত পালন করিয়াছ। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। মা ! তুমি আছ। তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। মা ! তোমার উৎসাহপূর্ণ উপদেশ-বাণীশ্রবণে আমার শুষ্কপ্রাণে বল আসিল, নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। কলির জীবের মঙ্গল-কামনায় আমার এই কঠোর-ব্রত গ্রহণ।

আমার প্রাণবল্লভ কলির জীবের দুঃখে কাতর হইয়া ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন, আমি গৃহে বসিয়া অতি সামান্য উপায়ে তাঁহার ভজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতেও ভক্তগণ বিরোধী। আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। মা! তোমার আশ্বাসবাণী পাইয়া আমি দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনব্রত উদ্‌যাপন করিব। মা! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন সফলমনোরথ হই।" সীতাদেবী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "মা! তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার অধিকার আমার নাই। তোমার কৃপাবলে জগজ্জীব উদ্ধার হইবে। তুমি কৃপাময়ী। সর্ব্ব-জীবের প্রতি কৃপাকটাক্ষ কর। তোমার কৃপা না হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ জীবের পক্ষে সুদুর্লভ।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আর উত্তর করিলেন না। সজলনয়নে শ্রীশ্রীসীতা দেবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ ভজনমন্দিরে আসিয়া দ্বিগুণতর কঠোরতার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গভজনে ব্রতী হইলেন। দেবীর সমগ্র শক্তি জীবোদ্ধারকল্পে নিয়োজিত হইল। কলিহত জীবের আর কোনই ভাবনা রহিল না। তাহারা প্রেমানন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনের আবেগে অধম গ্রন্থকার একদিন তাই লিখিয়াছিলেন—

বিশ্ব-বিধাতা জগতের মাতা
মিলিয়াছে এক সঙ্গে।
ভাবনা কি আর পাপী দুরাচার
হাস খেল সব রঙ্গে॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-ঘরণী শ্রীশ্রীসীতা দেবীর ভবিষ্যদ্বাক্যের ফল ফলিয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইতেছেন। ইহাতে কলিহত জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হইতেছে। কলির একমাত্র উপাস্য দেবদেবী শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়!

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

দেবীর শেষ জীবনের কঠোর সাধন

প্রভুব প্রেয়সী যিঁহো তাঁহার কি কথা।
দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা॥ প্রেমবিলাস।

শ্রীশ্রীজাহ্নবা ও সীতাদেবীর সহিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মিলন হওয়াব পর হইতে তাঁহার ভজনের কঠোরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। দেবী-দ্বয়ের অনুরোধ তাঁহার সাধনার অনুকূল হইল। তাঁহার প্রাণবল্লভের কঠোর সাধনার কথা দেবী দুই একবার দামোদর পণ্ডিতের মুখে কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবীর নিকট সেই কথা তুলিতে গিয়া দেবীর দুঃখসমুদ্র একেবারে উথলিয়া উঠিল। প্রাণবল্লভের কঠোর সাধনার কথা মনে করিয়া তিনি নিজ জীবনকে শত ধিক্কার দিলেন। তাঁহার প্রাণবল্লভ গৃহত্যাগী, বৃক্ষতল তাঁহার আবাসস্থল, ভিক্ষালব্ধ সামান্য আহারে তিনি প্রাণধারণ করিতেন। আর তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া, তাঁহাব দাসী হইয়া, দেবী গৃহবাসিনী, দাসদাসী ও পরিজনে পরিবেষ্টিতা ইহা তাঁহার মনে আর ভাল লাগিতেছে না। তিনি স্ত্রীলোক, গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাইতে পারেন না, কিন্তু নির্জ্জনে কঠোর ভজন করিতে বাধা কি? কাঞ্চনা আর দুই একটী মর্ম্মসখী লইয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া নির্জ্জনে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন করিতে লাগিলেন।

গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেবী ভজনে বসিতেন। দেবীর ভজন-মন্দিরে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না। অন্দর-মহলে ভক্তবৃন্দের যাইবার অধিকার ছিল। দেবীর আদেশে এক্ষণে তাহাও বন্ধ হইল। বহির্বাটীরও দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। প্রভুর গৃহ-প্রাঙ্গণ উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। বহির্দ্বারও একেবারে বন্ধ হইল। প্রাচীরের দুই ভিতে সিঁড়ি লাগাইয়া দাসীগণ এবং দামোদর পণ্ডিত দেবীর পূজার জন্য গঙ্গাজল ও পূজার উপকরণাদি আনয়ন করিতেন। দামোদর পণ্ডিতও অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু দেবীর সেবার জন্য তিনি নিত্য গঙ্গা হইতে জল আনয়ন করিয়া সিঁড়ি দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রভুর অন্দর-মহলে দিয়া আসেন। দেবীর স্নানের ও সেবার যত জল লাগে তিনি সকলই আনয়ন করেন। এই কার্য্যটি তিনি আর কাহাকেও করিতে দেন না। দেবীর দাসীগণ বাহিরের কাজের জন্য জল আনেন। দামোদর! তুমি ধন্য!

প্রভু অপ্রকটে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
বিরহসমুদ্রে ভাসে দিবস রজনী ॥
বাড়ীর বাহির দ্বার মুদ্রিত করিয়া।
ভিতরে রহিলা দাসী জনা কথো লৈয়া ॥
দুই দিগে দুই মই ভিতে লাগা আছে।
তাহে চড়ি দাসী আইসে যায় আগে পাছে ॥
ভিতরে পুরুষ মাত্র যাইতে না পায়।
দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায় ॥
পণ্ডিতের অদ্ভুত শক্তি অদ্ভুত প্রকৃতি।
মহাপ্রভুর গুণে নিরপেক্ষ যার খ্যাতি ॥

কদাচ কেহ করে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
সেই ক্ষণে দণ্ড করে মর্য্যাদা স্থাপন॥
নিরবধি প্রেমাবেশ যাহার শরীরে।
হেন জন নাহি যে সঙ্কোচ নাহি করে॥
গঙ্গাজল ভরি দুই ঘট হস্তে লৈয়া।
সেই পথে লঞা যায় নিলক্ষে চলিয়া॥
প্রত্যহ সেবার লাগি লাগে যত জল।
প্রায় দামোদর তত আনয়ে একল॥
বহিরাচরণ লাগি দাসীগণ আনে।
কলস লইয়া যবে যায় গঙ্গাস্নানে॥ অঃ বঃ

দেবীর কঠোর ভজনের কথা পূর্ব্বে কিছু নিবেদন করিয়াছি। শ্রীল ঈশান নাগর স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কলির জীবের কঠিন হৃদয় দ্রব হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীগ্রন্থ অনুরাগ-বল্লীতে শ্রীল মনোহর দাস * সে সকল কথা পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কৃপাময় পাঠক-পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃস্নান করি।
শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসীমঞ্জরী॥
পিড়াতে বসিয়া করে হরেকৃষ্ণ নাম।
আতপ-তণ্ডুল কিছু রাখে নিজ স্থান॥

* মনোহর দাস শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য। ১৬১৮ শকে চৈত্র শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীল মনোহর দাস অনুরাগবল্লী শ্রীগ্রন্থ রচনা করেন। কাটোয়ার নিকট বেগুণ-কোলাগ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

ষোল নাম পূর্ণ হইলে একটি তণ্ডুল।
রাখেন সরাতে অতি হইয়া ব্যাকুল॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল সব সরাতে দেখয়॥
তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন যত নির্ব্বেদ করিয়া॥
সেবক লাগিয়া কিছু রাখে পাত্র শেষ।
ভক্ত সব আইসে তবে পাইয়া আদেশ।
বাড়ীর বাহিরে চারিদিকে ছানি করি।
ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণ মাত্র ধরি॥
কোন ভক্ত গ্রামে কেহ আছে আস্‌পাশ।
একত্র হঞা অভ্যন্তর যান সব দাস।
তাবৎ না করে কেহ জলপান মাত্র।
অনন্য-শরণ যাতে অতি কৃপাপাত্র॥

প্রভুর ভক্তবৃন্দ, যাঁহারা দেবীর সহিত শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রসাদান্ন পাইবার আশায় গৃহের বাহিরে চতুর্দ্দিকে এখানে ওখানে প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া থাকিতেন। দেবীর আদেশে তাঁহার দাসী একটী ব্রাহ্মণকন্যা (বোধ হয় শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবী) সকল ভক্তবৃন্দকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া দেবী প্রসাদান্ন বণ্টন করিতেন।

তবে সেই প্রসাদান্ন বাহির করয়ে।
সেবিকা ব্রাহ্মণী দেই এক এক করি।
যে কেহ আইসে তার হয়ে বরাবরি।

প্রসাদ পাইয়া পুন যথাস্থানে যাইয়া ।
রহে যথা কথঞ্চিত আহার করিয়া ॥ অঃ বঃ

দেবীর প্রসাদান্ন প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ তাহা মস্তকে ধারণ করিতেন এবং দেবীর শ্রীচরণ-পঙ্কজ দর্শন আশায় সকলে একত্র হইয়া অন্তঃপুরের আঙ্গিনার মধ্যস্থলে দাঁড়াইতেন। গৃহের উচ্চ পিঁড়াতে দেবী বস্ত্রাবৃতা হইয়া বসিতেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত ঘেরার মধ্য হইতে তিনি কখন কখন কোন বিশেষ ভক্তের সহিত কথা কহিতেন। প্রত্যহ প্রসাদান্ন বণ্টনের পর দেবী এইস্থানে আসিয়া বসিতেন। দাসীগণ সেই ঘেরার এক পার্শ্বের বস্ত্র উত্তোলন করিলে ভক্তগণ দেবীব শ্রীচবণ-কমলদ্বয় দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

পিঁডাতে কাঁডার টানা বস্ত্রের আছয়ে।
তাহার ভিতবে ঠাকুরাণী ঠাড় হ'য়ে ॥
আঙ্গিনাতে সব ভক্ত একত্র হইলে।
দাসী যাই কাঁড়ার রঞ্চেক ধরি তোলে।
চরণ-কমল মাত্র দর্শন পাইতে।
কেহ কেহ ঢলিয়া পডয়ে কোন ভিতে ॥ অঃ বঃ

তাঁহাদিগের শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের ফলে এই সুকৃতি লাভ হইয়াছে। নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে প্রভু বড় ভালবাসিতেন। তাই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবৎসল শ্রীগৌর-ভগবান্ নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দকে দেবীর শ্রীচরণ-দর্শন-সুখ দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন, এই সুখটুকু না দিলে তাঁহারা তাঁহার বিহনে কেহ প্রাণে বাঁচিবেন না। নদীয়াবাসীর সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব ? তাঁহাদের ভাগ্য দেবগণের বাঞ্ছনীয়। শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ কৃপাপাত্র না হইলে এ সৌভাগ্য কাহারও অদৃষ্টে

ঘটে না। দেবীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ভক্তগণ আনন্দে গদগদ হইয়া প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেন। এটি নদীয়াবাসী ভক্তগণের নিত্য-কর্ম্ম ছিল।

অনুরাগবল্লী গ্রন্থকার শ্রীল মনোহর দাস শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণ-পদ্মের নিম্নলিখিত রূপ-শোভা বর্ণনা করিয়াছেন। কৃপাময় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ একবার মনোসাধে দেবীর শ্রীপাদপদ্মদ্বয় হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হউন।

দেখিতে চরণ-চিত্র করায়ে প্রতীত।
উপমা দিবারে লাগে দুঃখ আর ভীত॥
তথাপি কহিয়ে কিছু শাখা চন্দ্র ন্যায়।
না কহি রহিতে চাহি রহা নাহি যায়॥
উপরে চমকে শুদ্ধ সোণার বরণ।
দশ নখ দশচন্দ্র প্রকাশে কিরণ॥
চরণের তল অরুণের পরকাশ।
মধুরিমা সীমা কিবা সুধার নির্য্যাস॥

মাগো! জগজ্জননি! তুমি জগদীশ্বরি! তোমার দাসের দাস হইতে আশা করা ধৃষ্টতা মাত্র। পূজ্যপাদ প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন—

চৈতন্য-বল্লভা তুমি জগত ঈশ্বরী।
তোমার দাসের দাস হৈতে বাঞ্ছা করি॥ বঃ শিঃ

মহাজনগণ যে আশা করিয়া গিয়াছেন, সে আশা তোমার অকৃতী অধম সন্তান কি করিয়া করিবে? এত বড় উচ্চ আশা সে করিতে পারে না। তবে মা কৃপাময়ি! তোমার দাসের দাস পদটী বড় উচ্চ। এই উচ্চ ও মহাজনগণ আকাঙ্ক্ষিত পদটী প্রাপ্তির অহঙ্কার ছাড়িতে পারি কৈ?

তোমার দাসের দাস হৈতে মুঞি চাই।
সেই সে আমার মাগো জানিহ বড়াই ॥

দয়াময়ি মাগো! তোমার শ্রীচরণ দর্শনলাভ যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহাদের সকলের পদধুলি মস্তকে ধারণ করিয়া কাতরকণ্ঠে তোমায় ডাকিতেছি।

ওমা! বিষ্ণুপ্রিয়ে! করুণা করিয়ে,
অধমের প্রতি চাহ গো।
তোমাব চরণে, জীবনে মরণে,
মতি যেন মোব থাকে গো ॥
তুমি মা আমার জীবনের সাব
সাধন-প্রতিমা জননী।
ধবিয়া তোমায় পাই গোরা রায়
তুমি মা ভবের তরণী ॥

মাগো! কৃপাকণা বিতরণে, কৃপণতা করিও না। অধম সন্তানকে চরণে ঠেলিও না। তুমি মা! পতিতপাবনি! এ অধমের মত পতিত আর একটী খুঁজিয়া পাইবে না। অধম অকৃতী সন্তানকে উদ্ধার করিয়া পতিতোদ্ধারিণী নামের সার্থকতা কর।

দেবীর এই কঠোর ভজন-কাহিনী নদীয়ার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ভক্তবৃন্দ ইহা শ্রবণ করিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। কোমলহৃদয় কুল-ললনাগণ এ সকল কঠোর ভজনের কথা শুনিয়া দেবীর পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। পুরুষগণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হা গৌরাঙ্গ! বলিয়া সর্ব্বদা হায় হায় করিতে লাগিলেন। দামোদর পণ্ডিত অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহ-

ব্যাধিতে বৃদ্ধের দেহ জর্জ্জরিত। তাহার উপর দেবীর কঠোরতা দেখিয়া তিনি বিষম ব্যথিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ দেবীকে কিছু বলিতে পারেন না। মনে দারুণ দুঃখের শেল বিঁধিল। এই দুঃখেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন কবিলেন। দেবীর কর্ণে এ কথা গেল। তিনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন কঠোর হইতে কঠোরতর করিলেন।

এই প্রকার কঠোর ভজনে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দিনাতিপাত কবিতেছেন। কাঞ্চনা, অমিতাদি সখীগণ সর্ব্বদা দেবীব নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা-পবিচর্য্যা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। কাঞ্চনা দেবীর প্রধানা সখী। দেবী তাঁহাকে আদর করিয়া 'সখী কাঞ্চনমালা' বলিযা ডাকেন। দীনা ব্রাহ্মণ-কন্যা দীনভাবে দেবীব সেবা করেন। 'সখী' বলিয়া ডাকিলে এখন তিনি ক্ষুণ্ণা হন। দেবীর দাসীপদবাচ্য হইতে কাঞ্চনাব বড় বাসনা। দেবীব নিকট একদিন কাঞ্চনমালা মনেব কথাটী খুলিয়া বলিলেন। দেবী ইহা শুনিয়া মনে বড় কষ্ট পাইলেন। তিনি সখীকে বলিলেন, "সখি কাঞ্চনমালা! তুমি আমাব প্রধানা সখী। দাসীত্ব-পদ তোমাকে আমি দিতে পারি না। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের তুমি আমার প্রধান সহায়। তুমি দিবানিশি আমাকে আমার প্রাণবল্লভের গুণগাথা, লীলাকথা শুনাইতেছ। কলির জীবের শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের তুমি প্রধান সহায় হইবে। তোমার অনুগা হইয়া যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন করিবেন, তাহার সাধনা শীঘ্র সিদ্ধ হইবে।"

দেবীর কথাগুলি শুনিয়া কাঞ্চনা লজ্জিতা হইলেন। আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। কাঞ্চনা বিনাইয়া বিনাইয়া গৌর-লীলা-কাহিনী দেবীর নিকট বিবৃত করেন, আর দেবী প্রাণ ভরিয়া প্রাণবল্লভের লীলামাধুরী শ্রবণ করিয়া, হৃদয়, মন ও কর্ণ পরিতৃপ্ত করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলারসামৃত পান করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করেন।

শ্রীধামে প্রভুর দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দেবীর ভ্রাতা শ্রীপাদ যাদবাচার্য্যের উপর প্রভুর সেবার ভার। মধ্যে মধ্যে দেবী অতি প্রত্যুষে শ্রীমন্দিরে যাইয়া নয়ন ভরিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অঝোর-নয়নে কান্দেন। শ্রীমন্দিরে অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না। প্রাণবল্লভের দর্শন করিলেই তাঁহার মূর্চ্ছা হয়। সে মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে ভক্তবৃন্দের হৃদয় ফাটিয়া যায়। সে দৃশ্য কেহ দেখিতে পারেন না বলিয়া দেবী কদাচিৎ শ্রীমন্দিরে গমন করেন। শ্রীপাদ যাদবাচার্য্য ভগিনীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করেন। দামোদর পণ্ডিত নিত্যধামে গমন করার পর হইতে দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার শ্রীপাদ যাদবাচার্য্য লইয়াছেন। তিনি প্রভুর সেবা ফেলিয়াও দু'বেলা আসিয়া ভগিনীর তত্ত্বাবধারণ করিয়া যান।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এক্ষণে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী, পূর্ণযোগিনী। প্রেমভক্তি-যোগ শিক্ষার তিনি পূর্ণ আদর্শস্থানীয়া। প্রভুর পদানুসরণ করিয়া দেবী কঠোর হইতে কঠোতম নিয়মানুসারে প্রেমভক্তি যোগের সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন-ভিখারী হইয়া ভক্তবৃন্দ নানাস্থান হইতে শ্রীধামে আগমন করিতেছেন। দেবী-প্রতিমা সাক্ষাৎ জগদম্বার শ্রীচরণ-দর্শনলাভ সুদুর্ঘট। তিনি রুদ্ধদ্বারে সাধন-যজ্ঞের দৃঢ়াসনে উপবিষ্টা। মহাসংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-চিন্তা ভিন্ন অন্য বাসনা তিনি রাখেন না। ভক্তবৃন্দের আকুল ক্রন্দন তাঁহার কর্ণে পৌঁছিতে পায় না। কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস পান না। দেবীপ্রতিমার পরম জ্যোতির্ম্ময়ী দিব্য-প্রতিভায় ভজনমন্দির আলোকিত। পদ্মগন্ধে দেবীর ভজন-কুটীর সর্ব্বদাই আমোদিত। সে-স্থানের প্রভাব ও দেবী ভজন-নিষ্ঠার প্রভাব একত্রীভূত হইয়া প্রভুর গৃহ-প্রাঙ্গণকে দেবালয় হইতেও পবিত্র করিয়াছে। সে গভীর নিস্তব্ধতার, সে কমনীয় পবিত্রতা বিমল-জ্যোতিতে নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের হৃদয়, মন ও প্রাণ পরিপূর্ণ

হইয়াছে। প্রভুর গম্ভীরার ভজন-কুটীর, আর নদীয়ার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভজনমন্দিরে কোন পার্থক্য নাই। কলি-হত জীবের মঙ্গলকামনায় কলি-ক্লিষ্ট জীবের ভবরোগমোচনার্থ কৃপাময় প্রভু আমার যেরূপ কঠোরতার সহিত স্বয়ং আচরিয়া কলির জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী পতিগতপ্রাণা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া নববালা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তদীয় সাধনধন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আদেশ অনুসারেই সন্ন্যাসিনী সাজিয়া যোগিনীর বেশে গৃহে বসিয়া, তদনুরূপ কঠোরতার সহিত লোক-শিক্ষার জন্য যে প্রেমভক্তি-যোগের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা গৌরভক্ত-বৃন্দের সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

দেবীর অপ্রকট

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে প্রভুর জন্ম-দিনে।
দারু-মূর্ত্তে লীন দেবী হইলা আপনে॥ গ্রন্থকার।

শচী দেবীর অপ্রকটের পর হইতেই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর ভজনের প্রারম্ভ। শ্রীশ্রীজাহ্নবা ও সীতা দেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার পর হইতেই দেবী বড় একটা কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। তিনি এক প্রকার মৌনী হইলেন। তাঁহার শরীর দিন দিন জীর্ণ-শীর্ণ ও ক্ষীণ হইতে লাগিল। দেবীর আহার অতি অল্পই ছিল। এক্ষণে কোন দিন প্রসাদ পান, কোন দিন পান না। ভ্রাতা শ্রীপাদ যাদবাচার্য্যের আনীত প্রভুর শ্রীচরণ-তুলসী ও গঙ্গোদক পান করিয়াই দেবীর কোন কোন দিন কাটিয়া যাইত। প্রভুর শয়ন-গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদি সেইরূপ ভাবেই এখনও সজ্জিত রহিয়াছে। প্রভু-দত্ত কাষ্ঠ-পাদুকা দুইখানি দেবীর ভজন-মন্দিরে একটী উচ্চ বেদীর উপর গন্ধ-পুষ্পে সজ্জিত হইয়া সংস্থাপিত রহিয়াছে। দেবী এই পরম-বস্তু নিত্য পূজা করেন। প্রভুর স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ সেই শ্রীচরণ-রেণুযুক্ত পাদুকাদ্বয় কখন বা মস্তকে, কখনও বা বক্ষে ধারণ করিয়া তিনি অঝোর-নয়নে রোদন করেন। কখনও বা প্রাণের আবেগভরে প্রাণবল্লভের চরণ-পাদুকার উপরি প্রেম বিগলিত-

নয়নে শত শত চুম্বন করিয়া দগ্ধ-হৃদয় শীতল করেন। গৃহত্যাগ দিবসের প্রভু-পরিত্যক্ত সেই পট্টবস্ত্র, সেই চাদর, সেই শয্যা সেই পালঙ্ক প্রভৃতি সকল বস্তুই অতি যত্নের সহিত দেবী এতকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। প্রিয়-সখী কাঞ্চনমালা, দেবীর আদেশে, প্রভু-পরিত্যক্ত এই সকল দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। প্রভুর পালঙ্কের নিম্নদেশে ভূমি-শয্যায় দেবী শয়ন করেন। প্রভুর গৃহে বসিয়া দেবী প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করেন। প্রভু-পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া অঝোর-নয়নে ক্রন্দন করেন। সখী কাঞ্চনমালা যথাসাধ্য দেবীকে সান্ত্বনা দেন। গৌর-কথা ভিন্ন অন্য কথা কাঞ্চনা জানেন না। দেবীর দুঃখ উপশমের একমাত্র উপায় তাঁহাকে গৌর-কথা শ্রবণ করান। সখী কাঞ্চনা এ বিষয়ে সিদ্ধহস্তা। দেবী কান্দিলেই কাঞ্চনা হা গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দিয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়েন, সখীর অবস্থা দেখিয়া দেবীর মনে দারুণ দুঃখ হয়; তিনি তখন আর স্থির থাকিতে পারেন না, নিজ দুঃখ ভুলিয়া যান, আর কান্দিতে পারেন না। দেবী ও কাঞ্চনা উভয়ে মিলিয়া নিশিদিন এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করেন।

শচী দেবীর অপ্রকটের পূর্ব্বেই শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। দেবীর মাতা মহামায়া দেবীও স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন। দাস গদাধর প্রভৃতি প্রভুর ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে একে একে অদর্শন হইয়াছেন। যাঁহারা আছেন তাহারা দেবীর দুঃখে প্রাণে মরিয়া আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী এক জন। ইঁহার গৃহে জননী ও জন্মভূমি দর্শনকালীন প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া এক দিন বাস করিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু দুটী বেলা প্রভুর গৃহে যাইয়া দেবীর তত্ত্বাবধারণ করিতে ভুলেন না।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মধ্যে মধ্যে অতি প্রত্যুষে বা সন্ধ্যার পর

শ্রীমন্দিরে প্রভুর দারুমূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করেন। সখী কাঞ্চনা দেবীর সঙ্গে যান। যখনই দেবী এই দারুমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁহার কোমল হৃদয় দুঃখে ফাটিয়া যায়, যতক্ষণ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, ততক্ষণ অঝোর-নয়নে রোদন করেন। অনিমিষনয়নে দেবী প্রাণবল্লভের বদন-চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকেন, তাঁহার আঁখির পলক পড়ে না, জলধারায় বক্ষ ভাসিয়া যায়। কাঞ্চনার অঙ্গে দেবী নিজ অঙ্গের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া প্রভুকে দর্শন করেন। কাঞ্চনার ভয় পাছে দেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যান। শ্রীমন্দিরের এক পার্শ্বে দেবী শত অপরাধিনীর মত দাঁড়াইয়া আছেন। প্রাণবল্লভেব বিষম বিরহ-জ্বালা আর তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। দেবী কান্দিতে কান্দিতে এক দিন মনে মনে প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে একটু স্থান প্রার্থনা করিলেন। দয়াময় প্রভুর কর্ণে প্রাণপ্রিয়া অনাথিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীব কাতব নিবেদন পৌছিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বদন-চন্দ্রে যেন ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। দেবী তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রাণবল্লভের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সখী কাঞ্চনাকে কহিলেন "সখি! যাদবকে বল, আমি শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে এক বার যাইয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইবে। অদ্য শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, প্রভুব জন্মদিন। মঙ্গল আরতি শেষ হইলে আমাকে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে রাখিয়া কিছুক্ষণ দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে বল।"

দেবীর আদেশপ্রাপ্তি মাত্রেই কাঞ্চনা দ্রুতপদে যাইয়া শ্রীপাদ যাদবাচার্য্যকে দেবীব আজ্ঞা নিবেদন করিলেন। শ্রীপাদ যাদবাচার্য্য সকল বন্দোবস্ত কবিয়া দিলেন। শ্রীগৌবাঙ্গ-ঘরণী সর্ব্বসমক্ষে প্রাণবল্লভের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ কবিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইল। মঙ্গল আরতির বাজনা তখন বাজিতেছে। বাহিরে ভক্তবৃন্দ জয়-ধ্বনি করিতেছে। হরি সংকীর্ত্তনের আনন্দ-রোলে প্রভুর শ্রীমন্দির মুখরিত। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

যুগলে মিলিত হইলেন, শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র, শ্রীশ্রীনবদ্বীপময়ীর সহিত একত্রীভূত হইলেন। আহা! কি সুন্দর যুগল-মিলন! কি মধুর দৃশ্য! অলক্ষ্যে দেবগণ এই মনোরম অপূর্ব্ব-দৃশ্য দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন! শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অভিনব যুগল-মিলন-দৃশ্য দর্শন জীবের ভাগ্যে ঘটিল না। প্রভু আমার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন; শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত সম্মিলিতা হইলেন। এ শুভ মিলন স্বাভাবিক, এ যুগল-মিলন প্রভুর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে কেহ আর দেবীকে দেখিতে পাইলেন না। প্রভুর বদনচন্দ্রে হাসির ছটা, নয়নে প্রেমের ঘটা দেখিয়া শ্রীপাদ যাদবাচার্য্য সকলই বুঝিলেন। "জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া" বলিয়া ভক্তবৃন্দ মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কাঞ্চনা কান্দিতে কান্দিতে লজ্জাসরম ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে উন্মত্তের ন্যায় মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপময়ী, নবদ্বীপ-চন্দ্রের সহিত সম্মিলিতা হইয়া মধুর মনোমোহনরূপে নদীয়াধাম আলোকিত করিলেন। শ্রীধামে যুগল-মিলন-মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। প্রভুর এই অভিনব ও অপরূপ যুগল-মিলন যে সকল ভাগ্যবান্ ভক্তবৃন্দ দর্শন করিলেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলরূপ একাধারে দেখিলেন। প্রভু আমার শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার রূপের অবধি ছিল না। তাঁহার রূপ-সাগরে পড়িয়া ভক্তবৃন্দ হাবুডুবু খাইতেন। প্রভুর এই অপরূপ রূপরাশির উপর আরও অপূর্ব্ব রূপ প্রকাশ পাইল। মণি-কাঞ্চনের সংযোগ হইল। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মিলিতা হইলে তাঁহার অপরূপ রূপরাশি যেন উছলিয়া উঠিল, অনুপম রূপমাধুরী ও সৌন্দর্য্যচ্ছটায় দশদিক্ মুখরিত হইল। ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে

করিতে যুগল-মিলন গীতি গাইতে লাগিলেন। মধুর কীর্ত্তনের সঙ্গে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া সেই মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি নদীয়াবাসীর হৃদয় অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ-রসে পূর্ণ করিল। বনের পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতা, তরু-তৃণ, জড়-অজড় সকলে মিলিয়া শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-মিলন মধুর সঙ্গীতের তান ধরিল। অধম গ্রন্থকার-রচিত একটী যুগল মিলনগীতি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

(তোরা)　বদন ভরে,　বল দেখিবে
(জয়) গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।
প্রাণ জুড়াবে　প্রেম পাবে
ঘুচ্‌বে ভবের মায়া
যুগল নামে　ডাক্‌লে গোরা
যুগল হয়ে আসে।
যুগল হয়ে　কলির জীবের
মনের তম নাশে॥
আয়রে সব　পাপী তাপী
সময় বয়ে যায়।
যুগল মিলন　ভবে অতুলন
হয়েছে নদীয়ায়॥
দেখ্‌রে চেয়ে　বনের পাখী
যুগল নাম গায়॥
যুগল হয়ে　মধুর ভাবে
হাস্‌চে গোরা-রায়॥
চল্‌চে নদী　সাগর পানে
যুগল নাম গেয়ে।

বনের পশু যুগল নামে
আস্‌চে দেখ ধেয়ে ॥
বৃক্ষ-লতা দুল্‌চে দেখ
যুগল মহিমায়।
জড়-অজড় সবাই মিলে
যুগল নাম গায় ॥
গৌর সনে মিলেছে প্রিয়া
দেখবে নয়ন ভরি।
বঞ্চিত সুধু এহেন সুখে
দীন পামর হরি ॥

শ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথিতে এই অপূর্ব্ব যুগল-মিলনের পূর্ব্ব দিনে দেবী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসকে কৃপা করিয়া তাঁহার শেষ কার্য্য সমাধা হইয়াছে। প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। দেবীর দুঃখে ও বিরহে প্রভু বড় কাতর ছিলেন। তাই তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন। দেবীর অপ্রকট-কাহিনী জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিত হইল। দেবীর আদেশে তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয় গৌরভক্ত চূড়ামণি শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী কৃপা করিয়া অধম গ্রন্থকারকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। ইহা হইতেই দেবীর সঙ্গোপন কাহিনী সংক্ষেপে লিখিত হইল।

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অপ্রকট সম্বন্ধে আমার পিতৃব্য ও পিতামহীর মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। পিতামহী দশ আনার ঘরের মেয়ে। তিনি বাল্যকালে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই গল্পচ্ছলে আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি বাল্যকালে বড় গল্পপ্রিয় ছিলাম। প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতাম। তাঁহার অনেক কথা আমার স্মরণ আছে।

"এক দিন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অত্যন্ত বিরহ-কাতরা হইয়া শ্রীশ্রী-মন্মহাপ্রভুর দারু-মূর্ত্তির নিকট আকুলপ্রাণে রোদন করিতে করিতে প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে শ্রীশ্রীমহা-প্রভু প্রিয়াজিকে স্বপ্নাদেশ দেন "একটী ব্রাহ্মণকুমার তোমার দর্শন-আশায় আকুল হইয়া নদীয়ায় আসিতেছে, তাহাকে কৃপা করিও, উহাই তোমার শেষ-কার্য্য"। তাহার কিছু দিন পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। দেবী তাঁহাকে কৃপা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের নবদ্বীপ ত্যাগের পর প্রিয়াজি শ্রীগৌরাঙ্গের দারুমূর্ত্তিতে লীন হইয়া যান। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে তাঁহাকে অনেকে দেখিয়াছিলেন কিন্তু বাহির হইতে কেহই দেখিতে পান নাই। ইহা ব্যতীত আমি আর কিছু জানি না।"

দেবীর অপ্রকটে নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের দশা যে কি হইল তাহা আর লিখিতে পারিলাম না। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-বিরহ-দুঃখ-সাগরে তাঁহারা নিমগ্ন হইলেন। দুঃখের তরঙ্গের উপর, শোকের আবর্ত্ত আসিল। সেই আবর্ত্ত-ভীষণ শোক-সাগরে পড়িয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দ অনেকে প্রাণপাত করিলেন।

জীবাধম গ্রন্থকার দেবীর সঙ্গোপন-কাহিনী লইয়া নিম্নোদ্ধৃত পদটী লিখিয়াছিলেন। কৃপাময় পাঠকপাঠিকাবৃন্দকে তাহা এস্থলে উপহার প্রদত্ত হইল।

গৌর হে!

সাঙ্গ করি নদের লীলা
যুগলে বসিলে।
প্রাণের প্রিয়া বুকের মাঝে
লুকায়ে রাখিলে॥

সুধুই তুমি দেখ্‌বে ব'লে
এ খেলা খেলিলে।
নদীয়া বাসী পরাণে মরে
দেখে না দেখিলে॥
(মায়ের) দুঃখে তুমি কাতর হয়ে
নিকটে ডাকিলে।
দুখের ভার হরণ করে
পরাণ জুড়ালে॥
যুগল রূপে প্রিয়াকে লয়ে
ভুবন ভুলালে।
রূপের রাশি ছড়ায়ে তুমি
জগত ভাসালে॥
সন্ন্যাসী হ'য়ে প্রকৃতি সনে
কেমনে মিশিলে।
প্রিয়ার রূপ কান্তি লয়ে
(একি) চাতুরী শিখিলে॥
কাঁদায়ে যত নদীয়া বাসী
ভকত সকলে।
সঙ্গোপনে রাখিলে তুমি
সোনার কমলে॥
কাঞ্চনাদি সখীরা সবে
কাঁদিলা বিরলে।
যুগল হয়ে প্রিয়ার সনে
গোপনে মিশিলে॥

(দেবীর প্রতি)

গৌর-প্রিয়ে !

চির দিনেব অধীন জনে
ফেলিয়া চলিলে।
দুখের দুখী সুখের সুখী
কেমনে ভুলিলে ॥
আপন সুখে আশ্রিত জনে
চবণে ঠেলিলে।
লিখিছে হবি লেখনী ভরি
নয়ন সলিলে।
(মাগো !) ঠেলনা তাবে করুণা ক'রে
চবণ কমলে ॥

জয় শ্রীশ্রীগৌব-বিষ্ণুপ্রিয়ার জয় !
জয় শ্রীশ্রীগৌব-বিষ্ণুপ্রিযাব জয় !!
জয় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াব জয় !!!

শ্রীশ্রীগৌবচন্দ্রায় সমর্পণমস্তু

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

(১)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সম্বন্ধে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত মহাজনগণের প্রাচীন পদাবলী ভিন্ন অন্য যে গুলি পরে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এই পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘরণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই সকল প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের সাধ্য-বস্তু ছিলেন। দেবীর দুঃখে সাধক কবিবৃন্দ কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা এই সকল পদাবলী পাঠে জানা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী এতদিনের পর দয়াময়ী পতিতপাবনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে চিনিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বের মত পুনরায় আধুনিক বৈষ্ণব-কবিগণ জগন্মাতা দেবীপ্রতিমা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গুণ গান করিয়া স্ব স্ব হৃদয় নির্ম্মল করিতেছেন, ইহা বড় আনন্দের কথা। কলির জীবের পক্ষে এটী বড় শুভ লক্ষণ। বিশ্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর করুণ কৃপাকটাক্ষ কলি-ক্লিষ্ট জীবের উপর পতিত হইয়াছে ; তাহার নিদর্শন প্রতি কার্য্যে লক্ষিত হইতেছে। তাহা না হইলে, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলসেবা প্রকাশের জন্য এত আয়োজন, এত আগ্রহ দেখিতেছি কেন? শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলনামের আনন্দধ্বনি উঠিয়াছে। জয় শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলার অভ্যুদয়কালে যেরূপ মহাসংকীর্ত্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যেরূপ প্রেমভক্তি-মন্দাকিনীর খরস্রোত বহিয়াছিল, যেরূপ আনন্দহিল্লোলে গৌড়বাসীর হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল, পুনরায় গৌড়মণ্ডলে সেইরূপ মহাসংকীর্ত্তনের শুভ-অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, প্রেমভক্তি-মন্দাকিনীর মৃদুমন্দ স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিহত

জীব তাহাতে গা ঢালিয়া দিতে শিখিয়াছে। এ সকল অতি শুভ লক্ষণ। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা নিত্য, প্রভুর পরিকরবৃন্দও শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যদাস। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাস্থলী শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের নিত্যলীলা-স্থান। এই পরমধামে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলে নিত্যলীলা করিতেছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ ভক্তিব্রজ। শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্যলীলা শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য দাসবৃন্দদ্বারা অদ্যাপিও প্রকাশ ও প্রচার হইতেছে। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারাই শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের এই নিত্য নবদ্বীপলীলা অন্তরে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"
"অদ্যাপিও শ্রীচৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে অন্তরে॥"

অধম কলির জীবের এ মহা সুযোগ ত্যাগ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। যাঁহারা বুদ্ধিমান্—যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা এই আনন্দোৎসবে, এই শুভ-অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ধন্য হইতেছেন ও হৃদয়ে অপার আনন্দ পাইতেছেন। আর যাঁহারা বুদ্ধিহীন, তাঁহারা বিদ্যার গৌরবে, কুলের অহঙ্কারে শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের মূল তত্ত্ব ভুলিয়া শুষ্ক তর্ক ও বিচার লইয়া তাঁহাদের নীরস হৃদয় আরও নীরস করিয়া তুলিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হে! এই সকল অবোধ জীবগণকে কৃপা করিয়া সুবুদ্ধি দাও, কেশে ধরিয়া উদ্ধার কর। তোমার অবতারতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব বিচার লইয়া ইহারা তোমার রসরাজ-স্বরূপতত্ত্ব ভুলিতে বসিয়াছে,—তোমার মধুময় বিস্তৃত হইয়াছে। হে কৃপানিধে! ইহাঁদিগের প্রতি কৃপা কর।

পঠমঞ্জরী বা কৌ-রাগিণী

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বারো মাসের দুঃখ বর্ণনা

১ পদ।

১

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা দিবসে।
উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপদীপ গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! তোমার জন্মতিথি পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ যুবা॥

২

চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! আমি কি বলিতে জানি।
বিন্ধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥

৩

বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা॥
কুঙ্কুম-চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সে রূপ না হেরি মুঞি জীব কোন ছাঁদে॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ সমুদ্র॥

৪

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড-তাপ তপন সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশিদিন।
ছট্‌ফট্ করে যেন জল বিনু মীন॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

৫

আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীযার বাট॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! মোরে সঙ্গে লয়ে যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি যাও॥

৬

শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কাবে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিযা মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিষা প্রতি কিছু কর অবধান।

৭

ভাদ্রে ভাস্বত তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়॥

যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! বিষম ভাদ্রের খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার, জীয়ন্তে সে মরা॥

৮

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা দুর্গা মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরত সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তরে বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥

৯

কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এবে অভাগিনী মুঞি হেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! তুমি অন্তরযামি।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥

১০

অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্ব সুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাটনেতে ভোট প্রভুর শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥

১১

পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! পরবাস নাহি শোহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাসধর্ম্ম নহে॥

১২

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! মোরে লেহ নিজ পাশ
বিরহ সাগরে ডুবে এ লোচনদাস॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বারমাসের দুঃখ বর্ণনা

২য় পদ।

পহিলহি মাঘ, গৌরবর নাগর, দুখ সাগরে হাম ডারি
রজনিক শেষে, সেজসঞে ধায়ল, নদীয়া করিয়া আন্ধিয়ারি॥
সজনি কিয়ে ভেল নদীয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে, নগরে ছিল যত সুখ, এবে ভেল দুখ পরচুর।
নিজ সহচরিগণ, রোয়ত অনুক্ষণ, জননী লুঠত মহা রোই।

হাহা মরি মরি, করি করি, ফুকরই, অন্তর গর গর হোই ॥
সো নাগরবর, রসময় সাগর, যদি মোহে বিছুরল সোই।
তব কাহে জীউ, ধরব হাম সুন্দরী, জনম গোঙায়ই রোই ॥
দোসর **ফাল্গুন**, গুণগণে নিগমন, ফাগু সুমণ্ডিত অঙ্গ।
রঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজত, গাওত কতহু তরঙ্গ ॥
সজনি! সুন্দর গৌর কিশোর ॥
রসময় সময়, জানিয়া করুণাময়, অব ভেল নিরদয় মোর ॥ধ্রু॥
কুসুমিত কানন, মধুকর গাওন, পিককুল ঘন ঘন রোল।
গৌর বিরহ দাব, দাহে দগধ হাম, মরি মরি করি উতরোল ॥
মৃদু মৃদু পবন, বহই চিত মাদন, পরশে গরল সম লাগি।
যাকর অন্তরে, বিরহ বিথারল, সো জগভরি দুখ ভাগি ॥ ২ ॥
মধুময় সময়, **মাস মধু** আওল, তরু নব পল্লব শাখ।
নবলতিকা পর, কুসুম বিথারল, মধুকর মৃদু মৃদু ডাক ॥

সহচরি! দারুণ সময় বসন্ত।

গোরা বিরহানলে, যো জন জারল, তাহে পুন দগধে দুরন্ত ॥ ধ্রু ॥
নব নদীয়াপুর, নব নব নাগরি, গৌর বিরহ দুখ জান।
নিজ মন্দির তেজি, মোহে সমুঝাইতে, তব চিতে ধৈরজ না মান ॥
কাঞ্চন দহন, বরণ অতি চিকণ, গৌর-বরণ দ্বিজরায়।
যব হেরব পুন, তব দুখ মোচন, করব কি মন পাতিয়ায় ॥ ৩ ॥
দুঃখময় কাল, কাল করি মানিয়ে, আওল পাপ **বৈশাখ**।
দিনকর কিরণ, দহন সম দারুণ, ইহ অতি কঠিন বিপাক ॥
খরতর পবন, বহই সব নিশি দিন, উমরি গুমরি গৃহ মাঝ।
গোরা বিনু জীবন, রহয়ে তছু অন্তরে, তাহে দুখ সমুহ বিরাজ ॥

মন্দ তরঙ্গিত, গন্ধ সুগন্ধিত, আওত মারুত মন্দ ॥
গৌর সুসঙ্গ, বিভঙ্গ যদঙ্গহি, লাগয়ে আগি প্রবন্ধ।
কো করু বারণ, বিরহি নিদারুণ, পরকারণ দুখ ভাগি।
অতি করুণাময়, সো শচীনন্দন, যাকর হোই বিরাগী ॥ ৪ ॥
গণি গণি মাহ, জেঠ অব পৈঠল, আনল সম সব জান।
কানন গহন, দাব ঘন দাহন, ভয়ে মৃগী করত পয়ান ॥
মধুরিম আম্র, পনস সরসাবলি, পাকল সকল রসাল।
কোকিলগণ ঘন, কুহু কুহু বোলত, শুনি যেন বজর বিশাল ॥
ইথে যদি কাঞ্চন, বরণ গৌর তনু, দরশন আধ তিল হোই।
তব দুখ সকল, সফল করি মানিয়ে, কি করব ইহ সব মোই ॥
মধুকর নিকর, সরোরুহ মধুপর, বেরি বেরি পিবি করু গান।
ঐছন গৌর, বদন সরসীরুহ, মধু হাম করব কি পান ॥ ৫ ॥
ঘন ঘন মেঘ, গরজে দিন যামিনী, আওল মাহ আষাঢ়।
নব জলধর পর, দামিনী ঝলকয়ে, দাহ দ্বিগুণ তহিঁ বাঢ়।
সহচরি! দৈবে দারুণ মোহ লাগি।
শরদ সুধাকর, সম মুখ সুন্দর, সো পহুঁ কাহাঁ গেও ভাগি ॥ ধ্রু ॥
অন্তর গর গর, পাঁজর জর জর, ঝর ঝর লোচন বারি।
দুখ কুল জলধি, মগন অছু অন্তর, তাকর দুখ কি নিবারি ॥
যদি পুন গৌর,-চাঁদ নদীয়াপুর, গগনে উজোরয়ে নীত।
তব দুখ বিফল, সফল করি মানিয়ে, হোয়ত তব থির চিত ॥ ৬ ॥
পুন পুন গরজন, বজর নিপাতন, আওল শাওন মাহ।
জলধর তিমির, ঘোর দিন যামিনী, ঘর বাহির নাহি যাহ।
সজনি! কো কহে বরিষা ভাল।
ধরাধর জল, ধরা লাগয়ে, বিরহিণী তীর বিশাল ॥ ধ্রু ॥

একে হাম গেহি, লেহি পুন কো কৰু, ফাঁফর অন্তর মোর।
ততিখনে মরি মরি, গৌর গৌর করি, ধরণী লুঠই মহাভোর ॥
গণি গণি দিবস, মাস পুন পূরল, মাস মাস করি সাত।
ইথে যদি গৌরচন্দ্র, নাহি আওল, নিশ্চয় মরণকি বাত ॥ ৭ ॥
আওল ভাদর, কো করু আদব, বাদর তবহি লজ্জাত।
দাদুরি দাদুর, রব শুনি বেরি বেরি, অন্তরে বনর বিঘাত ॥

কি কহব রে সখি হৃদয়ক বাত।

পরিহরি গৌরচন্দ্র, কাহাঁ রাজত, দ্বয় এক সহচর সাথ ॥ ধ্রু ॥
যদি পুন বেবি, শান্তিপুব আওল, নাহি আওল নিজধাম।
তাহা সংকীর্ত্তন, প্রেম বিথারল, পূরল তছু মন কাম ॥
দূরগত পতিত, দুখিত যত জীবচয়, তাহে করুণা করু যোই।
তাহে পুনতাপ, রাশি পরিপূরিয়া, মোহ কাহে তেজল সোই ॥ ৮ ॥
আওল আশ্বিন, বিকসিত সব দিন, থল-জল-পঙ্কজ ভাল।
মুকুলিত মল্লিক, কুসুম ভরে পরিমলে, গন্ধিত শারদ কাল ॥

সজনি! কত চিত্ ধৈরজ হোই।

কোমল শশিকর, নিকর সে বন পর, যদিনী বিপু সম মোই ॥ ধ্রু ॥
যদি শচীনন্দন, করুণা-পবায়ণ, যা-পর নিরদয় ভেল।
তাকর সুখময়, সময় বিপদময়, লাগয়ে যৈছন শেল ॥
ঘুমহীন লোচন, বারি ঝরত ঘন, জনু জলধরে বহে ধার।
ক্ষিতি-পর শোই, রোই দিন যামিনী, কো দুখ করব নিবার ॥ ৯ ॥
আওল কার্তিক, সব জন নৈতিক, সুরধুনী করত সিনান।
ব্রাহ্মণগণ পুন, সন্ধ্যাতর্পণ, করতহি বেদ-বাখান ॥

সখি হে! হাম ইহ কছু নাহি জান।

গৌরচরণ যুগ, বিমল সরোরুহ, হৃদি করি অনুক্ষণ ধ্যান ॥ ধ্রু ॥

যদি মোর প্রাণ-নাথ বহু-বল্লভ, বাহুরয়ে নদীয়াপুর।
ধরম করম তব, কছু নাহি খোজব, পিয়ব প্রেম মধুর॥
বিধি বড় নিদারুণ, অবিধি করয়ে পুন, সরবস যাহে সোই দেই।
তাকর ঠামে, সেই পুন পরিহরি, পাপ করয়ে পুন সোই॥ ১০॥
আওল **আঘন**, মাহ নিবারণ, কোন করব সে নিতান্ত।
সব বিরহিণী জন, দেহ বিঘাতন, যাহে ঘন শীত কৃতান্ত॥
শুন, সহচরি! এবে ভেল মরণ-বিশেষ।
পুনরপি গৌর,-কিশোর চিতে হোয়ত, ভরসা দুখ অবশেষ॥ ধ্রু॥
নিজ সহচরিগণ, আওত নাহি পুন, কার মুখে না শুনিয়ে বাত।
তব কাহে ধৈরজ, মানব অন্তর, অতয়ে মরণ অবঘাত॥
যদি পুন স্বপনে, গৌরমুখ পঙ্কজ, হেরিয়ে দৈব বিধান।
তবহি সফল করি, মানিয়ে নিশি দিন, আধ তিল ধৈরজ মান॥ ১১॥
আওল **পৌষ** মাহ অতি দারুণ, তাহে ঘন শিশির নিপাত।
থরহাব কম্পিত, কলেবর পুন পুন বিরহিণী পর উতপাত॥
সজনি! অব কি হেরব গোরামুখ।
গণি গণি মাহ, বরিখ অব পূরল, ইথে পুন বিদরয়ে বুক॥ ধ্রু॥
তোমারে কহিয়ে পুন, মরমক বেদন, চিতমাহা কর বিশোয়াস।
গৌরবিরহ জ্বরে, ত্রিদোষ হইয়া জারে, তাহে কি ঔষধ অবকাশ॥
এত শুনি কাহিনী, নিজ সব সঙ্গিনী, রোই রোই সব জন ঘেরি।
দাস ভুবনে ভণে, ধৈরজ ধরহ মনে, গোরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি॥১২॥

৩য় পদ। করুণ।

গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥

হায়রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি॥
আর কে সহিবে আমাব যৌবনের ভার।
বিরহ অনলে পুড়ি হব ছারখার॥
বাসু ঘোষ কহে আর কাবে দুঃখ কব।
গৌরচাঁদ বিনা প্রাণ আর না বাখিব॥

৪র্থ পদ। যথাবাগ।

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে।
ত্বরা কবি বাড়ী আসি শাশুড়ীর বলে॥
বলিতে না পাবে কিছু কান্দিয়া ফাঁফর।
শচী বোলে মাগো এত কি লাগি কাতর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননি।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণি॥
নাহিতে পড়িলা জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজব॥
থাকি থাকি প্রাণ কান্দে নাচে ডানি আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি বহি দেখি॥
কাঁদি কহে বাসুঘোষ কি কহিব সতি।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥

৫ম পদ।

হরি হরি কিনা হৈল নদীয়া নগরে।
কেশবভারতী আসি, কুলিশ পাড়িল গো, রসবতী পরাণের ঘরে॥ ধ্রু॥

প্রিয় সহচরীগণে, যে সাধ করিল মনে, সো সব স্বপন সম ভেল।
গিবিপুরী ভারতী, আসিয়া করিল যতি, আঁচলের ধন কাড়ি নেল ॥
নবীন বয়স বেশ, কিবা সে চাঁচর কেশ, মুখে হাসি আছয়ে মিশাঞা।
আমরা পরের নারী, পরাণ ধরিতে নারি, কেমনে বঞ্চিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
সুরধুনীতীরে তরু, কদম্ব-খণ্ডেতে উরু, প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া।
নদীয়া আনন্দে ছিল, এবে শোকাকুল হলো, বাসুদেব মরয়ে ঝুরিয়া ॥

৬ষ্ঠ পদ। যথারাগ।

যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
দিবানিশি পিয়ে গোরানাম সুধাধ্বনি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী ॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে ॥
হেনমতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গবিরহে কান্দে দিবস রজনী ॥
সঙ্গিনী প্রবোধ করে কহি কত কথা।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা ॥

৭ম পদ। যথারাগ।

(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর উক্তি)

নিদয় কেশব, ভারতী আসিয়া, মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দর, না দেখি কেমনে, রহিব নদীয়ামাঝ ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর, রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায় ॥

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন

(প্রাচীন পদাবলী)

(১)

সনাতন মিশ্রের ঘরণী। করে লোকাচার কত কহিতে না জানি।
সাঁতারয়ে সুখের পাথারে। কন্যায় ভূষিত করে নানা অলঙ্কারে ॥
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়ার সুবেশ। বাঢ়য়ে সভার মনে উল্লাস অশেষ ॥
মিশ্র মহাশয় শুভ খণে। কন্যায় আনিতে নিদেশিল প্রিয়জনে ॥
মিশ্রের ভবন মনোহব। ঝলমল করয়ে অঙ্গন পরিসর ॥
ছোড়লা শোভয়ে সেই খানে। আনিলেন কন্যা বসাইয়া সিংহাসনে ॥
যে কিছু আছযে লোকাচার। তাহাত করেন তাহে কৌতুক অপার ॥
প্রথমেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। আত্মসমর্পিল প্রভুপদে মালা দিয়া ॥
ঈষৎ হাসিয়া গোবা রায়। দিলা পুষ্পমালা বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় ॥
পুষ্প ফেলাফেলি দুই জনে। দোঁহার মনের কথা দোঁহে ভাল জানে ॥
তিলে তিলে বাড়য়ে আনন্দ। বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিলসয়ে গৌরচন্দ্র ॥
কি নব শোভার নাহি পার। 'চারিদিকে নারীগণ দেই জয়কার ॥
কবে কোলাহল সর্ব্বজন। বাজে নানা বাদ্য ধ্বনি ভেদায়ে গগন ॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান। বসিলেন উল্লাসে করিতে কন্যাদান ॥
বেদাদিবিহিত ক্রিয়া করি। সমর্পিলা কন্যা বিশ্বম্ভর করে ধরি ॥
দিলেন যৌতুক সুখে ভাসি। দিব্য ধেনু ধন ভূমি শয্যা দাস দাসী ॥
সর্ব্বশেষে হোমকর্ম্ম করে। বিশ্বম্ভর বামে বসাইয়া দুহিতারে ॥
কি অদ্ভুত দোঁহার মাধুরী। কহিতে কি দোঁহার নিছনি নরহরি ॥

(২)

দেব-দেব রমণী উল্লাসে। বিবাহপ্রসঙ্গ সভে কহে মৃদুভাষে ॥
ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার। হইল বিবাহ দেখি উল্লাস সভার ॥

রূপবতী কন্যা যার ঘরে।   সে সকল বিপ্র মনে মহাখেদ করে॥
এহেন বরেরে কন্যা দিতে। না পারিলা হেন সুখ নাহিক ভাগ্যেতে॥
এই মত কেহ কত কয়।   সকলেই সনাতন মিশ্রে প্রশংসয়॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান্!   হোম কর্ম্ম আদি সব কৈল সমাধান॥
কন্যা জামাতায় নিরখিয়া।   তিলে তিলে বাড়ে সুখ উথলয়ে হিয়া॥
কহিতে কে জানে লোকাচার।   ঘন ঘন নারীগণে দেই জয়কাব॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী-গোরাচান্দে।   লইতে বাসরঘরে কেবা থির বান্ধে॥
নরহরি পঁহু গোরারায়।   চলে বাসরঘরে কত কৌতুক হিয়ায়॥

(৩)

নদীয়া-বিনোদ গোরাঃ

প্রবেশে বাসর-ঘরে নব নব, তরুণীগণের পরাণ-চোরা। ধ্রু।
কুলবধূগণ, মনের উল্লাসে, বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়ারে লইয়া।
সুমধুর ছান্দে, বসায় বাসরে, অনিমিষ আখে ও মুখ চা'য়া॥
কেহ পরশের, সাধে হাসি হাসি, সুগন্ধি চন্দন মাখায় অঙ্গে।
কেহ সাজাইয়া, তাম্বুল বীটিকা, সম্পূট সম্মুখে রাখয়ে রঙ্গে॥
কেহ করে কত, কৌতুক ছলেতে, ঢলি পড়ে গায় পুলক হিয়া।
নরহরি নাথ, আগে রহে কেহ, ভঙ্গিতে কুসুম অঞ্জলি দিয়া॥

(৪)

বাসরঘরেতে গোরা রায়।   বিষ্ণুপ্রিয়া সহ সুখে রজনী গোঙায়॥
কহিতে কৌতুক নাহি ওর।   গোষ্ঠীসহ সনাতন আনন্দে বিভোর॥
রজনী প্রভাতে গৌর হরি।   হৈলা হর্ষ কুশণ্ডিকা আদি কর্ম্ম করি।
গমন করিব নিজালয়ে।   সনাতন মিশ্র মহাশয়ে নিবেদয়ে॥

সনাতন জামাতা রতনে। করিতে বিদায় ধৈর্য্য ধরয়ে যতনে॥
কন্যায় কত না প্রবোধিয়া। দিলা বিশ্বম্ভর কর ধরি সমর্পিয়া॥
গৌরহরি গমন সময়ে। মান্যগণে পরম উল্লাসে প্রণময়ে॥
করিতে কি সে সভার সাধ। ধান্য দূর্ব্বা দিয়া শিরে করে আশীর্ব্বাদ॥
মিশ্রপ্রিয়া কন্যা জামাতারে। বিদায় করিতে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
গোরা গৃহে গমন করিতে। বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে চারি ভিতে॥
নারীগণ দেই জয়কার। নানা বাদ্য বাজে ভাটে পড়ে রায়বার॥
নরহরি নাথে নিরখিয়া। গমন উচিত সভে করে শুভক্রিয়া॥

(৫)

গোরা চান্দ বিবাহ করিয়া। আইসেন ঘরে অতি উল্লসিত হৈয়া॥
অলখিত হৈয়া দেবগণ। করয়ে সকল পথ পুষ্প বরিষণ॥
সুখের পাথার নদীয়ায়। বিবাহপ্রসঙ্গে কেহ কহে শচীমায়॥
শুনি মহাবাদ্যকোলাহল। শচীদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বল॥
বাড়ীর বাহিরে শচী আই। পতিব্রতাগণ সহ রহে পথ চাই॥
সভা সহ গোরা ধীরে ধীরে। আসিয়া চৌদল হৈতে নামিলা দুয়ারে॥
পুত্র পুত্রবধূ দেখি আই। নিছিয়া ফেলয়ে কত দ্রব্য লেখা নাই॥
স্নেহে চান্দ বদন চুম্বিয়া। প্রবেশে ভবনে পুত্রবধূ পুত্রে লৈয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিশ্বম্ভর। বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর॥
উলু উলু দেই নারীগণ। হইলা মঙ্গলময় সকল ভুবন॥
ভাটগণে পঢ়ে রায়বার। বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে অনিবার॥
নানাবাদ্য বায়ে সভে সুখে। নরহরি কত না কহিব এক মুখে॥

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-সংবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে একবার নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রভুর সহিত দেবীর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-দীপিকা গ্রন্থ হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

যদা নীলাচলাদত্র শ্রীনীলাচলবিগ্রহঃ।
লীলয়া ললনাং লোলাং স্বালয়ং দ্রষ্টুমাগতঃ॥
জননীজন্মভূরেব দ্রষ্টব্যা অপি যোগিভিঃ।
ইতি শাস্ত্রবশোপেতো লোকশিক্ষার্থমেব চ॥
অদ্বৈতাচার্য্যনিলয়মাগত্য মাতুরন্তুতঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস নবদ্বীপমথাগমৎ॥
পতিমাগতমাকর্ণ্য দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তদা।
দ্রষ্টুমার্ত্তা পথি সতী বভ্রাম বিললাপ চ॥
দৃষ্ট্বা তচ্চরণোপান্তে পতিতা মাধবং ধবং।
রুদন্তী করুণং দেবী বভাষে বিরহাতুরা॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়োবাচ

ত্যক্তুং নার্হসি দুঃখার্ত্তাং ভার্য্যাং মাং দীনবৎসল।
সনাথাং কুরু হা নাথ! দয়ালো দয়িত প্রভো॥
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
যে ভজন্তি সদা ভক্ত্যা কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
তবাস্মীতি বদন্ যস্তু সকৃন্মাং শরণং গতঃ।

সর্ব্বদেবাভয়ং দেয়ং তস্মৈ চেতি ব্রতং তব ॥
সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাতিষ্ঠেৎ কৃত্বা কার্য্যং স্ত্রিয়স্তথা।
বিশ্বম্ভরেতি বাক্যানি প্রতীপানি ভবন্তি বৈ ॥
কস্মাত্ত্বং সম্বিহায়ৈকাং ভার্য্যাং মাং সহচারিণীং।
শূন্যাবসথ এতস্মিন্ ত্যক্ত্বা মামিহ ধার্ম্মিক ॥
চন্দনাগুরুদিগ্ধস্তে পরিষক্তুং মহাপুরা।
নানাদ্রব্যৈস্তদঙ্গে তু মালিন্যং পরিদৃশ্যতে ॥
অগ্নিষ্টোমাদিকৈর্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
অগ্নিহোত্রাদিকার্য্যেণ ত্বাং লব্ধ্বা দুর্ল্লভং যতঃ ॥
শ্রুতং ময়া বেদবিদাং ব্রাহ্মণানাং পিতুর্ম্মুখে।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্ত্তা তাসাং লোকা মহাশয়াঃ ॥
সমস্থো বিষমস্থোঽপি পাপো বা যদি বাশুচিঃ।
অশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বিরহিতোঽপি বা ॥
স্ত্রীণামার্য্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ।
নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বৈ কুলস্ত্রিয়াঃ ॥
পতির্বন্ধু র্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ।
নত্বেতদবগচ্ছন্তি শীলদোষাদসৎস্ত্রিয়ঃ ॥
নাস্তি যজ্ঞক্রিয়া কাচিৎ ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকং।
ধর্ম্মস্তু ভর্ত্তৃশুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়ন্ত্যুত ॥
পতিশুশ্রূষণাং নার্য্যাস্তপো নান্যৎ বিশিষ্যতে।
সাবিত্রী পতিশুশ্রূষাং কৃত্বা স্বর্গে মহীয়তে ॥
তথৈবারুন্ধতী যাতা পতিশুশ্রূষয়া দিবং।
বরিষ্ঠা সর্ব্বনারীণাং তথৈব পতিদেবতা ॥
রোহিণী ন বিনা চন্দ্রং মুহূর্ত্তমপি বর্ত্ততে।

এবং শৃণু মহাবাহো শ্লক্ষ্ণং মদ্বচনং প্রভো ॥
তথৈব সীতা সংত্যজ্য সর্ব্বং বন্ধুজনং সতী ।
সেব্যং ভর্তৃপদং কৃত্বা পত্যা সহ বনং গতা ॥
সর্ব্বংসহায়াঃ কন্যাপি পতিশুশ্রূষণে রতা ।
পতিমেবানুগচ্ছন্তী জানকী রামবল্লভা ॥
দুস্ত্যজং রাজলক্ষ্মীঞ্চ নিজরাভীপ্সিতামপি ।
স্বয়ন্তু সংপরিত্যজ্য যান্তং পিতুরনুজ্ঞয়া ॥
এবম্বিধাশ্চাপ্যপরাঃ স্ত্রিয়ো ভর্ত্তৃদৃঢ়ব্রতাঃ ।
দেবলোকে মহীয়ন্তে পুণ্যৈরেব স্বকর্ম্মভিঃ ॥
যথেন্দ্রাণী সহস্রাক্ষে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ ।
রোহিণী চ তথা সোমে দময়ন্তী যথানলে ॥
যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী ।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা নাথ তবাপ্যহং ॥
সুপ্রিয়স্য প্রিয়াং ভার্য্যাং কুরু কল্যাণমুত্তমং ।
মুহূর্ত্তমপি নেচ্ছামি জীবিতুং পাপজীবিকা ॥
ক্ষমা যস্মিন্ দমস্ত্যাগঃ সত্যং ধর্ম্মঃ কৃতজ্ঞতা ।
অহিংসা চৈব ভূতানাং ত্বদৃতে কা গতির্ম্মম ॥
অতস্ত্বয়ি ধৃতপ্রাণাঃ ক্ষিপ্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে ।
ক্ব প্রযাস্যসি হা নাথ পাদুকাবৎ পদিস্থিতাং ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ উবাচ

বিষ্ণুপ্রিয়ে প্রিয়তমে তবৈবাহমবেহি মাং !
যে তু বিষ্ণুপ্রিয়া লোকে তে মে প্রিয়তমাঃ প্রিয়ে
যথা জ্বালাপাবকয়োর্ভেদো নাস্তি তথাবয়োঃ ।
তথাপি লোকশিক্ষার্থং সম্ভাবমাচরাম্যহং ॥

ত্যক্ত্বাহং শ্রীনবদ্বীপং ন স্থাস্যামি কচিৎ প্রিয়ে।
সর্ব্বদাত্রৈব সান্নিধ্যং দ্রক্ষ্যসি ত্বং মমাজ্ঞয়া ॥
যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা ন যযৌ নন্দনন্দনঃ।
নবদ্বীপং পরিত্যজ্য তথা যাস্যামি ন কচিৎ ॥
যদি ত্বং ন পরিত্যক্তুমিচ্ছেঃ সৎকুলভাবিনি।
তহীদং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা সুখং কালং প্রনেষ্যসি ॥
মৎপাদুকে গৃহীত্বাথ গৃহিণি যাহি তে গৃহং।
স্বর্ণাত্মিকে ইমে পূজ্যে সদা শুদ্ধে শুচিস্মিতে ॥
প্রতিষ্ঠাপ্য চ মে মূর্ত্তিং সদা পূজ্যা ত্বয়ানঘে!
মন্মুদং লপ্স্যসে ভদ্রে কুলৈঃ সার্দ্ধং মুদাবহে ॥
সৎশীলে ত্বন্তু মারোদীঃ শোভনে শুভগে সুখং।
মদর্চ্চায়ামর্চ্চনায়ামচিরান্মামবাপ্স্যসি ॥

ভাবার্থ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণান্তর নীলাচলে গমন করেন এবং তথা হইতে তিনি জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে নিজ আলয় নবদ্বীপে আগমন করেন। কারণ সন্ন্যাসীদিগের শাস্ত্রমতে একবার জননী ও জন্মভূমি দর্শন কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণবল্লভের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত রাজপথে তাঁহার চরণতলে পতিতা হইয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিতে লাগিলেন—

"হে নাথ! তুমি দীনবৎসল। আমি তোমার দুঃখিনী ভার্য্যা, অতি কাতরা। আমাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া তোমার গৃহত্যাগ উচিত নহে। তোমার প্রতিজ্ঞা আছে, যে ব্যক্তি তোমাকে ভজনা করে, তাহাকে তুমি কখনই পরিত্যাগ কর না। সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করিয়া এ দাসীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না। একবার

যে তোমার শরণাগত হয়, তাহাকে তুমি সর্ব্বদা অভয় দান কর। অতএব এ দাসীকে তুমি কেন ত্যাগ করিলে? তুমিই বলিয়াছ সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিবে, শত শত অকার্য্য করিয়াও ভার্য্যাকে ভরণ-পোষণ করিবে। এ সকল শাস্ত্রবাক্য কি এ দাসীর পক্ষে বিপরীত হইল? প্রাণবল্লভ! এ হতভাগিনীকে সঙ্গে লইয়া চল। এই শূন্য গৃহে সহচারিণী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? আমি যে অঙ্গ অগুরু চন্দন প্রভৃতি নানা সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সেবা করিতাম, আজ তোমার সেই দিব্য অঙ্গ ধূলিধূসরিত দেখিতেছি। তুমি যোগিজনদুর্ল্লভ। এ দাসী তোমাকে কত পুণ্যবলে প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি পিতার মুখে এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের মুখেও শুনিয়াছি, যে স্ত্রীলোকের স্বামী প্রিয় তাহাদিগের স্বর্গাদি সকল লোকই প্রিয় ও সুলভ হয়। সাধ্বী স্ত্রীগণেব পতিই পরম দেবতা, ঐহিক পারত্রিকে এক মাত্র গুরু। দুষ্টস্বভাব হেতু অসতী স্ত্রীলোক ইহা জানিতে পারে না। স্বামীর চবণসেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধক্রিয়া উপবাস প্রভৃতি কিছুই নাই। স্বামিসেবাই তাহাদেব পক্ষে একমাত্র পরম-ধর্ম্ম। পতিসেবা ভিন্ন অন্য তপস্যা নাই। সাবিত্রী ও অরুন্ধতী নারীদিগের মধ্যে প্রধানা হইয়াও পতিকে দেবতা-জ্ঞানে স্বর্গসুখ লাভ করিযাছিলেন। চন্দ্রপত্নী রোহিণী চন্দ্রকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না। জনকনন্দিনী সীতা পতির সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিয়াছিলেন। পতি যে স্ত্রীকে ত্যাগ করেন, তাহার সকল সুখই নষ্ট হয়, তাহার মত হতভাগিনী নারী ত্রিজগতে নাই। পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। নাথ! আমার গতি কি হইবে? আমি তোমার পাদুকার ন্যায় পদাবলম্বিনী, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইলে আমি এ পাপ জীবন রাখিব না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়াজিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"প্রিয়তমে বিষ্ণুপ্রিয়ে! আমি তোমারই। এজগতে যাঁহারা বিষ্ণুর প্রিয়, তাহারাই আমার প্রিয়। তুমি ত সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি নিশ্চয় জানিও তোমাতে ও আমাতে কিছুই ভেদ নাই। অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যেমন কোন প্রভেদ নাই, তেমনি তোমাতে ও আমাতে ভিন্নভাব কিছুই নাই। কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্য আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি জানিবে। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না। সর্ব্বদাই তোমার নিকট আমার অধিষ্ঠান জানিবে। যেমন শ্রীধামবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোথাও গমন করেন নাই, তদ্রূপ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া আমি কোথাও যাইব না। অনুরাগভরে আমায় যখনই তুমি ডাকিবে, তখনই তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে। বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার পতিভক্তির নিদর্শন স্বরূপ আমাব এই পাদুকা তোমাকে প্রেমোপহার প্রদান করিলাম, তুমি ইহার দ্বারা আমাব বিরহজনিত দুঃখ নিবারণ করিবে। তুমি আমার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা ও সেবা করিবে। ইহাতে তুমি আনন্দ পাইবে এবং আমাব প্রতিমূর্ত্তিপূজাতেই আমাকে পাইবে।"

শ্রীল বলরাম দাসের রচিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্বন্ধে মধুর পদাবলী

(১)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বন্দনা

(দেবীর আজ্ঞা)

দেরে যাদু মালা গেথে।
মল্লিকা মালতি, দিয়া যাতি যুতি
প্রভু মন ভুল্‌বে তাতে॥
নব নব রাগ নব অনুরাগ,
নূতন পিরিতি নূতন সোহাগ
রসেরি বিভাগ মালা করিয়া থাক
দেরে বলাই আমার হাতে।

দেবীর আজ্ঞা পাইয়া বলরাম দাসের প্রার্থনা।—

মালা গাথি দিব তোমায়।
দিব তোমার হাতে আমার সাক্ষাতে
দিতে হবে প্রভুর গলায়।
মালা হাতে নিয়া মধু হাস্য করি,
প্রভু গলে দাও আঁখি ভরি হেরি,
প্রভু মালা নিয়া গলায় পরিয়া
দিবেন বলরামের মাথায়॥

বলরাম দাসের গ্রন্থিত কবিতা-পুষ্পমালা

পদ ১

চারু-বদনী ধনী মৃগ-নয়নী। ধ্রু।
বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী আমার তড়িত প্রতিমা।
কোথা পাব কিবা দিব তাঁহার উপমা॥
কাঞ্চনবরণী ধনী নবদ্বীপময়ী।
অধিষ্ঠাত্রী দেবী মোর সুখে গুণ কই॥
হের দেখসিয়ে আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া।
সর্ব্ব অঙ্গে লাবণ্য পড়িছে খসিয়া॥
নবীনা প্রিয়াজি কেবল যৌবন উদয়।
লজ্জায় মুগধ ধনী অধোমুখে রয়॥
চঞ্চল চরণে গৃহ-কোণেতে লুকায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহমাঝে খুঁজিয়া বেড়ায়॥
পদ্মগন্ধ বহে মরি সুরস অধর।
দিবানিশি মত্ত তাহে গৌরাঙ্গ ভ্রমর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশশী গৌরাঙ্গ চকোর।
যার রূপসুধা পিয়ে ভ্রমর শ্রীগৌর॥
গৌরপ্রেমে গরবিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
গৌরবক্ষবিলাসিনী দেহ পদ-ছায়া॥
আগেতে বন্দিব আমি ঠাকুরাণীর ভাই।
বিষ্ণুপ্রিয়ার ছোট ভাই যাদব গোসাঞি॥

বিবাহের পর দিন মিশ্র সনাতন।
নিমাইর হস্তে যাদব করিলেন অর্পণ ॥
সনাতন কহে নিমাই রাখিবা এই কথা।
এই আমার পুত্রটীকে পালিবা সর্ব্বথা ॥
তথাস্তু বলিয়া গৌর শ্বশুর কথায়।
যাদবের গণে তাহে অন্ন দুখ নাই ॥
অনেক সাধন করি যাদব গোসাঞি।
মন্ত্রদীক্ষা পাইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাঁই ॥
মহিমা যাগবগণের কহিতে জানিনে।
গৌরে বাটা দেয় প্রতি ষষ্ঠী-বাটা দিনে ॥
তা পরে বান্দব ঠাকুর শ্রীবংশীবদন।
শাশুড়ী বধূর দুঃখ যে কৈল বর্ণন ॥
প্রসাদ মাগিল বংশী জাহ্নবার ঠাঁই।
বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস ভাবি না দিলা গোসাঞি ॥
যখন ভুবন-বন্ধু হোল' অদর্শন।
বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করেন ত্যজিবেন জীবন ॥
তবে বংশী শ্রীগৌরাঙ্গ ঠাকুর গড়িল।
সেই ঠাকুর দেখি দেবী পরাণ রাখিল ॥
ঠাকুর দেখিয়া বংশী বিকল হইল।
তাঁর পদতলে নাম লিখিয়া রাখিল ॥
রাম সোণা-সীতা করি জীবনে আছিল।
এই অবতারে দেবী সে রস ভুঞ্জিল ॥
তা পরে বন্দিব আমি ঠাকুর কানাই।
সব ত্যজি পড়ি রহে দেবী রাঙ্গা পায় ॥

মা বলে কানাই ডাকে সেই দেবীপুত্র।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যেই করিলা একত্র ॥
যতনে বন্দিব আমি গদাধর দাস।
বিষ্ণুপ্রিয়া লাগি যেবা নদে' কৈল বাস ॥
গদাধর গৌর-নিতাই দুই জনের গণ।
দোহে ছাড়ি রহিলেন দেবীর চরণ ॥
দেবী অদর্শনে তবে ছাড়িলা নদীয়া।
কাটোযাতে রহে গিয়া ঠাকুর গড়িয়া ॥
মনোসুখে বন্দি শ্রীদামোদর পণ্ডিত।
প্রভুবার্ত্তা দিয়া দেবী পরাণ রাখিত ॥
দেবীস্নান লাগি গঙ্গাজল বহি আনে।
ধন্য দামোদর তুমি এ তিন ভুবনে ॥
তা পরে বন্দিব আমি দুখিনী কাঞ্চনা।
বিষ্ণুপ্রিয়া-সখী-মাঝে যে জন প্রধানা ॥
কৃষ্ণপাগলিনী নাম দিলা নদেবাসী।
বিষ্ণুপ্রিয়া সনে যেই কান্দে দিবানিশি ॥
জন্মিলে মরণ আছে, নাহি তাহে ভয়।
বলরাম দাসে রেখ দেবী রাঙ্গা পায় ॥

পদ ২

পট্টবস্ত্র-পরিধান বনমালা গলে।
অলকাতে সাজায়েছে বদনমণ্ডলে ॥
মাথায় মোহনচূড়া তাহে বেড়া মেলা।
মধুপানে মত্ত হয়ে বুলে ভৃঙ্গগুলা ॥

বিয়ে করেছিলে তুমি যেই বেশ ধরে।
সেই বেশ প্রভু তুমি দেখাও আমারে ॥
বামে করি বিষ্ণুপ্রিয়া যৌবন আরম্ভ।
সদা ব্যস্ত ঢাকিবারে হৃদয়কদম্ব ॥
লজ্জায় বিভোর প্রিয়া অধোমুখে রয়।
বঙ্কিমনয়নে নিজ পহুঁ পানে চায় ॥
যবে প্রভু এইরূপ দেখিব তোমার।
বলরাম দিবে সুখ-সাগরে সাঁতার ॥

পদ ৩

(শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি)

যাই মাগো তোমায় তোমার বধূর কাছে রেখে। ধ্রু।
সদা কৃষ্ণনাম নিও, (যাবার বেলা) নিমাইয়ের এই ভিক্ষে
বিষ্ণুপ্রিয়া অবোধিনী দুখিনী সে অনাথিনী
যতন করে দিও তারে কৃষ্ণনাম-শিক্ষে।
রইতে নারি নিমাই গেল এ কলঙ্ক চিরকাল
জ্বলন্ত অনল সম বলরামের বক্ষে ॥

পদ ৪

(শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি)

কিবা হইল দুর্ম্মতি বিষ্ণুপ্রিয়া গুণবতী
কি ক্ষণে আনিনু তোমা ঘরে।
দিবানিশি কান্দাইনু সুখ মাত্র নাহি দিনু
প্রিয়ে! কৃপা করি ক্ষম মোরে ॥

করি ধন আহরণ আপন-জন-পোষণ
জগমাঝে সবে করে সুখী।
সুখ নাহি দিনু তোরে জন্মের মত দেশান্তরে
চলিছি, একাকী তোরে রাখি ॥
বলরাম দাস গায় স্বামী পানে বালা চায়
নয়নের তারা নাহি চলে।
শুখাইল মুখইন্দু অঙ্গ কাঁপে মৃদু মৃদু
মূরছিয়া পড়ে পতি-কোলে।

পদ ৫

বিষ্ণুপ্রিয়া নববালা, হাতে ল'য়ে জপমালা,
রুই রুই জপে গৌরনাম।
নবীনা যোগিনী ধনী, বিরহিণী কাঙ্গালিনী,
প্রণময়ে নীলাচল ধাম ॥
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ধূলা, লম্বা কেশ এলো চুলা,
সোণার অঙ্গ অতি দুরবল।
বলরাম দাস কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
মুছায়ে দাও দেবী আঁখি-জল ॥

(৫)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ

২৬শে আষাঢ়, ১৩২০

নদীয়া-মাধুরী

———•———

একটী দৃশ্য বাসর ঘর

বিবাহান্তে শ্রীগৌরাঙ্গের ভোজন-লীলা সমাপ্ত হইলে তরুণীগণ বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বাসর-ঘরে যাইবেন। সেখানে যাইয়া যুগলমাধুরী হেরিয়া জীবন ধন্য করিবেন। তাঁহারা গৌররূপ দেখিয়াছেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, লুব্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের কেহই শ্রীগৌরাঙ্গের যোগ্য নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপ ভুবনমোহন, তাঁহারা সেরূপ ভুবনমোহিনী নহেন; তিনি যেরূপ বল্লভ, তাঁহারা তদনুরূপ বল্লভা নহেন, তিনি যেরূপ প্রেম ও লাবণ্যের পরিপূর্ণ-মূর্ত্তি, তাঁহাদের মধ্যে তাহার বিন্দুমাত্র প্রেম ও লাবণ্য নাই। সুতরাং তাঁহারা কখনও এরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের ভাগ্যে শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্গলাভ হইবে। তাই তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া এ পর্য্যন্ত নীরব ছিলেন। এখন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরচন্দ্রের মিলনে তাঁহাদের শুভ-সুযোগ উপস্থিত হইল। প্রেমের স্বভাব এই, নিজে উপভোগ করিয়া সুখ পায় না। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাঁহারই প্রীতি জন্মাইতে পারিলে আনন্দ হয়। আর কামের স্বভাব এই, নিজেরই উপভোগ করিবার জন্য প্রবল বাসনা হয়। ফলে কামে জ্বালা উপস্থিত হয়, প্রেমে উত্তরোত্তর আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সাধারণ জীবভাবে

দেখিতে পাওয়া যায়, একটী সুন্দর লোভনীয় সামগ্রী দেখিতে পাইলে তাহা নিজেরই ভোগ করিতে সাধ হয় এবং তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত কত দুর্ভোগ ভুগিতে হয়, কত আসুর তামস ভাব পোষণ করিতে হয় এবং অবশেষে উহা প্রাপ্ত না হইলে জ্বালা উপস্থিত হয়, প্রাপ্ত হইলেও সাময়িক সুখভোগের পর প্রবলতর স্বার্থ-সাধনের বাসনাসমুদায়ে এক নূতন জ্বালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আর এক কথা, জীবের মধ্যে দেখা যায় যে, যিনি যে বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করেন, সেই বস্তুটী তাঁহার ভাগ্যে না আসিয়া অন্যের করায়ত্ত হইলে তাঁহার পরিতাপের সীমা থাকে না; ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি আসুর ভাবের সমুদ্রেক হয়। কিন্তু শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে আমরা এক অভিনব ব্যাপার দেখিতে পাই। শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার হইলেন; ইঁহাকে নাগরীগণ কেহই স্বীয় স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইলেন না। এমন ভুবনদুর্লভ বস্তুটী তাঁহারা স্বামিরূপে পাইলেন না বলিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ঈর্ষ্যা বা দ্বেষের সঞ্চার হইল না, বরং তাঁহাদের প্রেমময়ের পূর্ণ অনুরূপা নিত্যানন্দময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রেমস্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলাবিলাসের পূর্ণ সহায়া দেখিয়া তাঁহারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ চিদানন্দ-বিগ্রহ, তাঁহার কার্য্যও চিন্ময়, এখানে মায়া ও জড়তার লেশমাত্র নাই। কাজেই তরুণীগণ মধুর-রস-আস্বাদনের নিমিত্ত বাসরঘরে যাইয়া যুগল-মাধুরী হেরিতে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কুলরমণীগণের পরপুরুষের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্কোচ আকর্ষণ একমাত্র শ্রীগৌরচন্দ্রেই পরিদৃষ্ট হয়। ইহা জীবভাবের অতীত, ইহাতেই প্রতীতি হইবে, শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু!

নব নব তরুণীগণের প্রাণ-মন কাড়িয়া লইয়া নদীয়া-বিনোদ গৌরচন্দ্র দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াসহ বাসরঘরে প্রবেশ করিলেন। নারীগণ সঙ্গে সঙ্গে

চলিলেন। তাঁহারা সুমধুর ছাঁদে কনক-প্রতিমা দুইখানি বসাইয়া অনিমিষ আঁখিতে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কাহারও শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে সাধ হইল, তাই তিনি ধীরে ধীরে অতি যত্ন সহকারে পরম প্রেমভরে চন্দন ও বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য অঙ্গে মাখাইতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ নবনীত অপেক্ষাও কোমল, তাই যিনি চন্দনাদি লেপন করিতেছেন, তিনি অতি সাবধানে, অতি ভয়ে ভয়ে, স্বীয় হস্ত সঞ্চালন করিতেছেন, পাছে শ্রীঅঙ্গে ব্যথা লাগে। কেহ হাসি হাসি মুখে তাম্বুলবাটিকা সাজাইয়া সম্পূটে করিয়া কত রঙ্গভরে সম্মুখে রাখিলেন। কোন কোন নাগরী কত কৌতুক করিতে লাগিলেন, আর রসিক-শেখর শ্রীগৌরচন্দ্র উহার প্রত্যুত্তর-প্রদানে তাঁহাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কোন রমণী কত রঙ্গ করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া কুসুম শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। কোন কোন রসিকা রমণী বালা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইতে লাগিলেন। সুচিকণ কেশে মালতীর মালা পরাইয়া দিলেন। শ্রীমুখখানি অলকাতিলকা দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিলেন। গলে যূথী, বেল প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পের কলিকা দ্বারা সুচিক্কণ মালা গাঁথিয়া লহরে লহরে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিলেন, বাহুতে মণিবন্ধে এবং অন্যান্য স্থানে বিবিধ পুষ্পের বিবিধ অলঙ্কার রচনা করিয়া সন্নিবেশিত করিলেন। পাদদেশে রাশীকৃত কুসুমগুচ্ছ শ্রেণীবদ্ধভাবে স্তরে স্তরে সাজান হইল। কয়েকজন সুনিপুণা রমণী প্রিয়াজীর পরিহিত বসনখানি বিবিধ রঙের পুষ্পের পাপড়ি দিয়া অতি মনোজ্ঞ করিয়া সজ্জিত করিয়া দিলেন। কেহ কেহ ঘরের মেজেতে ফুল বিছাইয়া গৃহখানি পুষ্পময় করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর নারীগণ সকলেই একে একে শ্রীগৌরচন্দ্রের গলদেশে মালা অর্পণ করিতে লাগিলেন; আর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও স্বীয় গলার মালা খুলিয়া

লইয়া একে একে প্রত্যেক রমণীকে পরাইলেন। প্রত্যেক রমণীর গলদেশে মালা। সকলেই মধুর সাজে পূর্ব্বেই সজ্জিতা হইয়া আসিয়াছেন। তাহাতে আবার এখন শ্রীগৌরচন্দ্রের অঙ্গপৃষ্ট মাল্য শ্রীগৌরাঙ্গেরই শ্রীহস্ত দ্বারা প্রদত্ত হওয়ায় রমণীগণের এক অপূর্ব্ব মাধুরী হইল, কারণ এই মাল্য-অর্পণে প্রেম-মাখা ছিল। প্রেমে অঙ্গশ্রী মধুর হয়; ইহাতে অঙ্গ হইতে গোলোকের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, মুখে অপার্থিব দীপ্তি খেলিতে থাকে। শ্রীগৌর-প্রেম পাইয়া নাগরীগণেরও তাহাই হইয়াছিল। তখন প্রত্যেক নাগরীরই অঙ্গ হইতে এতাদৃশী মাধুরী ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ হইতে লাগিল যে, তাহা নয়নগোচর করিলে কোটী কোটী মদন মূর্চ্ছিত হইয়া যায়। এইরূপ মাল্য-অর্পণের পর কোন রসবতী রমণী সঙ্গীত ধরিলেন, সঙ্গীতে তিনি যুগলমাধুরী অতি সুস্বরে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আর, কয়েকজন সুকণ্ঠ রমণী ইহাতে যোগদান করিলেন। কোন লাজুকা রমণী ঘোমটার আড়ালে বঙ্কিম নয়নে শ্রীমুখপানে চাহিয়া কণ্টকিতগাত্র হইলেন, এবং পাছে তিনি ধরা পড়েন, এই ভয়ে সর্ব্বগাত্র বসন দিয়া ঢাকিলেন। কেহ কাহারও পাশে দাঁড়াইয়া রসের আবেশে কাঁপিতে লাগিলেন। কেহ প্রেমে অধীর হইয়া অশ্রুজল ফেলিতে লাগিলেন। কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলেই চঞ্চল হইয়াছেন, সকলেই অধীর হইয়াছেন, যাঁহারা কুলবধূ অতিশয় গম্ভীর, লজ্জা যাহাদের প্রধান পাশ, তাঁহারা আজ শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গ-গুণে সকল গাম্ভীর্য্য হারাইয়া সকল পাশ ছিন্ন করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দোষ কি? তাঁহারা সরল। যাঁহার শ্রীনাম গ্রহণে জীবের হাস্য-ক্রন্দন নৃত্যগীতাদি লোকাতীত আচরণ পরিদৃষ্ট হয়, সেই বস্তু স্বয়ং পূর্ণ-মাধুরী বিকাশ করিয়া নাগরীগণের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন, তাই তাঁহারা

চিন্ময় হইয়া গিয়াছেন, সকল বন্ধন ছুটিয়া গিয়াছে। তাঁহারা এখন স্বাধীনভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, এ আনন্দের অবধি নাই। ইহা সকলেরই লোভনীয়।

নদীয়ার যুগল-মন্ত্র

জীব ভাগ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে এবং নদীয়ার যুগলমাধুরীর দিকে জীব ক্রমেই আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা বড় শুভসংবাদ; ইহা জগতের পক্ষে একটী মহাকল্যাণকর ব্যাপার। স্পর্শমণির সংযোগে লৌহ যেমন স্বর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ প্রেমের আস্বাদন পাইলে জীব জড়জগৎ ছাড়িয়া চিন্ময় রাজ্যে উপস্থিত হয়, সেখানেই নিত্যই আনন্দ। এই প্রেমের কেন্দ্র নবদ্বীপে যেই শুভ মুহূর্ত্তে নবদ্বীপময়ী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়ার সম্পত্তি শ্রীগৌরচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন, সেই হইতেই প্রেমের প্রবাহ ছুটিল। বিশ্ব-সংসার চিদানন্দ রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য, গোলোক ভূলোকে স্থাপন করিবার নিমিত্ত, ব্রহ্মযোনি, সুবর্ণবর্ণ পরম পুরুষ, পরিপূর্ণ প্রেমময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তদীয় পূর্ণতমা হ্লাদিনীশক্তি, ভক্তি ও প্রেমের পরমোজ্জ্বলমূর্ত্তি, জীবকুলের একমাত্র আশ্রয়, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলিত হইলেন। সেই হইতেই চক্ষুষ্মান্ মহাজনগণ জগতের ভাবী মঙ্গলের সূচনা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যে দিন জীবকুল শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে অগ্রণী করিয়া তাঁহারই অনুগত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তি ও প্রেম

করিতে পারিবে, যেদিন এই যুগলরূপ সম্মুখে রাখিয়া জীবন গঠিত করিতে পারিবে, সেই দিনই তাহাদের জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। প্রতি-গৃহে এই যুগলসেবা প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াকে গৃহের কর্ত্তা করিয়া চিত্ত-বিত্ত সমস্ত তাঁহাতে অর্পণ করিয়া দাসের ন্যায় গৃহ-কর্ম্মাদি করিলে, আর জীবের দুঃখ থাকিবে না। সত্য সত্যই তখন সংসারখানি সোণার সংসার হইবে। ভূলোকে থাকিয়াই তখন জীব গোলোকের আনন্দরস আস্বাদনের অধিকারী হইবে।

পরম সুখের সংবাদ যে, ইতোমধ্যেই অনেক ভাগ্যবান্ ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাধিকার পাইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের কাছেই শুনা যায় যে, তাঁহারা পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন; সংসারের জ্বালা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না; অথচ সংসারের মধ্য দিয়াই তাঁহারা জীবনপথে চলিতেছেন। কেহ বা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রদত্ত 'হরেকৃষ্ণ' নামরূপ মহামন্ত্র দ্বারাই যুগল পদারবিন্দে তুলসীচন্দন অর্পণ করিতেছেন, কেহ বা চখের জলে পাদপদ্ম প্রক্ষালিত করিয়া মনঃপ্রাণ অর্পণ করিতেছেন, কেহ বা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মত শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে নমোব্রহ্মণ্যদেবায় প্রভৃতি বলিয়া তুলসীচন্দন দিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহাতে সাশ্রুনয়নে কম্পিতস্বরে তুলসীচন্দন অর্পণ করিয়া বলিতেছেন, "দেবি! আমি ত আর শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমার বলিতে সাহস করি না, আমি তাঁহার সেবাও জানি না। তিনি তোমার প্রাণবল্লভ, আমাকে তোমার আশ্রিত কর, করিয়া সেবাধিকার দেও। তোমার নাকি তুলসীচন্দনে প্রীতি থাকে, তাই এই তুলসীচন্দন দিতেছি। এই যে প্রাণখানি দিয়াছ, তাহাও অর্পণ করিবার আমার অধিকার নাই, তোমাদের বস্তু তোমরাই কৃপা করিয়া গ্রহণ কর।" কেহ বা বলিতেছেন "দেবি!

তোমাদের সেই মধুরাতিমধুর নবদ্বীপলীলা-বিলাস দর্শন করাও।" এই রূপ প্রাণের ভাষা দিয়া কেহ কেহ যুগলসেবা করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের মন্ত্র হইয়া যাইতেছে। আর বাস্তবিক যে বাক্য বা কথা দ্বারা শ্রীভগবানের ধ্যান করা যায়, তাহাই মন্ত্র। যিনি প্রেমদ্বারা সেবা করেন, তিনি আর মন্ত্ররূপ বিধানের অপেক্ষা করেন না। আবার মন্ত্রের বিধান লইয়া যাঁহার প্রেমোদয় হয়, তাঁহার আর শেষে মন্ত্রের বন্ধন থাকে না। যাহা হউক, যাহাদের প্রীতি হইয়াছে তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

একটি ভক্ত প্রেমের সেবা করেন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, যে মন্ত্রে নদীয়ার যুগলমাধুবী প্রকাশ পায়, সেই মন্ত্রটী কি? এই ভক্তটি রাধাকৃষ্ণের মন্ত্রে দীক্ষিত। ইনি একটি মাইনার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, জাতিতে উচ্চশ্রেণী কায়স্থ। ইনি নদীয়ার যুগলমন্ত্র পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হইলেন, স্বপ্নে ইহা প্রাপ্ত হইলেন। স্বপ্নেব সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই;—তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনটি মহাপুরুষ তাঁহাব নিকট উপস্থিত। তাঁহারা আসিয়া ভক্তমহাশয়ের বাড়ীর ঠাকুরঘরে গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন যে, তিনি গরুড এবং আর একজন স্বয়ং বিষ্ণু। নদীয়ার যুগলমন্ত্র দেওয়ার একমাত্র বিষ্ণুবই অধিকার, কারণ তিনি শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি। তাঁহাকে মন্ত্র দেওয়ার জন্যই তাঁহারা আসিযাছেন। অতঃপর যে ঠাকুরটির বিষ্ণু বলিয়া পরিচয দেওয়া হইল, তিনি যুগলমন্ত্র দিয়া গেলেন। ইহাতে বিষ্ণুপ্রিয়াব নাম পূর্ব্বে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম পরে। মন্ত্রটি কি তাহা ভক্তটি বলিলেন না। তিনি নিজে ধন্য হইয়া গেলেন। সেই ভক্ত মহোদয়ের নিকট আমাদের এই নিবেদন এই যে, মন্ত্রটি প্রকাশ করিলে যদি জীবের কল্যাণ হয়, তবে প্রকাশ করার দোষ কি?

যুগল-সেবা-প্রার্থী জনৈক ব্যক্তি।

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াদাস শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুর সুখস্বপ্ন।

(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা ১৯শে ভাদ্র, ১৩২০)

নদীয়ার যুগল-ভজন

শ্রীল হরিদাস গোস্বামি-মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপলীলার মধুর রস শ্রীবৈষ্ণবজগতে "কলসে কলসে" বিলাইতেছেন। এ রসের অন্ত নাই। তাই এ রস "কলসে কলসে বিলান, তবু না ফুরায়।" গোস্বামি-মহোদয় শ্রীভগবানের স্বতঃই নিজজন। তাঁহার উক্তি আমাদের শিরোধার্য্য করাই শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায়। তিনি নদীয়ার মধুর ভজনের প্রধান আশ্রয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও তদীয় সেবাসখী শ্রীমতী কাঞ্চনাকে দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়াছেন। ইতোমধ্যে গৌরগতপ্রাণ ভাগ্যবান্ আর এক মহাত্মা দুই একটী প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁহার প্রশ্ন এই যে, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিরার যুগল ভজন কোন প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে কি না? গৌড়ীয় প্রাচীন কোন বৈষ্ণব ঐরূপ যুগলভজন, শ্রীমতী কাঞ্চনার অনুগা হইয়া করিয়াছেন কি না? অনেকদিন হইতে চলিল, ইহার যথাযথ শ্রীগ্রন্থোক্ত উত্তর অদ্যাপি শ্রীপত্রিকায় বাহির না হওয়ায় আমি নিজে কিছু লিখিব এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

শ্রীচৈতন্যলীলা অগাধ অনন্ত। বিশেষ বক্ষ্যমাণ বিষয় এত গুরুতর যে, মাদৃশ অভাজনের উহাতে হস্তক্ষেপ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। দুই চারিদিন চুপ করিয়া থাকি আবার যেন কে আমাকে লিখিবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে ধাক্কা দেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া শ্রীবৈষ্ণবভক্তগণের শ্রীচরণধূলি সম্বল করিয়া কিছু লিখিতে আরম্ভ করি। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার তিনখানি প্রামাণিক গ্রন্থের প্রতি প্রথমে আমাদের দৃষ্টিপাত করিতে

হইবে। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীপ্রিয়াজির কোনও উল্লেখ করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাস তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যভাবতে শ্রীপ্রিয়াজিকে লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলেও ইহারই প্রতিধ্বনি। পাঠক শ্রীপ্রভুর বিবাহ অধ্যায় উক্ত দুই গ্রন্থ পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন। ব্রজধামের মধুররসে শ্রীলক্ষ্মী অধিকার প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি বৈকুণ্ঠের নারায়ণের (বিষ্ণু) সেবার অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন মহান্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি অবতার শ্রীগদাধরে শ্রীরাধার বিকাশ দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই কারণেই ইহারা "গৌরগদাধরে" যুগল বাঁধিয়াছেন। ইহাদের যুগল ভজনের কেন্দ্রস্থল "শ্রীগৌরগদাধর।" পদকর্ত্তা লিখিয়াছেন,—

হৃদয়ে উদয় হইয়া, মাতাও সবার হিয়া।
(তোমার) নিত্যানন্দ সঙ্গে লইয়া মাতাও সবার হিয়া ॥
(তোমার) অদ্বৈত সঙ্গে লইয়া, মাতাও সবার হিয়া।
(তোমার) গদাধরকে বামে লইয়া, মাতাও সবার হিয়া ॥
(দেখি কেমন সাজে গো)
(আজি গৌর-গদা কেমন সাজে গো) ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রবন্ধটি শ্রীপত্রিকায় পাঠাইব কি না ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, যদি এই অভাজনের প্রবন্ধে কোনও ভজনানন্দী ভক্তের মনে কোনও ক্লেশ জন্মে, তবে সে দুঃখ, সে অপরাধ, আমার রাখিবার স্থান নাই। অগত্যা প্রবন্ধটি অনেকদিন পড়িয়া রহিল।

গত ২২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শুক্লা ষষ্ঠীর দিবস, রাত্রি ৩টার সময় যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা এ স্থলে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেখিলাম পূর্ব্বে যেমন কলিকাতায় যাইতে হইলে নবদ্বীপের ঘাটে

সেয়ারের নৌকায় গোয়াড়ী যাইতে হইত, ঠিক সেইরূপ গোয়াড়ী যাইবার জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়াছি। সেয়ারের নৌকার মাঝী যাত্রী জোগাড় করিবার জন্য ৺আগমেশ্বরীতলা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। প্রতি সেয়ারের ভাড়া ৵০ দুই আনা। মাঝী আমার ব্যাগ হাতে লইল। এই সময়ে আরও দুই তিন জন সহযাত্রী মিলিলেন। সকলে ৺শ্রীগঙ্গাভিমুখে চলিলাম। বেলা আন্দাজ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা, পশ্চিমগগনে ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে; এমন নিবিড়কৃষ্ণ মেঘ আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। দেখিতে দেখিতে সে মেঘজাল চারিদিক্ ছাইয়া পড়িল। তাহার শ্যামচ্ছায়ায় বোধ হইল, যেন রাত্রি হইয়াছে, অতি নিকটের মানুষও দেখা যায় না; সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃক্ষসকল মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। খড়েব চালগুলি উড়িয়া দূরে দূবে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীতে আশ্রয় লইবার জন্য ধাবমান হইলাম। আমার সঙ্গী কহিলেন, এ সময়ে মন্দিরে যাওয়া ঠিক নহে, কারণ তথায় অগ্নিভয় (বজ্রভয়) আছে। উচ্চ স্থানে বজ্রপাতের সম্ভাবনা অধিক বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীতে প্রবেশ করিলাম। তথায় প্রবেশ কবিয়া ঝড় বৃষ্টিব চিহ্নমাত্র দেখিলাম না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাটমন্দির। ঐ নাটমন্দিরের পূর্ব্বদিকে শ্রীমন্দির এবং বর্ত্তমানে উত্তরদিকেও দালান আছে। এখন দালানেই শ্রীবিগ্রহ আছেন। আমি প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শ্রীমন্দিরের দিক্ হইতে এক শ্রীবৈষ্ণবমহাত্মা নাটমন্দিরের ভিতর দিয়া পশ্চিমদিকে শ্রী৺সিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজির সমাধি আশ্রমে যাইতেছেন। এই মহাত্মার পরিধান-বস্ত্রখানি একটু পাটলবর্ণের। নূতন বস্ত্র প্রতিদিন ৺গঙ্গার ঘোলা জলে ধৌত হইলে যেরূপ হয় ইহাও তদ্রূপ। তাঁহার গলায় কণ্ঠলগ্ন শ্রীতুলসীমালা। মালাগুলি

একটু বড় বড়। মস্তক মুণ্ডিত, বয়স ৬০ বৎসরের কিছু অধিক হইবে। তিনি আমাকে একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কোনও কথা কহিলেন না। আমি শ্রীমন্দিরের দিকে চাহিয়া দেখি, দ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে দোলমঞ্চে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রিয়াজিকে বামে লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দোলমঞ্চসহ যুগলরূপ বর্ণনা করি এমত সাধ্য আমার নাই। তথাপি একটু না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দোলমঞ্চখানি যেন পুষ্প দিয়া গঠিত। স্তরে স্তবে ফুল, কুসুমগন্ধে নাসিকা মাতিয়া উঠে। শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ দর্শনমাত্রে শ্রীলোচনের নিম্নলিখিত বর্ণনাটি মনে পড়িল :—

অমিয়া মথিয়া কে বা, নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গঢ়িল গোরা দেহ।
জগত ছানিঞা কেবা, রস নিঙ্গাড়িছে গো,
এক কৈল শুধুই স্থনেহ॥
অনুরাগের দধিখানি, প্রেমার সাঁচনা দিয়া
কে না গঢ়িলে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু, লহু লহু কথা খানি,
হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি॥
অখণ্ড পীযুষ-ধারা, কে না আউটিল গো,
সোণার বরণ হইল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেনি ওলাইল গো,
হেন বাসি গোরা অঙ্গখানি॥
বিজুরী বাঁটিয়া কেবা, গাখানি মাজিল গো,
চান্দে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাঁটিয়া কেবা, চিত্রে নিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি॥

সকল পূর্ণিমার চান্দে, বিকল হইয়া কান্দে,
করপদ-পদুমের গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটায়, জগৎ করেছে আলো,
আঁখি পাইল জনমের আন্ধে॥
এমন বিনোদ রায়, কোথাও দেখিয়ে নাই,
অপরূপ প্রেমার বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া বিকল গো,
নারী কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের রাশি, বিলাস হৃদয়খানি,
কে না গঢ়িল রঙ্গ দিয়া।
রদন বাঁটিয়া কেবা, বদন গঢ়িল গো,
বিনিভাবে মো মলুঁ কান্দিয়া॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো,
কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ওরূপ স্বরূপে যত, কুলের কামিনী গো,
দুই হাত করিতে চাহে পাখা॥
রঙ্গের মন্দিরখানি, নানা রত্ন দিয়া গো,
গঢ়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদকলা, ভাবের বিলাস গো,
মদন বেদনা ভাবি কান্দে॥
না চাহে আঁখির কোণে, সদাই সভার মনে,
দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।
আঁখির পিয়াস দেখি, মুখের লালস গো,
আলসল জরজর গায়॥

কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভরড়ে,
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ভূমেতে লোটাঞা কান্দে, কেহ স্থির নাহি বান্ধে,
গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড ॥"

গৌরহরির বামভাগে শ্রীপ্রিয়াজি ভুবন আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রিয়াজি নবীন-কিশোরী। এক সুবর্ণ গালাইয়া যেন দুইটী বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়াছেন। প্রিয়াজীর আকর্ণ-বিশ্রান্তনয়নে যেন প্রাণনাথের রূপ ধরিতেছে না। উভয়ের গলে বনফুলের মালা; ফুলের ভূষণ। প্রিয়াজির শ্রীমুখের হাসি যেন জগৎকে জ্যোৎস্নাস্নাত করাইতেছে। পরিধান পট্টসাটী। যুগলরূপে ভুবন আলো করিয়াছে।

সম্মুখে এক তরুণবয়স্ক পূজারি; শ্রীযুগলমূর্ত্তির সেবায় বসিয়াছেন। পুষ্পপাত্রে বড় বড় ফুটন্ত বেলফুল রহিয়াছে। তিনি প্রথমতঃ ঘৃষ্ট শ্বেত-চন্দন, অনামিকা অঙ্গুলী সংযোগে ঐ বেলফুলে প্রচুর পরিমাণে সংলিপ্ত করিলেন। প্রত্যেক দলের মধ্যে যে স্থান ছিল, তাহা চন্দনে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি চন্দনসংলিপ্ত বেল কুসুমগুলি গঙ্গাজলপূর্ণ কোশায় ভাসাইয়া দিলেন। গঙ্গাবারি উত্তমরূপ চন্দন মিশ্রিত হইলে, তিনি প্রত্যেকবার এক একটী পুষ্পসংযোগে ঐ গঙ্গাজল যুগলমূর্ত্তির শ্রীচরণে অর্পণ করিতে লাগিলেন। 'এই পর্য্যন্ত। স্বপ্নভঙ্গ হওয়ামাত্র শুনিলাম, ঘড়িতে ৩টা বাজিল। পাছে পুনরায় নিদ্রা আসিলে স্বপ্নটী ভুলিয়া যাই, এই ভয়ে তখনই এই স্বপ্ন-বৃত্তান্তটী বিশেষ করিয়া নোট করিয়া রাখিলাম। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভক্তজনের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করিয়া আমি এইস্থলে প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

ভক্ত-কৃপাভিক্ষু—শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু। বেরিলি।

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব

(গ্রন্থকার-লিখিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী)

আজকাল শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন এবং যথানিয়মে পূজিত হইতেছেন। গৌরভক্তের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুখের সংবাদ আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? এই শুভ সংবাদে প্রত্যেক গৌর-ভক্তের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এই মহা আনন্দ উৎসবের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলভজন অশাস্ত্রীয় বলিয়া শ্রীগৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীমহালক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর নিকট অপরাধী হইতেছেন দেখিয়া মনে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছি। এ কথা মনে করিলেও সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠে। জীবের এই দুর্দ্দিনে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীই তাহাদের উদ্ধারকর্ত্রী। দেবীর নয়নজলে কলিহত জীবের সর্ব্বপাপ বিধৌত হইয়াছিল। দেবীর কৃপা না হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন সুপ্রসিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গসুন্দরের বামে দেখিয়া যাঁহার হৃদয় প্রেমে বিগলিত হইয়া নয়ন হইতে দুই ফোটা অশ্রুজল না পতিত হইল, তাঁহার আবার ভজন কি? যিনি কলিক্লিষ্ট জীবের জন্য দিবানিশি কাঁদিয়াছেন, যাঁহার নয়নজলে কলির জীবের সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সঙ্গ-সুখ লাভ হইয়াছে, যাঁহার শ্রীচরণ-রেণু লাভের আশায় শ্রীনিবাস ঠাকুর শ্রীধাম নীলাচল হইতে শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট সংবাদে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ধূল্যলুণ্ঠিত দেহে আকুল ক্রন্দন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্রীগৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

দেবীর শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ও সেবাপ্রকাশ অশাস্ত্রীয় একথা মনে হইলেও হৃৎকম্প হয়, অপরাধী হইতে হয়। বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতি এ অধমের করযোড়ে নিবেদন, শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিরোধী হইয়া জগজ্জননী শ্রীমহালক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট অপরাধী হইবেন না। দয়াময়ী মার নিকট অকপটে অপরাধ স্বীকাব কবিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। তিনি অজ্ঞ ও ভ্রমান্ধ জীবের অপরাধ গ্রহণ করেন না।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গঘরণী, অতএব তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-বক্ষ-বিলাসিনী। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অনুরাগিণী ভক্ত এবং ভালবাসার পাত্রী। শ্রীগৌরাঙ্গেব বক্ষস্থলে যাঁহার অবস্থান, শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে যে মূর্ত্তির অধিষ্ঠান, সেই মহালক্ষ্মীস্বরূপা দেবীমূর্ত্তি শ্রীগৌর-ভগবানের মূর্ত্তির সহিত প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইবেন, ইহা অশাস্ত্রীয় কিরূপে হইল, তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের যুক্তি সিদ্ধান্তেব অগম্য। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে যিনি শ্রীগৌবাঙ্গ-হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহাব হৃদয নাই, তাঁহার শরীরে কি স্নেহ মমতার লেশ-মাত্রও নাই? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যে কি বস্তু তাহা বুঝাইতে হইলে একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। যদি দেবীর কৃপা থাকে, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের ন্যায় শ্রীদেবীভাগবত কোন সৌভাগ্যবান্ মহাপুরুষ লিখিয়া বৈষ্ণবজগতে শীঘ্রই প্রচার করিবেন। সে শুভদিনের আর অধিক বিলম্ব নাই, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব অনেক সংগৃহীত হইয়াছে ও হই-তেছে এবং এই ভবিষ্যৎ শ্রীগ্রন্থের রচয়িতা অবশ্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

যেরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন করিলে শ্রীগৌরভগবানের মূর্ত্তি পূজার মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও লালিত্যের হানি হয়, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলার রসভঙ্গ হয়, শ্রীগৌরাঙ্গচরিতের মধুরত্ব

নষ্ট হয়। একের অভাব অপরের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, মহত্ত্ব এমন কি ভগবত্তা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। বড় ক্ষোভেই এ কথা বলিলাম। হে গৌরভক্তগণ! হে ভ্রাতৃবৃন্দ! শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলভজনের অধিকাবী হওয়া বড স্নুকৃতিব ফল। শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী, শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী, যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে জীবে অমূল্য প্রেমধন প্রাপ্ত হইত, সেই সাধু মহাপুরুষদ্বয় শ্রীগৌব-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলভজন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী শ্রীগৌরাঙ্গের একটা নাম বাখিয়াছিলেন "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ" তাঁহার শিষ্যেব নাম ছিল "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদাস।" ব্রজরস ও নবদ্বীপরসে কিছুই প্রভেদ নাই। এই নিগূঢ় বসাস্বাদনের অধিকারী কয় জন? যাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যাঁহার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ কৃপা, তিনিই এই শ্রেষ্ঠ ভজনের অধিকারী হইতে পারেন।

শ্রীল নরহরি ঠাকুরের অপ্রকটকালে তিনি রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুরকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হউক এবং যথারীতি পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করা হউক। ঠাকুর নবহরিব আদেশে যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, যে যুগলপূজাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, গৌরভক্তগণ কোন্ সাহসে তাহার বিরোধী হইতে চাহেন, বলিতে পাবি না। ইহাকে দুঃসাহস বলিব না ত আর কি বলিব?

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের নিকট গোস্বামিশাস্ত্র প্রথম শিক্ষা করিয়াছিলেন, গোস্বামিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যাভি-মানী মহাত্মাগণের যেন এ কথা স্মরণ থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ ঠাকুরদ্বয় এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিয়া সকল বন্দোবস্ত করেন। প্রভু-

ত্রয়ের দ্বিতীয় অবতার—এই তিন মাহাত্মা। তিনজনেই যখন একত্র হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বসাইলেন, তখন আর কথায় কাজ কি? এ কার্য্য অশাস্ত্রীয় হইলে তাঁহারা কখন অনুমোদন করিতেন না। এই মহাত্মারাই গৌড়ে গোস্বামিশাস্ত্র প্রকাশক। এই যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময় সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিমন্ত্রিত হন। শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র এবং তদীয় জননী শ্রীজাহ্নবা-দেবী শ্রীঅদ্বৈত তনয় কৃষ্ণমিশ্র, প্রভৃতি সকলেই এই কার্য্যে উপস্থিত ছিলেন। বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর সেখানে গিয়াছিলেন, ইহার উপর আর কি কথা আছে? গোস্বামিশাস্ত্রকারগণ যখন এ কার্য্য অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন, তখন আর বৃথা কথায় কি কাজ? শ্রীগৌরাঙ্গের বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন শ্রীজীবগোস্বামী ও গোপালভট্টেরও অনুমোদিত।

শ্রীগৌরাঙ্গে পার্ষদ বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব। ইহাদের রচিতপদে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মাধুর্য্য-লীলার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবমাত্রেই জানেন, ইঁহারা অতি শিশুকাল হইতেই গৌরাঙ্গের পার্ষদ ছিলেন। গৌরাঙ্গের বামে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দর্শন করিতে ইঁহাদের বড় সাধ। ইঁহারা যুগলরূপ স্বচক্ষে দেখিয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। নদীয়া নাগরীর পদের সৃষ্টিকর্ত্তা মহাজনগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভজনের সুবিধার জন্য পদসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে অনেক গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া লীলাবিষয়ক পদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কেন? গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া লীলারস-আস্বাদনের অধিকারী হওয়া বড় ভাগ্যের কথা। জীব এ সৌভাগ্য বহু সুকৃতিফলে প্রাপ্ত হয়। ঠাকুর লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি নবদ্বীপরসে পরিপূর্ণ। তাঁহার গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মধুর লীলারসে ডুবিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রসিকনাগর, এই রসিকশেখর

শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যলীলা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। জীবকে প্রেমভক্তি ও প্রেমভজন শিক্ষা দিবার জন্য ঠাকুর লোচনদাস গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মধুর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ঠাকুর লোচনদাস যে অশাস্ত্রীয় কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে সাহস করিবে? শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজন বড় মধুর। ব্রজরস ও নবদ্বীপরস একই, যাহার যাহাতে মন মজে। নবদ্বীপরসের রসিক হইলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে ভজন করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যবল্লভা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দাসের দাস হইতেই হইবে। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজা যে অশাস্ত্রীয় নহে, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না। জয় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়।

চৈতন্যবল্লভা তুমি জগত ঈশ্বরী।
তোমার দাসের দাস হইতে বাঞ্ছা করি॥

(২)

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলারসলোলুপ মহাজনগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর লীলা-কথা কিছু কিছু আলোচনা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বসন্ধিৎসু গৌরভক্তের অনুগ্রহে কলির জীব কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গকে চিনিতে পারিয়াছে, বঙ্গবাসী তাহাদের ঘরের ঠাকুরকে এখন চিনিয়াছে, কিন্তু শ্রীগৌরবক্ষ-বিলাসিনী পতিত-পাবনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে এখন পর্য্যন্ত তাহারা চিনিতে পারে নাই; ইহা গৌরভক্তের পক্ষে বড় কলঙ্কের কথা। অগ্রে লক্ষ্মী তাহার পর নারায়ণ, অগ্রে দুর্গা তাহার পর শিব, অগ্রে সীতা তাহার পর রাম, অগ্রে রাধা তাহার পর কৃষ্ণ, সেইরূপ অগ্রে বিষ্ণুপ্রিয়া, তাহার পর গৌরাঙ্গ। লক্ষ্মীনারায়ণ, দুর্গা-শিব, সীতারাম, রাধা-কৃষ্ণ, তেমনি বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ। এ কথাটী অনেকে ভুলিয়া যান, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। শ্রীগৌরাঙ্গ

নবদ্বীপচন্দ্র, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নবদ্বীপেশ্বরী। যেরূপ রাধারাণীর কৃপালাভ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সুসিদ্ধ হয় না, কৃষ্ণপ্রেমলাভ হয় না; সেইরূপ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুগ্রহ ও কৃপা ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে সিদ্ধিলাভ দুষ্কর। মাতার অনুগ্রহ, মাতার কৃপা, সন্তানের পক্ষে যেমন পিতার সন্তোষের কারণ, পিতার মনস্তুষ্টির প্রধান উপায়; তেমনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার কৃপা-কণা কলিহত জীবের পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের সর্ব্বপ্রধান সহায়, শ্রীগৌরাঙ্গ-সাধনের একমাত্র উপায়। এই কথাটি গৌর-ভক্তেরা কৃপা করিয়া স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবী গৌরভক্তগণের সর্ব্বস্বধন, শ্রীগৌরাঙ্গের বক্ষবিলাসিনী। শ্রীগৌরাঙ্গ যাহাকে বক্ষে স্থান দিয়া অনুগৃহীতা করিয়া গিযাছেন, তিনি গৌরভক্তগণের মস্তকের শিরোমণি। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্ত, সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের সামগ্রী। সেই হিসাবেও তিনি গৌরভক্তবৃন্দের সর্ব্বাগ্রে পূজ্য। শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন :—

"মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা"

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ় ॥

শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥" গীতা।

শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন, যে আমাকে ভক্তি করে অথচ, আমার ভক্তের ভজনা করে না, সে কখনই আমার ভক্ত নহে, কিন্তু যে আমার ভক্তবৃন্দের ভক্ত, সেই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

ইহার উপর আর কথা নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌর-ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা স্নেহের পাত্রী,—ভালবাসার সামগ্রী; কারণ তিনি

তাঁহার হৃদয়েশ্বরী, তাঁহার বক্ষ-বিলাসিনী। শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ কৃপাপাত্রী ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে এত বড় উচ্চপদ দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এত বড় সম্মান, এত বড় উচ্চপদ আর কেহ পায় নাই, তিনি আর কাহাকেও দেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘরণীর অতি বড় উচ্চপদ। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার এই সর্ব্বোচ্চপদের অধিকারিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, সর্ব্বলোক-পূজ্যা, সর্ব্ব-মঙ্গলদাত্রী, সর্ব্বদুঃখহারিণী, কলির জীবের ত্রিতাপ নাশিনী। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই পতিতপাবনী, পতিতোদ্ধারিণী সর্ব্বমঙ্গলময়ী, দেবী নবদ্বীপেশ্বরীর আরাধনা করিতে হইবে, কৃপা-ভিক্ষু হইয়া তাঁহার পদতলে দাঁড়াইতে হইবে, তবে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতিলাভ হইবে, তবে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন সুসিদ্ধ হইবে। শ্রীভগবান্ নিজে গাহিয়াছেন,—

"যে মোর ভকত হবে, আগে রাধার নাম লবে,
শেষে মোর লয় বা না লয় হে।"

সর্ব্বাগ্রে দেবীর পূজা কর, দেবীর দুঃখে দু'ফোটা অশ্রুজল ফেল, তাঁহার কৃপা প্রার্থনা কর, তবে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে অধিকারী হইবে, তবে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে।

ঠাকুর লোচনদাসের পর আর কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তা এ পর্য্যন্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া কলিহত জীবের উপকার করিয়া যান নাই গোলোকগত মহাত্মা শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তদীয় শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব অনেক সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে কলির জীবের চক্ষু খুলিয়াছে। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর তিনি কৃপাপাত্র ছিলেন বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তাহার ফলে তিনি শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণব-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

সম্বন্ধে শ্রীল বলরাম দাসের মধুর পদাবলীপাঠে বোধ হয়, শিশির বাবু দেবীর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। দেবী তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, বলিয়াই তাঁহার দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-রস বিস্তার হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে আগমন করেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহাকে এক পত্র লেখেন। এই পত্রের রচয়িতা শ্রীল বলরাম দাস ভণিতায় লিখিয়াছেন—

"বিষ্ণুপ্রিয়া পত্র লিখে কান্দিয়া কান্দিয়া।
বলরাম দাস দেখে পাছে দাঁড়াইয়া ॥"

একথা প্রতিপদে সত্য। মহাপুরুষের বাক্য ধ্রুব সত্য। মহাভাবে বিভোর হইয়া তিনি শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ারসে ডুবিয়াছিলেন, বলিয়াই এ মধুর দৃশ্য মনশ্চক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-রস মধুর রস। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন মধুর ভজন। মধুর ভজনের অধিকারী কয় জন? বিশেষ সুকৃতি না থাকিলে এই যুগলভজনের অধিকারী হইতে পারা যায় না। শ্রীল শিশিরকুমার ক্ষণজন্মা মহাভাগ্যবান্ মহাপুরুষ ছিলেন, তাই এ শ্রেষ্ঠ ভজনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব বৈষ্ণবজগতে অধিকতর পরিস্ফুট হইত। কলির জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন হইত।

নবদ্বীপরস-লোলুপ গৌরভক্তগণ নদীয়ানাগরী ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজনানন্দে বিভোর থাকেন। ব্রজ-রস ও নবদ্বীপরসে কিছুই প্রভেদ নাই। গোপীভাব ও নদীয়া-নাগরীভাব একই। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা কলির জীব চক্ষে দেখেন নাই শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলা শত শত লোক স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই মধুর ভজনের সাধক পদকর্ত্তা মহাজনগণ এই নবদ্বীপরসের মধুর

পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণব-জগতে প্রচার করিয়া যুগল-ভজনের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। এই উজ্জ্বল মধুর নবদ্বীপরসের স্ফূর্ত্তি যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, যিনি শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজনের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বড় প্রিয়। রাগানুরাগ ভক্তির সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং এই রাগানুরাগ ভক্তির সাধনা করিয়া কলিহত জীবকে মধুর ভজন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এই মধুর ভজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ হইতে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে। রাগমার্গীয় গ্রন্থানুশীলন, রাগপন্থা অবলম্বন, মধুর রসাস্বাদন, কলিক্লিষ্ট জীবের পক্ষে এক্ষণে রুচিবিরুদ্ধ। হায়! হায়! কলির জীবের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীমহাপ্রভু কলিকলুষনাশন যে মহৌষধি দান করিয়া গিয়াছেন, কলিহত জীব তাহা হেলায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা এক্ষণে তাহার অনুপান মাত্র লেহন করিতেছে। নদীয়া-নাগরী ভাবামৃতে যাহার লোভ জন্মে, তিনি বেদবিধির শাসন মানেন না, তিনি বেদধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনা করেন। রাগমার্গোপাসক গোপীভাবাপন্ন সাধকের পক্ষে শ্রীভগবান্ প্রাপ্তি যেরূপ সুলভ, বৈধীমার্গোপাসক দর্শনতত্ত্ববেত্তা জ্ঞানীদিগের পক্ষে ইহা তত সুলভ নহে।

"নায়ং সুখাপোভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥"

নবদ্বীপরস রাগানুগভক্তি উদ্দীপক। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা মধুর ভজনতত্ত্বপূর্ণ। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ সাধন। শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে মধুর যুগল-ভজন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর বংশীবদনকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন :—

প্রকৃতি পুরুষ দুঁহু মধুর মিলনে।
প্রেম উপজয় ইহা জানি মনে মনে॥
যুগল মিলন বিনা কভু প্রেমধন।
নাহি উপজয় এই ঋষিব বচন॥
যুগল মিলনে সদা যে জনার আশ।
তাঁর যেন হই মুঞি জন্মে জন্মে দাস॥ বংশীশিক্ষা।

ইহার উপর আর কি কথা আছে। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাব প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আর স্বয়ং আচরিয়া যে মধুর ভজন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমহাপ্রভুব বাণী তাঁহাদিগের পক্ষে বেদবাণী।

মহাজনগণ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে জগৎ-ঈশ্বরী বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন:—

"চৈতন্যবল্লভা তুমি জগত ঈশ্বরী।"

বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ শ্রীগৌবাঙ্গ-ভজন অপেক্ষা সুখকর ভজন আর কি আছে? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নবদ্বীপ রসেব আশ্রয়। তিনি লীলা-পবায়ণা, তাঁহা হইতে রসস্বরূপ শ্রীগৌবাঙ্গ লীলাময়ী মধুর রস আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কলিহত জীবকে লীলারস আস্বাদন করান, শ্রীভগবানের লীলা প্রকাশের যেমন উদ্দেশ্য, লীলার মধুর বসাস্বাদন কবিয়া স্বীয় আনন্দকে পূর্ণানন্দে উচ্ছ্বসিত করাও তেমনি অপব উদ্দেশ্য। জীব শ্রীভগবান্‌কে, শ্রীভগবান্ জীবকে এইরূপ প্রেমের বিনিময় করিয়া থাকেন, এই প্রেম-বিনিময় কার্য্যে উভয়ে উভয়ের সহায়তা করেন। সেই জন্যই এই প্রেমের এত মাধুরী। মহাভাবময়ী লীলাপরায়ণা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভিন্ন জীবের হৃদয়ে গৌর-প্রেম-লহরী উঠাইবার শক্তি আর কাহারও নাই। গৌরলীলার নদীয়া নাগরী ও কৃষ্ণলীলার অনুগা সখী একই

বস্তু। লীলাময় শ্রীগৌর-ভগবানের আনন্দ চিন্ময় রসের বৃত্তিগুলি এই মহাভাবময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীভগবানের আনন্দ চিন্ময় রসের এই সকল মহাভাবেই সখি-প্রকৃতি। গৌরলীলা-বিভাবিনী মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ নদীয়া নাগরী। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ ভাবচিন্তামণি। নদীয়া-নাগরীগণ ইঁহার কায়ব্যূহ।

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমলীলা-রসাস্বাদনের একমাত্র অধিকারী নদীয়া-নাগরীগণ। মধুর ভজনসুখ অনুভব করিতে হইলে নদীয়া-নাগরীদিগের সাহায্য ও আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। তাঁহাদিগের আনুগত্য ভিন্ন গৌরপ্রেম লীলাতত্ত্ব লাভের অন্য উপায় নাই। নদীয়া-নাগরীগণের গৌরপ্রেম অহৈতুকী। উহাতে কামের নাম গন্ধও নাই। ইহাতে তাহাদিগেব ইন্দ্রিয়-সুখেব লেশ মাত্রও নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের সুখই তাৎপর্য্য। যেহেতু নদীয-নাগরীগণ—অকামী।

"যো হি বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি।
যো হি বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি॥"

অতএব নাগরীভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। গোপী-প্রেম আদর্শ করিয়া গৌবাঙ্গ-ভজন কবিয়া অনেক পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন সিদ্ধ হইয়াছেন। নবদ্বীপ-বসের রসিক চূড়ামণি সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী সারকথা বলিয়া গিযাছেন ঃ—

"গৌবে কান্তা আমি, কান্তা আমার গোরা,
আচার ভজন হ'ল সারা॥"

(৩)

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব বুঝিতে হইলে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বমঙ্গলময়ী শ্রীগৌরঘরণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণকমল-সরোজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, সর্ব্বতোভাবে দেবীর শরণ লইতে হইবে। দেবী সর্ব্বার্থ-

সাধিকা, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যা, পরম করুণাময়ী, কলির জীবের সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী, ত্রিপাপহারিণী জগজ্জননী। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়া। শ্রীগৌ-রাঙ্গের যিনি অতিশয় প্রিয় বস্তু, শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব তাঁহার কাছে শিখিব না ত আর কোথায় যাইব? কৃপাময়ী জননীর কৃপাকটাক্ষে শ্রীগৌর-চন্দ্রের সকল তত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইবে, বিনা সাধনায় নদীয়ার চাঁদ করতলগত হইবেন। এ কথায় অবিশ্বাসের কিছুই কারণ নাই। নবদ্বীপনিবাসী ৺রামযাদব বাগচী মহাশয়ের হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও নবদ্বীপ-রস তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তিনি জগজ্জননী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাস বলিয়া তিনি পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তিনি দেবীর কৃপাবলে শ্রীশ্রীগৌরভগবান্‌কে সর্ব্বদা মনশ্চক্ষে দর্শন পাইতেন; শুনিয়াছি চর্ম্মচক্ষেও তিনি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীপত্রিকার পুরাতন পাঠকগণ এই পরম ভাগ্যবান্ মহাপুরুষের লিখিত নবদ্বীপরসপূর্ণ মধুময় শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন। শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত গ্রন্থেও এই গৌরভক্ত-প্রবরের নাম দেখিতে পাইবেন। নবদ্বীপেশ্বরী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শরণাগত হইয়া এই মহাত্মা শ্রীগৌরধর্ম্ম-প্রচারে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা আধুনিক শিক্ষিত গৌরভক্তমণ্ডলীর অবিদিত নাই। গোলোকগত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও রামযাদব বাগচী অভিন্নাত্মা ছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রামযাদব বাগচী মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই! শ্রীল পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম প্রমুখ গৌরভক্ত ব্রজবাসিগণ বাগচি মহাশয়কে আশা

দিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কার্য্যে কিছুই হয় নাই। ইহা কুড়ি বৎসরের কথা।

এই মহাত্মা রামযাদব বাগচী মহাশয় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে গোলোক-গত শিশিরকুমারের রচিত নদীয়াপথিকের রোদনের উত্তরে লিখিয়াছিলেন :—

"পুনঃ হরিনামে মাতিবে জগত।
গৌর-সঙ্কীর্ত্তন দেখিবে ভকত॥
এবারে দেখিবে অন্য নব-ভাবে।
জগত মোহিত বিষ্ণুপ্রিয়া-ভাবে॥

গৌরভক্ত মহাপুরুষের কথা অকাট্য। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি দিব্য-চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এই গৌড়ভূমি নবভাবে পূর্ণ হইবে, গৌরভক্তবৃন্দ নবভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজনে রত হইবে। এই নবভাবটি কি? তাহা কি আর খুলিয়া বুঝাইতে হইবে? শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন যেভাবে হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে কলির জীবের কলুষিত চিত্ত দ্রব হইল না, তাহাদের মনের অন্ধকার দূর হইল না, তাই নবভাবে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজনের প্রয়োজন বোধ হইল। পরবর্ত্তী মহাজন-গণ ইহা বুঝিতে পারিয়া মধুর স্বরে এই নব-ভাবের ঝঙ্কার তুলিলেন; মৃদুমন্দ ঝঙ্কারে এই নবভাব গৌরভক্তবৃন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মধুর নৃত্য করিতে লাগিল; নবদ্বীপ-রস-ভজন-পন্থা সুগম করিবার জন্য বিবিধ আয়োজন হইতে লাগিল; পরবর্ত্তী মহাজনগণ এই নবভাবে প্রণোদিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-রস মধুর ভজনের উপযোগী করিয়া বিস্তার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজন প্রণালী বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল; শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল, শ্রীগৌরাঙ্গের নটবর-নাগর-মূর্ত্তির পূজা, ভোগ, অভিষেক প্রভৃতি

নবভাবে সংস্থাপিত হইতে লাগিল; শ্রীগৌরাঙ্গলীলার রসমাধুর্য্যে গৌর-ভক্তের হৃদয় নবভাবে আকর্ষিত হইতে লাগিল; শ্রীগৌর-ভগবানের ঐশ্বর্য্য-ভজন অপেক্ষা মাধুর্য্য-ভজনে গৌরভক্তগণের হৃদয়ে অভিনব আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল উপাসনার মর্ম্ম তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজনাকাঙ্ক্ষী নবদ্বীপরসামোদী গৌরভক্তগণের সর্ব্বস্ব-ধন। শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুর্য্য-ভজনতত্ত্ব, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্বরূপত্ব ও মূলতত্ত্ব, মধুর ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব, নবদ্বীপ-রসতত্ত্ব, সকলি এই শ্রীগ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। দেবীর লীলাকথা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কিছুই লিখিয়া যান নাই, তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেবীর কথা কিছুই নাই বলিলেই হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও দেবীর লীলা-রসতত্ত্ব তাঁহার শ্রীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কিছুই লিখিয়া যান নাই। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ শ্রীল নরহরি ঠাকুরের আজ্ঞায় ও সাহায্যে লিখিত। ঠাকুর নরহরির নিকট শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজনতত্ত্ব ঠাকুর লোচন দাস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই পরম মধুর নব-দ্বীপ-রসতত্ত্ব এতদিন অনাদৃত ছিল। এক্ষণে পরবর্ত্তী মহাজনগণের কৃপায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর লীলা-কথা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাতে নবদ্বীপ লীলারস শতমুখী হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বিস্তারিত হইতেছে এবং দিন দিন গৌরভক্তবৃন্দকে পরম সুখময় আনন্দধামে লইয়া যাইতেছে।

এই নবভাবে ভাবুক শিরোমণি, নবদ্বীপ-রসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার চিহ্নিত দাস গোলোকগত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ-প্রমুখ গৌরভক্তবৃন্দ-এই নূতন ভজনপন্থার পথপ্রদর্শক। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার এই জন্যই আবির্ভাব। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব এতদিন কোন বিশেষ কারণে বৈষ্ণবজগতে সম্যক্ প্রচারিত হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই

এতদিন নবদ্বীপ-রসতত্ত্ব কয়েকজন মাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের হৃদয়-কন্দরে লুক্কায়িত ছিল। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রভু কৃপা করিয়া এই মধুর লীলারস আস্বাদন করিতে কলির জীবকে অনুমতি দিয়াছেন। তাই আজ চতুর্দ্দিকে আনন্দের রোল উঠিয়াছে; হতভাগ্য কলিহত জীব আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-ভজনানন্দের আস্বাদ পাইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছে। আর তাহারা প্রভুর ঐশ্বর্য্যে ভুলিতে চাহে না, তাঁহার সেই গম্ভীর সন্ন্যাসমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে সুখ পায় না, ভয়ে ভয়ে দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসে, নিকটে যাইয়া প্রেম-সম্ভাষণ করিতে কুণ্ঠিত হয়। এক্ষণে কলির জীব এই নবভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রিয়ার শ্রীচরণকমলে নিজ নিজ মস্তক লুণ্ঠিত করিতে চাহে, স্বহস্তে তাঁহাদের শ্রীচরণসেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহে, সকলে মিলিয়া যুগলসেবা করিয়া প্রাণ শীতল করিতে চাহে। এক কথায় তাহারা শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া মহানন্দে সংসার করিতে চাহে। যে, যে ভাবেই তাঁহাদিগকে ভজনা করুন না কেন, তাহারা উত্তম জানিয়াছে, তাহারা শ্রীগৌর-ভগবানের পরিবারভুক্ত, তাঁহার যুগল-সেবায় তাহাদের পূর্ণ অধিকার। শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা সুন্দর নটবরবেশে সাজাইয়া দয়াময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে পার্শ্বে বসাইবে, নানাবিধ মনোহর সাজে মনের মত করিয়া স্বহস্তে যুগলমূর্ত্তিকে সাজাইবে, তাঁহাদিগের পাদসম্বাহন করিবে, শয্যা-রচনা করিবে, যুগলমূর্ত্তির আরতি করিবে, আর প্রাণ ভরিয়া ঢোকে ঢোকে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-বিগ্রহের মাধুর্য্য-রস পান করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবে। তাই তাহারা ঘরে ঘরে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীযুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এই মাধুর্য্যভজনে পূজার আয়োজনের আড়ম্বর নাই, বিশিষ্ট ভোগরাগের প্রয়োজন নাই, পুরোহিত ব্রাহ্মণের বড় একটা আবশ্যকতা নাই, সকল কার্য্যই স্বহস্তে ও

স্বয়ং করিয়া সাধক প্রেমানন্দে মত্ত থাকেন। প্রেমভক্তির এই বিচিত্র চিত্র বৈষ্ণব-জগতে আদরণীয়, প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ এবং প্রেমময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এইরূপ ভালবাসা ও প্রেমভক্তিরই বশীভূত। এমন সরল, অথচ সুগম মধুর-ভজনপন্থা ছাড়িয়া কঠোর এবং দুঃসাধ্য ঐশ্বর্য্য-ভজন জীবে কেন পছন্দ করিবে? এই প্রেম-ভক্তি-সাধনে, এই মধুব ভজনে, মন্ত্রতন্ত্রের বিশেষ আবশ্যক করে না, জপ-তপ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, কেবল মাত্র হৃদয়ের সবখানি ভালবাসা দিয়া শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিতে হইবে; আর কাহারও জন্য হৃদয়ের মধ্যে এক তিল ভালবাসা লুক্কায়িত রাখিলে চলিবে না; সমুদয় হৃদয়খানি প্রাণনাথের নিকট খুলিয়া দিতে হইবে, হৃদি-আসনের সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া তিনি বসিবেন, আর আদর করিয়া ডাকিবেন, "এস, আমাকে কোলে কর, আদর কর, ক্ষুধা লাগিয়াছে, আহার দাও, নিদ্রা আসিয়াছে, শয্যা পাতিয়া দাও, একটু পদসেবা কর।" এইরূপ ভাব হইলেই ভজন সুসিদ্ধ হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাকেই বলে মধুর ভজন, গোপীভজন, নাগরী ভাব ইত্যাদি। একদিন মনের আবেগে লিখিয়াছিলাম:—

"ধরম করম হাম কিছু নাহি জানি।
গৌরদাসিয়া ব'লে মু সদা অভিমানী॥
মন্ত্র-তন্ত্র মোর গোরা অনুরাগ।
গৌর-চরণ সেবা জপ-তপ-যাগ॥
ধরমের ধার হাম কিছু নাহি জানি।
গোর পিরীতে নাহি লাজভয় মানি॥"

এই ভাবটি হৃদয়ে পরিস্ফুট করিতে পারিলেই শ্রীগৌরভগবানের পরিবারভুক্ত হইবার অধিকারী হইতে পারা যায়, তাঁহার নিজজনের মধ্যে গণ্য হইতে পারা যায়।

(৪)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কলির জীবের জননী অপেক্ষাও প্রিয়তম। মায়ের নয়নে জলধারা দেখিলে সন্তানের বুক ফাটিয়া যাইবে, মায়ের পরিধানে মলিন বসন দেখিলে সন্তানের প্রাণে ব্যথা লাগিবে, মায়ের শ্রীঅঙ্গ নিরাভরণ দেখিলে সন্তানের অন্তর কাঁদিয়া উঠিবে, তবে ত বুঝিব তাহাদের মাতৃভক্তি, তবে ত জানিব, তাহারা মাকে ভালবাসে। শ্রীশ্রীগৌর-ভগবানের সংসারে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সর্ব্বেসর্ব্বা গৃহকর্ত্রী। তিনি রাজরাজেশ্বরী জগজ্জননী। তিনি শ্রীগৌর-ভগবানের বক্ষ-বিলাসিনী, সর্ব্বমঙ্গলময়ী এবং শান্তিদাত্রী। তাঁহাকে ছাড়িলে শ্রীগৌর-ভগবানের সংসার-ভুক্ত কি করিয়া হইবে? সংসারে গৃহিণীই সর্ব্বপ্রধানা। তাঁহার বিনানুমতিতে সংসারে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সংসারের কর্ত্তা গৃহিণীব হাতধরা। গৃহিণী যাহা করিবেন, কর্ত্তার তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীগৌর-ভগবানের সহিত সংসার করিতে বাসনা করিলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীচরণতলে আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে শরণ লও, গৃহকর্ত্রী জগজ্জননী দুঃখিনী মাকে এইরূপে সান্ত্বনা কর :—

"নদীয়ার চাঁদ, রাজরাজেশ্বর,
রাজার ঘরণী তুমি গো।
কেন ভিখারিণী, সাজিয়াছ বল,
কাঁদ কেন বল মা গো॥
কোটী-কল্প যুগ, ধ্যান ধারণা,
করিয়া যাঁহারে মেলে না।
(সেই) অখিলের নিধি, গৌর গুণমণি,
তোমারে করে গো সাধনা॥

শিববিরিঞ্চির, সাধনার ধন,
তোমার অঞ্চলে বাঁধা গো।
কি দুঃখ তোমার, কেন কাঁদ তুমি,
কিসের অভাব হ'ল গো॥
ত্রিলোকের পতি, করতলে তব,
গোলোকের সুখ তব ঠাঁই।
নদীয়াবিপিনে, ব্রজরাজ গোরা,
তুমি আমাদের নদীয়ারাই॥
নয়নের জল, দেখিতে পারি না,
মলিন বসন ছাড় মা।
পরি আভরণ, বসন ভূষণ,
মুখ তুলে তুমি চাহ মা॥
কোটী কণ্ঠে, ডাকিছে তোমারে,
শুনিতে কি তুমি পাও না?
কাতর পরাণে, সন্তানে ডাকে,
উঠ মা। উঠ মা। উঠ মা॥
আয় মাগো আয়, জগতজ্জননি,
সাজাই তোমারে ভূষণে।
যেখানে যা সাজে, বস্ত্র অলঙ্কারে,
অলক্তক-রাগ চরণে॥
জগত-ঈশ্বরী, ভিখারিণীবেশ,
এ সাজ তোমার সাজে না।
রাজরাজেশ্বরী, বেশেতে তোমারে,
সাজায়ে দিব গো—এস মা॥

গোরাচাঁদ-পাশে বসা'ব তোমারে,
রাজবেশ তাঁরে পরা'য়ে।
এনেছি ধরিয়া, নীলাচল হতে,
কত না ছলনা করিয়ে॥
ঐ দেখ সেই, নদীয়ার রাজ,
দাঁড়ায়ে তোমার দুয়ারে।
নটবরবেশ, পুন পরা'য়েছি,
আনিয়া নদীয়া ভিতরে॥
দূরে দিছি ফেলে, করঙ্গ কৌপীন,
আর না পাইবে খুঁজিয়া।
নদীয়া বাহিরে, যাইতে দিব না,
রাখিব তাঁহারে ধরিয়া॥
দেখ মা চাহিয়া, দুয়ারে তোমার,
আসিয়াছে নব-গৌরাঙ্গ।
সলাজ নয়নে চোরের মতন,
মাগিছে তোমারি সঙ্গ॥
ভণে হরিদাস, গললগ্নীবাস,
ভিখারী যুগল মিলনে।
গড়াগড়ি যাই, দুহুঁ পদ-তলে,
ঠেলনা দাসেরে চরণে॥"

শুধু ফুলচন্দনে, ভোগরাগে, আরতি-আবাহনে শ্রীভগবান্ তুষ্ট হয়েন না। শুধু "মাগো পতিতপাবনী জগদম্বে" বলিয়া চীৎকার করিয়া বিশ্ব কাঁপাইলে জগজ্জননীর মনস্তুষ্টি হয় না। তাহার মনের কথাটি বুঝিয়া প্রকৃত সন্তানের মত মায়ের দুঃখে দুঃখী হইয়া মায়ের সঙ্গে কাঁদিতে

থাক, মায়ের বুকের বেদনা কি উপায়ে দূব হইবে তাহার উপায় কর, তাহা হইলেই মার কৃপা হইবে, আর মার কৃপা হইলেই শ্রীভগবানের সংসারে স্থান পাইবার কোন ভাবনাই ভাবিতে হইবে না। সর্ব্বাগ্রে মাতৃপূজা কর, দেবীর অর্চ্চনা না করিলে দেবাদিদেব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপালাভ দুর্ঘট, তাই একদিন লিখিয়াছিলাম :—

"আয়রে আয়রে, পতিত অধম,
মাতৃ-পূজা করি অগ্রে।
মায়ের চবণ- ধূলির প্রসাদে,
পতিত যাইবে স্বর্গে॥
জয় মা জননী, গৌব-ঘবণী,
পতিতের রাজরাণী॥
বক্ষে তুলিয়ে, আদর করিয়ে,
দাও মা অভয়-বাণী॥"

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব মধুবরসাত্মক-ভাবে পূর্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গভজন চিরকালই মধুর। শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলভজন মধুব হইতেও মধুরতর। শ্রীভগবানের মধুব ভজনে মাদকতা শক্তি আছে। এই শক্তির বলে বলীয়ান্ হইয়া শ্রীশ্রীগৌরভক্তবৃন্দ আজ জগৎপূজ্য। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধুর পদাবলী জগৎমান্য। এক একটি রসের পদ এক একগাছি পদ্মপুষ্পের মালা। শ্রীভগবানের নিকট এইরূপ মানস-কুসুমের মালার বড় আদর। তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, জীবের সরল হৃদয়ের মধুর ভাবটী লইয়াই তাঁহার কারবার। শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরী ভাবের ভজন অনেকে পছন্দ করেন না। এটি তাঁহাদের মহাভ্রম। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম রসের সাগর, তিনি রসরাজ, ব্রজভাবে তাঁহাকে ভজন করিবার সৌভাগ্য সকলের

ভাগ্যে ঘটে না, তাহা ঠিক। নবদ্বীপরস সকলের হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় না। শ্রীশ্রীরাধারাণী যেমন ব্রজ-রসের আধার, বৃন্দারণ্যে রাসেশ্বরী, —বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও তদ্রূপ নবদ্বীপরসের আধার, নবদ্বীপেশ্বরী, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া গৌরপ্রেমদাত্রী। শ্রীশ্রীরাধারাণীর শরণাগত না হইলে ব্রজরসে বঞ্চিত হইতে হয়, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপা না হইলে নবদ্বীপ-রস-সুধা জীবের হৃদয়ে সঞ্চার হয় না। শ্রীগৌর ভগবানের পরিবারভুক্ত নদীয়া নাগরী দাসীদিগেরও কৃপাপ্রার্থী হওয়া চাই। এই পরম সৌভাগ্যবতী নদীয়া নাগরীবৃন্দ শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্যদাসী; তাঁহাদের অনুগা হইয়া নবদ্বীপ-রস-সুধা পান করিতে হইবে। শ্রীশ্রীভগবান্ একমাত্র পরমপুরুষ, তদ্ভিন্ন আর সমস্ত জীবই প্রকৃতি। তাই সকলেই শ্রীভগবানের দাসী। দাসীর কার্য্য প্রভুর সেবা করা; প্রভুর কার্য্য দাসীদিগকে কৃপা করা। প্রভুব বৃহৎ পরিবার; অনেক দাসী আছে, দাসীর দাসী হইয়া প্রভুর গৃহে প্রবেশাধিকাব প্রাপ্ত হইতে হইবে। দাসীদিগের কৃপাবলেই জগজ্জননী শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘরণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত পরিচয় হইবে। প্রেমভক্তি ও সেবা দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে তিনি সময় ও সুযোগমত কর্ত্তার নিকট মনের মত দাসীদিগকে লইয়া প্রথম পরিচয় করিয়া দিবেন এবং কিছু কিছু সেবাধিকার দিবেন। এই সেবাধিকার পাইবার জন্যই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পদসেবন এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার, দেবীর অনুকম্পা না হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে অধিকারী হওয়া বড় সুকঠিন।

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজন-তত্ত্ব এতদিন অপ্রকাশ ছিল। এই নবদ্বীপ-রসের অফুরন্ত উৎস এতকাল বন্ধ ছিল। এক্ষণে দেবীর ইচ্ছায় এই বিশুদ্ধ ও নির্ম্মলরস-ভাণ্ডার কলির জীবকে অকাতরে লুটাইবার দিন আসিয়াছে। এতদিন এই গুপ্ত রস-ভাণ্ডার দু'একটি মর্ম্মী গৌরভক্ত

নিজ-জনের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এক্ষণে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া কৃপা করিয়া এই দেবদুর্লভ অনর্পিত সুধামধুর রসভাণ্ডার দীন, দুঃখী, পতিত, অধম সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলারস তরঙ্গে গৌড়ভূমি অচিরে প্লাবিত হইবে। জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়!!

(৫)

কোন কোন গৌরভক্তচূড়ামণি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে মাতৃ আখ্যা দিয়া সম্বোধন করিতে দেখিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহিয়াছেন। কেহ বা শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবীর আরাধনার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন। কেহ ভাবিতেছেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নামানুযায়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর নামে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন কেন না করা হয়। এ সকল কথার উত্তর দিতে হইলে তর্ক ও বিচার প্রয়োজন। শাস্ত্রানভিজ্ঞ মূর্খ লেখক এই কার্য্যে নিতান্ত অক্ষম। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে এই অধমাধম নরক কীট যে ভাবে বুঝিয়াছে, অথবা তিনি যে ভাবে এ নরাধমকে তাঁহার ভগবত্তা, তাঁহার নিত্যলীলা, তাঁহার নিত্য পার্ষদগণের মহত্ত্ব, তাঁহার লীলারসলোলুপ নিত্য পরিকরগণের স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার শ্রীচরণ-স্মরণ করিয়া তাঁহারই আদেশে তিনিই লেখাইয়া থাকেন।

"আজ্ঞা বলবান্ তাঁর না পারি ঠেলিতে।
লিখিব, লিখাবে যাহা বসি মোর চিতে॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীরাধারাণী নহেন। একথা শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকের দ্বিতীয় বর্ষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে অধম লেখক ভক্তবৃন্দকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সে প্রবন্ধের প্রতিবাদ বাহির হয় নাই। শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইলেও, পরিণীতা না হওয়ায় জগতে মাতৃ-সম্বোধনে বঞ্চিতা আছেন। বিশেষতঃ

মাধুর্য্যভাব বাৎসল্যভাবের উচ্চে হওয়ায়, বাৎসল্য রস মধুর-রসে সম্যক্-মিলিত হইয়া গিয়াছে। বাৎসল্যভাব বিকাশের স্থান শ্রীরাধারাণীতে কাজে কাজেই নাই। শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী মাধুর্য্যভাব-স্বরূপিণী মহাভাবময়ী রূপে বিকাশ হওয়ায়, তাঁহাতে মাধুর্য্য ভিন্ন অন্য কোন ভাবের বিকাশই নাই। ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিণী, তিনি মূর্ত্তিমতী, বিশ্বপ্রেম, সুতরাং বাৎসল্য ভাবের বিকাশ না থাকায় মাতৃ-আখ্যা প্রাপ্ত হন নাই। মাতৃ-আখ্যা না পাইয়াও শ্রীরাধারাণী জগজ্জননী, কারণ তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি ও শক্তি। শ্রীভগবানের প্রকৃতি বা শক্তিসম্ভূত এই ত্রিজগৎ। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ শ্রীরাধারাণীকে "জগৎপ্রসূ" আখ্যা দিয়াছেন। "বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূং।" মাতৃ-আখ্যা ও জগৎপ্রসূ আখ্যাতে কোনই প্রভেদ নাই।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌর-ভগবানের পরিণীতা ঘরণী, তাঁহার বক্ষ-বিলাসিনী অঙ্কলক্ষ্মী। কাজে কাজেই তিনি সকল গৌরভক্তের মাতৃস্থানীয়া। ঐশ্বর্য্যভাবে তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া যত সুখ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণ দর্শন কামনায় শ্রীধাম নবদ্বীপে শুভাগমন করেন, তখন তিনি দেবীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ঠাকুর লোচনদাসও তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধনে বন্দনা করিয়াছেন।

"নবদ্বীপময়ী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা॥" চৈঃ মঙ্গল।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীললোচন দাস যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে কোন গৌর-ভক্তেরই আপত্তি হইতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নাম শ্রীগৌর-প্রিয়া। শ্রীগৌর ও শ্রীবিষ্ণু অভিন্ন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেই যুগলমূর্ত্তি বুঝায়, "বিষ্ণুপ্রিয়া" শব্দটী

যুগল ভাব প্রকাশক। বিষ্ণু ও প্রিয়া তুইটী শব্দ মিলিত হইয়া "বিষ্ণুপ্রিয়া" যুগলমূর্ত্তি প্রকাশক নাম-শব্দ সৃজিত হইয়াছে। গৌর শব্দের অর্থ কষিত কাঞ্চনবর্ণ। কষিত কাঞ্চনবর্ণ রুক্মাঙ্গ পুরুষ কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তাঁহার প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যুগল হইয়া ঐ বিষ্ণুপ্রিয়া নামের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন। গৌর শব্দ বিশেষণ মাত্র। অতএব শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নাম যুগল ভাবাত্মক এবং শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত। তবে প্রিয়াজির নামটী অগ্রে যোজনা করিয়া যদি কোন গৌরভক্ত সুখানুভব করেন, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর নামে যুগল ভজন করিতে পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গ শক্তিমান্। উভয়ে অভিন্ন। নামের অগ্র পশ্চাতে, ভজনাঙ্গের কিছু হানি হয় বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এ বিষয় লইয়া আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

এক্ষণে শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবীর কথাটী লইয়া কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গের পরিণীতা পত্নী, অতএব তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত, প্রিয়জন ও নিজজন। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব দেবীর নিকটে যাহা পাইব, অন্য কাহারও নিকট তাহা পাইবার আশা নাই। দেবীর অনুগত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গভজন সহজসাধ্য। দেবীর অনুকম্পা, দেবীর কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ লাভ সুকঠিন। দেবীর অনুগত হইতে হইলেই তাঁহার দাসীবৃন্দের আরাধনা করিতে হইবে। শ্রীমতী কাঞ্চনা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রেষ্ঠা সখী, অন্তরঙ্গা ভক্ত, মর্ম্মী সঙ্গিনী ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব শ্রীমতী কাঞ্চনার নিকট শিখিতে হইবে। যেমন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বের মূল যন্ত্র ও মন্ত্র, শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবীও তেমনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বের মূল যন্ত্র ও মন্ত্র। একথা শাস্ত্রপ্রমাণে বুঝাইতে হইবে না। বৈধী ভক্তির উপাসক ও

সাধকগণ এ মন্ত্র-তন্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম। ইহা শাস্ত্রযুক্তির বহির্ভূত। মহাজনগণের সকল কথা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। গূঢ় ভজনতত্ত্ব তাঁহারা নিতান্ত নিজজন ভিন্ন অন্য কাহাকেও বলিতেন না। কেহ কেহ জীবনে কখন তাহা প্রকাশ করেন নাই। গ্রন্থে নাই বলিয়া, ইহা মহাজনগণের অনভিপ্রেত, একথা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রীগৌর-ভগবানের বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা দাসীর অনুগা হইয়া যুগল ভজন করা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, একথা মনে করিলেও অপরাধী হইতে হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নবীন নাগর ভাবে নদীয়ায় বিরাজ করিয়াছিলেন; নাগরী ভাবে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজনের পথ-প্রদর্শক ঠাকুর নরহরি, ঠাকুর রঘুনন্দন ও ঠাকুর লোচনানন্দ। এই সকল মহাজনগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শ্রীগৌর ভগবানের বামে বসাইয়া যুগল-ভজনানন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবী যে কি বস্তু তাঁহারা অবশ্য জানিতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রধানা সখী ভজনাঙ্গের বহির্ভূতা, এ কথা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে? প্রেমভক্তি শিক্ষা শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রেমভক্তিতে শ্রীগৌর-ভগবান্ ভক্তহৃদয়ে বাঁধা থাকেন। এই প্রেমভক্তিদাত্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রধানা মর্ম্মী সখী শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবী, কলিহত জীবের উপাস্য। নদীয়া-নাগরী ভাবের উপাসক ও সাধক, এই উপাস্য দেবীর অনুগা হইয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল ভজন করিয়া বড় সুখ পান, তাই তাঁহারা এই সখারূপা নদীয়ানাগরী ব্রজসুন্দরীর কৃপাপাত্র।

এই প্রসঙ্গে গৌরগতপ্রাণ ত্রিশের বসন্ত দাদা প্রেরিত, গৌরভক্ত-চূড়ামণি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিধুবাবুর একখানি নবদ্বীপ-রসপূর্ণ পত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল। বসন্ত দাদা কৃপা করিয়া এই মধুময় পত্রখানি এ অধমকে আস্বাদন করিতে পাঠাইয়াছেন। ত্রিশে বসন্ত দাদার কুঞ্জে

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ঝুলন-উপলক্ষে এই প্রেম-পত্রী খানি প্রেরিত হইয়াছিল। যুগল-ভজননিষ্ঠ গৌর-ভক্তবৃন্দ শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবীকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, এই অপূর্ব্ব পত্রে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পত্রখানি অবিকল নকল করিয়া দিলাম। ভগবান্ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজননিষ্ঠ গৌর-ভক্তবৃন্দ প্রাণ ভরিয়া ইহার রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হউন।

"শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াভ্যাং নমঃ।

প্রাণের দাদা আমার!

তোমার পত্র পাইলাম। দাদা! নদীয়ায় শ্রাবণের ধারা পড়িতেছে, চারিদিকে ভেক ডাকিতেছে। মেঘের মধুর গর্জ্জন হইতেছে। আর দিনের পর দিন যতই যাইতেছে, নাগরীগণের ততই উল্লাস বাড়িতেছে। দাদা! কাঞ্চনা সখী একদিন ঠাকুরকে বলিতেছেন, "গুণমণি! চারিদিকে ত ঝুলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলের হৃদয়েই আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। নাগরীগণ তোমাকে আজি সাজাইবেন, আর তোমার বামে এই সুবর্ণ-প্রতিমা ননীর পুতলী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসাইয়া হিন্দোললীলা করিবেন। নাগরীগণ তোমাদের ছাড়া কিছু জানে না। যূথে যূথে নাগরীগণ আসিবেন। সোণামণি! ইঁহাদের আমরা কি দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিব? ইঁহাদের কি দিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিব? বল্লভ হে! ইঁহাদিগকে তুমিই বা কি দিয়া এই আদর সোহাগের প্রতিদান দিবে।" আমাদের গোরাচাঁদ তখন অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, যেন বড় চিন্তিত হইয়া, লজ্জিতভাবে কত অপরাধীর মত উত্তর করিলেন, "কাঞ্চনে! আমার আর কি আছে? আর দিবই বা কি? আমার সম্পত্তির মধ্যে এই দেহখানি, তাহা ত তাঁহাদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি। আমার বাহিরে যাহা কিছু বিশাল সম্পত্তি আছে, তাহা ত তাহারা

চাহে না। তবে আর আমি কি দিতে পারি? তাই আমি তাদের কাছে চিরঋণী। তবে আমি এই করিতে পারি যে, আমার এই দেহখানি লইয়া তাহারা যে ভাবে ইচ্ছা ক্রীড়া করিতে পারে। আমি আর তোমাদের এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সখী বিষ্ণুপ্রিয়া, তাহাদের নিকট বিক্রীত রহিলাম। আর আমি কি দিতে পারি? কাঞ্চনে! তুমিও অমিতাদিকে লইয়া এ কার্য্যের সহায়তা কর।"

দাদা! কাঞ্চনা তখন নীরবে প্রেমাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর বলিবার কিছুই রহিল না। বিকাল বেলা। তখন একটী নাগরী গুণ গুণ স্বরে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করিলেন :—

আজু কি আনন্দ নদীয়ায় রে।
আজু সব সখী মিলি করি গলাগলি
গৌর-গীতি গায় রে॥ ইত্যাদি॥

ক্রমে ৫।৭টি নাগরী আসিয়া মিলিত হইলেন। আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া!

তোমার স্নেহের
"বিধু।"

পত্রখানির কি মধুর ভাব। শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবীর সুপারিশের জোর দেখুন। এই দেবীপ্রতিমার অনুগ হইয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল ভজন করিতে শাস্ত্রযুক্তির প্রয়োজন হয় না।

(৬)

পূর্ব্বে যিনি সত্রাজিত রাজা ছিলেন, তিনি পরজন্মে 'ভূস্বরূপিণী' জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র নামে

অভিহিত হইয়া ভূমণ্ডল পবিত্র করিয়াছিলেন। যথা শ্রীশ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায়—

"শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা ভূস্বরূপিণী॥"

শ্রীভগবানের পাদপীঠ শ্রীশ্রীধরিত্রী দেবী। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন শ্রীভগবান্, তাঁহার সর্ব্বলোক-বন্দ্য, ত্রিলোকপূজ্য, ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত, পাদপীঠ ভূস্বরূপিণী, জগন্মাতা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সৌভাগ্যবলেই এই ধরাধামে শ্রীগৌর-ভগবানের আবির্ভাব। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন মাতৃগর্ভস্থ, কংসকারাগারে নারদাদি মুনিগণ এবং অনুচর-পরিবৃত দেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা ও রুদ্রদেব যাইয়া শ্রীশ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন :—

"দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদোভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যামি গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাং॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূস্বরূপিণী ধরিত্রী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি না হইলে শ্রীগৌর-ভগবান্ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতেন না। শ্রুতিশাস্ত্রে প্রমাণ আছে, পৃথ্বী দেবী শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-স্থানীয়া। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ সর্ব্বজীবের সাধন, জীবনের লক্ষ্যস্থল ; তাঁহার প্রাপ্তিই সাধনার সিদ্ধি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌর ভগবানের শ্রীচরণস্বরূপ, সুতরাং গৌরভক্ত-বৃন্দের নিত্য সাধ্য বস্তু। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনার মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্র ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে না। কাজে কাজেই মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন।—

"চৈতন্ত-বল্লভা তুমি জগত-ঈশ্বরী।
তোমার দাসের দাস হৈতে বাঞ্ছা করি॥"

শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-ভজনের মূলমন্ত্র প্রেমভক্তি। এই প্রেম-ভক্তি শ্রীগৌর-ভগবান্ তাঁহার চিরানুরাগিণী সাক্ষাৎ প্রেমময়ী প্রীতি-পরায়ণা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :—

"যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেই ক্ষণ তুমি মোর দরশন পাবে॥"

এই প্রেমভক্তিপূর্ণ শ্রীগৌর ভগবানের অনুরাগ ভজনের নামান্তর মধুর ভজন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং তাঁহার কাঞ্চনা ও অমিতাদি সখীবৃন্দ এই যুগল মধুর ভজনের সহায়তা করেন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজননিষ্ঠ গৌরভক্তবৃন্দ সেই জন্য সর্ব্বপ্রথমেই দেবীর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন-যজ্ঞের আযোজন করেন। এই সাধন-যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌর-ভগবান্ উপাসকদিগের ভালবাসার পাত্র, প্রীতির বস্তু, প্রণয়ের সামগ্রী। তাঁহাকে তাঁহারা মানুষের মতন দেখেন, তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের নামগন্ধও দেখেন না, তাঁহাকে প্রীতি-পুষ্প দিয়া পূজা করিয়া কৃতার্থ হন, সর্ব্ব-অঙ্গ দিয়া তাহার সেবা করিয়া ধন্য হন; এবং পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া তাঁহার লীলারস পান ও আস্বাদন করিয়া হৃদয় পবিত্র করেন, অন্তর শান্তির চিরনিবাস করিয়া চিরসুখে কালযাপন করেন। শ্রী-ভগবানের অবতার জীবদুঃখ নিবারণের মুখ্য হেতু স্বরূপ। শ্রীভগবান্ নরাকার ধারণ করিয়া যখন জীবগণের মধ্যে শুভাগমন করেন, আর যখন ত্রিতাপদগ্ধ আর্ত্ত জীবগণ তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা পরম করুণাময় নররূপী পরমপুরুষকে জানিতে বা চিনিতে পারে, তাহাদের মনে আর তখন আনন্দ ধরে না, তাহাদের সকল দুঃখ দূর হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ

অবতারে কলিহত জীবের ভাগ্যে সেই সুখের দিন আসিয়াছিল; তাহারা তাহাদের সর্ব্বদুঃখহারী পরম প্রীতি-পারাবার, দয়ার অবতার, প্রাণের চির-আকাঙ্ক্ষিত পরম পুরুষটিকে পাইয়া তাঁহাকে লইয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে একত্রে সংসার পাতাইয়া বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। এ সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে নাই। শ্রীভগবান্ মানুষের রূপ ধারণ করিয়া নদীয়াধামে আসিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত অনেকের বিশ্বাস হয় না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র ভ্রমান্ধ জীবের দুর্ভাগ্য। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর প্রচ্ছন্ন অবতার। অতি গুপ্তভাবে তিনি লীলা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে যাঁহারা চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুগ্রহে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-কথামৃত কলির জীব অবাধে পান করিতেছে, তাঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের প্রকাশক; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অবতার নারী। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মূলতত্ত্ব এই ভূস্বরূপিণী দেবী মূর্ত্তিতে নিহিত আছে।

শ্রীগৌরভক্ত মহাজনগণ গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীশ্রীগৌর-লীলা-কথামৃতরসে জগৎ ভাসাইয়া গিয়াছেন। দেবী জীবদুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের জীবদুঃখকাতর করুণ কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া কলিহত জীবের কঠিন হৃদয় দ্রব করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-রসাস্বাদনের উপযোগী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রাণবল্লভের ন্যায় তিনি জগদীশ্বরী হইয়াও দৈন্য ও করুণার পূর্ণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝিতে হইলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পদাশ্রয় করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন কলির জীবের শুষ্ক হৃদয়ে নবদ্বীপরসের স্ফূর্ত্তি হইবে না। নবদ্বীপ লীলা-রস-ভাণ্ডার শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলভজননিষ্ঠ সাধকবৃন্দের একচেটিয়া সম্পত্তি। এই রসভাণ্ডারের ভাণ্ডারী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

দেবীকে স্তব করিতে করিতে মনের আবেগে একদিন লিখিয়াছিলাম :—

"তুমি মা ! আমার, জীবনের সার,
সাধন-প্রতিমা জননী !
(আমি) ধরিয়া তোমায়, পাই গোরা রায়,
তুমি মা ! ভবের তরণী ॥
বুক ভরা দয়া, কত স্নেহ মায়া,
দিতেছ তুমি মা ! জীবেরে।
(তারা) বুঝিতে না পারি, করে হুড়াহুড়ি,
হাহাকার করে কাতরে ॥"
(তোমার) ভালবাসা দেখি, জীবে দয়া শিখি,
(তুমি) কি ধন দিতেছ বিলায়ে।
গৌর-প্রেমধন, অমূল্য রতন,
রেখেছ দুয়ারে ছড়ায়ে ॥
যে যায় দুয়ারে, দাও অকাতরে,
প্রেমধননিধি সাদরে।
বঞ্চিত ক'রনা, বিলাতে করুণা,
যে তোমার মা ! পায়ে ধরে।
(তাকে) কোলেতে তুলিয়ে, মুখে চুমো দিয়ে,
দাও মাগো তুমি অমিয়া।
যে গিয়ে নিকটে, চায় অকপটে,
"মা" "মা" বলিয়া ডাকিয়া ॥
(তুমি) খুলে দেছ দ্বার, প্রেমের ভাণ্ডার,
পাপী তাপী সবে বিলাতে।

সাধ যায় যত, ল'য়ে যায় তত,
নাই মানা কারো কিছুতে ॥
ধরি জনে জনে, প্রেম সুধা-দানে,
গোলোকের সুখ দিতেছ।
(তাদের) নাই হায় হায়, হাসে নাচে গায়,
(মাগো) কত সুধা হৃদে ঢেলেছ ॥
একবিন্দু তার, পাবে নাকি ছার,
জীবাধম হরিদাসিয়া।
কত দিনে তার, যাবে হাহাকার,
পাইবে চরণ অমিয়া ॥
ও মা! বিষ্ণুপ্রিয়ে, করুণা করিয়ে,
(একবার) অধমের প্রতি চাহ গো।
তোমার চরণে, জীবনে মরণে,
মতি যেন মোর থাকে গো ॥"

(৭)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল ভজননিষ্ঠ ছিলেন। দয়াল নিতাইচাঁদই কৃপা করিয়া এই পরমতত্ত্ব অধম লেখকের মনে স্ফূর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হৃদয়ে একদিন শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-রূপ দর্শনের ইচ্ছা বলবতী হইল। সদানন্দ প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া তিনি নাচিতে নাচিতে শচীর আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গ ভোজনান্তে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া নিজগৃহে প্রিয়াজির সহিত বসিয়া রসালাপ করিতেছেন। শচীদেবীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত প্রভু আমার মধ্যে মধ্যে প্রিয়াজিকে লইয়া যুগলে বসিতেন।

"যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দে বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলরূপ দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার পরিধানের বসন ভূমিতে খসিয়া পড়িল। তিনি শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মুখে দিগম্বর হইয়া প্রেমোন্মত্ত ভাবে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। লজ্জার লেশমাত্র নাই। দয়াল নিতাইচাঁদ বাল্যভাবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া যুগলরূপ দর্শন করিতেছেন।

"বাল্যভাবে দিগম্বর হৈলা দাঁড়াইয়া।
কাহারো না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥" চৈঃ ভাঃ

প্রিয়াজি বসনাঞ্চলে মুখ লুকাইয়া দ্রুতবেগে গৃহের ভিতর চলিয়া গেলেন। প্রভু আমার দয়াল নিতাইকে নিজ বসন পরাইয়া আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং তাহার সহিত কত রঙ্গ করিতে লাগিলেন। এই মধুর হইতে মধুর শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলরূপ দর্শন বিষয়টী লইয়া অধম লেখক প্রায় দেড়বৎসর পূর্ব্বে একটী পদ রচনা করিয়াছিলেন। সেটী এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পদটি এই :—

"নয়ন হেরল আজু যুগল রূপ।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ রসকূপ॥

বৈঠহি দুঁহু জন রসালাপ-রঙ্গে।
ভাসাওল ভুবন প্রেম-তরঙ্গে॥
প্রিয়াবদন হেরি পঁহু মোর হাসে।
প্রেমকথা কহে গদ গদ ভাষে॥
শচীগেহে রাই কানু মধুর বিলাস।
হেরয়ে নিত্যানন্দ যুগল পরকাশ॥
ভাবে বিভোর তনু প্রেমিক বিহ্বল।
পুলকাশ্রু ধারা আঁখে হাসে খল খল॥
আনন্দে নাচে নিতাই শচী-আঙ্গিনায়।
প্রেম-তরঙ্গে আজু নদে ভেসে যায়॥
অঙ্গ-বসন খসি পড়ল ভূতল।
তৈখনে পঁহু আসি দরশন দেল॥
নিজ-বাসে ঝাঁপি নিতায়েরি অঙ্গে।
কতহি বোলয়ে পঁহু প্রেম পরসঙ্গে॥
পীরিতের আদর ইহু বসন যৌতুক।
অন্তরালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেখয়ে কৌতুক॥
শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলমূরতি।
ভনয়ে হরিদাস পাতকী কুমতি॥

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজন তত্ত্বের সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। সেই জন্যই গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদাশ্রয় করিয়া গৌর-প্রেমের অধিকারী হন। সেই জন্যই দয়াল নিতাইচাঁদের কৃপা পাইবার জন্য গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীনিত্যানন্দ-গৌর-বিগ্রহ স্থাপন করিয়া যুগল পূজা করেন। নিতাই-গৌর নামে মত্ত হইয়া সেই জন্যই তাঁহারা, নিত্যসিদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ, সাক্ষাৎ প্রেমানন্দমূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সর্ব্বাগ্রে

শরণ লয়েন। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ স্থাপন ও অর্চনার এই মূল উদ্দেশ্য। শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগলরূপ দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আনন্দে বিভোর হইয়া পরিধানের বসন ফেলিয়া দিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। যুগলে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাইচাঁদের মন বুঝিয়াই তাঁহাকে যুগলরূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা না হইলে কলির জীবের হৃদয়ে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইবে না। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদাশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে।

কোন কোন গৌরভক্তপ্রবর প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগৌর-নিতাই ভজন করিলেই কলির জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভজন তাঁহাদের মনে ধরিতেছে না। শ্রীগৌরনিতাই মূর্ত্তি চিরকালই ভক্তগণ পূজা করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। শ্রীগৌর-বিগ্রহ যেখানে আছেন, শ্রীনিতাইচাঁদও সেখানেই আছেন। শ্রীনিতাই-গৌর-ভজন বহিরঙ্গ লোকের সঙ্গে। যেমন সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত মানসে যুগল মূর্ত্তির সেবা করেন, বাহিরে মালাধারী ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করেন। নামজপের ফলে শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা হয়; কাণে নামমন্ত্র যুগল বিগ্রহের অভেদত্ব প্রতিপাদক স্তোত্র। সেইরূপ বহিরঙ্গের সহিত শ্রীগৌরনিতাই নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে, অন্তরে কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ধ্যান করিতে হইবে। যেমন শ্রীগুরুপূজা না করিলে কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ গুরুরূপী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পূজা না করিলে গৌরপ্রেম লাভ হয় না। সকল সিদ্ধির মূলেই শ্রীগুরুদেব। সুতরাং শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সাধনেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাধ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ছাড়িয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন হয় না, এ কথা কি আবার বুঝাইতে হইবে? শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বের মধ্যে যতদূর পারি এ সকল

কথা সরলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় তাঁহার একাদশ শ্লোকপূর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত গীতিকাব্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলা স্মরণমঙ্গলস্তোত্রে লিখিয়াছেন—

"রাত্র্যান্তে পিককুক্কুটাদিনিনাদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ।
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্যতাং॥

নিশান্তে পিক-কুক্কুটের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শয্যা হইতে উঠিলেন এবং রসকথায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে সন্তোষ প্রদান করিলেন। শয্যা হইতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রেই সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রসিকশেখর প্রভু আমার প্রিয়াজির সঙ্গে রসরঙ্গ করি-লেন, এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদিপর্ব্ব শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-প্রকাশ। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন নাই; নবদ্বীপের মধ্যে তিনি যে লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নিত্যলীলা। অতএব শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-লীলা নিত্যলীলা এবং শাস্ত্রসম্মত। নবদ্বীপ-রস নূতন রস নহে, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-ভজন নূতন সৃষ্ট নহে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং নবদ্বীপ রসের রসিক ছিলেন, তাঁহার প্রমাণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে; নদীয়া-নাগরী ভাবে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল ভজন বহুদিন পূর্ব্বে মহাজনগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নবীন-নাগর-নটবরবেশ দেখিয়া কাহার না সাধ হয়, তাঁহার বামে নবীনা কিশোরী নববালা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বসাইয়া নবদ্বীপরসের অফুরন্ত উৎস খুলিয়া দিই। এ সাধ যাহার না হয়, তিনি বড় দুর্ভাগ্য, তাঁহার মত দুঃখী ত্রিজগতে আর একটী নাই। নদীয়াধামে শ্রীগৌরাঙ্গ যুগলভঙ্গ হইয়া যে কি কষ্টে আছেন, তাহা অন্য কেহ বুঝিতে

পারিবে না। নবদ্বীপরসের রসিক শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-ভজননিষ্ঠ সাধক ভিন্ন অন্যে প্রভু ও প্রিয়াজির এ দুঃখ বুঝিতে অক্ষম।

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব বড় গভীর ভাবপূর্ণ, ইহা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতে যাইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। দেবী ভিন্ন এ তত্ত্ব কলির জীব-হৃদয়ে প্রকাশ করাইবার অন্য কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। দেবীর মর্ম্মী সখীবৃন্দের সহায়তাতেও কার্য্যসিদ্ধি হয। দেবীর বিগ্রহ-পূজাবিধি, ভজনপ্রণালী, ভোগরাগ প্রভৃতি ভজনাঙ্গের বিধিবদ্ধ সাধন মন্ত্রাদি কিছুই নাই বলিলেই হয়। পঞ্চতত্ত্বের পূজাবিধি, ধ্যানমন্ত্র সকলই আছে। আর শ্রীগৌরাঙ্গ-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিযা দেবীর পূজাবিধিব অভাব, ইহাতে যুগল-ভজননিষ্ঠ গৌরভক্তবৃন্দেব মনে বড দুঃখ। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ালীলা এতদিন অপ্রকাশ ছিল। এখন ইঁহার প্রকাশের শুভ সময় উপস্থিত। প্রত্যেক গৌর-ভক্তের এই শুভকার্য্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বাধা দেওয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অভিপ্রেত নহে। তাহাতে প্রভুর মনে বাধা দেওয়া হইবে। যাঁহার মনে যাহা ভাল লাগে, তিনি তাঁহার ভজনা করুন, গৌরনিতাই, গৌর-গদাধব, যুগল বটেন, কিন্তু শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল মূর্ত্তি যেমন কলির জীবেব মনঃপ্রাণহারী, নয়নানন্দ, হৃদয়োন্মত্তকারী, তেমন আর কিছুই নহে। তবে—

"যার মনে লেগেছে যারে তারে ভজুক তা'রা গো।
মোর মনে লেগেছে কেবল শচীর দুলাল গোরা গো॥"

(৮)

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূস্বরূপিণী। এ কথার প্রমাণ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় আছে। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রভু যখন

নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, শ্রীধাম নবদ্বীপের লোক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, গৌড়দেশে আর কেহ হরিনাম করে না, তাঁহার এত আদরের, এত সাধনের সংকীর্ত্তন আর কেহ করে না, ভক্তিদেবীকে তাচ্ছিল্য করিয়া লোক মুক্তির আরাধনা করিতেছে; শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য ভক্তি ছাড়িয়া মুক্তিকে প্রধান করিয়াছেন, গৌড়দেশ একেবারে ভক্তিশূন্য হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর মনে বড় দুঃখ হইল, কিঞ্চিৎ ক্রোধের উদ্রেক হইল।

"শুনিতে শুনিতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল।
নিত্যানন্দ বিচ্ছেদে দুঃখ অধিক বাড়িল॥" প্রেঃ বিঃ

এরূপ সংবাদে প্রভুর শ্রীনিত্যানন্দকে মনে পড়িবারই কথা। প্রেম-দাতা, ভক্তিদাতা নিতাইচাঁদের বিচ্ছেদ-দুঃখে প্রভু কাতর হইলেন। প্রভুর নিকট তখন স্বরূপ দামোদর ও রামরায় থাকিতেন। তাঁহাদের সহিত প্রভু এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। স্বরূপ ও রামরায় প্রভুকে কহিলেন, শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গলীলার মূল অধিকারী, তিনি যে ভক্তি ছাড়িয়া মুক্তির প্রাধান্য ব্যাখ্যা করিবেন, ইহা লোকের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে;—

"লোকের মুখেতে শুনি না হয় প্রতীত।
ভক্তি ছাড়ি মুক্তি ব্যাখ্যা তাঁর নহে চিত॥" প্রেঃ বিঃ

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে প্রভুর নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এক পত্রী আসিল। সেই পত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও ঐ কথা লিখিয়াছেন;—

"এই কালে নিত্যানন্দের পত্রিকা আইল।
ভক্তিপথ ছাড়ি আচার্য্য মুক্তি বাখানিল॥" প্রেঃ বিঃ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্র পড়িয়া লোকের কথা তখন বিশ্বাস হইল, প্রভুর মনে একটু ভয়ও হইল। প্রভু পত্রহস্তে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে আসিলেন, এবং গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। শ্রীমন্দিরে সেদিন ভক্তিতত্ত্ব এরূপ ব্যাখ্যা করিলেন যে, তাহা শুনিয়া সকলের মনে ভগবৎপ্রেমের ভাবোদ্গম হইল। প্রভুর প্রেমোন্মাদ ভাব দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ঠাকুর তাঁহাকে কোলে করিয়া কাশীমিশ্রের বাটীতে লইয়া যাইলেন এবং তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। এখানে বসিয়া গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সহিত কি উপায়ে পৃথিবীতে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হয়, ভক্তিশাস্ত্র সকল গৌড়দেশে কিরূপে প্রচারিত হইবে, প্রেমভক্তি কলির জীবে কি করিয়া শিখিবে, এই সকল বিষয়ে প্রভু পরামর্শ করিলেন। প্রভুব মনে কিছু ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণে বড উদ্বেগ হইল ;—

"ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর উদ্বেগ বাড়িল।
ভক্তিশূন্য হৈল জীব ভয় উপজিল॥" প্রেঃ বিঃ

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রভু ভূস্বরূপিণী, বিশ্বরূপিণী, জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে স্মরণ করিলেন। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, প্রিয়াজির নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন না, তাই "অবনী, অবনা" বলিয়া জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে আহ্বান করিলেন।

"কিরূপেতে ভক্তি রহিবেক পৃথিবীতে।
গৌড়ে কিছু প্রেমনাম চাহি পাঠাইতে॥
নিত্যানন্দ সাক্ষাতে ইহা কেমতে হইবে।
অবিদ্যমান ভক্তি জীবের কিরূপে রহিবে॥

ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিতে রূপসনাতন।
বৃন্দাবনে দুই ভাই করিল গমন॥
সেই ভক্তি নিলা চাহি গৌড়ে প্রকাশিতে।
প্রেমরূপ একমাত্র চাহি জন্মাইতে॥
"অবনি! অবনি! বলি প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
যোড় হাতে পৃথিবী তবে প্রভুর নিকটে আইলা॥ প্রেঃ বিঃ

প্রাণবল্লভের মধুর আহ্বানে ভূস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী করযোড়ে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর আদেশ হইল :—

"শুন শুন পৃথিবী তুমি হঞা সাবধান।
প্রেমরূপ পাত্র আনি কর অধিষ্ঠান॥" প্রেঃ বিঃ

বিশ্বরূপিণী দেবী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া করযোড়ে উত্তর করিলেন :—

"যেই প্রেম রাখিয়াছে প্রভু মোর ঠাঁই।
আজ্ঞা দেহ প্রেমরূপ প্রকাশিতে চাই॥" প্রেঃ বিঃ

প্রভু বহুদিন পরে প্রাণপ্রিয়ার দর্শন পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া সকল কথা ভুলিয়া গেলেন,—প্রেম, পাত্রাপাত্র, আর তখন তাঁহার কিছুই মনে রহিল না। তিনি তখন প্রিয়াজিকে বক্ষে ধরিয়া প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

"আনন্দিত হঞা পৃথিবীরে আলিঙ্গিল।
পাত্রাপাত্র অবধি কথা নাম না হইল॥" প্রেঃ বিঃ

প্রেমদাত্রী জগন্মাতা ভূস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এ সময়ে প্রভুর আহ্বান করিলেন কেন? কারণ, প্রেমদাত্রী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভিন্ন কলির জীবকে প্রেমধন দান করিবার আর কাহারও অধিকার নাই।

প্রভুর এই আদরের মধুর আহ্বানে দেবী কৃতার্থ হইলেন। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রকাশাবতার শ্রীনিবাস ঠাকুরের নরলীলা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারই আজ্ঞায় প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর শ্রীনিবাস আচার্য্যের নররূপে ভূতলে আগমন এবং কলির জীবোদ্ধার-কল্পে প্রেমধর্ম্ম প্রচার। শ্রীনিবাস ঠাকুরকে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কিরূপ কৃপা করিয়াছিলেন, তাহা গৌরভক্তমাত্রেই অবগত আছেন। তাহার সবিশেষ পরিচয় গ্রন্থে আছে। দেবীর অপার কৃপার কথা প্রেমবিলাসের নিম্নোদ্ধৃত দুইটী চরণে উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

"এত কহি বস্ত্রে বেষ্টিত চরণ অঙ্গুলি।
শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ দিল মাথে তুলি॥"

এই গূঢ় বিষয়টী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে গৌরভক্তমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, প্রেমভক্তির মূলতত্ত্ব শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ যে অমূল্য প্রেমধন, তাহা ভুস্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিজস্ব সম্পত্তি, স্বামিদত্ত ধন। এই প্রেমধন তিনি ভিন্ন অন্য কেহ দান করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বক্ষ-বিলাসিনী প্রেমদাত্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শরণাগত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রানুমোদিত সাধনপথ। এ পথ অতি সুগম, করুণাময়ী জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে অকপটে একবার প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেই তিনি কাতর সন্তানের প্রতি করুণ কটাক্ষপাত করিতে কুণ্ঠিতা হন না। কলির জীবের তিনি মা জননী। দয়াময়ী মাকে সকলে সমস্বরে প্রাণ খুলিয়া একবার ডাক দেখি, "জয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জয়!!!"

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-রসরাজ-মূর্ত্তি

(৯)

শ্রীগৌর-গোবিন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গের একটী মধুর নাম। এই মধুর নামটী শ্রীগৌরাঙ্গের রসরাজমূর্ত্তির পূর্ণ পরিচায়ক এবং মধুর রসাত্মক। শ্রীগৌর-গোবিন্দমূর্ত্তি শ্রীরাধাগোবিন্দদেবের যুগলমূর্ত্তির ন্যায় যুগল-ভাবাত্মক এবং মাধুর্য্যরস-প্রকাশক। ব্রজধাম যেমন রাগাত্মিকা ভক্তির বিলাসভূমি, নবদ্বীপধাম তেমনি রাগানুগা ভক্তির বিলাসস্থান। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ নবদ্বীপধামের নাম ভক্তিব্রজ রাখিয়াছিলেন। কারণ এই ধাম ভক্তির প্রথম সোপান, এই শ্রীগৌব-জন্মভূমি শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে ভক্তির দ্বিতীয় সোপান গোপীব্রজে জীবের গতি হয়। শ্রীগৌর-গোবিন্দের নিত্যলীলা-ভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ গৌড়মণ্ডলের মুকুটমণি। এই ভক্তিব্রজ নবদ্বীপ চিন্ময় নিত্যধাম; এই পবিত্র পুণ্যধামে শ্রীরাধা-গোবিন্দ নিত্য শ্রীগৌর-গোবিন্দ বসময় বিগ্রহে নিত্যলীলা করেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু নবদ্বীপ ধামকে শ্রীধাম বৃন্দাবন অপেক্ষাও উচ্চে স্থান দিয়া গিছেন। •

"যদ্যপি শ্রীগোপীব্রজ নিত্যানন্দময়।
তার উত্তমাঙ্গ সেই ভক্তি ব্রজ হয়॥"

এই ভক্তিব্রজ নদীয়াধামে শ্রীগৌর-গোবিন্দ রত্নসিংহাসনে আসীন হইয়া বামে ও দক্ষিণে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে লইয়া নিত্য-লীলা বিলাস করিতেছেন। শ্রীগৌর-গোবিন্দের অন্তঃপুরে মনোহর পুষ্পো-দ্যান, তথায় বিচিত্র মণিময়মন্দির শোভা পাইতেছে। মন্দিরের মধ্যে রত্ন-

খচিত চন্দ্রাতপ। তাহার নিম্নে মণিময় রত্নসিংহাসন। সেই রত্নসিংহাসনে শ্রীগৌরগোবিন্দ শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে লইয়া উদ্যান বিহার করিতে-ছেন। শ্রীগৌর-গোবিন্দের কনককান্তি কলেবর বিচিত্র বসন ভূষণ ও রত্নালঙ্কারে ভূষিত। লক্ষ লক্ষ দাস দাসী তাম্বূল ও মালাচন্দন যোগাই-তেছেন, চামর ব্যজন করিতেছেন। অগণিত সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রিয়াসহ শ্রীগৌরগোবিন্দ শ্রীধাম নদীয়ায় নিত্য রাসলীলা করিতেছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রবেশকালে গৌরশূন্য নদীয়া দেখিয়া শোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নদীয়ার সকল স্থান পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক প্রভুর গৃহে আসিয়া হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন শ্রীগৌর-গোবিন্দ নদীয়া ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। শ্রীধাম নদীয়াতেই তিনি নিত্যলীলা করিতেছেন।

"ঐছে কত কহিতেই নিদ্রা আকর্ষয়।
স্বপ্নে প্রভু গৃহে শোভা-বিলাস দেখয়॥
আগে দেখে স্বর্ণময় নদীয়া নগর।
সুরধুনী ঘাট রত্নে বাধা মনোহর॥
তারপর দেখে গৌরচন্দ্রের আলয়।
ইন্দ্রাদির সে স্থান শোভার যোগ্য নয়॥
কৈছে কুন বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিলা ভবন।
চতুর্দ্দিকে স্বর্ণের প্রাচীর আবরণ॥
পৃথক পৃথক খণ্ড সংখ্যা নাহি তার।
যবে যথা ইচ্ছা তথা প্রভুর বিহার॥
অন্তঃপুর-মধ্যে পুষ্প-উদ্যান শোভয়।
তথা এক বিচিত্র মন্দির রত্নময়॥

মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাতপ বিলক্ষণ।
তার তলে শোভাময় রত্নসিংহাসন॥
সিংহাসনোপরি গৌরচন্দ্র বিলসয়।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া বাম-দক্ষিণে শোভয়॥
নানা অলঙ্কারে ভূষিত কলেবর।
পরিধেয় বিচিত্র বসন মনোহর॥
ভুবনমোহন শোভা করি নিরীক্ষণ।
লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন॥
যোগায় তাম্বূল মালা চন্দন সকলে।
প্রিয়াসহ প্রভু বিলাসয়ে সখী মেলে॥” (নরহরি)

প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শ্রীগৌর-গোবিন্দ রসরাজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ধন্য হইলেন। তাঁহার সকল দুঃখ দূর লইল। প্রভু যে নবদ্বীপ ছাড়িয়া কোথাও যান নাই, শ্রীধাম নবদ্বীপই যে তাঁহার নিত্যধাম, নবদ্বীপ-লীলা যে তাঁহার নিত্য রাসলীলা, শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহা বুঝিলেন এবং ভক্তগণকে বুঝাইলেন।

শ্রীগৌর-গোবিন্দ মূর্ত্তি শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া মধুর ভজননিষ্ঠ ভক্তগণের বড় আদরের ধন। স্থানে স্থানে এই রসময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীগৌর গোবিন্দের রসরাজ-মূর্ত্তি শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমূর্ত্তি ত্রিভঙ্গিম ভাবে দণ্ডায়মান, হস্তে বংশী আছে, কিন্তু সঙ্গে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া নাই। সম্বলপুরে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীগৌর-গোবিন্দ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও সেবা প্রকাশ সম্বন্ধে বালেশ্বর হইতে বাবাজী বৈষ্ণবচরণ দাস আমাকে ইংরাজীতে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

বাবাজী মহাশয়ের পত্রের মর্ম্ম এই। তিনি গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-সেবা প্রকাশ বৃত্তান্ত শ্রীপত্রিকায় পাঠ করিয়া বড় আনন্দ পাইয়াছেন। সম্বলপুরে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভদ্রকের অন্তঃপাতী আনন্দপুর আশ্রমে শ্রীগৌরগোবিন্দ মহাপ্রভুর যুগল-সেবা প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীগৌর-গোবিন্দদেবের বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় বিরাজমানা। এখানে শ্রীগৌর-গোবিন্দ মহাপ্রভু ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান। তাঁহার শ্রীহস্তে বংশী। এই শ্রীগৌর-গোবিন্দের যুগল-সেবা প্রকাশক—শ্রীকেশবদাস বাবাজী।"

পত্রলেখক শ্রীবৈষ্ণবাচরণ দাস বাবাজী আরও লিখিয়াছেন, তিনি "শ্রীগৌর-গোবিন্দ রসামৃত" নামে একখানি কবিতাগ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং "লর্ড গৌর-গোবিন্দ" নামক একখানি ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন-তত্ত্ব যতই বৈষ্ণব-সমাজে প্রকাশিত হইবে ততই কলির জীব উহা জানিতে সমধিক উৎসুক হইবে। শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দদেবের রসরাজমূর্ত্তি প্রেমোদ্দীপক এবং শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশক। যুগল ভজনানন্দী গৌরভক্তবৃন্দ, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব-কথা বৈষ্ণবজগতে প্রকাশ করিয়া কলির জীবের পরম উপকার করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কলি জীবের মাতৃমূর্ত্তি। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া মধুর ভজন নিষ্ঠ রাগমার্গীয় ভক্ত মহাজনগণ দেবীকে মাতৃ-সম্বোধনে ভজন করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর লোচন দাস লিখিয়াছেন—

"নবদ্বীপময়ী বন্দো বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা॥"

শ্রীরাধারাণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া কোন ভক্ত ভজনা করেন নাই, তাহার কারণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি মহাজনগণ মাতৃ আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর লোচন-দাস দেবীর মধুর নদীয়া-লীলা বর্ণনা করিয়াও তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধনে তুষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহারা একার্য্য দোষাবহ মনে করেন, তাঁহারা ঠাকুর লোচনদাসের কার্য্যে কটাক্ষ করিয়া বৃথা অপরাধী হন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অপার মহিমার কথা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি প্রভুর হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রকে তিনি নানা-ভাবে প্রেমানন্দ দান করিতেন। দেবীর কৃপায় সে সকল কথা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতেছে। দেবীর ক্রিয়াকলাপ অত্যদ্ভুত। ঠাকুর নরহরি লিখিয়াছেন—

"সনাতন মিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
একমুখে কহিতে না পারি তাঁর ক্রিয়া॥

তুমি আমি কে ?

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৌর-প্রেমদাত্রী। মা আমার সর্ব্বমঙ্গলা; কলিহত জীবের কল্যাণদায়িনী। তাঁহাকে মা বলিব না ত কাহাকে মা বলিয়া প্রাণ জুড়াইব ?

জয় জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চিন্ময়ী প্রেমদাত্রী।
গৌর-প্রিয়া জীবাশ্রয়া পতিতপাবন কর্ত্রী॥
ভকতবৎসলা সর্ব্বমঙ্গলা প্রেমময়ী জগদ্ধাত্রী।
বিশ্বরূপিণী জগ-বন্দিনী শোভাময়ী প্রেমমূর্ত্তি॥

(১০)

শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

বিষ্ণুপ্রিয়ে ! প্রিয়তমে ! তবৈবাহমবেহি মাং।
যে তু বিষ্ণুপ্রিয়া লোকে তে মে প্রিয়তমাঃ প্রিয়ে ॥
যথা জ্বালাপাবকয়োর্ভেদো নাস্তি তথাবয়োঃ।
তথাপি লোকশিক্ষার্থং সন্ন্যাসমাচরাম্যহং ॥
ত্যক্ত্বাঽহং শ্রীনবদ্বীপং ন স্থাস্যামি ক্বচিৎ প্রিয়ে।
সর্ব্বদাত্রৈব সান্নিধ্যং দ্রক্ষ্যসি ত্বং মমাজ্ঞয়া ॥
যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা ন যযৌ নন্দনন্দনঃ।
নবদ্বীপং পরিত্যজ্য তথা যাস্যামি ন ক্বচিৎ ॥ চৈঃ দীঃ।

প্রভু আমার আদর করিয়া প্রিয়াজির হাত দু'খানি ধরিয়া এই কথা-গুলি বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

"প্রিয়ম্বদো বদন্ বাক্যং করে ধৃত্বা করাবুভৌ।"

প্রভু বলিতেছেন, "প্রিয়তমে বিষ্ণুপ্রিয়ে ! আমি তোমারি। এ জগতে যাহারা বিষ্ণুর প্রিয়, তাহারা আমার প্রিয়। তুমি ত সাক্ষাৎ বিষ্ণু-প্রিয়া। তোমাতে আমাতে কিছুই ভেদ নাই। অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গতে যেমন কোন প্রভেদ নাই, তোমাতে আমাতেও তেমনি কোন ভেদভাব নাই। কেবল লোকশিক্ষার জন্য আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি। প্রিয়ে ! তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া এবং নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না। তোমার নিকট সর্ব্বদাই আমার অধিষ্ঠান জানিবে। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেন নাই, সেইরূপ আমিও নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কোথাও থাকিতে পারিব না। এ কথা তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই
শচীসুত হৈল সেই ॥"

একথা প্রভু আমার কৌশলে প্রিয়াজীকে বুঝাইলেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর শ্রীচরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতেছিলেন। প্রাণবল্লভের গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া তাঁহার কোমল হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিয়াছে, তিনি ভুমিতলে ধুল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কান্দিতেছিলেন। প্রভু আমার হস্তধারণ করিয়া প্রিয়াজিকে উঠাইলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিলেন।

"প্রতিশ্রুত্য তদানেন শস্তমেন প্রিয়ামুখং।
প্রমৃজ্য পাণিনা বাক্যং বভাষে সর্ব্বকামদং ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগৌরপ্রিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভিন্নদেহ অভেদাত্মা। একথা শ্রীগৌরাঙ্গ স্বমুখে বলিয়া গিয়াছেন। দুইটী পরম বস্তু, এবং এক বস্তু। শক্তি ও শক্তিমানের যে সম্বন্ধ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই সম্বন্ধ। শক্তি ভিন্ন শক্তিমানের অস্তিত্ব থাকে না, আর শক্তিমান্ ভিন্ন শক্তির শক্তিত্ব থাকে না। কলিযুগে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার স্বশক্তিরূপা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রগৃহে আবির্ভূতা হইয়া পতিরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎপতি শ্রীগৌরাঙ্গকে বরণ করিলেন এবং ঐকান্তিক প্রেম ভক্তির দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া কলির জীবকে অনুরাগভজন শিক্ষা দিলেন।

"গৌররূপোঽভবৎ সা তু শক্তির্বিষ্ণুপ্রিয়া কলৌ।
ভজতেঽনন্যয়া ভক্ত্যা শ্রীগৌরাঙ্গং সনাতনী ॥"

প্রিয়াজির এই প্রেমসেবা প্রেমভক্তি নামে অভিহিত। প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন উচ্চতম সাধনা। এই সাধনপথ অতীব সুগম। এই সাধনপথের কণ্টকগুলি অভীষ্ট দেবের কৃপায় সহজ উপায়ে আপনা

আপনিই দূর হইয়া যায়। অভীষ্ট দেবের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তদীয় নামগানে ও লীলা শ্রবণে অকপট প্রীতি, তাঁহার ভগবত্তায় সরল বিশ্বাস এই ভজনের মূলমন্ত্র। গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া এই সর্ব্বোচ্চ সাধন-পথের পথিক হন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রেম-ভক্তির মূলমন্ত্র দেবীকে শিখাইয়া গিয়াছেন। কলির জীব বড় দুঃখী, নিত্য রোগযুক্ত এবং সেই কারণে ভজনে অশক্ত জানিয়া তাহাদের উদ্ধারের সম্পূর্ণ ভার শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ-শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। দেবী দয়াময়ী মা আমার; তাঁহার কার্য্য তিনি করিতেছেন, তিনি প্রেমভক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়া আছেন। তোমরা কলির-জীব, তোমাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। তোমাদের কার্য্য তোমরা কর, অকপট হৃদয়ে কলি-জীব-মাতৃমূর্ত্তি দেবী প্রতিমা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে "মা" বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাক। তিনি এই টুকু চান, তোমাদের জন্যই তিনি এত দুঃখ সহ্য করিয়াছেন। কলির জীবের হিতকল্পে তিনি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরপ্রিয়া কলি-ক্লিষ্ট জীবের উদ্ধারকর্ত্রী, তিনি যুগেশ্বরী। যুগেশ্বরীর যুগল চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত। শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র এবং শ্রীশ্রীনবদ্বীপময়ী একই বস্তু। ইঁহাদের পৃথক্ ভাব নাই, উভয়ে উভয়ের প্রাণ। বিষ্ণুপ্রিয়া মানেই রাধা-কৃষ্ণ। কেবল প্রকৃতি-বাচক শব্দটী একের পরে, পুরুষবোধক শব্দটী অন্যের অগ্রে সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। কলির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে নদীয়ালীলা করিতে ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নামের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজমান। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রকৃতিত্ব-বোধক শব্দ; শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাব ও কান্তি লইয়া আসিয়া প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইয়া কলির জীবকে কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি প্রকৃতিত্ব বোধক বিষ্ণুপ্রিয়া নামে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে কলির ভজনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণকে কলি-জীবের উপযোগী সাধনতত্ত্ব, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রেমভক্তি দ্বারা কি উপায়ে শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়, কি ভাবে প্রেমভক্তি আচরণ করিতে হয়, এ সকল উপদেশ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপময়ীকেই দিয়াছিলেন। কলিযুগেশ্বরী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই প্রেমভক্তিদাত্রী। কলির জীব তাঁহার নিকটেই এই অপূর্ব্ব প্রেমধন পাইবেন। শ্রীগৌরপ্রেম কলির জীবের সর্ব্বস্বধন। এই অমূল্য ধন প্রাপ্তির আশায় কলিহত জীব হাহাকার করিতেছে। জীবের দুঃখে জগজ্জননী মা আমার অস্থির হইয়াছেন। তিনি কাতর প্রাণে কলির জীবের মঙ্গলের জন্য কান্দিতেছেন। কলির জীবের হৃদয় এমনি পাষাণবৎ কঠিন যে, তাহারা জননীর নিকট যাইতে চাহে না, জননীর মর্ম্ম বুঝে না, কি করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর হইবে, কি করিয়া তাহাদের হাহাকার যাইবে, কি করিয়া তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল হইবে? তাহারা কিছুই জানে না। মনের ভ্রম দূর করিয়া অবোধ জীব! মাতৃপদে আশ্রয় লও, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণপ্রান্তে পতিত হও, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে; মা আমার ত্রিতাপহারিণী। তিনি তোমাদের সকল জ্বালা দূর করিয়া হৃদয়ে শান্তি দিবেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীরাধানিষ্ঠতা গৌরভক্তের অবিদিত নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানিষ্ঠতা শ্রীগৌর-গোবিন্দ প্রাপ্তির সহজ উপায়। যিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ছাড়িয়া শ্রীগৌর-গোবিন্দের ভজনা করেন, তাঁহার শ্রীমদ্দাস গোস্বামী রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

"অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈদিকমুখৈঃ।
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্॥

য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া।
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥"

অর্থ।—বীণাবাদক নারদাদি মুনিগণ বেদ-মন্ত্রে যাঁহার গান করিয়াছেন, সেই প্রবীণা গান্ধর্ব্বা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধাকে দাম্ভিকতা বশতঃ অনাদর করিয়া যে কপটী কেবল গোবিন্দের ভজনা করে, তাহার অপবিত্র সমীপদেশে আমি ক্ষণকালও গমন করি না, ইহাই আমার স্থির ব্রত।

শ্রীগৌর-গোবিন্দের ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের অবগতির জন্য শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীরাধানিষ্ঠতার কথা তুলিয়া একথা বলিতে হইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী শ্রীগৌর-গোবিন্দের প্রিয়তমা। তিনি শ্রীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী নদীয়া রাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানিষ্ঠতা না হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি হওয়া সুকঠিন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘরণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রেমামৃতের অম্বুনিধি। প্রেমভক্তির চরম ফল, প্রেমামৃত লাভ। ইহার একমাত্র ভাণ্ডারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। দেবীর চরণাশ্রয় না করিলে এই অমূল্য প্রেমধন লাভ সুদূর পরাহত।

(১১)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শরণাগত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন যে কত সুখ-প্রদ, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা পাঠ ও শ্রবণ অনেক বৈষ্ণবেই করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই অতি মধুর লীলারসের আস্বাদন অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। লীলা অনুভবের শক্তি স্বতন্ত্র। সেই শক্তি সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী শ্রীগৌর-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভিন্ন অন্য কেহ দিতে পারেন না। কলিক্লিষ্ট জীবের পাপহৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলার ভাব পরিস্ফুট করিতে একমাত্র শ্রীগৌর-ঘরণীই পারেন; মহাজনগণ এ কথা গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—

"ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥". প্রেমবিলাস।

প্রভুর হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই ত্রিতাপদগ্ধ কলির জীবের প্রাণে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা সুধারস সঞ্চারকারিণী। আনন্দদায়িনী জগন্মাতা দুঃখার্ত্ত জীবের হৃদয়ে গৌর-প্রেমানন্দ দান করিয়া নীরস হৃদয় প্রেমসুধারসে সরস করিয়া দেন, তাহাদের কঠিন হৃদয় গৌরপ্রেমে দ্রব করিয়া সাধনের উপযোগী করিয়া দেন। প্রেমময়ী মাতৃমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া পরম প্রীতিপূর্ব্বক প্রেমভক্তি সহকারে শ্রীগৌরাঙ্গ আরাধনার নাম কলির যুগল ভজন। কলিহত জীবের সাধনবল নাই বলিলেও হয়। তাহারা নিত্য দুঃখার্ত্ত, সর্ব্বদা রুগ্ন, অতি অল্পায়ু, তাহাদিগের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত অন্য সাধন ভজন হইবে না বলিয়াই অবতার-শিরোমণি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র প্রেম-ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। প্রেমাবতার প্রেমময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিশ্বপ্রেমরূপিণী জগজ্জননী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সাক্ষাৎ প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশ মূর্ত্তিস্বরূপিণী করিয়া গিয়াছেন। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ দেবীর অননুমোদিত হইলেও কলির জীবের পক্ষে অশেষ হিতকর। তাহার কারণ প্রভু জীবশিক্ষার জন্যই আপন জননী ও ঘরণীকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে যে অনুরাগের ভীষণ ঝটিকা উত্থিত করিয়া-ছিলেন, তাঁহার প্রবল পীড়নেই প্রেমভক্তির মূলমন্ত্র শক্তিরূপিণী শ্রীগৌরাঙ্গ-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুরাগ ভজন। এই অনুরাগ ভজনের ফলে শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীধাম নদীয়া ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে পারেন নাই। প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি, ভালবাসার সোহাগ আদর, অনুরাগের ক্রন্দন, প্রিয়বস্তুর সঙ্গলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই অনুরাগ ভজনের উপকরণ। দেবী স্বয়ং আচরিয়া সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজন-প্রণালী জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। দেবীর চক্ষের জল শুকায় নাই, তিলে তিলে

দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রেমময় মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন, তাঁহার প্রাণবল্লভের রসরাজমূর্ত্তি সদাসর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়কমলকে দৃঢ়াঙ্কিত থাকিত।

দেবীর সঙ্গসুখ শ্রীগৌরাঙ্গ কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভঙ্গ কখন হন নাই। লোকচক্ষে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ একটা ব্যবহারিক কর্ম্মমাত্র। মূলতঃ প্রভুর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ স্বকীয়া রসের পরিচায়ক এবং সন্ন্যাস গ্রহণ পরকীয়া রসের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যঞ্জক। প্রভুর সহিত প্রভুর পার্ষদগণ স্বকীয়া ও পরকীয়া উভয় রসই উপভোগ করিতেন। স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া শ্রেষ্ঠ রস, সেইজন্যই প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর যে লীলা, তাহা পরকীয়া রসাত্মক। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বকীয়া ও পরকীয়া উভয় রসের নায়িকা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অনুভব করিতে হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গের রসরাজমূর্ত্তি আরাধনা করিতে হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে স্বকীয়া ভাবে ভজন করিতে হইবে এবং এই স্বকীয়া ভাবের ভজন হইতেই পরকীয়া ভাবের ভজন তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি স্বতঃই জীবের হৃদয়ে উদয় হইবে। নবদ্বীপ-রসলোলুপ গৌর-ভক্তবৃন্দ প্রথমতঃ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে যুগলে বসাইয়া প্রীতি ভজন করিতে শিক্ষা করুন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বামে বসাইয়া যুগল-মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া হৃদয় পবিত্র করুন, এই প্রীতি ভজনের শেষ ফল ভক্তি ব্রজপ্রাপ্তি অর্থাৎ নাগরীভাবে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজনের অধিকারী হওয়া। এটি বিশেষ সুকৃতির ফল। অনেকে এতদূর উঠিতে পারেন না, কিন্তু যাঁহারা এই সাধনপথের পথিক, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের রসরাজ মূর্ত্তিই নিত্য স্ফূর্ত্তি হয়, তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রকে নদীয়ার বাহিরে যাইতে দিতে পারেন না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপা ভিন্ন সাধনপথের পথিকদিগের অন্য কোন উপায় নাই। সিদ্ধ চৈতন্যদাস

বাবাজি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ নামে শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চনা করিতেন। শ্রীরাধাবল্লভ নামটি যেমন শ্রীকৃষ্ণের বড় মধুর নাম, এবং তাঁহার বড় প্রিয়, তেমনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ এই সুমধুর নামটি শ্রীগৌরাঙ্গের বড় প্রিয়। এই মধুর নামটিতে যে কত মধু আছে, তাহা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাসগণ ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"কোন ভাগ্যবতী সব তোমারে দেখিয়া।
নিন্দিল কতেক মোরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কোন্ অভাগী কোল ছাড়িয়া আইলা।
খণ্ডব্রতী অভাগিনী কেন না মরিলা॥" শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সে সময়ে অনেকের মনে হইয়াছিল, তিনি তাঁহার পরিণীতা ঘরণীর সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন, তিনি তখন আর নদীয়ার গোরা নহেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নহেন। তাঁহাকে নদীয়া ছাড়া করিয়া তাঁহার ভক্তগণ শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীকে একেবারে বিস্মরণ হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে প্রভুর বড় দুঃখ হইত, তাঁহার অন্তরঙ্গ কোন কোন ভক্ত তাহা বুঝিতে পারিতেন, তাই নদীয়ার সমাচার লইয়া তাঁহাকে দিতে যাইতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া বহিরঙ্গ লোক নানা জনে নানা কথা বলিত। সে সকল কথা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুকে জানাইয়াছিলেন। প্রভুর কোমল হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি নদীয়া ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন নাই। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া লোকধর্ম্ম-ভয়ে দেবীর কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই ; কিন্তু তাঁহার

নিজজন তাঁহার হৃদয় বুঝিতে পারিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যুগল ভজনপ্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ কলির প্রচ্ছন্ন অবতার বলিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও প্রচ্ছন্ন অবতার নারী। প্রকাশমূর্ত্তি দেখাইতে দেবী তত রাজি নহেন, কিন্তু তাঁহার অনুরাগী ভক্তবৃন্দ নাছোড়বান্দা, সন্তানের আব্দারে দেবী এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছেন। এতদিন তিনি অনাদরে নদীয়াধামে একাকিনী নির্জ্জন বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে দেবীকে তাঁহার সন্তানগণের অনুরোধে প্রকাশ হইতে হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হইল। কোন গূঢ় কারণে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলমূর্ত্তি এতদিনে অপ্রকাশ ছিলেন। এ গূঢ় রহস্যের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনও কোনদিন হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার দেবীর অনুগত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন স্বকীয়া ও পরকীয়া উভয়বিধ মধুর ভাবেই সুসিদ্ধ হয়। গার্হস্থ্য জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গভজন স্বকীয় রসাত্মক। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাকে যে ভাবে প্রীতি ভজন করিতেন, সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া দিব্যালঙ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে প্রভুকে যে ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিতেন, প্রভুর চিত্তবিনোদনার্থ অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে যে ভাবে তাঁহাকে আদর সোহাগ করিতেন, ঠিক সেইভাবে বিভাবিত হইয়া মধুর ভজননিষ্ঠ গৌরভক্ত, নাগরী ভাবাপন্ন সাধকবৃন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গকে হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন মনে করিয়া তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন। এইটি মধুর ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গভজনের প্রথম অঙ্গ। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপরসের নাগর, স্বকীয়া ভাবে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ এবং প্রীতিভজন করা নাগরীভাবাপন্ন গৌরভক্তবৃন্দের সাধনপথের প্রথম সোপান। স্বামী ও স্ত্রীর ভালবাসা এবং প্রণয় প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠতম

উপকরণ। এতদূর অগ্রসর হইতে পারিলে মধুর ভজননিষ্ঠ সাধকগণের হৃদয়ে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল মূর্ত্তির বিকাশ স্বতঃই হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আমার বহুবল্লভ। তিনি সকলেরই প্রাণবল্লভ তাঁহাকে প্রাণবল্লভ বলিয়া আদর করিয়া হৃদি মন্দিরে বসাইতে পারিলে, প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অনুরাগের সহিত ভজন করিতে পারিলে, কলির জীবের হৃদয়ে রসতত্ত্বের বিকাশ হইবে, ঐশ্বর্য্যভাব ক্রমশঃ হৃদয় হইতে আপনা আপনি অপসারিত হইয়া তাঁহাদিগকে মধুর ভজনের অধিকারী করিয়া তুলিবে। স্বকীয়া ভাব পরকীয়া ভাবের মূলমন্ত্র, আদি মন্ত্র। স্বকীয়া ভাব হইতেই পরকীয়া ভাবের উৎপত্তি। শ্রীগৌরাঙ্গভজন মহাজনগণ সকল ভাবেই করিয়া গিয়াছেন; মধুর ভাবটী মহাভাবময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিজস্ব ধন। দেবীর অনুগত হইয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী না হইলে কলির জীবের হৃদয়ে এই ভাবটীর উদয় হওয়া বড় সুকঠিন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রসিকশেখর নদীয়ানাগর নবদ্বীপবসের রসরাজ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপা ভিন্ন এই মধুর রস আস্বাদন সুখ জীবের ভাগ্যে সুদুর্লভ। শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলভজনতত্ত্বের অনুসন্ধানে অনেক গুহ্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। কলির জীব মধুর ভজনের অধিকারী নহেন, একথা যাহারা বলেন, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন যেন, তাঁহারা কৃপা করিয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলরূপমাধুরী কিছুদিনের জন্য হৃদয়ে চিন্তা করেন এবং নদীয়ারাজকে নদীয়া হইতে বাহির না করিয়া নদীয়ার লীলা-রস অনুভব করিতে চেষ্টা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ার অবতার, তাঁহার ভক্তবৃন্দ নদীয়ার অবতারকে নদীয়ার মধ্যেই রাখিবেন। প্রভুর নদীয়া-লীলা মধুর রসাত্মক। নদীয়ার গোরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ছাড়িয়া দিলে শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়ালীলা অসম্পূর্ণ থাকে, নদীয়ার অবতারের অবতারত্ব থাকে না।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া যাহা কিছু লিখিলাম, তাঁহারই আদেশে, অধমের কেশে ধরিয়া দেবী যাহা লিখাইতেছেন, তাহার শাস্ত্রযুক্তি, তাঁহার প্রমাণ প্রয়োগ প্রভৃতি দিবার এ অধমের ক্ষমতা নাই। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করিতে কাহাকেও পরামর্শ দিতে পারি না। তবে মধুর রসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গভজনের বিরোধী সুধী-গণের গোচরার্থে কবিরাজ গোস্বামীর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করিলাম।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে হইল সব রসের প্রচার॥" চৈঃ চঃ।

কাহারও ভজনের সম্বন্ধে কাহার কোন কথা বলিয়া প্রাণে ব্যথা দেওয়া বৈষ্ণবের কার্য্য নহে। যে যে ভাবের অধিকারী, শ্রীভগবান্ তাহার নিকট সেই ভাবেই উদয় হন।

"যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভজনই শ্রেষ্ঠ ভজন। যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব এই শ্রেষ্ঠ ভজনের অধিকারী হইয়া এই মধুর ভজনের পন্থা অধিকারী বুঝিয়া দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মধুর ভজনে বিদ্যাবুদ্ধি, শাস্ত্রযুক্তির প্রয়োজন নাই। বিদ্যার গর্ব্ব মধুর ভজনের বিরোধী। শাস্ত্রযুক্তি, বিধিনিষেধ, মধুর ভজনের অন্তরায়। এ সকল কথা মনে রাখিয়া যেন কেহ নবদ্বীপরসামোদী শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভজননিষ্ঠ সাধকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অপরাধী না হন।

(১২)

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব অনুসরণ করিতে করিতে অনেক গুহ্যকথা বাহির হইয়া পড়িতেছে। প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদগণ দেবীকে কিরূপভাবে সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল কথা পূর্ব্বে কৃপাময় পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিয়াছি। অদ্য শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীর কথা পাঠকদিগের নিকট নিবেদন করিব। শ্রীরূপ গোস্বামীর পরিচয় দিতে হইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি তাঁহাতে ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজশক্তিদানে শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা অনেক কার্য্য করাইয়া লইয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের সহস্র নাম কীর্ত্তনে বলিয়াছেন—

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শক্তির্মহাপ্রভুর্দেবতা।
মনোমোহনং কামবীজং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকীলকং॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে কিরূপভাবে দেখিয়াছেন, শ্রীশ্রীযুগলভজননিষ্ঠ বৈষ্ণব সাধকবৃন্দ বুঝিয়া লউন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এই ধরাধামে প্রচ্ছন্নভাবে সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দয়াল প্রভু আমার ত্রিবিধ প্রকারে কলির জীবকে নিস্তার করেন। প্রথমতঃ তিনি যোগ্য ভক্তদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বয়ং আবেশ শক্তি দ্বারা বিশিষ্ট ভক্তদিগকে বিশেষ বিশেষ শক্তি দান করিয়া নিজকার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয়তঃ তিনি পতিত পাষণ্ডীর প্রতি অযাচিতভাবে ভগবৎকৃপা দেখাইয়া শ্রীভগবানের পতিত-পাবন নামের পূর্ণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই তিনটি কার্য্যেরই মূলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অধিষ্ঠান আছে। প্রভু যাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্ত দর্শন দিতেছেন, তাঁহারা

সকলেই মধুরভজননিষ্ঠ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি-উপাসক। শক্তি-রূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহাদের ঈশশক্তি ও প্রেমভক্তির প্রধান আশ্রয়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রজলীলার যেমন আদি মন্ত্র, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া তেমনি নবদ্বীপলীলার আদি মন্ত্র। যুগলভজন ভিন্ন প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ হয় না। আবেশশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বয়ং। প্রভু আমার যে সকল ভক্তবৃন্দকে শক্তিদান করিয়া গিয়াছিলেন বা যাঁহাদিগের শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবীর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। দেবীর বলে বলীয়ান্ হইয়াই প্রভুর ভক্তবৃন্দ অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত অধমের প্রতি বড় দয়াবান্। ইহাদিগের উপর প্রভুর আত্যন্তিক স্নেহ ও ভালবাসা ছিল। কারণ ইহারা ভজনে অশক্ত, কর্ম্মে অপটু এবং ত্রিজগতের নিন্দনীয়। এমন কৃপার পাত্র জগতে আর ত কেহ নাই। পূর্ণশক্তিস্বরূপা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এই দুরূহ পতিতোদ্ধার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপিও করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নয়ননীরে কলির পতিত জীবের সর্ব্বপাপ বিধৌত হইয়াছে, তবে তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনপোযোগী হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপাবারি অধম পতিতের উপর অনবরত বর্ষিত হইতেছে। দেবীর কৃপাবলেই কলির অধম জীব শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন-সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে। এ অতুল সুখ, এ অতুল বৈভব দেবী ভিন্ন অন্য কাহারও দিবার ক্ষমতা নাই।

এই সকল কারণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ দেবীর শরণাগত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

সকল অবতারেই শ্রীভগবান্ নিজশক্তিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, শ্রীভগবান্ দেবদেহ ধারণ করিলে তাঁহার শক্তিও দেবদেহ ধারণ করেন। তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিলে তাঁহার শক্তি মনুষ্যদেহ ধারণ করেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীশ্রীগৌর ভগবানের পূর্ণশক্তি। শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার শক্তিরূপা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রগৃহে আবির্ভূতা হইয়া ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে সেবা করিতেন।

"গৌররূপেঽভবৎ সা তু শক্তির্বিষ্ণুপ্রিয়া কলৌ।
ভজতেঽনন্যয়া ভক্ত্যা শ্রীগৌরাঙ্গং সনাতনী॥" চৈঃ দীঃ।

শ্রীশচীনন্দন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার উপাসনা ব্রজবধূদিগের ভাবানুযায়ী। সকল শাস্ত্রেই ব্রজসুন্দরীদিগের ভগবৎপ্রেম শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মতে ব্রজভাবে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন। তিনি তাহা স্বয়ং আচরিয়া কলির জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কলির জীবের পক্ষে প্রেমভক্তির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গলাভ সুলভ। সেই প্রেমভক্তিদাত্রী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। যুগল ভজনের ফলে এই প্রেমভক্তি জীবে প্রাপ্ত হয়। যুগল-ভজনের অধিকারী সকলে নহেন। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারাই এই মধুর ভজন করিয়া নিত্যানন্দ লাভ করেন। ব্রজরস ও নবদ্বীপরস শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলভজনের উপকরণ। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল ভজন-নিষ্ঠ সাধকবৃন্দ নবদ্বীপরসে টলমল। ইঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও ইঁহারা অতিশয় শক্তিশালী। শ্রীগৌরাঙ্গের ইঁহারা চিহ্নিত দাস। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু নিজ দাস অপেক্ষা ইঁহাদিগকে স্নেহচক্ষে দেখেন ও ভালবাসেন। কারণ বোধ হয় রসজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট খুলিয়া বলিতে হইবে না।

"যুগলমিলন বিনা কভু প্রেমধন।
নাহি উপজয় এই ঋষির বচন॥"

শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজন এবং তাঁহাদের যুগলসেবা প্রকাশ কলির জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন তাহাদের পক্ষে আর নাই। প্রভু আমার তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরকে নিজ মুখে বলিয়া গিয়াছেন—

"যুগলমিলনে সদা যে জনার আশ।
তাঁর যেন হই মুঞি জন্মে জন্মে দাস॥"

ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই ; প্রভুর ইচ্ছা তাঁহার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও যুগলসেবা প্রকাশ কার্য্য, শ্রীগৌড়মণ্ডলের সর্ব্বস্থানে যেন তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রভু আমার ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। তবে তাঁহার ভক্তবৃন্দের বড় সৌভাগ্য যে তিনি তাঁহার ইচ্ছা মনে মনে লুকাইয়া রাখেন নাই। প্রভু আমার পাষণ্ডীদিগের জ্বালায় সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বৃদ্ধ জননী ও তরুণী ভার্য্যাকে অকূলে ভাসাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জগৎ সংসারকে আকুল করিয়াছিলেন। সে দুঃখ সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য মনে করিলেও হৃৎকম্প হয়। সে আজ সাড়ে চারিশত বৎসরের কথা। প্রভু আমার এখন পর্য্যন্ত সে সকল কথা ভুলেন নাই, সে দুঃখ তাঁহার মনে নিয়ত জাগরুক রহিয়াছে। ভাই গৌরভক্তবৃন্দ! প্রভুর মনোদুঃখ তোমাদের বুঝিতে বাকি নাই, তোমরা তাঁহার মনোবেদনা সকলি জান, শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভুর সহিত প্রিয়াজির মিলন কর, সেই নবদ্বীপ-লীলা পুনর্ব্বার প্রকাশ করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জন কর। তিনি নবদ্বীপে নিত্যলীলা করিতেছেন, কিন্তু তাহা গুপ্ত। যিনি বড় ভাগ্যবান্ তিনিই তাহা দেখিতে পান। কলির জীব বড় দুর্ভাগ্য। তাহাদের ভাগ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য গুপ্ত লীলা দর্শন সুদুর্লভ। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও যুগল সেবা প্রকাশ করিয়া কলিক্লিষ্ট জীবকে নবদ্বীপলীলা

দর্শনের সুখ দান কর। এই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। প্রকৃত গৌরভক্তের পরিচয় দাও। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কলিযুগ-মাতৃমূর্ত্তি; তিনি যুগেশ্বরী। কলিযুগেশ্বরের সহিত যুগেশ্বরীর মিলন করিয়া কলিহত জীবের সাধন পথ পরিষ্কার কর। জয় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়।

জয় জয় জয়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, চিন্ময়ী প্রেমদাত্রী।
গৌরপ্রিয়া, জীবাশ্রয়া, পতিতপাবনকর্ত্রী॥
ভকতবৎসলা, সর্ব্বমঙ্গলা, প্রেমময় জগদ্ধাত্রী।
বিশ্বরূপিণী, জগবন্দিনী, শোভাময়ী প্রেমমূর্ত্তি॥
জয় জয় জয়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, অবতার বরনারী।
প্রেম শশিকলা, সনাতন বালা, গৌরাঙ্গ-চিত্তহারী॥
কল্যাণময়ী বরদাত্রী অয়ি! গৌরাঙ্গিণী গৌরী।
গৌরাঙ্গ-ঘরণী, পতিতোদ্ধারিণী, ভূদেবী যুগেশ্বরী॥
জয় জয় জয়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, সমাবৃতা সখীবৃন্দা।
আনন্দদায়িনী, নারীশিরোমণি, হ্লাদিনী পদ্মগন্ধা॥
ত্রৈলোক্যতারিণী, প্রেম-মন্দাকিনী, ধীমতি নিরবন্ধা।
নবদ্বীপেশ্বরী, গৌরাঙ্গসুন্দরী, ত্রিজগত-বন্দ্যা॥
জয় জয় জয়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, গৌরাঙ্গ সুখদাত্রী।
পূজিতা দিবি ভুবি, পরমা বৈষ্ণবী, কলিযুগ-মাতৃমূর্ত্তি॥
জয় গৌরপ্রিয়া, জয় বিষ্ণুপ্রিয়া, পাপীতাপী সমুদ্ধাত্রী।
রাঙ্গা পদতরী, হরি শিরে ধরি, দেহ দৈন্য দেহ আর্ত্তি॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মন্ত্রগুরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু

শ্রীপাদ যাদবাচার্য্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীপাদ মাধবাচার্য্য শ্রীপাদ যাদবাচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু জগৎগুরু। তিনি যে স্বীয় ভার্য্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দীক্ষা দিয়া অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করিবেন, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। লোকশিক্ষার জন্য শ্রীগৌর ভগবানের অবতার। এই মন্ত্র দানকার্য্যেও প্রভু আমার লোকশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তন্ত্র-শাস্ত্রে বলে, যদি সিদ্ধ-মন্ত্র হয়, তাহা হইলে নিজ-স্ত্রীকে সে মন্ত্র দিতে কোন বাধা নাই। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীভগবান্। তাঁহার দত্ত মন্ত্র স্বতঃশুদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। প্রভু আপনার ঘরণীকে কোন সময়ে এই সিদ্ধ-মন্ত্র দান করিয়া নিজশক্তিদানে শক্তিশালিনী করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ গ্রন্থে খুঁজিয়া পাই নাই। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এখনও চলিতেছে। দেবীর কৃপায় এ গূঢ়তত্ত্বও প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার সহোদর শ্রীপাদ যাদবাচার্য্যকে মন্ত্র দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ যাদবাচার্য্যের বংশীয় নবদ্বীপের গোস্বামিগণ একথা জানেন। নবদ্বীপের গোস্বামিগণ শ্রীপাদ যাদবাচার্য্য ও শ্রীপাদ মাধবাচার্য্যের বংশধর। শ্রীপাদ দুর্গাদাস মিশ্রের দুই পুত্র। শ্রীপাদ সনাতন ও পরাশর কালিদাস। শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রের পুত্র শ্রীপাদ যাদবাচার্য্য। শ্রীপাদ পরাশর কালিদাসের পুত্র শ্রীপাদ মাধবাচার্য্য। সুতরাং শ্রীপাদ মাধবাচার্য্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত-পুত্র। পরাশর কালিদাস নামটীর কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। প্রেমবিলাসগ্রন্থে*

* শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার প্রকাশিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রেসে মুদ্রিত প্রেম-বিলাস, ঊনবিংশ বিলাস ১৮৩ পৃষ্ঠা।

লিখিত আছে, পরাশর কালী-ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কালিদাস বলিয়া খ্যাত ছিল। শ্রীপাদ মাধবাচার্য্য শ্রীপাদ যাদবাচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। উভয়ে সম্বন্ধে ভ্রাতা, যদিও সহোদর নহেন।

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর কালিদাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥" প্রেমবিলাস।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গুরু-পরম্পরা শ্রীচৈতন্য-তত্ত্বদীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে।

"শ্রীমন্মধ্বমুনেঃ শিষ্যো পারম্পর্য্যানুসারতঃ।
মাধবেন্দ্রপুরী নাম তথেশ্বরপুরী স্বয়ং॥
মাধবেন্দ্রপুরী-শিষ্যো নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রৌ।
ঈশ্বরশিষ্যতাং প্রাপ্তঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ॥
দীক্ষিতা প্রভুনা তেন পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বয়ং।
সিদ্ধিমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ॥
ইতি শাস্ত্রবলাদ্ধেতোঃ স্বভার্য্যামুপদিষ্টবান্।
অথ তং যাদবাচার্য্যং সর্ব্বেষাং নঃ পরং গুরুং॥
সানুজং দীক্ষয়ামাস কৃপয়া শক্তিরীশিতুঃ।
যাদবাচার্য্যশিষ্যোঽভূৎ মাধবাচার্য্য আত্মবান্॥
তস্য শিষ্য প্রশিষ্যাহশিষ্যা বয়মিহ স্মৃতাঃ।
সংপ্রতিষ্ঠাপনায়াসৌ মৈত্রীং প্রতিকৃতিং ততঃ।
ভার্য্যামাজ্ঞায় ভগবান্ বভূবান্তর্হিতঃ প্রভুঃ॥"

শ্রীচৈতন্য-তত্ত্বদীপিকার গ্রন্থকার নবদ্বীপনিবাসী শ্রীপাদ মাধবাচার্য্যের বংশধর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মন্ত্ররহস্য-কথা উক্ত গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থোক্ত এবং প্রামাণ্য।